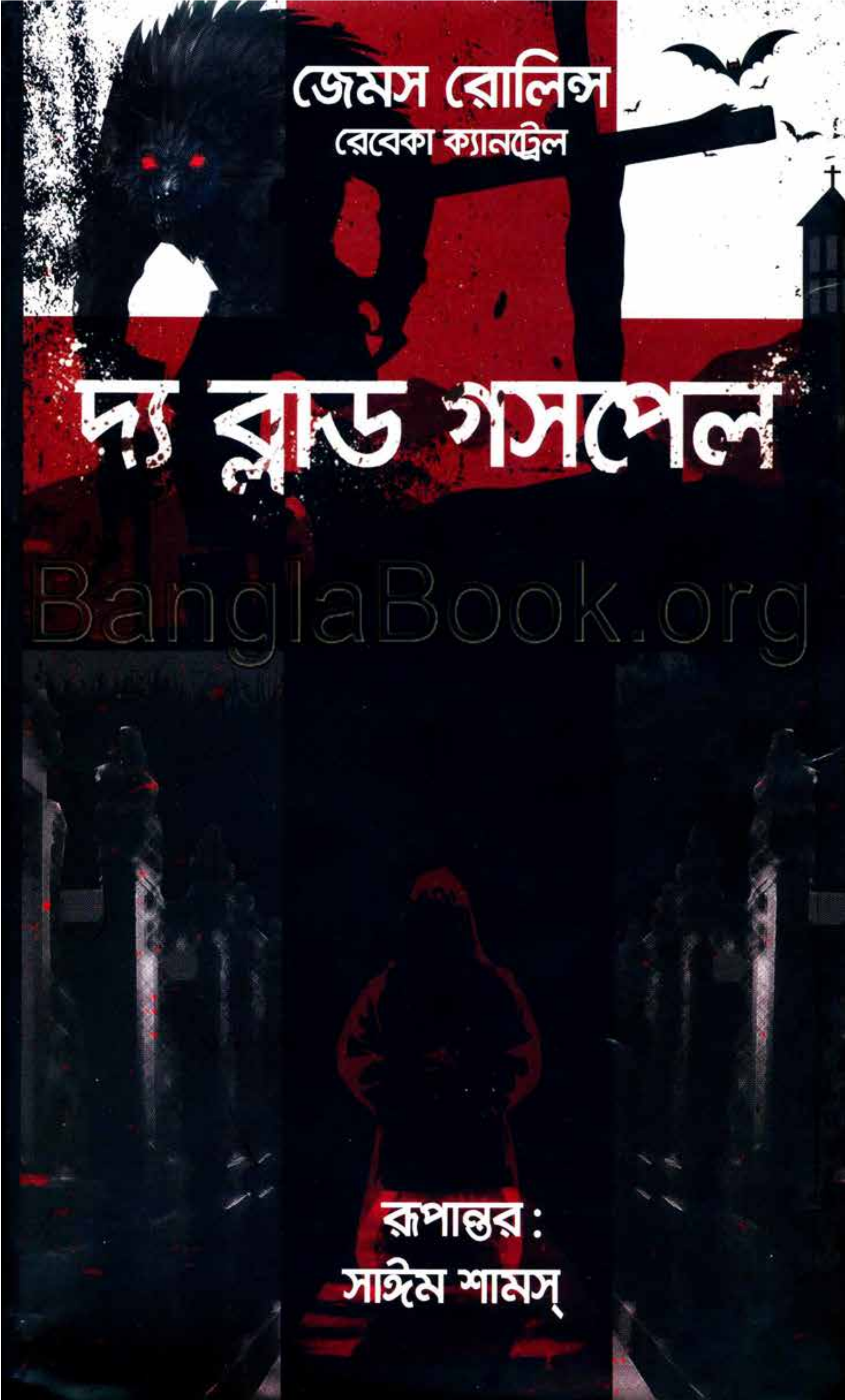
জেমস রোলিন্স
রেবেকা ক্যানট্রেল
দ্য ব্লাড গসপেল
BanglaBook.org
রূপান্তর:
সাঈম শামস্

'জিনিয়াস... রোলিন্স ও ক্যানট্রেল তাঁদের সেরা কাজ উপহার দিয়েছেন এখানে। *দ্য ব্লাড গসপেল* অবশ্যপাঠ্য তো বটেই, না পড়লে পাপ হবে!'

–সাসপেন্স ম্যাগাজিন

অত্যাধুনিক বিজ্ঞান, প্রাচীন ইতিহাস সাথে রহস্যময় গথিক প্লট; থ্রিলারপ্রেমিরা জেমস রোলিন্স ও রেবেকা ক্যানট্রেলের কাছ থেকে এরকম কিছুই আশা করছিল। লেখকদ্বয়ের ভক্তরা এই বই পড়ে হতাশ হবে না, সেটা নিশ্চিতভাবে বলে দেয়া যায়। আর যারা *দ্য দা ভিঞ্চি কোড*-এর ভক্ত তারা তো এই সিরিজ নিয়ে রীতিমতো হইচই বাধিয়ে দেবে!

-লাইব্রেরি জার্নাল

'অপ্রতিরোধ্য। এ যেন *দ্য দা ভিঞ্চি কোড* ও ভ্যাম্পায়ারের মিলন!'
–বুকলিস্ট

www.BanglaBook.org

THE BLOOD GOSPEL
by James Rollins and
Rebecca Cantrell
Translated by Sayeem Shams

Printed in Bangladash by Ratri Prokashoni

ISBN 978-984-93240-1-0

ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইজরায়েলের মাসাডা অঞ্চল। পাহাড়ের গভীরে লুকোনো এক সমাধি বেরিয়ে এলো ভূমিকম্পের ফলে হওয়া ধ্বসের কারণে।

ঘটনাচক্রে সমাধি তদন্তের জন্য হাজির হলো ভিন্ন পেশার তিনজন ব্যক্তি: মিলিটারি ফরেনসিক এক্সপার্ট সার্জেন্ট জর্ডান স্টোন, ভ্যাটিকান পাদ্রি ফাদার রান করজা এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর ইরিন গ্রেঞ্জার। একটি ছোট্ট মেয়ের মমিকৃত লাশকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেল সেখানে। হঠাৎ প্রাণঘাতী হামলা হলো ওদের উপর।

হামলাকারীদের বিশ্বাস, এই সমাধিক্ষেত্রেই লুকায়িত রয়েছে একটি বিতর্কিত গ্রন্থ। দ্য বুক অব ব্লাড। যা কিনা যিশুর নিজ রক্তে ও নিজ হাতে লেখা! সেই গ্রন্থের পেছনে লেগেছে দুটো দল।

প্রাণ বাঁচাতে করজা, জর্ডান ও ইরিন ছুটল ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থান জেরুজালেম-এ। দ্য বুক অব ব্লাড সম্পর্কে জানতে গিয়ে হাজার বছরের পুরানো ইতিহাসের মুখোমুখি হলো ওরা। যেখানে জন্ম হয়েছে হিংস্র একদল জানোয়ারের।

দ্য ব্লাড গসপেল ইতিহাসের বিভিন্ন গোপন কোটর খুলে দেবে পাঠকের জন্য। ফাঁস করে দেবে ক্যাথলিক চার্চের অনেক স্পর্শকাতর তথ্য। উন্মোচিত হবে স্যাঙ্গুইন্স নামের এক গোপন সংঘের পরিচয়।

www.BanglaBook.org

জেমস রোলিন্স

বর্তমান সময়ের একজন বিশ্ববিখ্যাত জনপ্রিয় লেখক। অ্যাডভেঞ্চার ও থ্রিলারধর্মী বই লেখার জন্য তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। রোলিন্স একজন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্কুবা ডাইভার; এছাড়াও শিক্ষনবীশ হিসেবে বিভিন্ন গুহায় অভিযান চালিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান করে তিনি তাঁর উপন্যাসের জন্য বাস্তবধর্মী স্থান নির্বাচন করে থাকেন। তার ফলে রোলিন্সের উপন্যাসগুলোতে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়। চল্লিশটির বেশি ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে।

রেবেকা ক্যানট্রেল

আইডব্লিউটি থ্রিলার, ক্রস অ্যালেক্সেন্ডার এবং ম্যাকাভেটি পুরস্কার বিজয়ী লেখিকা। তাঁর লেখা আইড্রাকুলা বইটি বুকলিস্টের সেরা দশটি হরর বইয়ের তালিকায় স্থান করে নিয়েছিল। এছাড়া মনোনয়ন পেয়েছেন আরও অনেক পুরস্কারের জন্যে। দশটি ভাষায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস অনূদিত হয়েছে।

সাঈম শামস্

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে পড়াশোনা করলেও পেশাগত পরিচয়: লেখক, অনুবাদক ও নাট্যকার। পাঠকপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য এই অনুবাদকের অনুবাদচর্চার শুরুটা হয়েছিল বাংলা সাবটাইটেল নির্মাণের মাধ্যমে। একে একে কুড়িটিরও বেশি বিদেশি সিনেমার সাবটাইটেল করেছেন। লিখেছেন রহস্যপত্রিকা'য়। বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে এখন পর্যন্ত তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা আটটি। ভবিষ্যতে মৌলিক উপন্যাস রচনাসহ আরও কিছু চমৎকার বই অনুবাদ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

দ্য ব্লাড গসপেল

দি অর্ডার অব দ্য স্যাঙ্গুইন্স # ১

দ্য ব্লাড গসপেল

দি অর্ডার অব দ্য স্যাঙ্গুইন্স #১

জেমস রোলিন্স

রেবেকা ক্যানট্রেল

রূপান্তর :

সাঈম শামস্

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রাত্রি প্রকাশনী

দ্য ব্লাড গসপেল
জেমস রোলিন্স
রেবেকা ক্যানট্রেল
রূপান্তর : সাঈম শামস্

© অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮

প্রকাশক
আনোয়ার হোসেন খন্দকার
রাত্রি প্রকাশনী
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা
যোগাযোগ : ০১৯১১৫৯৩৪৩৫

প্রচ্ছদ
সাজিদ শুভ

অক্ষর বিন্যাস
মারুফ হোসেন শ্রাবণ

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
কুলুটোলা, কাঠের পুল, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

মূল্য : ৪৪০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978 984 93240 3 4

THE BLOOD GOSPLE
James Rollins and Rebecca Cantrell
Translated by Sayeem Shams
First Published February Book Fair, 2018
Ratri Prokashoni
11/11/1 P.k. Roy Road, Banglabazar, Dhaka
anwarbu@yahoo.com

Price : Tk. 440.00

US $ 25.00

অনুবাদকের উৎসর্গ

মামাতো ভাই

মরহুম মোঃ আমিরুল ইসলাম

আমি লেখালেখি করি শুনে আপনি আম্মুর কাছে আমার কয়েকটা বই চেয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, সমরেশ, বিভূতিভূষণ, হুমায়ূন আহমেদ প্রমুখ প্রথিতযশা লেখকদের বই পড়া গুণমুগ্ধ পাঠকের হাতে আমার লেখা অনুবাদ তুলে দিতে ইতস্ততবোধ হচ্ছিল। ভেবেছিলাম মৌলিক উপন্যাস লিখে আপনাকে উপহার দেব। কিন্তু তা আর হলো না। স্ত্রী আর ছোট্ট ছেলেকে রেখে তরুণ বয়সে আপনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে...

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রস্তাবনা

বসন্তকাল, এডি ৭৩
মাসাডা, ইসরায়েল

মৃত্যুর মিছিল বেড়েই চলেছে।

ইলিয়েজারের মাথার চেয়ে ৩০০ ফুট উঁচুতে সমস্বরে গলা মেলাচ্ছে প্রায় ৯০০ বিদ্রোহী ইহুদি। তাদের ঠেকাতে আসা রক্ষীবাহিনি খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারছে না। বিদ্রোহীদে আটক করার বদলে নিজেদের জীবন রক্ষা করে যাওয়াটাই আপাতত বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা। ৯০০ বিদ্রোহীর সমবেত কণ্ঠে হওয়া প্রার্থনার আওয়াজ মাটির নীচে থাকা সুরঙ্গতেও কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। মাসাডা পাহাড়ের বুক চিড়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সুরঙ্গগুলো।

পাথুরে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরে থাকা ছাদের দিকে তাকাল ইলিয়েজার। ওর খুব ইচ্ছে করছে ওপরে গিয়ে বিদ্রোহী ভাইদের সাথে যোগ দিয়ে চূড়ান্ত লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবে, প্রাণ দেবে প্রয়োজনে। কিন্তু সেটা হলো না। ওর ভাগ্যে তা নেই।

ভিন্ন এক পথ লেখা আছে ওর কপালে।

হাতে একটা পাথর বয়ে বেড়াচ্ছে ইলিয়েজার। পাথরটার দৈর্ঘ্য একজন নবজাতক বাচ্চার সমান। ইলিয়েজার হাত দিয়ে পাথরটাকে পবিত্র বস্তুর মতো বুকের সাথে চেপে ধরে রেখেছে। পাথরের মিস্ত্রিরা ওর পেছনের পথটুকু সিলগালা করে বন্ধ করে দিল। আর কেউ এই পথ অনুসরণ করে আসতে পারবে না।

ওর সামনে হাতে টর্চ নিয়ে সাতজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। ওদের মনও নিশ্চয়ই পড়ে আছে ওপরে থাকা বিদ্রোহী ভাইদের কাছে। দশ হাজার রোমান সৈনিককে বিভিন্ন ক্যাম্পে ভাগ করে মেসায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে কেউ ঢুকতে বা বেরোতে না পারে। বিদ্রোহীরা সংকল্প করেছে, প্রার্থনা শেষ করে তারা প্রথমে নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে খুন করবে তারপর আত্মহত্যা করবে। আর এসব তাদেরক করতে হবে রোমানদের সীমানা

BanglaBook.org

অতিক্রম করার আগেই। তৈরি হতে শুরু করল বিদ্রোহীরা। প্রার্থনা শেষে ওরা ভাবল, অনেক নির্দোষ ব্যক্তিও মারা পড়তে পারে।

হাতে থাকা পাথরের মতো ভারী একটা দায়িত্ব রয়েছে ইলিয়েজারের ওপর। হঠাৎ সমাধির কথা মনে পড়ল ওর। ওই সমাধি অত্যন্ত অপবিত্র কিন্তু ঈশ্বরের সবচেয়ে পবিত্র শব্দগুলো ধারণ করছে ওটা।

হাতে থাকা পাথরকে বুকের সাথে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ইলিয়েজার।

খোদা, দয়া করে, এই বোঝা থেকে আমায় মুক্তি দাও।

এভাবে কম করে হলেও হাজারবার ইলিয়েজার প্রার্থনা করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো সাড়া পায়নি। তবে ওপরে থাকা বিদ্রোহীদের রক্ত নিশ্চয়ই বৃথা যাবে না।

মন্দিরের প্রধান দরজার সামনে পৌঁছে গেল ইলিয়েজার। কিন্তু ভেতরে ঢুকল না। মন্দিরের ঠাণ্ডা দেয়ালে কপাল ঠেকিয়ে প্রার্থনা করল, কেউ যেন এসে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে যায়।

কিন্তু কেউ এল না।

মন্দিরের ভেতরে তাকাল ইলিয়েজার। মশালের আলোতে ছায়াগুলো যেন নাচছে। কিছু ধোঁয়া তৈরি হচ্ছে মশাল থেকে। ওগুলো বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে যাচ্ছে ছাদের দিকে কিন্তু বেরোতে পারছে না। জায়গাটা বদ্ধ।

শুধু ধোঁয়া নয়, কেউ-ই বেরোতে পারবে না এখান থেকে।

এরপর ওর চোখে পড়ল, কয়েকজন সৈনিকের সামনে একটা ছোট্ট খুকি হাঁটু গেড়ে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখে ইলিয়েজারের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। মায়াকে প্রশ্রয় দিয়ে দায়িত্ব পালনে পিছপা হওয়া চলবে না। ইলিয়েজার মনে মনে আশা করল, মেয়েটা যেন চোখ বন্ধ করে রাখে। তাহলে কাজটা করার সময় ওর চোখে চোখ পড়বে না, মায়াও জাগবে না।

টলটলে চোখ...

নিজের মেয়ে আজুবার চোখের প্রশংসা করার সময় ঠিক এই দুটো শব্দ ব্যবহার করত ইলিয়েজারের বোন। নিষ্পাপ চোখ দুটো দেখে মায়া না হয়ে পারেই না।

ভাগ্নির চোখের দিকে তাকাল ইলিয়েজার।

বাচ্চাদের চোখ, কিন্তু আজুবার দৃষ্টিতে কোনো ছেলেমানুষি সুলভ চিহ্ন নেই। ইতিমধ্যে আজুবা যা দেখেছে সেটা কোনো বাচ্চার দেখা উচিত নয়।

BanglaBook.org

তবে চিন্তার কিছু নেই, সামনে আর দেখতে পাবে না।

আজুবা, আমাকে ক্ষমা করে দিয়।

বিড়বিড় করে শেষবারের মতো প্রার্থনা করল ইলিয়েজার। এগোল মশালের আলোয় উজ্জ্বল মন্দিরের দিকে। অপবিত্র সমাধিটা মন্দিরের ভেতরে অবস্থিত। ইলিয়েজারের জন্য সৈনিকরা অপেক্ষা করছিল। ওকে ঢুকতে দেখে তাকাল সবাই। কয়েক দিন ধরে রোমানদের সাথে লড়ে আসছে সৈনিকরা এবং বেশ ভালো করেই জানে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে ওদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তবে সেখানে একটা 'কিন্তু' আছে। ইলিয়েজার সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর তাকাল তাদের মাঝখানে গাউন পরিহিত এক ব্যক্তির দিকে। একজন বাচ্চা মেয়েকে বলি দেয়ার জন্য ৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে।

সবাই ভক্তি সহকারে মাথা নোয়াল ইলিয়েজারের দিকে। ইলিয়েজার ওদের কাছে দেবতাতুল্য। কিন্তু ওরা প্রকৃত সত্য জানে না। ইলিয়েজার কতটা পাপী সেটা জানে মাত্র দুজন। এক, ইলিয়েজার যাকে প্রভু হিসেবে মান্য করে। দুই, ইলিয়েজার নিজে।

সব সৈনিকের গায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ওগুলো মধ্যে কিছু হয়েছে রোমানদের সাথে যুদ্ধের সময় আর বাকি জখমগুলো আজুবার কীর্তি।

আজুবাকে জোর করে একটা রক্তবর্ণের গাউন পরানো হয়েছে। অবশ্য ওর শরীরের তুলনায় বেশ বড় গাউনটা। এ জন্য মেয়েটাকে আরও বেশি ছোট দেখাচ্ছে এখন। আজুবার হাত দুটো অপরিষ্কার। একটা জীর্ণশীর্ণ পুতুল ধরে আছে মেয়েটা। পুতুলটার এক চোখ নেই।

এই পুতুলটা ইলিয়েজারই উপহার দিয়েছিল আজুবাকে। কত বছর আগে? মনে নেই। তবে হাঁটু গেড়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে ভাগ্নির সামনে পুতুলটা দেয়ার ঘটনা ইলিয়েজার আজও মনে করতে পারছে। সস্তা একটা পুতুল মেয়ে আজুবা তখন কী যে খুশি হয়েছিল! সূর্যের সব উজ্জ্বলতা যেন এসে ভর করেছিল মেয়েটার মুখে।

সেই উজ্জ্বলতার খোঁজে এখন আজুবার দিকে তাকাল ইলিয়েজার।

নেই। উল্টো অমাবস্যার মতো কালো মুখ দেখতে পেল ও।

হিসিয়ে উঠল আজুবা, দাঁত দেখাল।

'আজুবা!' ধমকে উঠল ইলিয়েজার।

একসময়ের টলটলে নিষ্পাপ চোখে এখন তীব্র ঘৃণা দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

গভীরভাবে দম নিল আজুবা। তারপর গরম রক্ত থুথু আকারে ছুড়ে দিল ইলিয়েজারের মুখে।

কাঁপা হাতে নিজের মুখ থেকে রক্ত পরিষ্কার করল ইলিয়েজার। রক্তে কেমন যেন লোহার গন্ধ। হাঁটু গেড়ে বসল ভাগ্নির সামনে। কাপড় দিয়ে আজুবার গাল বেয়ে আসা রক্তের ধারাটুকু মুছে দিল যত্নের সাথে।

ইলিয়েজারের কানে একটা শব্দ ভেসে এল।

আজুবাও শুনতে পেয়েছে সেটা।

ওরা দুজনই শুনতে পেল পাহাড়ের ওপর থেকে আর্তচিৎকার ভেসে আসছে। রোমানরা তাহলে সুরক্ষা প্রাচীর ভেঙ্গে ঢুকেই পড়ল।

এবার ওপরে রক্তের বন্যা বইতে শুরু করবে।

সৈনিকদের মাঝখানে দাঁড়ানো ব্যক্তি বললেন, 'আমাদের হাতে আর সময় নেই।'

বয়স্ক লোকটার দিকে তাকাল ইলিয়েজার। বাদামি রঙের গাউন পরনে, গাল ভর্তি দাড়ি; ইলিয়েজারের প্রভু। আজুবা'র ব্যাপারে ইলিয়েজার এই প্রভুর কাছ থেকে আদেশ পেয়েছে। সেই আদেশই পালন করতে যাচ্ছে এখন।

সমাধির মাঝখানে থাকা একটা পাথর সরিয়ে রাখা হয়েছে। পাথরটা সরানোর ফলে যে পরিমাণ জায়গা উন্মুক্ত হয়েছে তাতে অনায়াসে তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে চাপা দেয়া যাবে।

কিন্তু এখন ওখানে জায়গা হবে ছোট্ট এক খুকির।

আমাকে নিন, ছেড়ে দিন ওকে।

প্রভুর দিকে মাথা নুইয়ে মনে মনে বলল ইলিয়েজার। কিন্তু এখানে কোনো আর্জি-আপত্তির মূল্য নেই।

দাড়িঅলা ব্যক্তি মুখ খুললেন। 'ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করা আমাদের দায়িত্ব। এই মেয়েটির আত্মাকে রক্ষা করতে হলে, বাকি সবার আত্মা রক্ষা করতে হলে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে। নিয়ে যাও মেয়েটিকে!' এরকম নির্দয় আদেশ দিতে গিয়েও ভরাট কণ্ঠস্বরটা একবারের জন্যও কেঁপে উঠল না।

হঠাৎ আজুবা সৈনিকদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটল দরজার দিকে।

ওর মামা ইলিয়েজার দ্রুত পিছু নিল। খুব সহজেই ধরে ফেলল আজুবাকে। নিজেকে মুক্ত করার জন্য জোর খাটাল মেয়েটা। কিন্তু পারল না।

BanglaBook.org

দাড়িঅলা দলনেতা ঘোষণা করলেন, 'কাজটা সেরে ফেলো!'

এক সৈনিক এগিয়ে এসে আজুবা'র হাত দুটোকে শক্ত করে ধরল। ওর কাছে থাকা পুতুলটাকে কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল একপাশে।

'না!' কেঁদে উঠল আজুবা।

নিজের সর্বশক্তি দিয়ে আজুবা হামলা করল সৈনিকের ওপর। ধাক্কা দিয়ে সৈনিককে শুইয়ে ফেলে দু'পা দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। তারপর দাঁত আর নখ দিয়ে কামড়ে, আঁচড়ে সৈনিকের মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে দিল।

দ্রুত দু'জন সৈনিক এগিয়ে এসে আহত সৈনিককে উদ্ধার করল। কব্জা করল আজুবাকে।

'সমাধির দিকে নিয়ে যাও মেয়েটাকে!' কড়া কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন দলনেতা।

ইলিয়েজার খেয়াল করে দেখল আজুবা এখনও সেই পুতুলের দিকে তাকিয়ে আছে। পুতুলটাকে কুড়িয়ে এনে আজুবা'র রক্তাক্ত মুখের সামনে ধরল ইলিয়েজার। এই পুতুল আজুবাকে সেই ছোটবেলা থেকে শান্ত করার কাছে ব্যবহার হয়ে আসছে। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। আজুবা শান্ত হয়ে এলো। ঢিল দিল শরীরে। হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল পুতুলটাকে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সৈনিক ওর একহাত ছেড়ে দিল। পুতুলটাকে কোলে নিয়ে ওটার নাকের সাথে নিজের নাক ছোঁয়াল আজুবা।

ইলিয়েজার ভাগ্নিকে বুকে টেনে নিল। ওদিকে সমাধির ভেতরে আজুবাকে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ওয়াইন ঢেলে পূর্ণ করা হয়েছে ভেতরটা। আজুবাকে বলি দেয়া হবে। বলি দেয়ার এই পবিত্র প্রথার নাম *মিকভেহ*।

সমাধির ভেতরে থাকা ওয়াইনের ওপর আলো ফেলল ইলিয়েজার। ওয়াইন দেখে মনে হলো, এ যেন রক্ত।

মামার বুকে মাথা গুঁজে আছে আজুবা। ইলিয়েজারের ভেতরে অস্বস্তি হচ্ছে।

'এবার!' তাড়া দিলেন দলনেতা।

আজুবার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধকার দরজার দিকে তাকাল ইলিয়েজার। ভাগ্নিকে চাইলে ও এখন বাঁচাতে পারে। কিন্তু এতে শুধু আজুবার দেহ বাঁচবে। আত্মার পরিশুদ্ধি ও রক্ষার জন্য মিকভেহর বিকল্প নেই। একমাত্র এভাবেই আজুবাকে বাঁচানো সম্ভব।

BanglaBook.org

সৈনিকদের মধ্যে উচ্চপদস্থ একজন এসে ইলিয়েজারের কাছ থেকে আজুবাকে সরিয়ে নিল। সমাধির ওপর ধরল মেয়েটাকে।

'সেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করছি, যিনি স্বর্গ নির্মাণ করেছেন।' প্রার্থনা করলেন দলনেতা।

ওপরে চলা হইহুল্লা এখন আর নেই। সব চুপচাপ।

'ইলিয়েজার,' দলনেতা বললেন। 'এবার সময় হয়েছে।'

নিজের কাছে থাকা পাথরটা বের করে দেখাল ইলিয়েজার। এই পাথরটাকে পবিত্র মনে করে বলেই ও আজ এত কঠিন একটা কাজ করতে পারছে। তবে এখন পাথরটার কোনো ওজন ইলিয়েজার অনুভব করতে পারছে না। কিন্তু হৃদয়টা খুব ভারী লাগছে।

'কাজটা সেরে ফেলা যাক।' দলনেতা নির্দেশ দিলেন। তবে এবার একটু নরম স্বরে।

আজুবাকে ওয়াইনের মাঝে ফেলে দেয়া হলো। অনেকখানি ওয়াইন উপচে পড়ল মেঝেতে। ছোট ছোট আঙুল দিয়ে সমাধির কিনারা ধরে নিজেকে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করল আজুবা।

এবার ইলিয়েজারের পালা।

হাতে থাকা পাথরটা আজুবার বুকের ওপর রাখল ইলিয়েজার। পাথরের ওজনে আজুবা ডুবে গেল ওয়াইন সমাধির গভীরে।

আজুবা কোনো প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল না। তবে ওয়াইনের ভেতরে তলিয়ে যাওয়ার সময় ওর ঠোঁট দুটো নড়ল। তবে কোনো আওয়াজ শোনা গেল না।

জীবনের শেষ মুহূর্তে কী বলছিল মেয়েটা?

ইলিয়েজার জানে এই প্রশ্ন ওকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাড়া করে বেড়াবে।

'আমায় ক্ষমা করে দেবেন।' ফুঁপিয়ে উঠে প্রার্থনা করল ইলিয়েজার। 'আর ওকেও ক্ষমা করে দেবেন।'

আজুবা পড়ে রইল সমাধির তলায়। ইলিয়েজার প্রার্থনা করল এই মিকভেহর ফলে আজুবার ভেতরে থাকা অপবিত্রতা মুছে যাবে, আত্মা পরিশুদ্ধি অর্জন করবে।

আমার লক্ষ্মী আজুবা...

সমাধির পাশে ভেঙে পড়ল ইলিয়েজার।

'ঢেকে দাও সমাধি।' দলনেতা নির্দেশ করলেন।

BanglaBook.org

একটা পাথরের ঢাকনা এনে ঢেকে দেয়া হলো সমাধির মুখ।

'এসো,' বললেন দলনেতা। 'যা করার ছিল তা করা হয়ে গেছে।'

দলনেতার পিছু পিছু সৈনিকরা দরজার দিকে এগোতে শুরু করল। সমাধির কাছে একা দাঁড়িয়ে রইল ইলিয়েজার।

'তুমি এখানে থাকতে পারবে না।' দরজার কাছে গিয়ে বললেন দলনেতা। 'ভিন্ন পথ ধরতে হবে তোমাকে।'

কণ্ঠটা যেদিক থেকে আসছে ইলিয়েজার সেদিকে তাকাল। ওর চোখ পানিতে ভরে গেছে। পরিষ্কার করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

এখান থেকে ওরা বেরিয়ে যাওয়ার সময় জায়গাটা সিলগালা করে দেয়া হবে। চিরতরে আড়ালে চলে যাবে এই প্যাসেজ আর সমাধি। কেউ এখানকার কথা জানতে পারবে না। মনেও রাখবে না। আর যদি কখনও কেউ এখানে হাজির হয়েও যায় তাহলে অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

'নিজের কাজ ও ব্রতের জন্য কি তোমার অনুশোচনাবোধ হচ্ছে?' দলনেতা জানতে চাইলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এখন নরম শোনালেও কোথায় যেন কঠিন-কড়া একটা সুর লুকিয়ে আছে। আর ঠিক এ জন্যই স্বয়ং যিশু ওদের দলনেতার নাম রেখেছেন *পিটরাস*। অর্থাৎ, পাথর। ওদের দলনেতার হাত ধরেই হয়তো নতুন চার্চের গোড়াপত্তন হবে।

'না, পিটার, আমার অনুশোচনা হচ্ছে না।' ইলিয়েজার জবাব দিল।

BanglaBook.org

প্রথম খণ্ড

অধ্যায় ১

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় সকাল ১০টা ৩৩ মিনিট
ক্যাসেরিয়া, ইসরায়েল

নরম ব্রাশ দিয়ে খুলি পরিষ্কার করছে ড. ইরিন গ্রেঞ্জার। ধুলো সরানোর পর খুলিটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে ও হাড়ের গড়ন দেখে ডক্টর বুঝতে পারল এটা একজন নবজাতক ছেলে শিশুর খুলি।

হঠাৎ ওর নিজের বোনের কথা মনে পড়ল। খুব শিশু অবস্থায় মারা গিয়েছিল ইরিনের ছোট বোন। চোখ বন্ধ করল ইরিন। অতীত মনে পড়ে যাওয়ায় এখন আর খুলিতে ব্রাশ করতে পারছে না।

বন্ধ করো এসব।

নিজেকে ধমক লাগাল ডক্টর। মনোযোগ দিল খুলির দিকে। এই খুলিটা প্রায় দুই হাজার বছরের পুরনো। তখনকার দিনে শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেশি ছিল। তবে এই শিশুর মৃত্যু কোনো রোগে হয়নি, নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল।

খুলিটাকে পরিষ্কার করে ছবি তুলল ইরিন। শিশুর শরীরের বাকি অংশগুলো পাশেই আছে। সবগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। কিছু হাড় লাপাত্তা। তবে যে বা যারা শিশুটির লাশ মাটিচাপা দিয়েছিল তারা বেশ চেষ্টা করেছে পুরো শরীরটাকে একসাথে করে মাটি দিতে। কিন্তু সম্ভব হয়নি। শিশুর লাশ চাপা দিতে পারলেও তাদের কুকীর্তি চাপা পড়েনি।

ইরিন হিসাব করে দেখল বাকি হাড়গুলো উদ্ধার করে পরিষ্কার করতে আরও কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। মাটি খুঁড়ে এসব বের করছে ডক্টর ইরিন গ্রেঞ্জার। বয়স মাত্র ৩২, তরুণী বলা যায়, কিন্তু ইরিন নিজেকে তরুণী ভাবতে পারে না।

শরীরের ভার অন্য হাঁটুতে চাপাল ডক্টর। মাত্র একঘণ্টা হলো কাজ করছে কিন্তু এর মধ্যে আপত্তি জানাতে শুরু করেছে হাঁটু। অথচ ছোটবেলায় চার্চে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করত। এমনকি কখনও

BanglaBook.org

কখনও বাবার নির্দেশে দিনের অর্ধেক সময় হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করেছে। কোনো সমস্যা হয়নি।

অস্বস্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াল ইরিন। ওর কোমর সমান গর্তে বসে এতক্ষণ কাজ করছিল। মাথা উঁচু করতেই ঠাণ্ডা বাতাস এসে ছুঁয়ে দিল ওর তপ্ত মুখ। ইসরায়েলের গরম আবহাওয়া আর বালি খুব ভোগাচ্ছে ওকে। প্রায়ই বালিকণা এসে ঢুকছে চোখে, অন্ধ করে দিচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য। চোখ পিটপিট করতে হচ্ছে বারবার।

প্রখর সূর্য, বালি আর তপ্ত আবহাওয়ায় ইরিনের সোনালি চুলগুলো ধীরে ধীরে ধূসর হয়ে যাচ্ছে। জুতার ভেতরে থাকা মোজার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। একদম শিরিস কাগজের মতো খসখসে হয়ে গেছে ওগুলো। হাতের নখ রুক্ষ হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, ইরিন আজকাল ওর মুখের ভেতরে পর্যন্ত বালির অস্তিত্ব টের পায়!

এত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ইরিন অসন্তুষ্ট হতে পারে না। কারণ এখানে ও যা করছে সেটা ওর পছন্দের কাজ। কাজটাকে ও ভালোবাসে। ইরিন এখন যে স্থানে খোঁড়াখুঁড়ি চালাচ্ছে এই জায়গাটা কোনো এককালে হিপোড্রম (ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার মাঠ) ছিল। এখন অবশ্য সেসবের কোনো চিহ্ন নেই। ইরিনের কাজের জন্য চারিদিকে হলুদ টেপ দিয়ে সীমা এঁকে 'সংরক্ষিত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে রাখা হয়েছে।

ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই জায়গার সাথে। এমনকি বাইবেলেও বলা আছে এই ক্যাসেরিয়ার কথা। এ-অঞ্চলেই রাজত্ব করত বাইবেলের কুখ্যাত রাজা হেরড। নিরীহ লোকদের ওপর জুলুম করার যার জুড়ি মেলা ভার ছিল।

একটা ঘোড়ার চিঁহি ডাকা ভেসে এল। এক দল লোক এই ঐতিহাসিক স্থানে সৌজন্য ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে যাচ্ছে। মৃতপ্রায় স্থানটা আবার সরব হয়ে উঠবে কয়েক দিনের জন্য। ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা দেখার জন্য ইরিন উদগ্রীব হয়ে আছে। তবে তার আগে ওকে এবং ওর ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক কাজ শেষ করে ফেলতে হবে।

সময় নষ্ট না করে আবার গর্তে নামল ডক্টর। কাজ শুরু করল মনোযোগের সাথে।

'প্রফেসর?' ট্রেস্প্রাসের উচ্চারণে ওর মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাল ন্যাট হিগস্মিথ। আচমকা আওয়াজ পেয়ে ডক্টর রীতিমতো চমকে উঠল।

'দুঃখিত, প্রফেসর।' বলল ন্যাট।

BanglaBook.org

ইরিন সবাইকে বলে দিয়েছিল সকালবেলা কাজের সময় কেউ যেন ওকে বিরক্ত না করে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছাত্রের ওপরে জন্মানো বিরক্তি চাপা দিতে বোতল থেকে পানি পান করল ইরিন। পানির স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে। তরল তামার মতো লাগল মুখে।

'ঠিক আছে, ব্যাপার না।' ইরিন বলল। এক হাত দিয়ে সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করে তাকাল ন্যাটের দিকে। ছেলেটার পরনে হালফ্যাশনের ফ্যাকাশে জিন্স আর শার্ট। শার্টের হাতা দুটো বেশ ভালো করে গুটানো। হাতের পেশিগুলো দেখা যাচ্ছে। ইরিন সন্দেহ করল ন্যাট ইচ্ছে করে দেখাচ্ছে ওগুলো। ওকে পটানোর চেষ্টা করছে। যদিও এসব করে কোনো লাভ হবে না। এসবের প্রতি ইরিনের আর কোনো আগ্রহ নেই। এখন ও শুধুমাত্র কাজ করতে ভালোবাসে। জীবনে একজনের প্রতিই ওর ভালোবাসা জন্মেছিল। কিন্তু কয়েক'শ বছর আগে সেই ব্যক্তি মারা গেছে!

'তোমাকে না ওদিকের একটা অংশ ম্যাপিং করতে বলেছি?' ছাত্রকে জিজ্ঞেস করল ইরিন।

'জি, করছিলাম।' ন্যাট একটু টেনে টেনে জবাব দিল। এভাবে জবাব দেয়ার মানে হলো, ন্যাট উত্তেজিত। কিছু একটা পেয়েছে।

'কী ব্যাপার?'

'আপনাকে বললে আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না।' পা নাড়িয়ে উসখুস করল ন্যাট। ইরিনকে কিছু একটা দেখানোর জন্য ছটফট করছে।

হাসল ইরিন। ছেলেটা ঠিকই বলেছে। স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত কারও মুখের কথা ইরিন বিশ্বাস করে না। ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় ও একটা মন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেটা হলো যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি মাটি থেকে ওটাকে খুঁড়ে বের করে নিজের হাতে নিতে না পারছ, ততক্ষণ পর্যন্ত ওটা বাস্তব নয়।

নিজের কাজের অংশটুকু ঢেকে রাখল ইরিন। ন্যাট হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। গর্ত থেকে ওঠার সময় ইরিন খেয়াল করল, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি সময় ন্যাট ওর হাত ধরে ছিল। অবশ্য ও আগেই আন্দাজ করেছিল, ন্যাট এরকম কিছু করতে পারে।

ন্যাটের কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবে হাত ছাড়িয়ে নিজের জিন্সের হাঁটুতে লেগে থাকা ধুলো পরিষ্কার করল ইরিন। ন্যাটের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করল না। কী দরকার? হিতে বিপরীত হতে পারে। ইরিন এখন আর পুরুষদের লাই দেয় না আর এরকম কাজের সময় তো অবশ্যই নয়। অন্য নারীদের সাথে ওর প্রধান পার্থক্য হলো, ইরিন

BanglaBook.org

মেকআপ মেখে সং সাজতে পছন্দ করে না। এছাড়া যেকোনো ধরনের রোমান্টিক আচরণ এড়িয়ে চলে। ওর উচ্চতা মাঝারি, তবে সবাই বলে আরেকটু লম্বা হলে ভালো হতো।

আগে ও বিভিন্ন সম্পর্কে জড়িয়েছিল, কিন্তু কোনোটাই টেকেনি। কিছুদিন পর দেখা যায় পুরুষগুলো ওকে কেমন যেন ভয় পাচ্ছে। অথচ দূর থেকে দেখে অনেকেই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

যেমন, এখন ন্যাট হয়েছে।

'চলো, দেখি...' খাকি রঙের তাঁবুর দিকে পা বাড়াল ইরিন।

'অ্যামি ওর ল্যাপটপে একটা তথ্য পেয়েছে। জম্পেশ জিনিস, প্রফেসর। আমাদের কপাল খুলে গেছে!' ন্যাট বেশ উৎসাহের সাথে বলল।

ইলেকট্রিক জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়া হচ্ছে তাবুতে। ল্যাপটপ আর একটা ফ্যান চলছে। ফ্যানটা একদম অ্যামির দিকে তাক করা।

অ্যামির বয়স ২৩ বছর, বাড়ি কলম্বিয়া। ওর চুলগুলো কালো, সরজমিনে কাজ করার চেয়ে এরকম ছায়ায় বসে কাজ করতেই বেশি পছন্দ করে। বেশ স্বাস্থ্যবতী। তবে টেকনোলজি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে। এক হাত দিয়ে কি-বোর্ডে টাইপ করতে করতে অন্য হাত দিয়ে ওদের দু'জনকে ইশারায় ডাকল অ্যামি।

'প্রফেসর গ্রেঞ্জার, আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করবেন না।'

'ন্যাটও তা-ই বলল।'

ইরিনের তৃতীয় ছাত্রও তাঁবুর ভেতরে অবস্থান করছে। নাম হেনরিক। ২৪ বছর বয়স। বার্লিনের ফ্রেই ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এই ছেলেকে নিজের কাজ থেকে সরানো মুশকিল কিন্তু এখন সে নিজে থেকে অ্যামির পাশে এসে দাঁড়াল। তার মানে ন্যাট যেটা পেয়েছে সেটা নিশ্চয়ই বেশ বড় কিছু হবে।

'সফটওয়্যারটা ছবির কোয়ালিটি নিয়ে এখনও কাজ করছে। তবে আপনাকে যেটা দেখানো দরকার সেটা এখুনি দেখতে পারবেন।' স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলল অ্যামি।

'অ্যামি, ভুলে যাওয়ার আগে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, একটু আগে আমি একটা বাচ্চার কঙ্কাল পেয়েছি। ওটাতে বেশ কিছু অস্বাভাবিক চিহ্ন আছে। ছবি তুলে রেখো তো।'

অ্যামি মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। কিন্তু ইরিনের সন্দেহ হলো অ্যামি হয়তো ওর একটা কথাও ঠিকমতো শোনেনি।

BanglaBook.org

কী-এমন পেয়েছে এরা?

হেনরিকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ইরিন। অ্যামি নিজের চেয়ারের পেছন দিকে হেলান দিল, যাতে ইরিন ল্যাপটপ স্ক্রিনটা ভালো করে দেখতে পায়।

ন্যাট আজ সকালে ভূমি স্ক্যান করেছে। সেটার ছবি দেখা যাচ্ছে ল্যাপটপে। বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির গভীরতা দেখা যাচ্ছে, ধূসর দাগগুলো দিয়ে কাদা বোঝাচ্ছে আর কালো অধিবৃত্তের মতো দাগগুলো বোঝাচ্ছে ধাতব কিছুকে।

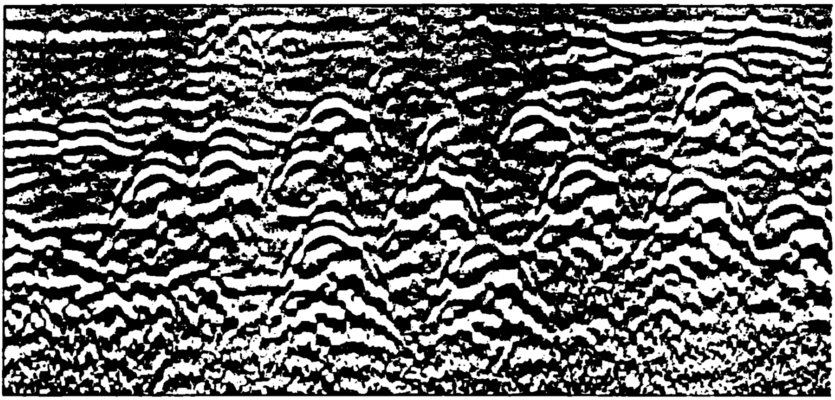

ছবিটা দেখে ইরিনের হৃৎপিণ্ড যেন এক লাফ দিয়ে গলায় উঠে এল। স্ক্রিনের আরও কাছে গেল সে। বিশ্বাস করতে পারছে না।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কাদার অংশটুকুতে অনেক ঢেউ বিদ্যমান। ইরিন বিগত ১০ বছর ধরে এ রকম কাজের সাথে জড়িত, কিন্তু কখনও এমন দৃশ্য দেখেনি। শুধু ইরিন নয়, কেউ-ই দেখেনি।

এ হতে পারে না।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে হাত বোলাল ইরিন। অ্যামি নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। ল্যাপটপের স্ক্রিনে হাত দেয়াটা ওর মোটেও পছন্দ নয়। ইরিন বিষয়টা আড় চোখে দেখলেও পাত্তা দিল না।

'ন্যাট, কতটুকু এরিয়া স্ক্যান করেছ?' প্রশ্ন করল ইরিন।

'দশ বর্গমিটার।' ন্যাট বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিল।

'মাত্র দশ? তুমি শিওর?'

'আপনি আমাকে এ ব্যাপারে ট্রেনিং দিয়েছিলেন, মনে আছে?' একপাশে মাথা কাত করল বেচারা। 'অনেক কষ্ট দিয়েছিলেন অবশ্য।'

অ্যামি হেসে ফেলল।

BanglaBook.org

'তুমি সব ঠিকঠাকভাবে হিসাব করেছ তো?'

'জি, প্রফেসর। করেছি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ন্যাট।

ইরিন বুঝতে পেরেছে ও ন্যাটের দক্ষতার বিষয়ে বারবার প্রশ্ন করে আত্মসম্মানে আঘাত দিয়েছে। কিন্তু ইরিন নিরুপায়। যন্ত্রের ওপর ভরসা করা যায় কিন্তু যন্ত্রটাকে যে মানুষ চালায় তার ওপর ঠিক সেভাবে ভরসা করা যায় না।

'আমি সব কিছু করেছি। আর আপনি জিজ্ঞেস করার আগেই বলে রাখি, এখানে যে চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ঠিক ওই কঙ্কালটার মতো, যেটাকে আপনি এতক্ষণ ধরে পরীক্ষা করছিলেন।'

ঠিক ওই কঙ্কালের মতো? ওটা তো দুই হাজার বছর আগের কঙ্কাল। যদি এই তথ্য সত্যি হয় তাহলে পুরো বিষয়টা ইরিনকে আবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আর যদি পরীক্ষার ফলাফল ইতিবাচক আসে তার মানে দাঁড়াবে, ছবিতে দেখানো প্রত্যেকটা অধিবৃত্ত এক একটা মানুষের খুলি নির্দেশ করছে!

'আমি আনুমানিক একটা হিসাব করে দেখেছি, সবমিলিয়ে প্রায় ৫০০ খুলি হবে। ব্যাস চার ইঞ্চির বেশি হবে না খুলিগুলোর।'

চার ইঞ্চি...

তার মানে ওগুলো শুধু খুলি নয়... ওগুলো শিশুদের খুলি!

বাইবেলের একটা অনুচ্ছেদ মনে পড়ল ইরিনের। ম্যাথিউ ২:১৬-তে অনেকটা এরকম লেখা আছে, *হেরড যখন জানতে পারল ভবিষ্যতে সে এক জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে অপদস্থ হবে তখন সে বেথেলহেমে দুই বছর ও এর কম বয়সী যত ছেলেশিশু আছে সবগুলোকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিল যেন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি ভবিষ্যতে তার সামনে দাঁড়াতে না পারে।*

নিরীহ মানুষদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল তখন। ইহুদী রাজা হেরডের ভয় ছিল যদি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে যায় তাহলে তো তার পরাজয় ঘটবে। তাই, ছেলে শিশুদের খুন করে নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার চেষ্টা করেছিল রাজা হেরড। যদিও তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। একটি শিশু ঠিকই এই হত্যাযজ্ঞ এড়িয়ে বেঁচে যায়। চলে যায় মিসরে। পরবর্তী তাকে সবাই যিশু খ্রিস্ট বলে চিনেছে।

তাহলে কি ওরা এইমাত্র হেরডের সেই হত্যাযজ্ঞের চাক্ষুষ প্রমাণের হদিস পেল?

অধ্যায় ২

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় দুপুর ০১টা ০৩ মিনিট
মাসাডা, ইসরায়েল

ঘামের ধারা গড়িয়ে পড়ল টমির চোখের ওপর। ভ্রু থাকলে কাজে দিত। কিন্তু কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ওর চোখের ভ্রুগুলো বিলীন হয়ে গেছে।

রাস্তাটা পাথুরে। যেদিকে চোখ যায়, চারদিকে প্রায় একই দৃশ্য। পাথর আর পাথর। রুক্ষ, শুষ্ক আবহাওয়া। প্রচণ্ড গরম এখানে। এমনকি পাথরগুলোও উচ্চ তাপমাত্রার কারণে উত্তপ্ত হয়ে আছে, বসার জো নেই।

টমি এখন যে জায়গায় আছে এটার নাম স্নেক পাথ। বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় সাপের পথ। কুখ্যাত মাসাডা পাহাড়ের গা বেঁয়ে পথটা চলে গেছে। স্নেক পাথে দাঁড়িয়ে নিচে থাকা জর্ডান ভ্যালি দেখার জন্য উঁকি দিল টমি।

ঘামের ধারা আবার এসে পড়ল চোখের ওপর। টমির মাতৃভূমিও উষ্ণ প্রধান অঞ্চলে তারপরও এখানকার এই উচ্চ তাপমাত্রা ওর কাছে জ্বলন্ত উনুনের মতো লাগছে।

ক্লান্তিতে মাথা নুইয়ে এল টমির। ঘুম পাচ্ছে। ওর ইচ্ছে করছে হোটেলে গিয়ে এসি রুমে ঢুকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে। তারপর ঘুম থেকে উঠে আয়েশ করে ভিডিও গেমস্ খেলবে।

ঝাঁকি দিয়ে ঝিমুনি দূর করল টমি। এসব দিবাস্বপ্ন দেখার সময় এটা নয়। কিন্তু ওকেও দোষ দেয়া যায় না। জায়গাটা একদম নিশ্চুপ, সুনসান। সব জীব-জানোয়াররা যেন তপ্ত আবহাওয়া থেকে বাঁচতে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে।

'তুমি ঠিক আছো তো, সোনা?' টমির মা প্রশ্ন করল।

একটু চমকে উঠল টমি। মা ওর কাছে চলে এসেছে বিষয়টা আরও আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। কেন খেয়াল করেনি? ঘুমিয়ে পড়েছিল?

BanglaBook.org

‘ঠিক আছি, মা।’ টমি জবাব দিল।

মা নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। ওরা দুজনই জানে টমি ঠিক নেই। টমি ওর বাঁ হাতের ওপর ডান হাত বোলাল। মেলানোমার কারণে ওর বাঁ হাতের কব্জি স্থানচ্যুত হয়ে গেছে।

‘তোমার যতক্ষণ সময় লাগবে থাকো। আমরা অপেক্ষা করব।’ ছেলের পাশে এসে দাঁড়ালেন মা। ‘আমি ভাবছি, লোকজন এটাকে স্নেক পাথ কেন বলে? এ পর্যন্ত একটা সাপও তো চোখে পড়ল না।’

টমির গালের দিকে তাকিয়ে মা বললেন কথাগুলো। টমির বাবা-মা কেউ আর ওর সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলেন না। আর যখন বলে তখন কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। বিগত দুই বছর ধরে টমি একের পর এক নানারকম সার্জারি, কেমোথেরাপি আর রেডিয়েশনের ভেতর দিয়ে গেছে। কিন্তু রোগটা সারেনি। পুনরায় আক্রমণ করছে টমির শরীরে।

‘সাপ এত গরমে টিকতে পারবে না।’ টমি জবাব দিল।

‘এত গরমে সাপ সিদ্ধ হয়ে যাবে।’ বোতল থেকে পানি পান করলেন মা। ‘ঠিক আমাদের মতো।’

টমির বাবা হাজির হলেন। ‘সবাই ঠিক আছো তো?’

‘এই তো, আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।’ ছেলের দুর্বলতা আড়াল করতে মিথ্যে বললেন মা। রুমাল ভিজিয়ে টমির হাতে দিলেন। ‘আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।’

টমি সত্যিটা বলতে চাইল। কিন্তু বিরক্তি ও ক্লান্তির কাছে হার স্বীকার করতে হলো ওকে। রুমাল দিয়ে গাল মুছল।

টমির বাবা নার্ভাস হয়ে গেলে পটপট করে কথা বলতে শুরু করেন। এখন তিনি খানিকটা নার্ভাস। ‘আমরা প্রায় চলে এসেছি। আরও একটু এগোলেই দুর্গটা দেখতে পাব। মাসাডার মূল দুর্গ। এখানে প্রায় ১০ হাজার রোমান সৈন্য তাবু গেড়েছিল তখন। ঢাল-তলোয়ারে মুখর ছিল চারদিক। প্ল্যাটিউতে বসবাসরত ৯০০’ মানুষ যাতে পালাতে না পারে সেই দিকে নজর ছিল তাদের। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকে ক্ষুধার জ্বালায় নাজেহাল করার চেষ্টা করা হয়েছিল।’ টমির বাবা এখন আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে কথা বলছেন, বেশ উত্তেজিত। ‘কিন্তু বিদ্রোহীরা হাল ছাড়েনি। একদম শেষ পর্যন্ত বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।’

‘তারমানে পরবর্তীতে রোমানদের হাতে শহীদ হয়েছিল তারা?’ চুলবিহীন মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে হাত বোলাল টমি।

BanglaBook.org

'না।' বেশ গর্বের সাথে বাবা জবাব দিলেন। 'এখানকার ইহুদীরা রোমানদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে স্বাধীন অবস্থার মৃত্যুকেই আপন করে নিয়েছিল। আত্মসমপর্ণ করেনি। নিজেদের ভাগ্য তারা নিজেরাই রচনা করেছিল।'

বাবার চেহারার দিকে তাকাল টমি। সবাই বলে ওদের বাপ-বেটার চেহারায় নাকি অনেক মিল। একই রকম ঘন কালো চুল, একই সহজ-সরল হাসি। কিন্তু কেমোথেরাপিতে চুল হারানোর পর থেকে আর কেউ বলেনি ওদের বাপ-বেটার চেহারায় মিল আছে।

'আবার রওনা দেয়ার জন্য তৈরি?' কাঁধে ব্যাকব্যাক তুলতে তুলতে বাবা জানতে চাইলেন।

তার দিকে গরম চোখে তাকালেন মা। 'অপেক্ষা করতে ক্ষতি কী?'

'আহা, আমি তো বলিনি এখুনি রওনা হতে হবে। আমি জাস্ট জানতে চেয়েছি...'

'যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। চলো সবাই...' বাবা-মায়ের ঝগড়া শুরু হওয়ার আগেই থামিয়ে দিল টমি।

এখানে আসার জন্য টমির তেমন কোনো ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ওর হাতে হয়তো আর বেশি দিন সময় নেই। বাবা-মায়ের সাথে সুন্দর কিছু স্মৃতি রাখার উদ্দেশ্যে এখানে আসতে রাজি হয়েছে।

চড়াই উঠতে উঠতে একপর্যায়ে একদম চূড়ায় পৌঁছে গেল টমি। ওর ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে। তার পরও টমি খুশি। পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পেরেছে তো!

চূড়ায় উঠে দেখল, কয়েকটা খটখটে কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি ভাঙাচোরা শামিয়ানা। জৌলুস বলতে কিছু নেই। তবে আপাতত সূর্যের প্রখর দাবদাহ থেকে একটু ছায়া দিতে পারবে।

টমি চূড়া থেকে চারদিকে চোখ বোলাল। কোনো মানুষ নেই, প্রাণী নেই। সব খাঁ-খাঁ করছে। টমি ভাবল, রোমানরা এখানে আসার আগে বিদ্রোহীরা কি এই দৃশ্যটা দেখেছিল?

দেখে মনে হচ্ছে, কোনো বদ্ধভূমি।

পাহাড়ের চূড়ায় হলেও প্ল্যাটিউ বেশ বড়। ২ হাজার বছর আগে ঠিক এখানে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়েছিল। ভাবতেই কেমন অনুভূতি হয়। সমতল এই জায়গাটুকু দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫টা ফুটবল মাঠের সমান আর চওড়ায় ৩টা ফুটবল মাঠ তো হবেই। তবে এই বিশালাকার জায়গায় অবকাঠামো

BanglaBook.org

বলতে আছে আধডজন ভাঙাচোরা পাথুরে বিল্ডিং।

এত সাধারণ জিনিস দেখার জন্য এত কষ্ট করে এখানে এলাম? ভাবল টমি। ওর মা-ও হতাশ। 'এটাকে দেখতে তো দুর্গ বলে মনে হচ্ছে না। আমার কাছে জেলখানার মতো লাগছে।'

'হ্যাঁ, এক অর্থে এটা জেলখানাই ছিল।' বললেন বাবা। 'কেউ-ই এখান থেকে বেঁচে বেরোতে পারত না।'

'কেউ-ই আজীবন বাঁচে না।' মুখ ফসকে বলে ফেলল টমি। বলার সাথে সাথে টের পেল ভুল করে ফেলেছে। ওর মায়ের চোখে সানগ্লাস ছিল। গ্লাসের নিচ দিয়ে আঙুল চালিয়ে চোখের পানি মুছলেন তিনি।

ওদের গাইড হিসেবে দায়িত্বরত মেয়েটা এগিয়ে এল। পরনে খাকি শর্টস, কালো লম্বা চুল, পা দুটোর সিংহভাগ উন্মুক্ত। 'যাক, আপনারা তাহলে আসতে পেরেছেন!' মেয়েটার ইংরেজি উচ্চারণে ইসরায়েলি টান আছে। তবে শুনতে বেশ সেক্সি লাগল।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল টমি। যাক, অন্যকিছু নিয়ে একটু ভাবার সুযোগ পাওয়া গেল। 'ধন্যবাদ।'

'একটু আগে অন্যদেরকে যা বলছিলাম... মাসাডা নামটা এসেছে মেটজুডা শব্দ থেকে। যার অর্থ দুর্গ। এখানে মোট দুই স্তরে দেয়াল আছে। একটার ভেতরে আরেকটা। দেয়ালের ভেতরে মাসাডার বাসিন্দাদের আবাসস্থল ছিল। আমাদের সামনে এখন যেটা রয়েছে এটার নাম ওয়েস্টার্ন প্যালেস। মাসাডার সবচেয়ে বড় প্রাসাদ।'

মেয়েটার ঠোঁট থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সামনে তাকাল টমি। বিশালাকার ভবনটাকে মোটেও প্রাসাদ বলে মনে হচ্ছে না। জৌলুস হারিয়ে ধ্বংসাবশেষের মতো দেখাচ্ছে। এসব দেখে টমির মনে হলো, এখানে ইন্ডিয়ানা জোনস সিরিজের পরবর্তী সিনেমার শুটিং করার জন্য সেট নির্মাণ করছে কেউ।

এসব ভবনের সাথে নিশ্চয়ই অনেক গভীর ইতিহাস জড়িত। কিন্তু ইতিহাসে টমির আগ্রহ নেই। ওর বাবা ইতিহাস পছন্দ করেন। টমিরও পছন্দ করা উচিত। কিন্তু ক্যান্সার হওয়ার পর থেকে ওর আর এসবে আগ্রহ নেই। সময়, ইতিহাস সব এখন ওর কাছে তুচ্ছ। অন্য কোনো জাতি বা ব্যক্তির বেদনাবিধুর গল্প আর ওকে ছোঁয় না। বিশেষ করে, তারা যদি কয়েক শ' বছর আগেই মারা গিয়ে থাকে তাহলে তো কথাই নেই।

'পরবর্তী ভবন হলো ব্যক্তিগত গোসলখানা,' বাঁ পাশের ভবন দেখিয়ে

BanglaBook.org

বলল গাইড। 'এখানে ৩টা কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। শরীর থেকে খুলি বিচ্ছিন্ন করা ছিল অবশ্য।'

হুম, অবশেষে ইন্টারেস্টিং কিছু শুনলাম। মনে মনে বলল টমি।

'তাহলে কি তারা নিজেরাই নিজেদের মাথা কেটে আত্মহত্যা করেছিল?' টমি জানতে চাইল।

'না। একজন ব্যক্তি সবার মাথা কেটেছিল। যে সবার শেষে বেঁচে ছিল শুধুমাত্র তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল।' গাইড হাসিমুখে জবাব দিল।

তার মানে দাঁড়াচ্ছে, চরম বিপদে শত্রুর হাতে খুন হওয়ার চেয়ে নিজের কাছের মানুষের হাতে মরে যাওয়া ভালো। টমি ভাবল, ওর মা-বাবা যদি ওকে এখন মেরে ফেলত তাহলে কেমন হতো? ক্যান্সারের বোঝা থেকে মুক্তি মিলত ওর। কিন্তু বাবা-মায়ের মুখের দিকে তাকাতেই লজ্জিত হলো টমি। বাবা ওর ছবি তুলছে, আর মা হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। এদেরকে ও কীভাবে বলবে এমন নিষ্ঠুর কথা?

কখনোই সম্ভব নয়।

'আচ্ছা, কঙ্কালগুলো কি এখনও ভেতরে আছে?' ধাতব গেট দিয়ে গোসলখানার দিকে এগোতে চাইল টমি।

নিজের উন্নত বক্ষ দিয়ে গাইড মেয়েটা ওর পথ আটকাল। 'দুঃখিত। ভেতরে যাওয়া বারণ।'

টমি অনেক চেষ্টা করল যাতে মেয়েটার বুকের দিকে ওর চোখ না পড়ে কিন্তু ব্যর্থ হলো।

'কী ব্যাপার টমি? কোনো সমস্যা?' পেছন থেকে ওর মা জানতে চাইলেন।

মা কি দেখে ফেলেছে ও মেয়েটার বুকের দিকে তাকিয়েছিল? লজ্জায় লাল হয়ে গেল টমি। 'না, মা, সব ঠিক আছে। কিছু হয়নি।'

'পিপাসা লেগেছে? পানি খাবে?' প্লাস্টিকের একটা বোতল বাড়িয়ে ধরলেন মা।

'লাগবে না।'

'এসো, বাবা, তোমার মুখে একটু সানস্ক্রিন লাগিয়ে দিই।' মা তাঁর ভ্যানেটি ব্যাগে হাত দিলেন। সাধারণত টমি মায়ের এসব আদর উপভোগ করে। কিন্তু ও খেয়াল করে দেখল ওদের মা-ছেলের কথাবার্তা শুনে গাইড মেয়েটা হাসছে। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত বদল করল টমি।

'না, মা, ওসব লাগবে না। আমি ঠিক আছি।' একটু কড়া কণ্ঠে আপত্তি

BanglaBook.org

জানাল।

মা ভ্রু কুঁচকে তাকাল। গাইড মেয়েটা সরে গেল একপাশে।

'দুঃখিত, মা। আসলে আমি এভাবে বলতে চাইনি।' বলল টমি।

'সমস্যা নেই। আমি তোমার বাবার কাছে যাচ্ছি। তুমি এখানে নিজের মতো করে ঘুরে দেখো।'

বাজে একটা অনুভূতি নিয়ে মায়ের চলে যাওয়া দেখল টমি।

নিজের ওপর টমির এখন প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। ধাতব গেটের সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল আনমনে। কিন্তু ওর ওজন কুলাতে না পেরে গেটটা খুলে গেল। আর একটু হলেই টমি পড়ে যেত। সামলে নিল নিজেকে। গেটের ভেতরে ঢোকা বারণ। তাই টমি ফিরতি পথ ধরছিল কিন্তু ভেতরের রুমের কোনায় থাকা একটা জিনিস ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ডানা ঝাপটানোর হালকা আওয়াজ।

কৌতূহল পেয়ে বসল টমিকে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল, ওকে কেউ দেখছে কি না। না, দেখছে না। আচ্ছা, এ রকম নিষিদ্ধ অংশে ঢুকে পড়লে কি জরিমানা দিতে হয়? ওই কিউট মেয়েটা হয়তো ওকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসবে, এই তো?

ওতে টমির কোনো আপত্তি নেই।

নিজের মাথা গলিয়ে দিল টমি। আওয়াজটা উৎস খুঁজছে।

টমি দেখল, মোজাইক করা মেঝেতে বসে আছে ছোট্ট একটা ঘুঘু, গায়ের রং সাদা। দেখে মনে হচ্ছে, ওটার বাঁ পাশের ডানাটা কোনো কারণে হালকা আঘাত পেয়েছে। নেতিয়ে পড়ে ঘষা খাচ্ছে মেঝেতে।

বেচারা...

টমি ভাবল, ঘুঘুটাকে সাহায্য করতে হবে। নইলে না খেতে পেয়ে মারা যাবে পাখিটা। সামনে এগোতে শুরু করল টমি। এগোতে এগোতে এখানকার ইতিহাস নিয়ে ভাবল। মানুষজন তাদের কাছের মানুষের হাতে খুন হওয়ার অপেক্ষায় বসে আছে। শত্রুর হাতে মরণের চেয়ে এই স্বেচ্ছামরণ শতগুণে ভালো। এক ব্যক্তি ধারালো তরবারি নিয়ে এসে তার কাজ শুরু করল। প্রথমে সবচেয়ে অল্প বয়স্কদের, তারপর ধীরে ধীরে বড়দের মৃত্যু নিশ্চিত করার পর যখন নিজের আত্মহত্যা করার সময় এল তখন হয়তো তার হাতে যথেষ্ট শক্তি ছিল না। কিন্তু তার পরও আত্মহত্যা তাকে করতে হয়েছে। পুরো মেঝে জুড়ে রক্তের বন্যা বয়েছে তখন।

মাথা ঝাঁকিয়ে কল্পনাগুলো দূর করার চেষ্টা করল টমি।

BanglaBook.org

এখানে কোনো কঙ্কাল নেই।

কঙ্কালগুলোকে নিশ্চয়ই কোনো জাদুঘরে রাখা হয়েছে কিংবা দাফন করা হয়েছে সমাধিস্থলে।

টমিকে এগোতে দেখে ঘুঘু চোখ তুলে তাকাল। একবার এই চোখ দিয়ে দেখে, আরেকবার ওই চোখ দিয়ে দেখে। টমিকে পর্যবেক্ষণ করছে। টমি খেয়াল করে দেখল ঘুঘুর চোখ দুটো দেখতে খুব সুন্দর, রং সবুজ। এর আগে ও কখনও সবুজ চোখঅলা কোনো পাখি দেখেনি।

হাঁটু গেড়ে বসল টমি।

'এসো, ছোট্ট সোনা। ভয়ের কিছু নেই।'

পাখিটা আবার তাকাল টমির দিকে। তারপর একটু লাফ দিয়ে এগিয়ে এল সামনে।

পাখিকে এগিয়ে আসতে দেখে টমি একটু সাহস পেল। নিজে এগিয়ে এসে ঘুঘুকে আলতো করে তুলে নিল হাতের মুঠোয়। কিন্তু টালমাটাল হয়ে ভারসাম্য হারানোর উপক্রম হলো ওর।

কী ব্যাপার?

পাহাড়ে চড়ার কারণে শরীর দুর্বল হয়ে গেছে?

নাকি ক্লান্তির কারণে ঝিমুনি হচ্ছে এখন?

হঠাৎ ওর পায়ের নিচে থাকা মোজাইকের মেঝেতে কালো রঙের ফাটল দেখা গেল। জীবন্ত প্রাণীর মতো নড়ছে মেঝে।

সাপ নাকি? ভাবল টমি।

ভয় জেগে উঠল মনে।

কিন্তু মেঝের ফাটল আরও বড় হচ্ছে। সাপ নয়, এটা কম্পন। কমলা রঙের ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল ফাটল দিয়ে।

হঠাৎ পাখিটা ওর হাতের মুঠো থেকে উড়াল দিল। তার মানে পাখিটা গুরুতর আহত ছিল না।

টমির নাকে ধোঁয়ার একটা মিষ্টি ঘ্রাণ ভেসে এলো। অদ্ভুত।

ফাটলের ওপরে হাতের তালু রাখল টমি। বিস্ময়ের সাথে খেয়াল করে দেখল ফাটল দিয়ে বের হওয়া ধোঁয়া মোটেও উষ্ণ নয়। কেমন যেন ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে, নিচে থাকা কোনো হিমাগার থেকে ধোঁয়ার উদগীরণ হচ্ছে।

বিষয়টাকে কাছ থেকে দেখার জন্য আরও ঝুঁকল টমি। কিন্তু ওর পায়ের নিচে থাকা মোজাইকের মেঝে কাচের টুকরোর মতো ভেঙে যেতে শুরু করল। লাফ দিল ও। ফাটলটা ধীরে ধীরে চওড়া হচ্ছে।

BanglaBook.org

পিছু হটল টমি। পাহাড়ের ভেতর থেকে চাপা গর্জন ভেসে এলো। কেঁপে উঠল পুরো রুম।

ভূমিকম্প!

গোসলখানা থেকে বেরিয়ে বাইরে আছড়ে পড়ল টমি। ওর চোখের সামনে ভবনটা একবার চূড়ান্ত ঝাঁকুনি খেয়ে চিরতরে ধ্বসে গেল।

টমি হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। ওর পিছু নিয়েছে ফাটল। প্রতি মুহূর্তে আরও বড় হচ্ছে সেটা।

ঈশ্বর আমায় রক্ষা করো! টমি প্রার্থনা করল।

'টমি!' ওর মায়ের কণ্ঠ।

শব্দের উৎসের দিকে এগোল টমি। 'আমি এখানে মা!' কাশল বেচারা।

বাবা ছুটে এসে ওকে তুলে দাঁড় করালেন, মা হাত দিলেন কনুইতে। দুজন মিলে ওকে ধ্বংসস্তূপ থেকে দূরে সরিয়ে টেনে নিয়ে চললেন স্নেক পাথে।

এখানে আরও কিছু ট্যুরিস্ট ছিল। প্রায় সবাই ভূমিকম্পের কবলে পড়ে মারা গেছে।

'রক্ত ঝরছে!' কাঁপা কণ্ঠে বললেন মা।

'হাত একটু ছুলে গেছে। ব্যাপার না।' টমি আশ্বস্ত করল।

এদিকে টমির বাবার মাথার হ্যাট খোয়া গেছে, কেটে গেছে গালের একপাশ। 'সন্ত্রাসী হামলা হলো নাকি?'

'আমি তো বোমার আওয়াজ পাইনি।' টমির চুলে হাত বোলাতে বোলাতে মা বললেন। মনে হচ্ছে টমি যেন একটা বাচ্চা ছেলে।

টমি এবার কিছু মনে করল না।

ফাটল থেকে লালচে কালো ধোঁয়া এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। বাবা সেটা লক্ষ করে বললেন, 'চলো, এখান থেকে সরে যাই। ধোঁয়াগুলো বিষাক্ত হতে পারে।'

'সমস্যা নেই। আমি ওই ধোঁয়ায় শ্বাস নিয়ে দেখেছি।' টমি জানাল।

হঠাৎ এক নারী নিজের গলা চেপে বেরিয়ে এল ধোঁয়ার ওপাশ থেকে। তার চোখ থেকে রক্ত ঝরছে, পুড়ে গেছে চোখের পাপড়িগুলো। কয়েক কদম এসেই নিথর হয়ে আছড়ে পড়ল। আর নড়ল না।

'যাও! দৌড়াও!' টমিকে ধাক্কা দিয়ে সামনে পাঠালেন বাবা।

একসাথে দৌড়াচ্ছে তিনজন। পেছন থেকে ধেয়ে আসছে ধোঁয়ার চাদর। গতিতে ওরা ধোঁয়াকে হারাতে পারল না। ধোঁয়ার চাদর এসে

BanglaBook.org

ওদেরকে ঢেকে ফেলল। কেশে উঠলেন মা। ধোঁয়ায় তাঁর কষ্ট হচ্ছে।

বাবা-মা দুজন আর দৌড়াতে পারছেন না।

সবশেষ।

'টমি...' শ্বাস আটকে রেখে বললেন বাবা। 'পালাও...'

কিন্তু টমি অবাধ্য সন্তানের মতো বাবা-মায়ের কাছে রইল।

যদি মরতেই হয় তাহলে নিজের মর্জিমতো মৃত্যুই ভালো।

নিজের পরিবারের সাথে মৃত্যু যথেষ্ট শান্তির।

'সমস্যা নেই, বাবা।' মা ও বাবার হাতে হাত রাখল টমি। একা হয়ে যাবে ভাবতেই পানি গড়াতে শুরু করল ওর চোখ বেয়ে। 'আমি তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসি।'

বাবা-মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল টমি। এভাবেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল টমির বাবা-মা। এবার নিজের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে টমি।

কিন্তু কয়েক মিনিট পার হওয়ার পরেও দেখল, ওর কিছুই হচ্ছে না।

বাবা-মায়ের লাশের দিকে তাকাল টমি। বাবা-মা ওর স্মৃতিতে জীবন্ত ছিল, সেটাই থাক। মৃত স্মৃতির প্রয়োজন নেই। জীবন্ত স্মৃতির ফলে ওর হয়তো মনে হবে এসবই একটা দুঃস্বপ্ন ছিল।

এখানে সবাই মারা গেছে। তাহলে আমি কেন বেঁচে আছি? অথচ আমার বাবা-মায়ের বেঁচে থাকার কথা। ভাবল টমি।

টমি হতাশায়, শোকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

কাঁদতে কাঁদতে একই সাথে আর্জি ও অভিশাপ দিল ঈশ্বরের উদ্দেশে।

কিন্তু ওকে নিয়ে ঈশ্বরের খেলা তো এখনও শেষ হয়নি।

আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করার এক পর্যায়ে টমির এক হাতার কাপড় সরে গেল। অবাক হয়ে লক্ষ করল ওর হাত, কব্জি একদম পরিষ্কার, সম্পূর্ণ সুস্থ!

টমির মেলানোমা রোগ সেরে গেছে!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

২৬ অক্টোবর
দুপুর ২টা ২৫ মিনিট
ক্যাসেরিয়া, ইসরায়েল

খননকৃত গর্তে হাঁটু গেড়ে বসে একটু হয়ে হয়ে যাওয়া ভূমিকম্পের ফলে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি দেখছে ইরিন। হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেচারি। রিপোর্ট বলছে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে।

ভূমিকম্পের কারণে মাটি খুঁড়ে আংশিকভাবে বের করা বিভিন্ন বোর্ডের ভেতরে আবার বালি ঢুকে গেছে। যে কঙ্কালগুলো বের করা হয়েছিল সেগুলো চাপা পড়ে গেছে আবার।

চাপা পড়া নিয়ে ইরিনের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু পুরনো বোর্ডগুলোর ওপরে ঠিক ভরসা করতে পারছে না। প্রথমবার কোনোমতে কাজ চালিয়েছিল। কিন্তু এবার? কাঠের বোর্ড ভেঙে গেলে বাচ্চাদের খুলিগুলোকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

খুব সাবধানে আবার খুলিগুলোকে বের করতে শুরু করল ইরিন। একটা খুলি বের করে দেখতে পেল ওটা আর আগের মতো নেই। ভূমিকম্পের ফলে বাড়তি কিছু আঘাতের চিহ্ন যোগ হয়েছে। বাচ্চাটা কেন মারা গিয়েছিল সেটার চিহ্ন ছিল, কিন্তু এখন তা নতুন আঘাতের আঁচড়ে বিলীন হয়ে গেছে।

'ডক্টর গ্রেঞ্জার?' গর্তের কিনারায় এসে বলল হেনরিক।

ইরিন তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসল। নইলে হেনরিক ভেবে নেবে, ও এই খুলির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছিল। জার্মান আর্কিওলজির ছাত্রগুলো খুব বেশি ধার্মিক হয়। ইরিন চায় না, ওর ছাত্ররা ওর সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখুক।

'হেনরিক, প্লাস্টার নিয়ে এসো। কাজ আছে।' বলল ইরিন। ভূমিকম্পের পর আফটারশক আসবে। ইরিন খুলিগুলোকে আফটারশক থেকে রক্ষা করতে চায়।

'ঠিক আছে।' যন্ত্রপাতি রাখা তাবুর দিকে এগোল হেনরিক।

BanglaBook.org

হেনরিকের সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড জুলিয়াও ওর পিছু নিল। মেয়েটার এখানে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে পাশের এক এলাকায় ঘুরতে এসেছে। তাই ইরিন আপত্তি তোলেনি।

হিপোড্রমের দিকে তাকাল ইরিন। 'এই জায়গার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। চলো, একটু ঠিকঠাক করি।'

'আমরা চাইলে এটাকে আবার নির্মাণ করতে পারি। আমাদের হাতে প্রযুক্তিও আছে। চাইলে আগের চেয়েও নান্দনিক রূপ দেয়া যায়।' বলল ন্যাট।

অ্যামি ওর দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি দিল।

'নতুন বোর্ডটা আমার কাছে আনতে পারবে?' ন্যাটকে প্রশ্ন করল ইরিন।

'জি, অবশ্যই, ডক্টর।'

ইরিন ভাবল, যদি সত্যিই ওরা এই জায়গাটাকে পুনরায় আগের চেহারা ফিরিয়ে দেয় তাহলে কেমন হতে পারে?

ঘোড়ার খুরের শব্দ, মানুষের হট্টগোল, বাজি ধরার চেঁচামেচি। হঠাৎ ওর এক ভয়ংকর কাহিনি মনে পড়ে গেল। এখানে অনেক নিষ্পাপ শিশুকে মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল। মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল ছোট ছোট বাচ্চাদের। কী নিষ্ঠুর!

ইরিনের অনুমান যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে একটা প্রশ্ন সামনে আসে। কেন রাজা হেরড এত জায়গা থাকতে ঠিক এখানেই একটা হিপোড্রম নির্মাণ করেছিল? বাচ্চাদের লাশের ওপরে ঘোড়া দৌড়ে বেড়াচ্ছে, এই বিষয়টা কি তাকে কোনো রকম পৈশাচিক আনন্দ দিত? সেই আনন্দ পাওয়ার জন্যই এখানে হিপোড্রম বানিয়েছিল?

ইরিনের কাছে ফিরল ন্যাট ও হেনরিক। ন্যাটের হাতে নতুন বোর্ড, আর হেনরিকের হাতে প্লাস্টারের বক্স, একটা পানির জগ ও বালতি।

কাঠের বোর্ডটা ইরিনের হাতে দিল ন্যাট। তারপর নিজেও নামল গর্তের ভেতর। গর্তের গায়ে বসাল বোর্ডটাকে। আশা করা যায়, আগেরবারের মতো এটা ভেঙে যাবে না।

কঙ্কালের গায়ে থাকা আগের চিহ্নগুলো তো হারিয়ে গেছে। এখন যতটুকু বাকি আছে সেগুলো সংরক্ষণ করার জন্য ক্যামেরা হাতে নিয়ে খুলিগুলোর ছবি তুলতে শুরু করল ইরিন। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে অনেকগুলো ছবি তুলল। খুলির পাশাপাশি শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

BanglaBook.org

কঙ্কালের ছবি তুলতেও ভুলল না।

ছবি তুলতে তুলতে নিজের ছোটবেলার এক তিক্ত স্মৃতির কথা মনে পড়ল ইরিনের।

*

ওর মা ঠেলে পাঠালেন বাবার কাছে। ইরিন তখন ছোট্ট খুকি। রং পেন্সিল দিয়ে একটা পরী এঁকেছে। ওর মা সেই পরীটাকে নিয়ে বাবাকে দেখাতে বললেন। ছোট্ট ইরিন প্রশংসা শোনার আশায় এগোল বাবার দিকে। ওর বাবা অনেক লম্বা ছিলেন। ইরিন তখন কোনোমতে তাঁর হাঁটুর সমান হয়েছে। ছবিটা বাবার দিকে বাড়িয়ে ধরল ইরিন। বাবা ছবিটা নিয়ে একবার নামেমাত্র চোখ বুলিয়ে রেখে দিলেন।

ইরিনকে কোলে তুলে নিল বাবা। ভয়ে কাঁপতে শুরু করল ইরিন। তখন ওর বয়স মাত্র চার। কিন্তু ইতিমধ্যে ও বুঝে গেছে বাবার কোলে তুলে নেয়া মানেই খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে। পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা হচ্ছে ওর বাবার কোল।

'পরীটাকে কোন হাতে এঁকেছ?' বাবার ভরাট কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল।

সত্যবাদীর মতো বাঁ হাত তুলে দেখাল ইরিন। মিথ্যে কীভাবে বলতে হয় তখনও সেটা ওর অজানা ছিল।

'বাঁ হাত হচ্ছে শয়তানের হাত। এরপর আর কখনও যেন বাঁ হাতে আঁকতে না দেখি, বুঝেছ?' ধমক লাগালেন বাবা।

ইরিন ভয়ে ঘাড় কাত করল, বুঝেছে।

'আমার বাচ্চাকে আমি কোনো শয়তানের কাজ করতে দেব না।' ইরিনের দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন।

ইরিন কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে বলল, 'ইয়েস, স্যার।'

তারপর বাবা আস্তে করে ইরিনের বাঁ হাতটাকে নিজের হাঁটুর ওপর নিয়ে পাটকাঠির মতো মটাস ভেঙে দিলেন।

BanglaBook.org

*

পরবর্তীতে চিকিৎসা করে বাঁ হাত মোটামুটি সুস্থ হলেও আজও ইরিনের সেখানে ব্যথা হয়। বাঁ হাতে ভারী কোনো কাজ করতে পারে না।

ডাক্তারি চিকিৎসায় বিশ্বাস করত না ওর বাবা। তার ভাষ্য, প্রার্থনা করে যদি আঘাত না সারে কিংবা শিশুর জীবন বাঁচানো না যায় তাহলে বুঝতে

হবে ঈশ্বর নিজেই সেটা চান না। তাই ঈশ্বরের ইচ্ছের ওপরে মানুষের জোর খাটানো উচিত নয়।

বাবার নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য একসময় বাড়ি থেকে পালায় ইরিন। তারপর এক বছর পরিশ্রম করে বাঁ হাতে লেখার চর্চা করে। বাবার সাথে জেদ করেই ডান হাত বাদ দিয়ে বাঁ হাতে লিখতে শিখেছিল ইরিন। বাঁ হাত দিয়ে লেখার সময় প্রতিটি রেখায়, প্রতিটি দাগের আড়ালে ওর রাগ, ক্ষোভ আর জেদ কাজ করত।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে বাইবেল একদম সত্য।' বলল হেনরিক। ওরা এখন গর্তে। 'গণহত্যাটা সত্যি হয়েছিল এবং এখানেই হয়েছিল সেটা।'

'না।' ইরিন আপত্তি জানাল। 'তুমি বিষয়টায় রং চড়াচ্ছ। হ্যাঁ, এখানে গণহত্যা হয়েছিল সে রকম প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেটার সাথে যিশুখ্রিস্টের কোনো সম্পর্কের প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। ঐতিহাসিক দলিলের সাথে ধর্মীয় গ্রন্থের কাহিনিগুলোর মধ্যে প্রায়ই অমিল লক্ষ করা যায়। তাই, আমরা এখানে বাইবেলের কাহিনিগুলোকে স্রেফ একটা...' হেনরিকের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না দিয়ে কী বলা যায়, উপযুক্ত শব্দ খুঁজছে ইরিন। 'আধ্যাত্মিক বিষয়ের বই হিসেবে মাথায় রাখব। যে বইটাকে কেউ একজন নিজের বা নিজেদের দর্শনের সাথে মিলিয়ে রচনা করেছে। এমন একজন বইটা লিখেছে যে কি না ধর্মের এজেন্ট।'

'তাহলে বাইবেল বাস্তবমুখী নয়, ঐশীবাণী নয়?' হেনরিকের কণ্ঠস্বর কঠোর শোনাল। খুলিগুলো থেকে বালি পরিষ্কার করছে।

'না, বাইবেল দর্শনমুখী। আমাদের কাজের মূল লক্ষ্য অনেকটা বিজ্ঞানীদের মতো। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অতীত ইতিহাস তুলে আনা। কোনো রূপকথা বা গল্পগাঁথার সাথে সেটাকে মেলাতে যাওয়াটা বোকামি। সব কিছুকে প্রশ্ন করতে হবে। ধর্ম প্রশ্ন করতে নিষেধ করে। তাই আমরা ওদিকে যাব না।'

'তার মানে আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না? যিশুকেও বিশ্বাস করেন না?'

'আমি এতটুকু বিশ্বাস করি যিশু একজন মানুষ ছিলেন। তার মিলিয়ন মিলিয়ন অনুসারী ছিল। কিন্তু তিনি কি সত্যি পানিকে ওয়াইনে রূপান্তরিত করতে পারতেন? অলৌকিক ক্ষমতা ছিল? প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমি এসব বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু দেখুন, আপনি এখানে আছেন। বাইবেলেরই একটা ঘটনার

BanglaBook.org

তদন্ত করছেন।'

'ভুল। আমি একটা ঐতিহাসিক বিষয়ের তদন্ত করছি। বাইবেলে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেই স্থানের নাম বেথেলহেম। আর আমি যেখানে আছি এটার নাম ক্যাসেরিয়া। আমি এখানে বাইবেলের সত্যতা খুঁজতে আসিনি। কোনো অন্ধবিশ্বাসের জোরেও আসিনি। আমি এসেছি অকাট্য প্রমাণ ও তথ্যের খোঁজে। প্রথম শতাব্দীর একটা জগে লেখা গল্পের সূত্র ধরে আমরা এখানে এসেছি। বাইবেলের সূত্র ধরে নয়।'

জেরুজালেমের রকেফেলার জাদুঘরের বিভিন্ন জিনিস এপাশ-ওপাশ করার সময় ইরিন একটা ভাঙা জগ খুঁজে পায়। সেখান থেকে ইঙ্গিত পেয়েই সদলবলে ইরিন এখানে হাজির হয়েছে।

'তাহলে আপনি কি বাইবেলকে ভুয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন?'

'আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি এখানে কী ঘটেছিল। যার সাথে হয়তো বাইবেলের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তার মানে আপনি বাইবেলকে ঐশীগ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করেন না?'

'ঐশী কিংবা স্বর্গীয় বলতে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা বাইবেলে নেই। সেটা আছে মানুষের মাঝে। সব মানুষের মাঝে। সেটা শিশু হোক, নারী হোক বা পুরুষ। আমার কাছে চার্চ কিংবা চার্চের ফাদাররা বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন করে না।'

'কিন্তু...'

'অনেক কাজ আছে আমার।' নিজের রাগ চেপে তাবুর দিকে এগোল ইরিন।

হঠাৎ কোত্থেকে যেন হেলিকপ্টারের আওয়াজ ভেসে এলো। আকাশের দিকে মুখ তুলে শব্দের উৎস খুঁজল ইরিন।

একটা কপ্টার বেশ নিচ দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। খাকি রঙের কপ্টার, লেজে লেখা *S-92*, এই কপ্টার এখানে কী জন্য এসেছে? কপ্টারের পাখার বাতাসে তো সব কঙ্কাল আবার বালিতে ঢাকা পড়বে।

কপ্টারের আওয়াজে ভড়কে গিয়ে আস্তাবল থেকে একটা সাদা অ্যারাবিয়ান ঘোড়া বেরিয়ে এসেছে। কোথায় কী খুঁড়ে রাখা হয়েছে কিছু না দেখে দৌড়াচ্ছে অন্ধের মতো। ইরিন হেনরিকের দিকে দৌড় শুরু করল। ঘোড়াটাও ওদিকে যাচ্ছে।

হেনরিকও বোধ হয় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। এরপর যা হওয়ার তা-ই হলো, খুরের লাথি

BanglaBook.org

লেগে কপাল ফেটে গেল হেনরিকের।

ইরিনের পেছনে কপ্টারের আওয়াজ কমে এল ধীরে ধীরে।

অ্যারাবিয়ান ঘোড়াটা থেমে দাঁড়িয়েছে গর্তের কাছে।

ইরিন ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গেল। 'আস্তে সোনা।' শান্ত স্বরে বলল ও। 'কেউ তোমাকে মারতে আসছে না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

ন্যাট ছুটে আসছে তাঁবু থেকে। ওর পেছন পেছন আসছে অ্যামি আর জুলিয়া।

ইরিন এক হাত তুলে ওদেরকে থামিয়ে দিল।

'ন্যাট, সবাইকে দূরে রাখো। আমি আগে ঘোড়াটাকে হেনরিকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিই।'

ইরিন ঘোড়াটাকে আদর করতে করতে গর্তের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে এনে তারপর ন্যাটকে ইশারা করল।

দূর থেকে হাঁক ছাড়ল একজন। পরনে আলখাল্লা, সম্ভবত ঘোড়ার মালিক, এদিকে দৌড়ে আসছে। ইরিন তার কাছ থেকে জানতে পারল ঘোড়া কপ্টারের আওয়াজ সহ্য করতে পারে না। তাই এরকম করেছে। ঘোড়ার মালিককে ঘোড়াটা বুঝিয়ে দিল ইরিন।

ওদিকে অ্যামি আর জুলিয়া গর্তে নেমে হেনরিকের সেবা করতে শুরু করেছে। রক্ত ঝরছে হেনরিকের কপাল থেকে। জুলিয়া জার্মান ভাষায় বিড়বিড় করে হেনরিককে কী যেন বলল কিন্তু হেনরিক জবাব দিল না।

ইরিনও ওদের সাথে যোগ দিল। পরীক্ষা করে দেখল, রক্তক্ষরণ হলেও হেনরিকের মাথার খুলি অক্ষত আছে।

অবশেষে চোখ খুলল হেনরিক। গুঙিয়ে বলল, 'এই জায়গাটায় খোঁড়াখুঁড়ি করার জন্য আমাকে বলি হিসেবে নিয়েছে।'

'বাজে কথা রাখো। এখন কেমন লাগছে তোমার?' ইরিন জানতে চাইল।

জার্মান ভাষায় বিড়বিড় করল হেনরিক। ওর চোখের চাহনি উদ্দেশ্যহীন। ডাক্তার দেখাতে হবে।

'ডক্টর গ্রেঞ্জার?' ইসরায়েলি টানযুক্ত ইংরেজিতে একটা কণ্ঠস্বর হাঁক ছাড়ল। 'প্লিজ, উঠে দাঁড়ান।'

ইরিন দেখল বেশ কয়েকজন সৈনিক নেমেছে কপ্টার থেকে। গর্তের চারপাশে অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে, বেল্টে অটোমেটিক অস্ত্র। একদম সশস্ত্র সবাই, প্রস্তুত। অবশ্য ইরিনের দিকে কোনো অস্ত্র তাক

BanglaBook.org

করা হয়নি।

অন্তত এখনও পর্যন্ত।

ইরিন নিজের অস্তিত্ব জানান দিল।

'ডক্টর ইরিন গ্রেঞ্জার,' কথা বলার ধরনটা একদম মারমার-কাটকাট। যে ব্যক্তির মুখ থেকে কথাটা বেরিয়েছে তাকে দেখে মনে হলো সে কখনও প্রশ্ন করেনি, স্রেফ আদেশ দিতে অভ্যস্ত।

'আপনারা এখানে কী করছেন?' ভয় পেলেও ইরিন ওর কণ্ঠে সেটার প্রভাব পড়তে দিল না। 'আমরা তো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই এখানে কাজ করছি।'

ইরিনকে ভালো করে দেখে নিল লোকটা। 'আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।'

'আমি ব্যস্ত। আমার এক ছাত্র আহত হয়েছে...'

'আমি লেফটেন্যান্ট পার্লম্যান। আমান-এ কর্মরত আছি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

তার কথার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে সৈনিকরা তাদের কাছে থাকা অস্ত্রগুলো ইঞ্চিখানেক উঁচু করল।

আমান ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স। তাহলে তো খবর খারাপ। ইরিনের মেজাজ সপ্তমে উঠতে শুরু করল।

'আমাকে কোথায় যেতে হবে?'

'সেটা বলার অধিকার আমাকে দেয়া হয়নি।'

'আপনাদের কপ্টারের কারণে ঘোড়া ভড়কে গিয়ে আমার এক ছাত্রের কপালে লাথি মেরেছে। অবস্থা গুরুতর।'

লেফটেন্যান্ট উঁকি দিয়ে হেনরিকের অবস্থা দেখে এক সৈনিককে ইশারা করল। মেডিক্যাল কিট নিয়ে গর্তে নামল সৈনিক।

'আমি চাই, ওকে এই কপ্টারে করে হাসপাতালে নেয়া হোক।' বলল ইরিন। 'তারপর হয়তো আমরা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি।'

লেফটেন্যান্ট গর্তে নামা সৈনিকের দিকে তাকাল। সৈনিক ইশারায় বোঝাল, অবস্থা আসলেই গুরুতর।

'ঠিক আছে।' সায় দিল পার্লম্যান।

তার নির্দেশে দুজন সৈনিক হেনরিককে গর্ত থেকে তুলে নিয়ে কপ্টারে নিয়ে গেল। জুলিয়াও গেল ওদের সাথে।

নিশ্চিন্ত হলো ইরিন। কপ্টারে করে হেনরিককে হাসপাতালে নেয়া

BanglaBook.org

যাবে। হেনরিকের ভালোর জন্য এটার প্রয়োজন ছিল।

এরপর পার্লম্যান হাত বাড়িয়ে দিল ইরিনের দিকে। উপায় না দেখে ইরিন লেফটেন্যান্টের হাত ধরে গর্ত থেকে উঠে এল। পার্লম্যান আর কোনো কথা না বলে এগোল কপ্টারের দিকে। ইরিনকে সৈনিকরা অস্ত্রের মুখে কপ্টারের দিকে যাওয়ার ইশারা করল।

'এসবের সাথে কি ভূমিকম্পটার কোনো সম্পর্ক আছে?' পার্লম্যানকে উদ্দেশ করে বলল ইরিন।

পার্লম্যান পেছন ফিরে তাকাল কিন্তু কোনো জবাব দিল না। তবে তার চেহারার ভাষা ইরিন পড়তে পেরেছে। ভূমিকম্প অনেক জিনিস ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয় কিন্তু আবার অনেক কিছু প্রকাশও করে।

কিন্তু তাহলে নতুন প্রশ্ন জাগছে।

ইসরায়েলে আরও অনেক আর্কিওলজির প্রজেক্ট চলছে। তাদেরকে রেখে কেন শুধু ওদেরকেই সরিয়ে নেয়া হচ্ছে? ওদের এই খোঁড়াখুঁড়ির সাথে তো কোনো গুপ্তধন জড়িত নয়। তা ছাড়া আর্কিওলজিস্টদের কাজের মধ্যে মিলিটারিদের বাগড়া দেয়ার নজির ইতিহাসে বিরল।

কোথাও কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। বড় কিছু।

'আমাকেই কেন নেয়া হচ্ছে জানতে পারি?' জোর করল ইরিন।

'আমি আপনাকে এতটুকু জানাতে পারি, এটা একটা জরুরি অবস্থা। আপনার দক্ষতা কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'কে নির্দেশ দিয়েছে?'

'তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'যদি আমি না যাই?'

'আপনি আমাদের দেশের অতিথি হয়ে এসেছেন। কিন্তু যদি আমাদের সাথে না যান তাহলে আপনি আর এই দেশের অতিথি হয়ে থাকতে পারবেন না। আর আপনার ছাত্রকেও আমাদের কপ্টারে করে হাসপাতালে নেয়া হবে না।'

'অ্যাম্বাসি কাজটা ভালো চোখে দেখবে বলে মনে হয় না।'

'আপনাদের আমেরিকান অ্যাম্বাসিরই একজন আপনাকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।'

ইরিন অবাক হয়ে গেল। অ্যাম্বাসিতে ওর পরিচিত কেউ নেই। হয় পার্লম্যান মিথ্যে বলছে আর নাহয় পার্লম্যান আসলে যতটা জানে ততটা জানাচ্ছে না। সে যা-ই হোক, হেনরিককে হাসপাতালে নেয়াই এখন ইরিনের প্রধান লক্ষ্য।

BanglaBook.org

কপ্টারের দিকে এগোচ্ছে সবাই। ন্যাট আর অ্যামিও আসছে ইরিনের পেছন পেছন। দুজনই চিন্তিত।

ইরিন পেছন ফিরে তাকিয়ে ওদের বলল, 'ন্যাট, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানকার সব দায়িত্ব তোমার।'

'কিন্তু প্রফেসর...' কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল ন্যাট।

'কঙ্কালগুলোর যত্ন নিয়। অ্যামিকে ওর দায়িত্বটুকু বুঝিয়ে দিয়ো ভালো করে।'

'আপনি কি ওদের সাথে যাওয়াটা নিরাপদ মনে করছেন?' কপ্টার দেখিয়ে ন্যাট প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল ইরিন। 'আমি যাওয়ামাত্র অ্যাম্বাসিতে যোগাযোগ করবে। শিওর হয়ে নেবে তারা আমাকে ডেকেছে কি না। যদি না ডেকে থাকে তাহলে আমাদের আর্মিকে জানাবে।'

'আপনি না গেলে ভালো হয়।' বলল ন্যাট।

'আমার হাতে অন্য কোনো রাস্তা নেই। তাছাড়া হেনরিকের অবস্থাটাও ভাবতে হবে।'

ন্যাট বাস্তবতা মেনে নিয়ে মাথা নাড়ল।

কপ্টারের কেবিনে দরজা খুলে ডাকল পার্লম্যান। 'এদিকে আসুন, ডক্টর গ্রেঞ্জার।'

হেনরিক, জুলিয়া আর ইরিন চড়ল কপ্টারে।

কপ্টার মাটি ছেড়ে ওঠার পর ইরিন খেয়াল করল ওর পাশে যে সৈনিকটি বসে আছে সে আসলে সৈনিক নয়। সে একজন পাদ্রি। পরনে কালো প্যান্ট, লম্বা আলখাল্লা চলে গেছে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। গলায় রোমান ক্যাথলিকদের সাদা কলার।

আর্কিওলজি নিয়ে বিগত কয়েক বছরে ক্যাথলিক যাজকদের সাথে ইরিনের প্রচুর বিবাদ হয়েছে। কিন্তু এবার একদম পাদ্রির সামনাসামনি পড়ে যাওয়ায় ইরিন বুঝতে পারল ও যেখানে কাজ করছিল সেটার সাথে সত্যি সত্যি কোনো না কোনোভাবে খ্রিস্টান ধর্ম জড়িয়ে গেছে। হয়তো সামনে এই পাদ্রি ওর খুঁজে পাওয়া প্রত্নতত্ত্বগুলোকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজের কব্জায় নিতে চাইবে। আর যদি তা-ই হয় ইরিনও ছেড়ে কথা বলবে না।

দুপুর ২টা ৫৭ মিনিট

পাশে বসা মহিলার শরীর থেকে ঘোড়ার দুর্গন্ধ আর রক্তের নোনতা ঘ্রাণ

BanglaBook.org

ভেসে আসছে। ফাদার রান করজা সাধারণত এ ধরনের গন্ধ নাকে নিয়ে অভ্যস্ত নন।

নিজের ধ্যানকক্ষে ধ্যানমগ্ন ছিলেন ফাদার রান। কিন্তু কার্ডিনাল বার্নাড-এর নির্দেশে তাঁকে এখানে হাজির হতে হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে একজন আর্কিওলজিস্টকে সাথে নিয়ে একটি বিশেষ প্রত্নতত্ত্ব খুঁজে আনতে। রান প্রথমে ভেবেছিলেন, আর্কিওলজিস্ট কোনো পুরুষ হবে কিন্তু এখন দেখছেন নারী। তাও আবার সুন্দরী নারী।

সুন্দরী নারী! খুব খারাপ কথা।

রান তাড়াতাড়ি তার গলায় ঝোলানো রুপোর ক্রস চেপে ধরলেন। মনে কোনো প্রকার পাপের স্থান দেয়া চলবে না।

কপ্টারে থাকা দ্বিতীয় নারীর দিকে তাকালেন ফাদার। মেয়েটা জার্মান। স্ট্রেচারে শোয়ানো আহত লোকটার কানে কানে কী যেন বলছে। হাত ধরে আছে আহত লোকটার।

তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করলেন ফাদার। ক্রস এখনও ধরে আছেন। এসব না দেখাই তাঁর জন্য ভালো। তারচেয়ে বরং চোখ বন্ধ করে ধ্যান করার চেষ্টা করা যাক।

কিছুক্ষণ পর ফাদারের চোখ খুলে গেল। পাশে বসে থাকা মহিলার দিকে তাকালেন তিনি। মহিলার পরনে ডেনিমের সাদা শার্ট, যদিও ময়লা হয়ে গেছে। মহিলার চোখ দেখলেই বোঝা যায় সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। সে চোখ বুলিয়ে দেখছে কপ্টারটাকে। ফাদারের ওপর দিয়ে এমনভাবে চোখ দুটো পার হলো যেন ফাদার ওখানে নেই। ফাদার ভাবলেন, মহিলা কি তাকে ভয় পাচ্ছে? কী হিসেবে ভয় পাচ্ছে? পুরুষ মানুষ হিসেবে? নাকি ফাদার বলে? কিংবা অন্য কিছু?

আবার ক্রস আঁকড়ে ধরলেন ফাদার। যে কাজের জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে সম্পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় তাঁকে কাজটা শেষ করতে হবে। কাজ শেষ হলে তিনি তাঁর ধ্যানকক্ষে ফিরে যাবেন। এসব আর তাঁকে দেখতে হবে না।

হঠাৎ মহিলার কনুই এসে ফাদারের শরীর স্পর্শ করল। বিদ্যুৎ খেলে গেল ফাদারের দেহে। আর একটু হলে কপ্টার থেকে লাফ দিতেন! কিন্তু দিলেন না। দীর্ঘদিন ধ্যান করার ফলে তার ধৈর্যশক্তি বেড়েছে।

মহিলা সামনে ঝুঁকে আহত লোকটার অবস্থা দেখছে। যদিও রান জানেন লোকটার আর কোনো আশা নেই। কিন্তু একথা তিনি মহিলাকে

BanglaBook.org

জানাবেন না। কারণ, মহিলা সেটা বিশ্বাসই করবে না। একজন ফাদার কীভাবে জখম আর রক্ত থেকে এ রকম সিদ্ধান্ত দিতে পারেন?

ফাদাররা অনেক কিছুই পারেন। যা এই মহিলার কল্পনারও বাইরে।

বিকাল ২টা ০৩ মিনিট

ইরিনের পকেটে থাকা মোবাইলটা ভাইব্রেট করে উঠল। সাবধানে বের করল মোবাইল, যাতে পার্লম্যানের চোখে না পড়ে।

অ্যামি মেসেজ করেছে :

'হ্যালো, প্রফেসর, মেসেজিং করতে পারবেন?'

পার্লম্যানের নজর অন্য দিকে।

ইরিন লিখল :

'পারব।'

অ্যামি লিখল :

'কঙ্কালগুলোর হাড়ে ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম কামড়ানোর দাগ আছে।'

ইরিন আগেই আশঙ্কা করেছিল এমন কিছুর খবর পাওয়া যেতে পারে। কপ্টার কেঁপে ওঠায় মেসেজ লিখতে ইরিনের একটু বেগ পেতে হলো।

'থাকতেই পারে। কত রকম প্রাণীই তো আছে ওখানে।'

অ্যামির জবাব একটু দেরিতে এল। কারণ মেসেজটা বড়।

'কিন্তু আমি নিউ গিনিতে যেরকম কামড়ের দাগ দেখেছিলাম এগুলোও একদম সেই রকমই দেখতে। একই প্যাটার্ন।'

ইরিনের বুক কেঁপে উঠল। অ্যামি এরআগে যে প্রজেক্টে কাজ করেছে সেটা ছিল নিউ গিনির মুণ্ডুশিকারিদের নিয়ে। তার মানে...

নরখাদক?

এখানে? ইসরায়েলে?

যদি তা-ই হয় তাহলে শিশুদের এই গণকবরের কাহিনি বাইবেলে উল্লেখিত রাজা হেরডের কাহিনির চেয়ে খারাপ হতে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও সন্দেহ থেকে যায়।

'প্রমাণ কী?' লিখল ইরিন।

'মানুষের ওপরের ও নিচের পাটির চারটি দাঁতের আঁচড়। বোঝা যাচ্ছে, বাচ্চাগুলো হাড় মানুষ কামড়েছিল।'

মেসেজটা পড়ে চমকে উঠল ইরিন। বিষয়টা লেফটেন্যান্টের চোখে

BanglaBook.org

পড়ায় মোবাইলটা কেড়ে নিল ইরিনের কাছ থেকে।

'বাইরে কোনো প্রকার যোগাযোগ করা চলবে না।' হুঙ্কার ছাড়ল পার্লম্যান।

প্রচণ্ড রাগ হওয়া সত্ত্বেও ইরিন সব চেপে গেল। এখন রাগ দেখিয়ে লাভ নেই।

পার্লম্যান মোবাইলটা নিজের শার্টের পকেটে রেখে দিল।

আর কিছুক্ষণ পর কপ্টার ল্যান্ড করল হিল্লাল ইয়াফি মেডিক্যাল সেন্টারের হেলিপ্যাডে। পার্লম্যান তার কথা রেখেছে। হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে হেনরিককে।

কপ্টারকে দেখে সাদা ইউনিফর্ম পরা মেডিক্যাল টিম ছুটে এল। ভেতরে নিয়ে গেল আহত রোগী আর জুলিয়াকে।

হাসপাতালে যাওয়ার জন্য ইরিন নিজের সিটবেল্ট খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু পার্লম্যান বাধা দিল।

'না, হাতে কোনো সময় নেই।'

কোনো সময় নষ্ট না করে কপ্টার আবার শূন্যে উড়ল। কপ্টারে বসে হেনরিক আর কামড়ানোর দাগ নিয়ে ভাবতে লাগল ইরিন। একসময় আপনমনে প্রশ্ন করল।

এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় বিকেল ৩টা ১২ মিনিট
তেল আভিভ, ইসরায়েল

হোটেলের তিনতলায় ল্যান্ডিংয়ের ছায়ায় লুকিয়ে আছে বাথোরি ডারাবন্ট। একদম নিচতলায় থাকা ফোয়ারার দিকে নজর ওর। মনে মনে আন্দাজ করল, ফোয়ারায় জমে থাকা পানির গভীরতা ২-৩ ফুট হতে পারে। চোখের আন্দাজে তিনতলা থেকে ফোয়ারা পর্যন্ত মেপে নিল।

২৫ ফুট। হয়তো বেঁচে যাব। তবে ঝুঁকিপূর্ণ।

ওর পাশে থাকা লোকটা নড়ে উঠল। ঝাঁকড়া কালো চুল, বাদামি রঙের বড় বড় চোখ, টিকালো নাক... সব মিলিয়ে লোকটা একদম রাজপুত্রের মতো দেখতে। বাস্তব জীবনেও লোকটা রাজপুত্রও বটে। আরব দেশের কোনো এক অর্থশালী শাহজাদা। এখানে এসেছে ফুর্তি করতে।

কিন্তু বাথোরি এসবে বিরক্ত।

বাথোরির কাছে অর্থবিত্তের চেয়ে বিছানায় পুরুষের দক্ষতা বেশি লোভনীয়।

ফর্সা হাত দিয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে আসা লাল চুল সরাল বাথোরি। খেয়াল করল, লোকটা ওর গলার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা কালো ট্যাটু আঁকা আছে বাথোরির গলায়।

‘ফরিদ, একটা বাজি ধরলে কেমন হয়?’

বাদামি চোখ দুটো বাথোরির রুপালি চোখ দুটোর মুখোমুখি হলো। কী সুন্দর চোখ দুটো! স্বীকার না করে উপায় নেই।

‘বাজি?’

‘হুম। চলো, দেখি কে এখান থেকে ফোয়ারায় লাফ দিতে পারে।’ লকলকে আঙুল দিয়ে নিচের ফোয়ারা দেখাল বাথোরি। ‘যে পারবে, সে সব পাবে।’

‘কী পাবে? বাজির পুরস্কারটা কী?’ একটা নিখুঁত মুচকি হাসি দিল ফরিদ।

‘যদি তুমি জেতো তাহলে আমার ব্রেসলেটটা তোমাকে দিয়ে দেব।’

BanglaBook.org

বাথোরি নিজের হাতের কব্জি তুলে ব্রেসলেটটা দেখাল।

এই হীরের ব্রেসলেটের দাম ৫০ হাজার ডলার। বাথোরির এত মূল্যবান গহনা হারানোর কোনো ইচ্ছে নেই। ও খুব ভালো করেই জানে, বাজিতে ও কখনও হারে না।

হাসল ফরিদ। 'আমার ব্রেসলেট নিয়ে কাজ নেই।'

'আমি কিন্তু এটা তোমার হোটেল রুমে গিয়ে দিয়ে আসব। বুঝে দেখো।' দুষ্টুমি মাখিয়ে চোখ টিপ দিল বাথোরি।

নিচের ফোয়ারার দিকে তাকাল ফরিদ। কিন্তু কথা বলল না।

বাথোরি এটাই চেয়েছিল। চুপচাপ থাকাই ভালো।

'যদি আমি জিতে যাই...' ফরিদের ঘনিষ্ঠ হলো বাথোরি। এতটাই ঘনিষ্ঠ যে বাথোরির পরনে থাকা সিল্কের পোশাক ফরিদের পায়ের উষ্ণতা পেতে শুরু করল। 'আমি তোমার ঘড়ি নিয়ে নেব... আমার রুমে এসে তুমি দিয়ে যাবে।'

ফরিদের হাতে রোলেক্সের ঘড়ি। বাথোরি অনুমান করল রোলেক্সের দাম ওর হাতের ব্রেসলেটের কাছাকাছিই হবে। ওর অবশ্য রোলেক্সে কোনো আগ্রহ নেই। ওর আগ্রহ বিছানায়। এই বাজি ধরা তো একটা বাহানামাত্র। বাজির সূত্র ধরে ফরিদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া যেতে পারে।

'যদি আমি হেরে যাই?' ফরিদ জানতে চাইল।

দীর্ঘ সময় ধরে ফরিদের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে আবেগময় চুমো দিল বাথোরি। ফরিদও সাড়া দিল। এই সুযোগে বাথোরি ফরিদের পকেটে চালান করে দিল নিজের ফোনটা। আঙুল বুলিয়ে টের পেল, ফরিদের কাছে একটা ধাতব চাকু আছে। ফরিদকে দেখতে যতটা নিরীহ মনে হয় আদতে সে ততটা নিরীহ নয়। মায়ের কথা মনে পড়ল বাথোরির।

সাদা ফুলের ছায়াটাও কিন্তু কালো হয়।

চুমো শেষ করে সরার সময় ফরিদ তার দু হাত বাথোরির পিঠে, সিল্কের পোশাকের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। 'এই বাজির বিষয়টা বাদ দিলে কেমন হয়?'

হাসল বাথোরি, 'উঁহু, তা হচ্ছে না।'

আর কথা না বাড়িয়ে তিনতলা থেকে বাথোরি লাফ দিল।

হাত দুটো সটান করে ডাইভ দিচ্ছে বাথোরি। একমুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো হিসাবে ভুল হয়েছে। এতটা উঁচু থেকে লাফ দেওয়ায় এবার ও মারা পড়বে। আতঙ্কবোধ করল বাথোরি। ফোয়ারার স্থির জলে আঘাত করল ওর শরীর।

পানির ধাক্কায় প্রায় দম বন্ধ হওয়ার দশা।

BanglaBook.org

কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। পানিতে ভিজে ওর সিল্কের পোশাক একদম ফিনফিনে হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে ভেতরের অন্তর্বাস।

লবিতে উপস্থিত সবাই থমকে দাঁড়িয়েছে। বাথোরি উঠে দাঁড়াতেই কয়েকজন হাততালি দিয়ে বাহবা জানাল।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল বাথোরি। ফরিদের সামনে এসে মাথা নুইয়ে বাউ করল। পাল্টা মাথা নাড়ল ফরিদ। নিজের কব্জি থেকে রোলেক্স খুলল বেশ রাজকীয় ভঙ্গিতে।

মিনিটখানেক পর, বাথোরির রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পুরো হোটেল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ঠাণ্ডা পানিতে ভিজে বাথোরির কাঁপুনি হচ্ছে। ফরিদ ওর পিঠে হাত দিল, পাতলা পোশাকের নিচ দিয়ে সুড়সুড় করে হাতটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে, ঠাণ্ডার কাঁপুনির পাশাপাশি বাড়তি এক শিহরণ অনুভব করল বাথোরি। ফরিদের হাতের স্পর্শ অত্যন্ত মোলায়েম কিন্তু কয়লার মতো উষ্ণ। শ্বাস ফেলে বাথোরি ফরিদের দিকে তাকাল। এ রকম ছোঁয়া পাওয়ার জন্য যেকোন নারী উদগ্রীব হয়ে উঠবে।

কার্ড দিয়ে রুমের দরজা খুলল বাথোরি। সদ্য জিতে নেয়া রোলেক্সটা ওর হাতে একটু ঢিলে হয়েছে অবশ্য।

ফরিদকে নিয়ে রুমে ঢুকছে এমন সময় ওর ফোনটা বেজে উঠল। ফরিদের প্যান্টে বাজছে ওটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফরিদের পকেট থেকে ফোনটা নিল বাথোরি।

'এটা আমার পকেটে কীভাবে এল?' ফরিদ অবাক।

'চুমো খাওয়ার সময় তোমার পকেটে রেখেছিলাম।' হাসল বাথোরি। 'পানিতে ভিজলে নষ্ট হয়ে যেত। আর আমি জানতাম, তুমি লাফ দেবে না।'

ফরিদকে দেখে মনে হলো বেচারা একটু অপমানবোধ করছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফোন চেক করল বাথোরি। মেসেজ এসেছে। মেসেজটা দেখে বাথোরি ভয়ে জমে গেল।

ভণিতা করার সময় শেষ। আসল কাজে নামতে হবে।

'আর্জেন্টাম কে?' জানতে চাইল ফরিদ। বাথোরির কাঁধের ওপর দিয়ে মেসেজদাতার নামটা পড়েছে।

ওহ, ফরিদ... মেয়েরা কিছু জিনিস গোপন রাখতে ভালোবাসে।

এজন্যই বাথোরি ভুয়া পরিচয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই হোটেলে রুম নিতেও একটা ভুয়া নাম ব্যবহার করেছে।

'কাজের তাড়া এসেছে,' বলল বাথোরি। 'এখানেই বিদায় বলতে হচ্ছে

BanglaBook.org

তোমাকে।'

অসন্তোষ ও রাগের কালো মেঘে ঢেকে গেল ফরিদের চেহারা।

লাথি দিয়ে দরজা লাগিয়ে বাথোরিকে টান মেরে নিয়ে গেল রুমের ভেতরে। কাছে টেনে নিল। ঠেকাল দেয়ালের সাথে।

'আগে আমাদের কাজ শেষ হবে, তারপর অন্য কিছু।' ফিসফিস করে বলল সে।

এক ভ্রু উঁচু করল বাথোরি। ফরিদের ভেতরে তাহলে একটু হলেও আগুন আছে।

হাসল বাথোরি। ফোনটা ছুড়ে মারল বিছানার ওপর। ফরিদকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দেয়ালের সাথে ঠেকাল। দুজনের ঠোঁট প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে। এবার ফরিদের পিঠ দেয়ালে। বাথোরি ফরিদের প্যান্টের দিকে হাত বাড়াল। শয়তানি হাসি খেলে গেল ফরিদের ঠোঁটে। কিন্তু ফরিদ যা ভাবছে তা আর হবার নয়। বাথোরি ফরিদের প্যান্টে থাকা লুকানো চাকুটা বের করে ফেলল।

এক হাতে চাকুটা তুলে নিয়ে তড়িৎগতিতে ফরিদের এক চোখে গুঁজে দিল বাথোরি। ফরিদের শরীরের উষ্ণতা এখনও ওর সিল্কের পোশাকের ভেতর দিয়ে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু এই উষ্ণতা আর বেশিক্ষণ থাকবে না। ফরিদের ইহকাল এখানেই সমাপ্ত।

ফরিদের শরীর কাঁপছে, তাই বাথোরি তাকে শক্ত হাতে ধরে রইল।

একটু পর নিথর হয়ে গেল ফরিদ। ওকে ছেড়ে দিয়ে বাথোরি বিছানায় উঠল। ফোনটা হাতে নিয়ে দেখল মেসেজের সাথে একটা ছবি সংযুক্ত আছে। ওপেন করল ছবিটা।

একটা অদ্ভুত স্ক্রিপ্ট ভেসে উঠল স্ক্রিনে। হাতে লেখা কিছু হবে। দেখলে মনে হয়, এটা কোনো কোড। আসলে এটা প্রাচীন রীতিতে লেখা হিব্রু ভাষা।

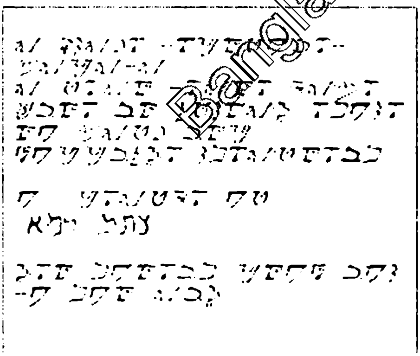

BanglaBook.org

নিজের ট্রেনিংয়ের অংশ হিসেবে বাথোরি অক্সফোর্ডে প্রাচীন ভাষা শিখেছে। তার ফলে এখন প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন আর হিব্রু ওর কাছে নিজের মাতৃভাষা হাঙ্গেরিয়ানের মতোই সহজ মনে হয়। সতর্কতার সাথে লেখাগুলো পড়ল বাথোরি। কোনো ভুল করা চলবে না।

ভূমিকম্পে মাসাডা ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাণহানি হয়েছে অনেক লোকের। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গলার কাছে থাকা ট্যাটুতে হাত দিল বাথোরি। এখনও ওর মনে পড়ে ঠিক কোন রাতে এই ট্যাটুটা ও গলায় আঁকিয়েছিল। রক্তে জ্বলুনি হয় এখনও।

যাও। খুঁজে বের করো...

একজন বীর এটা উদ্ধারে নেমেছে। কোনোভাবেই দমে যেয় না। ব্যর্থ হওয়া চলবে না তোমার।

হেরোডিয়ান অ্যারামিক ব্যাকাংশের দিকে তাকাল বাথোরি। *বিলিয়াল* এই মেসেজের জন্য অনেক অপেক্ষা করেছে।

ওর ঠোঁট নড়ল কিন্তু শব্দটা উচ্চারণ করার সাহস পেল না।

দ্য বুক অব ব্লাড।

রক্তের বই।

বাথোরির হাতের শিরায় যেন রক্তের গতি বেড়ে গেল।

ও যাঁর আদেশ পালন করে তিনি অনেক আগেই সন্দেহ করেছিলেন ইহুদীদের পাহাড়ে এই মহামূল্যবান বইটা সংরক্ষিত আছে। সেটাকে খুঁজে বের করতেই বাথোরির এখানে আগমন। প্রায় এক ডজন সম্ভাব্য প্রাচীন স্থান আছে এখানে। সবগুলো মোটামুটি কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত।

কিন্তু ওর আদেশকারী কি ঠিক জানেন? মাসাডায় কি সত্যি দ্য বুক অব ব্লাড আছে? একবার বাথোরি আর ওর টিম যদি বাইরে বের হয় তারপর আর গা ঢাকা দেয়া সম্ভব হবে না। তাহলে ঝুঁকি নেয়ার মতো যথেষ্ট প্রমাণ

BanglaBook.org

কি তিনি পেয়েছেন?

বাথোরি শুধু ওর শেষ প্রশ্নের উত্তর জানে।

হ্যাঁ। পেয়েছেন।

অল্প বয়স থেকে এই দিনটার জন্য তৈরি হয়েছে বাথোরি। কিন্তু কখনও চিন্তা করেনি সেই দিনটা এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে।

এবার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেবার পালা।

ফোন টিপে একটা নাম্বারে কল করল বাথোরি। ও জানে, বিশাল দেহের ষণ্ডামার্কা একজন পুরুষ ঠিক প্রথম রিংয়েই কলটা রিসিভ করবে।

ওর সেকেন্ড ইন কমান্ড, তারেক।

'কী চাই?' তারেকের ভরাট কণ্ঠে এখনও তুনিশিয়ান টান আছে। যদিও সে এই জীবনে নিজের মাতৃভূমি অঞ্চলের কারও সাথে কথা বলার সুযোগ পায়নি।

'বাকিদেরকে ডাকো,' বাথোরি নির্দেশ দিল। 'দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অপারেশন শুরু হচ্ছে।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৫

২৬ অক্টোবর
বিকেল ৩টা ৩৮ মিনিট
আকাশপথ, ইসরায়েল

ইরিনের বেশ গরম লাগছে এখন। ফাদারের কথা ভাবল ও। তার পরনে যে পোশাক আর হুড আছে তাতে নিশ্চয়ই আরও গরম লাগছে। হুড আর চোখে থাকা সানগ্লাসের ফাঁক দিয়ে ফাদারের শুধু থুঁতনি আর কপালের খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

ইরিন অবাক হয়ে খেয়াল করল ফাদার বিগত দেড় ঘণ্টা যাবৎ একটুও নড়াচড়া করেননি। হঠাৎ হেলিকপ্টারটা ধুপ করে কয়েক ফুট নিচে নেমে গেল। পেটে সুড়সুড়ি অনুভব করল ইরিন। ঢোক গিলল। এক বোতল পানি সাথে করে নিয়ে এলে ভালো হতো। এই সৈনিকগুলোর কাছে পানি নেই বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য পানির কোনো প্রয়োজনও নেই এদের। ফাদারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

হাসপাতাল থেকে কপ্টার রওনা হওয়ার পর থেকে একটানা এগোচ্ছে পূর্ব-দক্ষিণে, গ্যালেলি সাগরের অভিমুখে। প্রতি মিনিটে এই ফ্লাইটের গন্তব্য পরিবর্তন হওয়া দেখতে দেখতে ইরিন ক্লান্ত হয়ে গন্তব্যের ব্যাপারে আন্দাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে।

সমতল চূড়োবিশিষ্ট একটা পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে ওদের কপ্টার।

মাসাডা।

এই জায়গাটার কথা ইরিনের মাথায় আসেনি। কারণ ষোড়শ শতাব্দীতেই মাসাডায় প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালানো হয়ে গেছে। নতুন করে কিছু পাওয়ার আশা নেই। মাসাডায় বর্তমানে শুধুমাত্র পর্যটকদের আনাগোনা বেশি।

হয়তো ভূমিকম্পের ফলে কাছে-পিঠে কোথাও নতুন কিছু বেরিয়ে এসেছে। কী হতে পারে সেটা? একটা রোমান ক্যাম্প? কিংবা ৯০০' বিদ্রোহীর দেহাবশেষ? যাদের মাঝে মাত্র ৩০ জনের দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল সেই ১৯৬৯ সালে; দাফন করা হয়েছিল পূর্ণ সামরিক সম্মানের সাথে।

BanglaBook.org

গলা বাড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করল ইরিন। উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে পেল না। পাহাড়ের চারপাশে সব কিছু ঠিকঠাক আছে। তবে একটা বিশাল কপ্টার দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়োয়। হয়তো ওখানে গিয়েই ইরিনের কপ্টার ল্যান্ড করবে। সোজা হয়ে বসল ও। কী দেখানোর জন্য ওকে এত দূর নিয়ে আসা হচ্ছে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল।

ফাদারের থুঁতনি একটু নড়ল অবশেষে। বোঝা গেল, তিনি বেঁচে আছেন। ইরিন ফাদারের বিষয়টা বিবেচনায় আনার কথা ভুলে গিয়েছিল। ওর সাথে এই ফাদারকে এখানে আনার নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো কারণ আছে। মাসাডা আদতে ইহুদিঅধ্যুষিত এলাকা হলেও এখানে এডি ৫০০ আমলের বেজ্যানটিন চার্চের ধ্বংসাবশেষ আছে। হতে পারে ভূমিকম্পের ফলে সেই চার্চের কোনো ধ্বংসাবশেষ কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উন্মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইসরায়েলিরা যদি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা মাথায় রেখে ফাদারকে এনে থাকে তাহলে ইরিনকে আনার কারণ কী? হিসাবটা ঠিক মিলল না।

পাহাড়ের চূড়ায় ধুলোবালি উড়িয়ে ধীরে ধীরে অবতরণ করছে কপ্টার। যাত্রীদের দরজা খুলে দেওয়ায় বালি উড়ে ভেতরে আসছে। হাত দিয়ে নিজের চোখ আড়াল করল ইরিন। বালি থেকে চোখ বাঁচানোর জন্য গগলস আনা উচিত ছিল। আসলে অনেক কিছুই আনা উচিত ছিল যেমন: রাতের খাবার আর একটা ব্যাকআপ ফোন।

পার্লম্যান ওর ফোনটা কেড়ে না নিলে ভালো হতো। ওর ছাত্ররা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওকে হেনরিকের অবস্থা জানানোর জন্য যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে। হেনরিক ইরিনের গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে এসেছিল এখানে। ছেলেটার কিছু হয়ে গেলে সেটার সম্পূর্ণ দায়ভার ইরিনের কাঁধে চাপবে। যদি কিছু হয়ে যায়... আর ভাবতে চাইল না ইরিন।

পার্লম্যানের দিকে তাকিয়ে ইরিন বুড়ো আঙুল আর কনিষ্ঠা কানে ঠেকিয়ে ফোন চেয়ে ইশারা করল।

পকেট থেকে ফোনটা বের করল পার্লম্যান। কপ্টারের আওয়াজকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য চেঁচিয়ে বলল, 'বন্ধ করে রাখবেন।'

'জি, স্যার।' ব্যঙ্গ করল ইরিন। কিন্তু ও যে পরিমাণ আওয়াজ করে শব্দ দুটো উচ্চারণ করেছে তাতে পার্লম্যান এই ব্যঙ্গটা ধরতে পারবে বলে মনে হয় না।

ইরিন ফোনটা হাতে নিয়ে নিজের প্যান্টের পেছনের পকেটে রেখে দিল। পার্লম্যান অন্যদিকে তাকানো মাত্র পকেট থেকে ফোন বের করে

BanglaBook.org

মেসেজ চেক করতে শুরু করল ও।

পাহাড়ের চূড়া এবার ভালো করে দেখা যাচ্ছে।

নিচে চোখ মেলে হতভম্ব হয়ে গেল ইরিন। কী দেখছে সেটা বিশ্বাস করে হজম করতে কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল ওর।

মাসাডা... গায়েব!

এখানে থাকা ভবন, দেয়াল, পিলার সব ধ্বংস হয়ে গেছে। পাহাড়ের চূড়াটা চিড়ে দু'ফাঁক হয়ে গেছে, একদম আক্ষরিক অর্থেই। এর আগে কখনও এত কাছ থেকে এ রকম ভয়াবহ ধ্বংসের দৃশ্য দেখেনি ইরিন।

পাইলট ইঞ্জিনের গতি কমাল। কপ্টারের রোটর ব্লেডের তোপে চারদিকে ধুলোর ছড়াছড়ি। সেই ধুলোর চাদরের ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করল ইরিন।

একটা জায়গা করা হয়েছে এই পাহাড়ের চূড়ায়। ওখানে নতুন একটা লাশ এনে রাখল দুজন।

লাশের ব্যাগ। সাইজ দেখে মনে হলো পূর্ণবয়স্ক।

ইসরায়েলে যেসব জায়গাকে পর্যটন স্পট হিসেবে ধরা হয় মাসাডা তাদের মধ্যে অন্যতম। ভূমিকম্পের কারণে পর্যটকদের এই দশা হয়েছে হয়তো। সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত কত লোকের প্রাণ গেছে এই পাহাড়ে? পেটে শূন্যতা অনুভব করল ইরিন, কিন্তু এবারের অনুভূতিটা কপ্টারের কারণে নয়।

কিছুক্ষণ আগেও ইরিন মনে মনে খুব উৎসাহী ছিল নতুন কিছু দেখার আশায়। কিন্তু এটা তো কোনো আর্কিওলজিক্যাল সাইট নয়। এখানে যা আছে সব ধ্বংসস্তূপ। আবার ক্যাসেরিয়ায় ফিরে যেতে ইচ্ছে হলো ওর।

পার্লম্যান কপ্টার থেকে নেমেই হিব্রু ভাষায় নির্দেশ দিতে শুরু করেছে। সৈনিকরা এগোল লাশের ব্যাগগুলোর দিকে। এই লাশগুলো সংগ্রহ করার দায়িত্বে কেউ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু অফিসার সেব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। ইরিন অবশ্য এ জন্য অফিসারকে দোষ দিতে পারল না। সে তার দায়িত্ব পালন করছে মাত্র।

ফাদার কপ্টার থেকে নেমে মাথায় থাকা হুডটা আরও বেশি করে নামিয়ে নিলেন ধুলোবালি থেকে বাঁচার জন্য। তাকালেন এদিক-ওদিক, কিছু খুঁজছেন বলে মনে হলো।

সিটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল ইরিন। বড় করে শ্বাস নিল কয়েকবার। ইসরায়েলিরা ওকে এখানে আনার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বর কারণ আছে।

ফাদার পিছু ফিরে ইরিনের দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাতটা

BanglaBook.org

ধরল ইরিন। নামল কপ্টার থেকে। ইরিনের পা ভূমি ছোঁয়ামাত্র ফাদার ওর হাত ছেড়ে দিলেন।

কপ্টারের রোটরের বাতাসে ফাদারের হুড বেশ খানিকটা সরে গেল। তার ত্বকের রং কিছুটা ফ্যাকাশে, সিনেমার তারকার মতো থুঁতনি আর গাঢ় কালো চুল। সব মিলিয়ে তাকে হ্যান্ডসাম পুরুষ বলা যায়, অন্তত ফাদার হিসেবে তো বটেই।

'*Tot ago attero* ... ,' হুডটা আগের জায়গায় আনতে আনতে ল্যাটিন ভাষায় বিড়বিড় করলেন ফাদার। অর্থাৎ, *অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।*

ইরিন ল্যাটিন বোঝে।

সূর্যের আলো থেকে চোখ বাঁচানোর জন্য হাত তুলে চেহারা ডাকল ইরিন। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সন্ধ্যা নামবে। যদি এর মধ্যে সব লাশ সংগ্রহ না করা হয় তাহলে শেয়াল খুবলে খাবে সেগুলো। ভাবতেই এত গরমের ভেতরেও কেঁপে উঠল ইরিন।

যারা ধ্বংসস্তূপ থেকে লাশ বের করে আনছে তাদের সবার পরনে বায়োহ্যাজার্ড নিরাপত্তামূলক স্যুট দেখা যাচ্ছে।

ভূমিকম্পের উদ্ধারকাজে বায়োহ্যাজার্ড স্যুট কেন? কোন কেমিক্যাল কিংবা গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে নাকি?

প্রশ্নটা কাউকে জিজ্ঞেস করার আগে একজন লম্বা সৈনিক হাজির হলো ওর সামনে। এর পরনে অবশ্য বায়োহ্যাজার্ড স্যুট নেই।

ইরিন সৈনিকের চেহারা দেখেই বুঝতে পারল সে আমেরিকান। সাদা চুলে আর্মি ক্রু-কাট দেয়া, বর্গাকৃতির চোয়াল সাথে চওড়া কাঁধ, পরনে খাকি জ্যাকেট। তার ঝকঝকে চোখ দুটো এসে স্থির হলো ওর ওপর। প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়ে গেল ইরিনের। কিন্তু আমেরিকান মিলিটারি এই ইসরায়েলে কী করছে?

'আপনি ড. ইরিন গ্রেঞ্জার?' জানতে চাইল সে।

আচ্ছা, তার মানে ইরিন এখানে আসবে সেটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এই বিষয়টা কি ইরিনের জন্য দুশ্চিন্তার নাকি খুশির? 'হ্যাঁ।'

ইরিনকে পার করে পেছনে থাকা ফাদারের দিকে তাকাল সৈনিক। 'এখানে কোনো ফাদার আসবে ভাবিনি।' পার্লম্যানকে উদ্দেশ্য করে বলল সে।

'ভ্যাটিক্যান থেকে অনুরোধ করা হয়েছে ফাদার করজা যেন এখানে উপস্থিত থাকেন। ভূমিকম্পের সময় একদল ক্যাথলিক টুরিস্ট গ্রুপ এখানে ছিল। কার্ডিনালের ভাতিজাও ছিল সেই গ্রুপে। তাই ফাদার এসেছেন।'

BanglaBook.org

আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার! ভাবল ইরিন। ফাদার কেন এসেছেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। আমেরিকান সৈনিক এবার ফিরল ইরিনের দিকে।

'ড. গ্রেঞ্জার, এখানে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আর সময় নষ্ট করা যাচ্ছে না। চলুন, আমাদের তাড়া আছে।' ধ্বংসস্তূপের দিকে পা বাড়াল সে।

সৈনিকের বড় বড় পায়ের সাথে গতি মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেল ইরিন। একবার সৈনিকের দিকে তাকাচ্ছে তো একবার নিজের পায়ের দিকে। চেষ্টা করছে লাশের ব্যাগগুলোর ওপর যেন চোখ না যায়। উল্টাপাল্টা চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কথা বলতে শুরু করল ও। 'আমাকে আমার কর্মক্ষেত্র থেকে তুলে আনা হয়েছে। অথচ কোনো কারণ পর্যন্ত দর্শানো হয়নি। এখানে আসলে কী হচ্ছে জানতে পারি?'

'আমারও তো একই অবস্থা।' একটু হাসল আমেরিকান। 'আমি গতকাল আফগানিস্তানে ছিলাম। জেরুজালেম এসেছি কয়েকঘণ্টা আগে।' হাঁটা বন্ধ করে ঘুরল সে। জ্যাকেটের ভেতরে পরা ধূসর রঙের টি-শার্টে নিজের হাত মুছে বলল, 'আসুন, পরিচয় পর্ব সেরে নিই। আমি সার্জেন্ট জর্ডান স্টোন, নবম রেঞ্জ ব্যাটালিয়ন। ইসরায়েলের পক্ষ থেকে আমাদেরকে ডাকা হয়েছে সাহায্যের জন্য।'

সার্জেন্টের হাতটা ধরে উষ্ণ অনুভূতি পেল ইরিন। মিলিটারির হাত হলেও তাতে কোনো রুক্ষতা নেই। ইরিন চট করে খেয়াল করল সার্জেন্টের বাঁ হাতের আঙুলে একটা চিকন সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে। ওখানে বিয়ের আংটি ছিল নিশ্চয়ই।

নিজের অযাচিত পর্যবেক্ষণ দেখে নিজেই বিব্রতবোধ করল ইরিন। তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিল। 'আমি ড. ইরিন গ্রেঞ্জার।' আরেকবার পরিচয় দিল নিজের।

সার্জেন্ট হাঁটতে শুরু করল। 'কথাটা কড়া শোনালে ক্ষমা করবেন, কিন্তু ডক্টর যদি আপনি কোনো বেঁচে যাওয়া আর্কিওলজির সন্ধান পেতে চান তাহলে তাড়াতাড়ি চলুন। ভূমিকম্পের পর আফটারশক হচ্ছে একটু পর পর।'

তাল মিলিয়ে পা চালাল ইরিন। 'আচ্ছা, বায়োহ্যাজার্ড স্যুট কেন ব্যবহার হচ্ছে? এখানে কি কোনো রাসায়নিক কিংবা জীবাণুঘটিত আক্রমণ হয়েছে?'

'ঠিক তা নয়।'

ইরিন নতুন প্রশ্ন করার আগে সার্জেন্ট হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে একটা বিরাটাকার চুনাপাথর থাকার কারণে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

ইরিনের দিকে ঘুরল সার্জেন্ট।

'ডক্টর, যা দেখতে যাচ্ছেন সেটার ধাক্কা সামলানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন।'

বিকেল ৪টা ৩ মিনিট

চারদিকে লাশ আর লাশ। কোনোটা ধ্বংসস্তূপ থেকে আংশিক বের হয়ে আছে, কোনোটা চাপা পড়েছে নিচে, আবার কোনোটা পড়েনি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেউ বাদ যায়নি ভূমিকম্পের কবল থেকে। জর্ডানের সন্দেহ হলো ইরিন এর আগে এত নির্মম দৃশ্য দেখেছে কিনা।

যত খারাপই লাগুক না কেন এই লাশের বহরের মাঝ দিয়ে এগোনো ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। একটা অস্থায়ী বেজ ক্যাম্প বসানো হয়েছে সামনে। ভূমিকম্পের ফলে বিশাল গহ্বর তৈরি হয়েছে। ঠিক ওটার সামনেই বেজ ক্যাম্পটা।

আফগানিস্তানে থাকার বদৌলতে জর্ডান জীবনে প্রচুর লাশ দেখেছে। কিন্তু তারপরও নিজের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠাকে দমানোর জন্য আজ রাতে ওকে হয়তো জ্যাক ড্যানিয়েলের সাথে একটু বেশি ড্রিংকস করতে হবে।

আর্কিওলজিস্ট ওর সাথে যোগ দেবে, এই খবরটা জর্ডানের কাছে একটু চমকপ্রদ ছিল। তবে নারী আর্কিওলজিস্ট এসেছে বলে চমকায়নি। নারীদের সাথে কাজ করতে ওর কোনো সমস্যা হয় না। ওর মনে একটাই প্রশ্ন– এই ধ্বংসস্তূপ আর লাশে ভরা জায়গায় একজন আর্কিওলজিস্টকে কেন টেনে আনা হলো? তাও আবার একদম শুরুতেই।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল জর্ডান। সূর্য ডুবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও তাপমাত্রা এখনও ৯০ ডিগ্রির মতো। বড় করে শ্বাস নিতে গিয়ে জর্ডান টের পেল বাতাসটা রক্তের নোনা গন্ধে ভারি হয়ে গেছে। তারপর পেছনে তাকাতেই দেখল ড. গ্রেঞ্জার নেই।

লাশ আর ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এসে আসছে ইরিন। জর্ডানের কাছে লাশ স্বাভাবিক দৃশ্য হলেও ইরিন এসবে অভ্যস্ত নয়। আজকের দিনটা ও সহজে ভুলতে পারবে না।

একটু পেছন দিকে গেল জর্ডান। 'আপনি ঠিক আছেন?'

'আমি যদি হাঁটতে পারি তাহলে বুঝবেন ঠিক আছি। একবার যদি থেমে যাই তাহলে আমাকে কিন্তু বাকি পথটুকু আপনার বয়ে নিয়ে যেতে হতে পারে।' ইরিন হালকা কৌতুক করার চেষ্টা করল। মেকি হাসি দিল কষ্ট করে।

BanglaBook.org

এবার একটু ধীরে-সুস্থে তূলনামূলক পরিষ্কার পথ বেছে হাঁটতে শুরু করল জর্ডান। 'এখানকার অধিকাংশ ব্যক্তিরা তৎক্ষণাৎ মারা গেছে। কিছু বুঝে ওঠার সুযোগই পায়নি।'

ডাহা মিথ্যে কথা। লাশগুলো দেখেই ইরিন সত্যটা বুঝে গেছে।

চোখের একটা ভ্রূ তুলে প্রশ্ন করতে গিয়েও করল না ইরিন।

এক নারীর লাশ পড়ল সামনে। ধুলোবালিতে মেখে রয়েছে তার চেহারা, চোখে-মুখে দেখা যাচ্ছে শুকনো রক্তের দাগ। ভূমিকম্পে মারা যাওয়া ব্যক্তির লাশ সাধারণত এরকম হয় না। 'সব লাশ তো চাপা পড়েনি। তো বাকিদের বিষয়টা কী? কী হয়েছিল, সার্জেন্ট?'

'আমাকে জর্ডান বলে ডাকলে খুশি হব।' সার্জেন্ট একটু ইতস্তত করল। ও খুব ভালো করে টের পাচ্ছে আরেকবার মিথ্যে বললে ডক্টর ওকে ঠিকই আর সম্মান দিয়ে কথা বলবে না। তার চেয়ে বরং নিজ থেকেই সুবিধা করে দেয়া ভালো। 'আমরা এখনও টেস্ট করছি। গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফের রিডিং অনুযায়ী আশংকা করা হচ্ছে সারিন থেকে উৎপন্ন কিছু একটা হয়তো এরকম কিছু অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

'তার মানে নার্ভ গ্যাস জাতীয় কিছু? তাহলে এ কারণেই আমেরিকান মিলিটারির আগমন এখানে?'

'আসলে ইজরাইলিরা আমাদের সাহায্য চেয়েছে কারণ আমরা এই বিষয়ে দক্ষ। এখনও পর্যন্ত আমরা দায়ী গ্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুই নিশ্চিত করতে পারিনি। কিন্তু যত দূর বোঝা যাচ্ছে, এটা সারিনের কাছাকাছি। দ্রুত প্রভাব ফেলে, খুবই প্রতিক্রিয়াশীল। উদ্ধারকারী প্রথম দল মাসাডায় এসে পৌঁছানোর আগেই গ্যাস যা সর্বনাশ করার করে ফেলেছে।'

ইসরাইয়েলিরা প্রথমে ভেবেছিল ভূমিকম্পই হচ্ছে একমাত্র চ্যালেঞ্জ। কিন্তু প্রথম টিম এখানে হাজির হয়ে কয়েকটা লাশ দেখার পর নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমেরিকান মিলিটারিদের ডাক পড়ে।

'কিন্তু এর পেছনে দায়ী কে? কারা করল এমন?' জানতে চাইল ইরিন।

'উত্তরটা আমারও জানা নেই।'

এই গ্যাস যেনতেন গ্যাস নয়। কোনো আধুনিক উপাদানের চিহ্ন পাওয়া যায়নি এখনও। গ্যাসকে বিশ্লেষণ করে অদ্ভুত কিছু উপাদান পাওয়া গেছে। যেমন : দারুচিনি। এরকম নার্ভ এজেন্টের ভেতরে মশলা কোন বোকার হদ্দ ঢুকিয়েছে? গ্যাসের ভেতরে পাওয়া অন্যান্য অদ্ভুত উপাদান নিয়ে এগুলোর উৎস ও কার্যকারণ নিয়ে কাজ করছে জর্ডান আর ওর টিম।

BanglaBook.org

এই গ্যাসের শিকড় না জানা পর্যন্ত জর্ডানের শান্তি নেই। এটাই ওর কাজ। আর এই কাজে ও অত্যন্ত দক্ষ। কিন্তু এর আগে একবার মধ্যপ্রাচ্যে ও একটা গ্যাসের মুখোমুখি হয়েছিল যেটার পরিচয় আজও বের করতে পারেনি। ভাবতেই নিজের ওপর ঘৃণা হয় ওর। এবারের গ্যাসের যে মরণঘাতী শক্তির নজির ওর সামনে আছে, এটার হদিস যদি বের না করতে পারে তাহলে সিনিয়র অফিসার থেকে শুরু করে ইসরায়েলিরা পর্যন্ত কেউই অসন্তুষ্ট হতে বাকি থাকবে না ওর ওপর।

একটা লাশ ডিঙিয়ে পার হলো জর্ডান। ইরিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ইরিন হাতটা ধরতেই জর্ডান টের পেল নারী হিসেবে যতটা নরম হাত ও আশা করেছিল ইরিনের হাত অতটা নরম নয়।

'এটা কি কোনো সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে?' ইরিনের কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেও ওর হাতের কাঁপুনি থেকে জর্ডান ঠিকই আসল অবস্থাটা টের পাচ্ছে। কথা বলে নির্ভার থাকার চেষ্টা করা মন্দ নয়।

'ইসরায়েলিরাও প্রথমে সেটাই ভেবেছিল।' ইরিনের হাত ছেড়ে দিল জর্ডান। 'কিন্তু বিষাক্ত গ্যাসটা ছড়িয়ে পড়েছিল ঠিক ভূমিকম্পের পরপরই। সেখান থেকে আমরা আন্দাজ করছি মাটির নিচে অনেক দিনের পুরানো কোনো কেমিক্যাল জার হয়তো রাখা ছিল। ভূমিকম্পের ফলে সম্ভবত ওটা ফেটে গ্যাস বেরিয়ে এসেছে।'

ভ্রু কুঁচকাল ইরিন। 'মাসাডা হলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের শহর। আমার মনে হয় না ইসরায়েলিরা এখানে ও রকম কিছু পুঁতে রাখার মতো বোকামি করবে।'

জর্ডান কাঁধ ঝাঁকাল। 'জি। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তো আমি আর আমার টিম এখানে এসেছি।'

ওপর মহল থেকে নির্দেশ আছে জর্ডানের ওপর। 'মূল উৎস খুঁজে বের করো। তারপর সম্ভব হলে সেটাকে নিরাপদে বের করে নাও। অন্যথায় বিনষ্ট করে দাও বাকিটুকু।'

অবশিষ্ট পথ চুপচাপ এগোল ওরা। জর্ডান খেয়াল করল, লাশ দেখতে দেখতে ইরিনের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যাচ্ছে, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। আবার কথা বলে ইরিনকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করল ও। 'এই তো প্রায় ক্যাম্পে চলে এসেছি।'

'কোনো আহত ব্যক্তি নেই?'

'আছে একটা ছেলে।' সামনে থাকা মোবাইল পিত কন্টেইনমেন্ট ল্যাবের দিকে ইশারা করল জর্ডান। ওখানে একটা প্লাস্টিকের তাঁবুতে

BanglaBook.org

কিশোর বয়সী এক ছেলেকে রাখা হয়েছে।

'ও একাই এসেছিল এখানে?' জানতে চাইল ইরিন।

'না, বাবা-মার সাথে এসেছিল।'

এই ছেলে বিষাক্ত গ্যাসটা ফুসফুসে বেশ কয়েকবার নেয়ার পরও বেঁচে গেছে। গ্যাস শ্বাসের মাধ্যমে নেয়ার সময় তার কেমন লেগেছিল সেটার অনুভূতি জানাতে গিয়ে ছেলেটা বলেছে, *কিছুটা পোড়া কমলার ঘ্রাণ, একটু মিষ্টি, একটু ঝাঁঝ লেগেছিল*। অথচ কোনো আধুনিক মর্ডান গ্যাস এ রকম অনুভূতির জন্ম দেয় না।

ইরিনের দিকে ফিরল সার্জেন্ট। 'কিন্তু ওর বাবা-মা টিকতে পারেনি।'

'ও আচ্ছা।' ইরিন বলল ছোট্ট করে।

জর্ডান প্লাস্টিকের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে দেখল ফাদার ইতিমধ্যে ছেলেটার কাছে পৌঁছে গেছেন। হাঁটু গেড়ে বসেছেন ছেলেটার পাশে। ফাদারকে ছেলেটার সাথে দেখে জর্ডানের বেশ ভালো লাগল। কিন্তু একজন ফাদার এরকম মুহূর্তে ধর্মীয় কথাবার্তা বলে ছেলেটার মন কতটুকু স্বাভাবিক করতে পারবেন তা নিয়ে ওর সন্দেহ আছে।

জর্ডান অনুভব করল তার চেয়ে বরং ওর কাজটাই সহজ।

'তাহলে এটাই আপনাদের ক্যাম্প?' সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ইশারা করল ইরিন।

ওটাকে *ক্যাম্প* বললে আসলে ক্যাম্প শব্দের অবমাননা করা হয়।

'কোনোমতে স্থাপন করা হয়েছে আরকি।' জর্ডান জবাব দিল।

কম্পনের ফলে ভূমিতে বড়সড় ফাটল তৈরি হয়েছে। প্রায় ১৫ ফুটের মতো চওড়া। লম্বায় ৩০০ ফুট হবে। সেই ফাটলের ভেতরে ক্যাম্প করেছে আমেরিকান মিলিটারি। ভূমিকম্পের ফলে ফাটলের জন্ম হলেও দেখতে মোটেও এটাকে প্রাকৃতিক বলে মনে হচ্ছে না।

'চলুন, ডক্টর, ক্যাম্পে যাওয়া যাক।'

'আমাকে ডক্টর বলবেন না, প্লিজ। নিজেকে কেমন যেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বলে মনে হয়। আমাকে ইরিন বলে ডাকলেই চলবে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' ক্যাম্পের দিকে পা বাড়াল জর্ডান।

দুজন লোক আছে ভেতরে।

তাদের মাঝে একজন দাঁড়িয়ে আছে কম্পিউটারের পাশে, ক্যান্টিন থেকে খাবার বের করে খাচ্ছে বুভুক্ষের মতো। আরেকজন মনিটরের সামনে বসে আছে, হাতে একটা জয়স্টিক। ওটা দিয়ে টিমের রিমোট কন্ট্রোল চাকাঅলা রোবট চালানো যায়। রোবটটাকে এক ঘণ্টা আগে ধ্বংসস্তূপের

ভেতরে থাকা গহ্বরের মধ্যে পাঠানো হয়েছে।

ডক্টর ইরিনকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর কম্পিউটার মনিটরের সামনে বসে থাকা ব্যক্তিটির দিকে এগোল জর্ডান। 'ইরিন, ও হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার জকি, কর্পোরাল স্যান্ডারসন। আর ওপাশে যে বসে বসে আমাদের স্টকে থাকা খাবার আর পানি খুব দায়িত্ব নিয়ে সাবাড় করছে সে হচ্ছে স্পেশালিস্ট ম্যাক কুপার।'

খাওয়া শেষ করে নিগ্রো অফিসার হাতে লেটেক্স গ্লোভস পরে নিল। 'এখানে বসে আড্ডা দিতে পারলে ভালো হতো কিন্তু পরিষ্কার করার কাজে না গিয়েও উপায় নেই।' জর্ডানের দিকে তাকাল কুপার। 'এক্সট্রা ব্যাটারিগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? ম্যাকের ক্যামেরার ব্যাটারি প্রায় শেষ। লাশগুলোকে ব্যাগে ভরার আগে ওগুলোর ছবি তোলা চাই।'

'নীল ব্যাগে আছে। ডানপাশের পকেটে।'

'ধ্যাত!' হঠাৎ ধমকে উঠল স্যান্ডারসন।

'তোমার আবার কী হলো?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'রোবটটা আবার আটকে গেছে।'

কুপার বেরিয়ে গেল ক্যাম্প থেকে। এই ঝামেলায় জড়ালে ওর নিজের কাজে আর সহজে যাওয়া হবে না।

কর্পোরাল স্যান্ডারসন এমনভাবে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে যেন সে একটা ভিডিও গেমসে হারতে বসেছে।

সামনে এগিয়ে কর্পোরালের টেবিলে থাকা চারটে মনিটরের দিকে তাকাল ইরিন। প্রতিটা মনিটরে রোবটে লাগানো ক্যামেরা থেকে পাওয়া ফুটেজ দেখা যাচ্ছে। 'ফুটেজগুলো ফাটলের ভেতরকার?'

'হ্যাঁ, কিন্তু রোবটটা যেন কোথায় আটকে গেছে।'

মনিটরে দেখা যাচ্ছে একটা ভাঙাচোরা জায়গায় আটকা পড়েছে রোবটটা। স্যান্ডারসন জয়স্টিক নাড়িয়ে রোবটকে উদ্ধার করার চেষ্টা করল কিন্তু রোবটের চাকার ঘর্ষণের থেকে ধুলো ছাড়া আর কিছুই বের হলো না।

'শালার আর্মির জিনিস মানেই ফালতু!'

নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা! এখানে রোবটের কোনো দোষ নেই। এই রোবটে যথেষ্ট পরিমাণে সেন্সর ও রাডার ইন্সট্রুমেন্ট সংযুক্ত আছে। দোষ স্যাণ্ডারসনের। ও এখনও রোবট চালানোর বিদ্যা পুরোপুরি আয়ত্ত করে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। রোবট চালানোও একটা আর্ট। এই আর্ট জর্ডানেরও জানা নেই।

কর্পোরালের দিকে তাকালে ইরিন, চোখে-মুখে আগ্রহ। 'আচ্ছা, এটা

BanglaBook.org

এসটি-২০ না? আমি এর আগে এই মডেলের রোবট প্রায় কয়েক'শ' ঘণ্টা চালিয়েছি। আমাকে একবার চেষ্টা করতে দেয়া যাবে?'

স্যান্ডারসন অনেকক্ষণ চেষ্টা করে ব্যর্থ। আর জর্ডান তো এই ক্ষেত্রে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো। তাই কেউ আপত্তি তুলল না।

'অবশ্যই।' বলল জর্ডান। কেউ যেচে উপকার করতে এলে জর্ডান তাকে হতাশ করে না।

বিরক্তির সাথে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল কর্পোরাল। 'নিন, বসুন। এখন আপনি আমাদের অতিথি। আমার তো মেজাজ খিঁচড়ে গেছে ব্যাটাকে চালাতে গিয়ে। ইচ্ছে হচ্ছে ফাটলের ভেতরে ঢুকে লাথি মেরে আসি! শালার রোবট!'

ইরিন হাতে জয়স্টিক তুলে নিয়েই কাজে নেমে পড়ল। রোবটটাকে একবার সামনে একবার পেছনে নড়াতে শুরু করল ও। মোমেন্টাম বা দুলুনি তৈরির চেষ্টা করছে।

'এটা আমিও চেষ্টা করে দেখেছি।' বলল স্যান্ডারসন। 'কাজ হবে না...'

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আটকা পড়া জায়গা থেকে বেরিয়ে এল রোবট। জর্ডান দেখল ইরিনের ঠোঁটে বিজয়ের হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। একই সাথে স্যান্ডারসনের জন্য করুণা আর ইরিনের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করল জর্ডান।

'ম্যাডাম, আপনি তো কলিগের সামনে আমার মান-ইজ্জত পাংচার করে দিলেন!' স্যান্ডারসন মাথা নুইয়ে ইরিনকে নাটকীয়ভাবে সম্মান জানাল।

জর্ডানের দিকে তাকাল ইরিন। 'আমরা কী খুঁজছি এখানে?'

'আমাদের টিম গ্যাসের উৎস খোঁজার চেষ্টা করছে।'

'আচ্ছা, একটু দাঁড়ান।' হাসল ইরিন। 'তাহলে ইসরায়েলি সরকারের আমাকে এখানে আনার কারণ হলো: আপনারা এই অভিযান চলাকালে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নষ্ট করে ফেলছেন কি না সেটার তদারকি করা, তাই না?'

জর্ডান মুচকি হাসল। 'প্রায় কাছাকাছি...'

বিস্তারিত কিছু বলল না জর্ডান। ইরিনকে আসলে ইসরায়েলের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ ডেকে পাঠায়নি। পাঠিয়েছে ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট স্বয়ং! বিষয়টা জর্ডানের কাছেও পরিষ্কার নয়। এ রকম ঝাপসা রহস্য জর্ডানের একদমই অপছন্দের। তাই আর ওদিকে কথা বাড়াল না।

সবাই মনিটরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। খুব দক্ষতার সাথে বিভিন্ন

BanglaBook.org

ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে রোবট চালাচ্ছে ইরিন।

‘আপনি ইসরায়েলে কী করছেন?’ ইরিনকে প্রশ্ন করল স্যান্ডারসন।

‘আমি একটা টিম নিয়ে খননকাজে ক্যাসেরিয়া এসেছিলাম। এসব কাজ আমাদের রুটিন জীবনের মাঝেই পড়ে।’

কিন্তু ইরিনের বলার ধরন শুনে জর্ডানের সন্দেহ হলো বিষয়টা আদৌও স্রেফ রুটিন খননের মাঝে ছিল কি না। ইন্টারেস্টিং।

রোবটটা এখন একটা সোজা প্যাসেজওয়েতে চলে এসেছে।

‘দেয়ালগুলো দেখুন।’ রোবটের ক্যামেরা দেয়ালের দিকে ঘোরাল ইরিন। ‘একদম মসৃণ দেখাচ্ছে।’

‘তো?’ জর্ডান বলল।

‘তার মানে এই টানেল মানুষ নির্মিত। হাতে বাটালি নিয়ে একদম সনাতন পদ্ধতিতে এই টানেল তৈরি করা হয়েছিল।’

‘পাহাড়ের এই এত গভীরে?’ জর্ডানের কণ্ঠে সন্দেহ। ইরিনের কাঁধের কাছে মাথা নামিয়ে মনিটরের দিকে তাকাল ও। ‘কাজটা কারা করেছিল বলে মনে করছেন? ইহুদী বিদ্রোহীরা? যারা এখানে মারা গিয়েছিল?’

‘হতে পারে।’ আস্তে করে দূরত্ব বাড়াল ইরিন। বিষয়টা খেয়াল করে জর্ডানও নিজ থেকে বাড়তি দূরত্ব যোগ করল। ‘বেজ্যানটিন সন্ন্যাসীরা হতে পারে। ওই ঘটনার কয়েক শতাব্দী পর তারা কিন্তু এই পাহাড়ে বাস করত। তবে আরও প্রমাণ ছাড়া কিছু নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। আমার মনে হচ্ছে, দীর্ঘ সময় পর এই ছোট্ট রোবটটাই এখানে প্রথম পা রেখেছে। এর মাঝে হয়তো কেউ আসার সুযোগ পায়নি।’

এগিয়ে যাচ্ছে রোবট।

‘ইস!’ বলে উঠল ইরিন।

‘কী হয়েছে?’ জর্ডান জানতে চাইল।

রোবটকে একদম ডান দিকে ঘোরাল ইরিন। মনিটরে দেখা যাচ্ছে, একটা পাথরের পিলার ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে।

‘তো?’ এরকম ভাঙা পিলারের তো অভাব নেই এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে।

‘ওপরের অংশ দেখুন।’ ইরিন মনিটরে আঙুল দিয়ে দেখাল। ‘এখানে একটা টানেল ছিল কিন্তু ধসে গেছে।’

‘হতেই পারে। কিন্তু ওতে বাড়তি কী বিশেষত্ব পেলেন?’ জানতে চাইল স্যান্ডারসন।

‘ধারগুলো দেখুন। আধুনিক ড্রিলের দাগ দেখতে পাবেন।’

BanglaBook.org

'তার মানে কী দাঁড়ায়?' জর্ডানের প্রশ্ন।

'তার মানে ওই টানেলটা কেউ বিগত কয়েক'শ বছরের মধ্যে আধুনিক ড্রিলের সাহায্যে তৈরি করেছিল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইরিন। 'এবং সম্ভবত টানেলটা ব্যবহার করে এখান থেকে মূল্যবান কিছু চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'তাহলে হয়তো সেই চোরেরা গ্যাস রেখে গিয়েছিল এখানে।' আন্দাজে বলল জর্ডান।

ইরিন রোবটকে সামনের দিকে নিয়ে চলল। একপর্যায়ে একটা বড়সড় খোলা জায়গায় গিয়ে হাজির হলো ওটা।

'থামুন তো।' বলল জর্ডান। 'এটা কোথায়?'

'দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোরেজ চেম্বার।' রোবটের ক্যামেরা ঘুরিয়ে চারদিক দেখল ইরিন। না, কোথাও কোনো ভাঙা ড্রাম বা ক্যানিস্টার দেখা যাচ্ছে না। ফাঁকা।

'রিডিং কী বলছে?' জর্ডান ওর কর্পোরালকে প্রশ্ন করল।

'কিছু গৌণ উপাদান আছে তবে কোনো অ্যাকটিভ উপাদান বা এজেন্ট নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই চেম্বারই হলো বিষাক্ত গ্যাসের উৎস।' স্যান্ডারসন রোবট চালাতে একটু ভুগলেও রিডিং নেয়ার ব্যাপারে খুবই দক্ষ।

ইরিন একটা ক্যামেরাকে ছাদের দিকে তাক করল।

'দেখতে চার্চের ছাদের মতো লাগছে।' স্যান্ডারসন বলল।

মাথা নাড়ল ইরিন। 'উহুঁ, আমার কাছে মনে হচ্ছে, এটা দেখতে অনেকটা ভূগর্ভস্থ মন্দির কিংবা সমাধির মতো। একদম প্রাচীন আদলের নির্মাণ। মনিটরের স্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়াল ইরিন। যেন অনুভব করতে চাচ্ছে।

'ওদিকে একটা বক্স দেখা যাচ্ছে? কী ওটা?' জানতে চাইল জর্ডান।

'আমার মনে হচ্ছে ওটা পাথরের তৈরি শবাধার। কিন্তু কাছে না গিয়ে দেখা পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা কঠিন। আলোও ঠিকমতো পৌঁছুচ্ছে না ওখানটায়।'

ইরিন রোবটটাকে সামনে দিকে নিতে চাইল কিন্তু থেমে গেল রোবট। জয়স্টিক দিয়ে আবার চেষ্টা করল। কাজ হলো না।

'আবার আটকে গেছে?'

'আপাতত রোবটের যাত্রা এখানেই শেষ। রিমোট কন্ট্রোলিং রেঞ্জ এপর্যন্তই ছিল। এরপর আর রোবট যেতে পারবে না।'

রোবটের ক্যামেরা বক্সের দিকে তাক করে রাখল ইরিন। 'মনে হয়, ওই বক্সটায় গুরুত্বপূর্ণ কাউকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।'

BanglaBook.org

'সে কি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তার সমাধি রক্ষা করার জন্য চেম্বারে বুবিট্র্যাপ (ফাঁদ) রাখার প্রয়োজন পড়েছিল?'

'হতে পারে। কিন্তু এরকম ফাঁদ তৈরিতে দক্ষ মূলত মিসরীয়রা। ইহুদীরা এসবের ব্যাপারে অজ্ঞই বলা যায়।' নিচের ঠোঁট কামড়াল ইরিন। 'ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না।'

'এখানকার অনেক কিছুই মিলছে না।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল স্যান্ডারসন। 'যেমন দারুচিনির গন্ধঅলা নার্ভ গ্যাস!'

'কী?' ইরিন অবাক।

'এখানে যে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে দারুচিনিকে সেটার একটা উপাদান হিসেবে আমরা শনাক্ত করেছি।'

'আচ্ছা। তাহলে সমাধির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা জিনিস পাওয়া গেল।' বলল ইরিন।

'কীভাবে?' জর্ডান বুঝতে পারল না।

'প্রাচীন যুগে দারুচিনি খুব দুষ্প্রাপ্য ছিল। অভিজাত্যের নিদর্শন হিসেবে দারুচিনি পোড়ানো হতো ধনী ব্যক্তিদের শেষকৃত্যে। বাইবেলেও এটার কথা বেশ কয়েকবার এসেছে। শরীরে মাখার জন্য তেল তৈরির সময় মোসেস {মুসা (আ.)}-কে দারুচিনি ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।'

'তাহলে দারুচিনিকে স্রেফ সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহৃত হতো?' ইরিনের কাছে তথ্যটা পেয়ে জর্ডানের খুব উপকার হয়েছে। দারুচিনি সম্পর্কে ওর জ্ঞান ছিল তরকারির উপকরণ পর্যন্ত।

'কিন্তু গ্যাসের মাঝে দারুচিনির উপস্থিতির পরিমাণ অনেক বেশি। আমার মনে হয়, শুধুমাত্র সুগন্ধী হিসেবে ওটা ব্যবহার করা হয়নি। আরও কোনো কারণ থাকতে পারে।' স্যান্ডারসন মন্তব্য করল।

'আচ্ছা, প্রাচীন যুগে দারুচিনির আর কী কী ব্যবহার ছিল বলতে পারেন?' জানতে চাইল জর্ডান।

'যদি জানতাম এখানে দারুচিনি নিয়ে কুইজ হবে তাহলে বিস্তারিত পড়ে আসতাম।' ইরিন মিষ্টি করে হাসল। 'তবে যত দূর মনে পড়ছে, তখন এটাকে হজমের ওষুধ, কাশির ওষুধ, মশা তাড়ানো ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হতো।

'রিসার্চ শুরু করো!' নির্দেশ দিল জর্ডান।

স্যান্ডারসন ঝড় তুলল কি-বোর্ডে। 'করছি।'

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল ইরিন।

'হয়তো আমার সমস্যার একাংশ আপনি সমাধান করে দিয়েছেন।'

BanglaBook.org

জর্ডান জবাব দিল। ‘অধিকাংশ মশা তাড়ানোর ওষুধে নার্ভ গ্যাসের চেয়ে মাত্র দুই ধাপ কেমিক্যাল বিক্রিয়া কম থাকে। দাঁড়ান, বুঝিয়ে বলছি...’

হঠাৎ ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠল ভূমি। চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল ইরিন। কিন্তু জর্ডান থামিয়ে দিল। ‘আফটারশকটুকু চেয়ারে বসে হজম করুন। নিরাপদ।’

সত্যি বলতে এখানে কোনো নিরাপদ জায়গা নেই। জর্ডান স্রেফ ভরসা দিয়েছে। এই জায়গাটাকে দুই টুকরো করে আলাদা করে ফেলতে ভূমিকম্পকে খুব বেশি শক্তি খরচ করতে হবে না। পরিস্থিতি এতই নাজুক। কিন্তু ভাগ্য ভালো বলতে হবে, কম্পন থেমে গেল।

‘ঢিলেঢালাভাবে কাজ করার সময় শেষ। এবার দ্রুত কাজে নামতে হবে।’ স্যান্ডারসনের দিকে তাকাল জর্ডান। ‘তুমি নিশ্চিত ওই চেম্বারে আর কোনো অ্যাকটিভ গ্যাস নেই?’

‘হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। বিন্দু পরিমাণ গ্যাসও নেই।’

‘গুড। কুপারকে রেডি হতে বলো। আর পার্লম্যানকে সতর্ক করে দাও। আমরা ৫ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে চেম্বারের দিকে রওনা হব।’

ইরিনও উঠল। যেতে যায়।

‘উহুঁ। আপনি এখানেই থাকবেন। আমরা আগে গিয়ে চেম্বারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আসি।’ জর্ডান মাথা নেড়ে বাধা দিল।

‘আপনারা আমাকে আমার কাজ থেকে তুলে এখানে এনেছেন। আবার এখন বসিয়ে রাখতে চাচ্ছেন। মগের মুল্লুক নাকি...’ রেগে গেল ইরিন।

‘দেখুন, আমি আমার টিমের চারজন সৈন্যের দায়িত্ব নেব। এবং খুব গুরুত্বের সাথেই নেব। কিন্তু আপনার দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। চেম্বারে এখনও প্রাণঘাতী নার্ভগ্যাস থাকতে পারে। একজন বেসামরিক ব্যক্তিকে এরকম ঝুঁকির মুখে নিতে আমি নারাজ।’

‘তাহলে আপনাকে আমি আগের মতো সার্জেন্ট জর্ডান বলেই ডাকব, কেমন?’ ব্যঙ্গ করল ইরিন। ‘তো, সার্জেন্ট জর্ডান, বলুন, আপনার কোন নির্দেশ এখন আমাকে পালন করতে হবে?’

‘যেমনটা আগেই বলেছি। কোনো মহামূল্যবান কিছু নষ্ট করে ফেলছি কি না সেটা দেখবেন।’ বিন্দু পরিমাণ রাগ কিংবা খোঁচা না মেরে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মেজাজে জর্ডান জবাব দিল।

‘আমি এখানে বসে বসে কীভাবে সেটা দেখব?’

‘ইতিমধ্যে আপনি কিন্তু একটা শবাধার দেখেছেন। তাহলে...’

‘হ্যাঁ, আমি সেটার কথা বলেছি কারণ রোবটের ক্যামেরার মাধ্যমে

BanglaBook.org

অতটুকুই চোখে পড়েছিল। কিন্তু যদি শবাধারের ভেতরে কিছু থাকে। তখন কী হবে, সার্জেন্ট জর্ডান?' দুই মিনিট আগের ইরিন আর এখনকার ইরিনের কথা বলার সুরের মাঝে অনেক পার্থক্য। দুই মিনিট আগে : নরম, এখন : গরম।

'ভেতরে কী আছে সেটা নিয়ে আমার তেমন মাথাব্যথা নেই, ডক্টর। আমি...'

'অবশ্যই মাথাব্যথা থাকা উচিত। কারণ শবাধারটা খোলা।'

'কী?!' জর্ডান বিস্মিত।

কম্পিউটার মনিটরে আঙুল দিয়ে দেখাল ইরিন। 'দেখুন, শবাধারের মুখটা সিলগালা করা ছিল। কিন্তু কেউ একজন খুলে ফেলেছে।'

জর্ডান মনে মনে চাইল, ইরিনের চোখে এই ব্যাপারে না পড়লেই বরং ভালো হতো। এখন পরিস্থিতি ওর জন্য আরও জটিল হয়ে গেছে।

এবার গলা নামাল ইরিন। 'আমাদের কোনো ধারণা নেই ভেতরে কী আছে। হতে পারে একজন ইহুদি রাজার দেহ কিংবা তাওরাতের প্রাচীন কপি। মাসাডা ইহুদিদের জন্য এক ঐতিহাসিক স্থান। যদি সেরকম ঐতিহাসিক কিছু আপনাদের হাতে নষ্ট হয়...'

কিছু বলার জন্য মুখ হা করেও চুপ মেরে গেল জর্ডান। ইরিন ভুল বলেনি। কোথাও একটু ভুল হয়ে গেলে ইসরায়েলিরা ওর আর ওর টিমের গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়বে। ধুর!

'ভেতরে যদি গ্যাসের কোনো ড্রাম থাকে আর আফটারশকের কারণে সেটা ফেটে যায় তাহলে আমাদের হাল কীরকম হতে পারে, সেটা তো আসার সময় লাশ দেখেই বুঝতে পেরেছেন।'

'হ্যাঁ, সার্জেন্ট, বুঝতে পেরেছি।'

জর্ডানের সন্দেহ হলো ইরিন কতটুকু বুঝেছে।

'ধমক খাওয়ার অভ্যাস আছে?'

'অবশ্যই আছে!' হাসল ইরিন।

'তাহলে সমস্যা নেই। এখন থেকে আপনি আমার নির্দেশ মোতাবেক চলবেন।'

'একদম।' গম্ভীর মুখ করে ইরিন জবাব দিল।

'স্যান্ডারসন, ডক্টর ইরিনকে রেডি করো। উনিও আমাদের সাথে যাচ্ছেন।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় বিকেল ৪টা ৪৩ মিনিট
মাসাডা থেকে ৩০ মাইল দূরে, ইসরায়েল

এয়ারপোর্ট হ্যাঙ্গারে বসে আছে বাথোরি। পাশে থাকা জানালার কালো পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিল। এয়ারপোর্ট পেরিয়ে সামনে ধু-ধু মরুভূমি। ওর মনে হলো, হয়তো আর কখনও দিনের আলো দেখা হয়ে উঠবে না।

চোখ বন্ধ করে নিজেকে প্রস্তুত করল বাথোরি। ওর সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। অনেক কম বয়সেই এই কাজ সম্পন্ন করার শপথ নিয়েছিল।

সারা জীবন ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছে আজকের দিনের জন্য। একটু নার্ভাসবোধ করলেও সেটাকে ঝেঁটিয়ে মন থেকে বিদায় করল বাথোরি।

নিজের দুর্বলতাকে কখনোই পাত্তা দেয়া উচিত নয়। বিশেষ করে যখন সামনে লোকজন থাকে।

ওর টিমের লোকজন ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট একটা হেলিকপ্টারে চড়ে বসেছে। অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

হোলস্টারে ঝোলানো কেলভারটা ঠিকঠাক করে নিল বাথোরি। এগোল কপ্টারের দিকে। কপ্টারের ইঞ্জিন ইতিমধ্যে চালু করে গরম রাখা হয়েছে। উড়াল দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

ঘুরন্ত ব্লেডের নিচ দিয়ে মাথা নিচু করে কপ্টারে চড়ে বসল বাথোরি।

কপ্টারের ভেতরটা ইউরোকপ্টার প্যাসেঞ্জারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। ভেতরের কেবিন কালো এবং ঠাণ্ডা আমেজের। বাইরের আওয়াজ ভেতরে আসে না। পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। মাঝারি সাইজের এই কপ্টারটা ১০ জন যাত্রী বহন করতে পারে। সাথে এর পেছনের অংশে নিতে পারে ৬০০ পাউন্ড ওজনের মালামাল।

তবে এটা কোনো সাধারণ কপ্টার নয়। বিশেষভাবে নির্মিত এই কপ্টারে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে এটা প্রায় অদৃশ্য অবস্থায় আকাশে উড়তে সক্ষম। ইঞ্জিনগুলো অত্যন্ত চৌকষ। আওয়াজ করে না

BanglaBook.org

বললেই চলে। ছদ্মবেশের সুবিধার্থে কপ্টারের রং করা হয়েছে ইজরাইলি রঙে। ব্যতিক্রম বলতে জানালাগুলোর কাচ কালো রং দিয়ে ঢাকা; এতটুকুই।

বাথোরি কপ্টারে ঢুকে নিজের জন্য নির্ধারিত সিটে বসল। ওর সঙ্গী ৯ জনের চোখ অনুসরণ করল ওকে। ওরা সবাই পেশায় শিকারি। বাথোরি ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল সবাই যেন শিকারের ক্ষুধায় হন্য হয়ে আছে।

ঠিক পাশের সিটে বসেছে ওর সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড, তারেক। বরাবরের মতো একদম চুপচাপ শান্ত সে। হঠাৎ ফরিদের উষ্ণ ছোঁয়ার কথা মনে পড়ল বাথোরির। ঘণ্টাখানেক আগের কথা অথচ মনে হচ্ছে যেন কত পুরনো স্মৃতি।

কানে হেডফোন নিয়ে পাইলটের সাথে যোগাযোগ করল বাথোরি। এই কপ্টারে পাইলট একজন। ফ্লাইট-সিমুলেটর সফটওয়্যারের সাহায্যে সে কপ্টার পরিচালনা করবে।

'কী অবস্থা?' জানতে চাইল বাথোরি।

'আমি ইতিমধ্যে ইসরায়েলি সিকিউরিটি কোড রেডিওর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি, যাতে পাহাড়ের চূড়ায় নামতে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়। ওখানকার লোকজন একটা কার্গো হেলিকপ্টার আশা করছে। আগামী ২২ মিনিটের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব।'

মনে মনে হিসাব করল বাথোরি। *তার মানে, সূর্য ডোবার ঠিক সাত মিনিট পর।*

একদম পারফেক্ট।

হ্যাঙ্গারের ওপরের দরজা খুলে যাওয়ার পর কপ্টারটা বের হয়ে উড়ে চলল মরুভূমির ওপর দিয়ে।

'কত জন?' জানতে চাইল তারেক।

বাথোরি জানে তারেক ঠিক কী বলতে চাচ্ছে। মাসাডায় গিয়ে কতজন সৈন্যের মুখোমুখি হতে হবে?

তারেকের কণ্ঠে এক ধরনের লিপ্সা টের পেয়েছে বাথোরি। খুনের লিপ্সা। বিষয়টা কেবিনের সবাইকে উত্তেজিত করল। গ্যাসোলিন ভর্তি পুলে একটা ম্যাচের জ্বলন্ত কাঠি পড়ল যেন।

'১৭ জন।' জবাব দিল বাথোরি।

ইন্টেলিজেন্সের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য মতে, পাহাড়ের চূড়োয় এখন

BanglaBook.org

অল্প কিছুসংখ্যক সৈনিক আছে। বাথোরি ওর ৯ জনের টিম নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে চমকে দিতে চায়। ওর ধারণা, পরিস্থিতি ওদের নিয়ন্ত্রণে আসতে দুই মিনিটের বেশি লাগবে না।

তারপর বইটা নিয়ে নেবে ওরা।

কিন্তু নেতার কাছ থেকে পাওয়া একটা সর্তকবাণীও মনে পড়ে গেল সাথে সাথে।

একজন বীর এটা উদ্ধারে নেমেছে। কোনোভাবেই দমে যেয় না। ব্যর্থ হওয়া চলবে না তোমার।

কথাটা ও তারেককেও বলল।

'প্রস্তুত থাকতে হবে। যিশুর কোনো বীর উপস্থিত আছে আমাদের বাধা দেয়ার জন্য।'

ঘোঁৎঘোঁৎ করে কাঁধ নাড়ল তারেক। হিসহিস করে একটা শব্দ উচ্চারণ করল। অনেকটা অভিশাপের মতো শোনাল সেটা।

'*স্যাঙ্গুইনিস্ট।*'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় বিকেল ৪টা ৪৪ মিনিট
মাসাডা, ইসরায়েল

ফাঁকা তাবুর ভেতরে চোখ বোলাল ইরিন। জর্ডান ফিরে না আসা পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতে বলেছে। তাই ইরিন কয়েক মিনিট একা থাকার সুযোগ পেয়েছে এখন। পকেট থেকে ফোন বের করে মেসেজ চেক করল ও।

ন্যাট মেসেজ পাঠিয়েছে।

"অ্যাম্বাসিতে যোগাযোগ করতে পারিনি। ভূমিকম্পের কারণে অফিস বন্ধ। আপনি ঠিক আছেন?"

পার্লম্যান যেকোন মুহূর্তে হাজির হতে পারে ভেবে তাড়াতাড়ি মেসেজ লিখল ইরিন।

"আমি ঠিক আছি। হেনরিকের কী অবস্থা?"

অনেকক্ষণ কোনো মেসেজ এল না। ইরিন ভাবল ন্যাট হয়তো ফোন থেকে দূরে আছে।

"ন্যাট?" আবার মেসেজ করল ইরিন।

"আপনি আমাকে ফোন করতে পারবেন?" ন্যাটের মেসেজ দেখে ইরিন একটু থমকে গেল। ফোন করা সম্ভব নয়। যে কেউ শুনে ফেলতে পারে। আর এবার যদি পার্লম্যানের কাছে আবার ফোন নিয়ে ধরা খায় তাহলে পার্লম্যান নির্ঘাত ফোনটা ভেঙে ফেলবে।

"সম্ভব না। কী হয়েছে মেসেজেই বলো।"

একটু বিরতি।

"হেনরিক বেঁচে নেই।"

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ইরিন। হেনরিক আর নেই! বেচারা শুধুমাত্র ওর জন্য এই দূর দেশে এসে এভাবে অকালে মারা গেল। ইরিন হেনরিকের বাবা-মার কাছে কী জবাব দেবে?

'ডক্টর?' তাঁবুর কোনায় জর্ডান হাজির। তাঁবুর ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে

BanglaBook.org

বলল, 'যদি আপনি রেডি থাকেন তাহলে...'

জর্ডান তাঁবুর ভেতরে ঢুকল। 'ইরিন, আপনি ঠিক আছেন তো?'

মাথা তুলে ইরিন জর্ডানের দিকে তাকাল।

'ইরিন? কিছু হয়েছে?' দ্রুত ইরিনের দিকে এগিয়ে এল জর্ডান।

ইরিন মাথা নাড়ল। হেনরিকের মৃত্যু সংবাদ এখন জর্ডানকে জানাতে গেলে নিজেই ভেঙে পড়বে।

ন্যাটকে মেসেজ লিখতে শুরু করল ইরিন। ওর ধারণা, জর্ডান ওর ফোন নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

"বুঝেছি। যখন সম্ভব হবে আমি তোমাকে কল করব।"

কাজ শেষে ফোনটাকে পকেটে ভরল ইরিন।

'আমার খননকাজের ব্যাপারে আরকি।' নিজের বলা মিথ্যেটা ইরিন নিজেকেই বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করল। 'অনেক বছরের পরিকল্পনা ছিল। সেটা তো এলোমেলো হলোই তার ওপর আবার ভূমিকম্প।'

'আমরা শীঘ্রই আপনাকে আপনার কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়ে দেব।'

'বুঝেছি।'

জর্ডান হয়তো মনে মনে ইরিনকে পাগল ভাবছে। পুরনো দিনের হাড়-গোড় আর ভাঙাচোরা জিনিসের কথা ভেবে যদি কারও মন খারাপ হয় তাহলে তাকে পাগল ছাড়া আর কীইবা ভাবা যেতে পারে!

লম্বা করে দম নিল ইরিন। 'আমি তৈরি।' উঠে দাঁড়াল।

'চলুন তাহলে।'

তাঁবুর বাইরে যাওয়ার পর জর্ডান ওর হাতে কিছু দড়ি আর ক্লিপ ধরিয়ে দিল। মিলিটারি জিনিসপত্র। এসবে ইরিন অভ্যস্ত নয়। তাই কিছুটা হতভম্ব হয়ে রইল ও।

বিষয়টা বুঝতে পেরে জর্ডান ইরিনের শরীরে সব কিছু ঠিকঠাকভাবে পরিয়ে দিল।

এমন সময় একটা কপ্টার উড়ে গেল প্লাটিউ থেকে। এখানে আসা উদ্ধারকর্মীর অধিকাংশ ও মৃতদের লাশ রয়েছে ওতে।

'নিচে নামার আগে আপনি কি আমাকে কিছু জানাতে চান? যেটা আমার জানা দরকার?'' ইরিনকে জর্ডান প্রশ্ন করল। 'তাহলে এখন বলতে পারেন।'

'না, কিছু না। আসলে আজকের দিনটাই ভালো নয়।'

'স্যান্ডারসন আপনার জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও করে রেখেছে।' বলল

BanglaBook.org

জর্ডান। 'আপনি চাইলে এখানে বসে রোবট চালিয়ে আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারেন।'

'আর নিচে গিয়ে আপনারা মজা করবেন, তাই না?' ইরিন জোর করে হাসল।

স্যান্ডারসন এসে দাঁড়াল ওর পেছনে, নিচে যাবে না। সে সবাইকে রেডি হতে সাহায্য করছে। একটা জিনিস ইরিনের হাতে দিল ও। দেখতে অনেকটা কলমের মতো।

'সার্জেন্ট আপনাকে একটা আট্রোপিন ডার্ট দিতে বলেছেন।' বলল স্যান্ডারসন। 'আপনার মোজার ভেতরে রেখে দিন। ভালো হবে।'

'এর কাজ কী?' ইরিন জানতে চাইল।

'যদি আপনি রহস্যময় গ্যাসে আক্রান্ত হোন, তাহলে এটার ক্যাপ খুলে উরুর নিচের অংশে সুচটা ঢুকিয়ে দেবেন।'

কথাটা শুনে ইরিনের বুক ধক্ করে উঠব। 'আমি তো ভেবেছিলাম নিচে কোনো সক্রিয় গ্যাস নেই।'

'সাবধানতার খাতিরে আরকি। আর হ্যাঁ, এই জিনিসটা কিন্তু অনেক মারাত্মক ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটায়। গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছেন, এটা নিশ্চিত না হয়ে ব্যবহার করতে যাবেন না। আট্রোপিন আপনার হৃৎপিণ্ডের গতিকে প্রচণ্ডমাত্রায় বাড়িয়ে দেবে। তাই গ্যাসে আক্রান্ত না হয়েও যদি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার হৃৎপিণ্ড ফেটেও যেতে পারে।'

'আমরা বায়োহ্যাজার্ড স্যুট পরতে পারি না?'

'দড়ি বেড়ে নিচে নামার জন্য ওগুলো খুব বেশি ভারী হয়ে যায়। তা ছাড়া নামতে গিয়ে স্যুট ছিঁড়েও যেতে পারে। চিন্তার কিছু নেই। গ্যাসে আক্রান্ত হওয়ার কিছু নমুনা আপনাকে বলছি– বিতৃষ্ণাবোধ করা, রক্তক্ষরণ... এরকম কিছু হলেই সুচ ঢুকিয়ে দেবেন। তাহলে আমাদের পক্ষে আপনাকে বাঁচানো সম্ভব হবে।'

স্যান্ডারসন কথাগুলো এত সহজভাবে বলল ইরিনের সন্দেহ হলো স্যান্ডারসন মজা করছে কি না।

লেফটেন্যান্ট পার্লম্যানের সাথে আরও দুজন সৈনিক রয়েছে। একজন ইসরায়েলি, অন্যজন আমেরিকান। ফাটলের কাছে এলো তারা।

আমেরিকানের মাথার চুল বাদামি রঙের। কাঁধে একটা ব্যাগ। ইরিন আমেরিকানের ইউনিফর্মে থাকা নামটা পড়ল: ম্যাক কুপার।

তার কাঁধে থাকা ব্যাগে তিনটা অক্ষর লেখা আছে : *EOD*

BanglaBook.org

বিষয়টা লক্ষ করেছে কুপার। 'এক্সপ্লোসিভ অর্ডিন্যান্স ডিসপোজাল। এগুলো দিয়ে বিভিন্ন জিনিস ফাটানো যায়। উড়িয়ে দেয়া যায় বোমার মতো।'

তার মানে এদের পরিকল্পনা হচ্ছে, নিচে গিয়ে যদি কোনো অক্ষত ড্রাম থাকে তাহলে সেটাকে স্রেফ ধ্বংস করে দেওয়া। বিষয়টা নিয়ে ইরিনের দুশ্চিন্তা করা উচিত কিন্তু হেনরিকের মৃত্যু সংবাদ ওর অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিয়েছে।

ম্যাক হাত বাড়িয়ে দিল ইরিনের দিকে। ম্যাক কুপার মানুষ হিসেবে বিশালদেহী। তবে বয়সে অন্য সবার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড় হবে। ইরিন আন্দাজ করল ম্যাকের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। হাত মেলানোর সময় বড় করে হাসল ম্যাক।

'এই বয়সে এসে আপনার মতো সুন্দরী সহযোদ্ধা পেয়ে আমি ধন্য।' মশকরা করল বিশালদেহী।

জবাবে ইরিন হাসার চেষ্টা করল।

দড়ি ধরে সাবধানে একে একে ফাটলের ভেতরে নামার প্রস্তুতি নিল সবাই।

জর্ডানের টিমের আরেকজন সদস্য আছে। নাম টাইসন। মহিলা। সে একটা দীর্ঘ তার নামিয়ে দিয়েছে ফাটলের ভেতরে। তার হাঁটুর পাশে রয়েছে একটা গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফ।

'রিডিয়য়ের কী অবস্থা, টাইসন?' জর্ডান জানতে চাইল।

'নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর আর্গন দেখা যাচ্ছে।' স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে টাইসন। 'সবকিছু স্বাভাবিক। কোনো বাজে গ্যাসের উপস্থিতি নেই, সার্জেন্ট।'

'ঠিক আছে। চোখ রাখো মিটারের ওপর।' বাকিদের দিকে ফিরল জর্ডান। 'সবাই নিজ নিজ আট্রোপিন প্রস্তুত রাখবে কিন্তু।'

'সার্জেন্ট, আমরা অপেক্ষা করছি কেন? চলুন, নামা যাক।' দড়ি ধরে ঝুলছে ম্যাক কুপার। নিচে নামার জন্য তৈরি।

বাতাসে চক্রাকারে হাত ঘুরাল জর্ডান। 'রেঞ্জাররা আগে নামুন!'

দড়ি ধরে ফাটলের গায়ে পা রেখে অনায়াসে নিচে নামতে শুরু করল রেঞ্জার ম্যাক কুপার। ওর হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন সমভূমিতেই হাঁটছে!

এরপর নামতে শুরু করল ইসরায়েলিরা।

BanglaBook.org

টাইসন গ্যাসের ব্যাপারটা মনিটরিং করছে। ওর গায়ে কোনো দড়ি, ক্লিপ লাগানো নেই। অর্থাৎ, টাইসন নিচে নামছে না।

বাকি রইল ইরিন আর জর্ডান।

জর্ডানের কাঁধে একটা বড় অস্ত্র ঝুলছে। দড়ি ধরে নিজেকে প্রস্তুত করে নামতে শুরু করল।

'ইরিন, আমি আপনার পাশেই আছি। ভয় নেই। নেমে আসুন।'

ইরিন কিছুটা ভয়ে ভয়ে হাতের দড়ি ছাড়তে শুরু করল। এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে ওর কোনো ধারণা নেই। একপর্যায়ে ও দেখল জর্ডানের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। পৌঁছে গেছে ফাটলের তলায়।

বিকেল ৪টা ৫৩ মিনিট
সূর্যাস্তের তিন মিনিট বাকি

নিচে পৌঁছেই নিজের অস্ত্র চেক করল জর্ডান। ওর হোলস্টারে কোল্ট ১৯১১ রাখা আছে। পায়ের গোড়ালিতে রাখা আছে কেএ-বিএআর মিলিটারি চাকু। আর কাঁধে আছে হেকলার অ্যান্ড কেপি এমপি৭। এটা একটা মেশিন পিস্তল। মিনিটে ৯৫০ টা গুলি ছুড়তে পারে। কেভলার বুলেটপ্রুফ ভেস্টকে ছাতু বানানোর ক্ষমতা রাখে এটা।

'এখানে এত অস্ত্রের প্রয়োজন আছে?' জানতে চাইল ইরিন।

জর্ডান কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমার টিমের জন্য এটা স্ট্যান্ডার্ড সতর্কতা...'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ও কিন্তু স্যাণ্ডারসনের আওয়াজ শোনা গেল রেডিওতে। '*সার্জেন্ট, একটা ইসরাইয়েলি কার্গো কপ্টার আসছে এদিকে। আমার ধারণা, অবশিষ্ট লাশগুলো নিতে আসছে ওটা।*'

একটু তাড়াতাড়িই এসে পড়ল মনে হচ্ছে। তবে সমস্যা নেই। জর্ডান চায় যতদ্রুত সম্ভব এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাক। কানের ইয়ারপিসে হাত দিল জর্ডান। 'ওকে। বুঝেছি।'

ইরিনের দিকে তাকাল ও। প্রথমে ভেবেছিল ইরিন বোধ হয় উচ্চতার জন্য ভয় পাচ্ছে কিংবা দড়ি নিয়ে নিচে নামতে হবে ভেবে চিন্তিত। কিন্তু খুব দক্ষতার সাথেই নিচে নেমে এসেছে ইরিন। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? মনমরা হয়ে থাকার কারণ কী? মাঝখানে তাবুতে মাত্র কয়েক মিনিট একা ছিল ইরিন। তখনই কি কিছু ঘটে গেছে? ইরিন ওকে সবকিছু খুলে বলেনি, জর্ডান সন্দেহ করল। তবে যা-ই হোক, আশা করা যায় সেটা জর্ডানের মিশনে ব্যাঘাত ঘটাবে না। কারণ এখন আগের মতো মনমরা লাগছে না

BanglaBook.org

ইরিনকে।

সামনে দুই ফুট চওড়া একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে। রোবটটাকে এদিক দিয়েই ভেতরে ঢোকানো হয়েছিল। কুপার একটা গ্লোস্টিক জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দিল ওদিকে। 'মানুষ নির্মিত টানেল একদম সামনেই।'

ফাটলটা দিয়ে নিজের শরীর ঢোকাতে পারবে কিনা চিন্তা করছে কুপার।

জর্ডান এসে ওর কাঁধ চাপড়ে দিল। 'একটু টাইট হবে কিন্তু পারবে। সমস্যা নেই।'

মাথা নাড়ল কুপার। 'তুমি তো চিকন আলী! তুমি তো এ কথাই বলবে!'

জর্ডান মোটেও চিকন নয়। তবে বিশালদেহীও বলা যাবে না। স্বাস্থ্যবান বলা যেতে পারে। জর্ডান এই ফাটল দিয়ে অনায়াসে ঢুকতে পারলেও সব জিনিসপত্র নিয়ে কুপারের ঢুকতে বেশ বেগ পেতে হবে।

কাঁধে থাকা লাইট জ্বালাল জর্ডান। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আর দেরি করে কাজ নেই।

'এগোনো যাক।'

বিকেল ৪টা ৫৭ মিনিট

সূর্যাস্ত

হাঁটু গেড়ে বসে বাকিদের দেখল ইরিন। টাইসন আর স্যান্ডারসন এখানকার বাতাস নিরাপদ জানিয়ে আগেই গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে তার পরও ইরিনের সন্দেহ ছিল কোনোধরনের কেমিক্যালের গন্ধ পাবে। তবে ওর সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অনেক দিন কোনো জায়গা বদ্ধ অবস্থায় থাকার ফলে তৈরি হওয়া ভ্যাপসা দুর্গন্ধ ছাড়া আর কোনো গন্ধ নেই এখানে।

ইরিন ওর মোজার ভেতরে থাকা ডার্টটাকে একবার ছুঁয়ে দেখল ঠিক আছে কিনা। তারপর এগোল জর্ডানের পিছু পিছু। সামনের জায়গাটা বেশ সরু। নিজের শরীরকে আড়াআড়ি অবস্থানে নিল ইরিন। তার পরও বেশ কসরত করতে হচ্ছে। ও মনে মনে ভাবল, ম্যাকের এখান দিয়ে ঢুকতে খবর হয়ে যাবে!

পাহাড়ের ওপরের চেয়ে এখানকার বাতাস বেশ ঠাণ্ডা।

ছুঁড়ে দেয়া গ্লোস্টিকের কাছে পৌঁছুল ইরিন। ওর পায়ের নিচে বালি। গ্লোস্টিকের কারণে টানেলে হলুদ আভার তৈরি হয়েছে।

ইরিনের গ্লোস্টিকটা তুলে না নিয়ে ওভাবেই রেখে দিল। ফেরার সময় পথ চিনতে কাজে দেবে। মাথার ওপরে হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছে

BanglaBook.org

ও। আচমকা কোনো কিছুর সাথে মাথা বাড়ি খাওয়াতে চায় না।

এদিকে ম্যাক কুপার সরু জায়গা পার হওয়ার পর ইচ্ছে মতো গালমন্দ করছে জায়গাটাকে। বেচারা।

ইরিন নিজের অজান্তেই হেসে ফেলল। এর আগেও ও মিলিটারিদের সাথে কাজ করেছে। যদিও ওর চোখে মিলিটারিরা হচ্ছে শয়তানের হাড্ডি! কিন্তু এই মিলিটারি টিমকে কেন যেন বন্ধু মনে হচ্ছে ওর।

জর্ডান আর ইরিন মানুষ নির্মিত টানেলের সামনে পৌঁছে গেছে। টানেলের গায়ে হাত বোলাল ইরিন।

কয়েক হাজার বছর আগে এই টানেলটাকে কারা খুঁড়েছিল?

কারা এসেছিল এখানে?

কেন এসেছিল?

কয়েক ফুট দূরে আধুনিক একটা টানেলের মুখ পাথরধসের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। এই আধুনিক টানেলের হদিস ইরিন পেয়েছিল রোবটের ক্যামেরার মাধ্যমে। টানেলের কিনারায় থাকা ড্রিলের দাগ ছুঁয়ে দেখল ইরিন। বিংশ শতাব্দীর কাজ। কিন্তু ঠিক কোন সালে?

একটা পাথরের নিচে প্লাস্টিকের ফেসপ্লেট, আধুনিক গ্যাস মাস্ক আর ইলাস্টিক স্ট্র্যাপ পড়ে থাকতে দেখল ইরিন। জর্ডানকে সাথে নিয়ে এগিয়ে গেল ওটার দিকে।

কিন্তু একটু এগোতেই জর্ডানের রেডিও জ্যান্ত হয়ে উঠল। রেডিও আওয়াজ এতই জোরাল যে কুপারের কণ্ঠ শুনতে পেল ইরিনও। *'চেম্বার নিরাপদ, সার্জেন্ট। চাইলে তোমরা আসতে পারো। এখানে কিছু একটা হয়েছে।'*

'আসছি।' জর্ডান হাত দিয়ে ইরিনকে ইশারা করল। 'আমার সাথে সাথে চলে আসুন।'

এগোতে এগোতে মনে মনে একটা লিস্ট তৈরি করল ইরিন। একটা মেটাল ডিটেক্টর লাগবে যন্ত্রপাতি খোঁজার জন্য। সিলিংয়ের কিছু গুঁড়ো লাগবে ঠিক কোন ধরনের ঝালাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা বের করার জন্য। আর এই টানেল খুঁড়তে কোন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা জানার জন্য লাগবে প্লাস্টার।

এসব কাজে হেনরিক খুব দক্ষ ছিল।

পা টলে উঠল ইরিনের। ওকে জর্ডান ধরে ফেলল।

'ডক্টর, আপনি ঠিক আছেন তো?

BanglaBook.org

মাথা ঝাকিয়ে সায় দিল ইরিন। হাত দিয়ে ইশারা করল সামনে যাওয়ার জন্য।

প্রায় ৩০ ফুট সামনে এগোনোর পর একটা আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে ঢোকার দরজা পেল ওরা। দরজাটা বেশ ভালো করে বানানো, তবে প্রাচীন।

দুজন একসাথে এই সরু দরজা দিয়ে ঢোকা সম্ভব নয়। তাই ইরিন সরে গিয়ে জর্ডানকে আগে ঢোকার সুযোগ করে দিল।

দরজা পার হওয়ার পর ইরিন খেয়াল করল এখানকার বাতাস আরও ঠাণ্ডা। বিচ্ছিন্নভাবে রাখা তিনটা গ্লোস্টিক থেকে বিচ্ছুরিত আলোতে দেখা যাচ্ছে এখানকার মেঝে চুনাপাথরে তৈরি। দেয়ালটা পাথুরে।

ইরিনের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ধুলোয় ঢাকা মেঝের ছবি তুলবে, হয়তো এখানে অনুপ্রবেশকারীদের পায়ের ছাপ পাওয়া যেত। কিন্তু জর্ডানের টিমের লোকরা আগেভাগে এসে সব কিছুর ওপর নিজেদের পায়ের ছাপ বসিয়ে ফেলেছে।

'প্লিজ, কেউ কিছু ধরবেন না।' টিমের সবাইকে উদ্দেশ করে বলল ইরিন। যদিও ওর ধারণা ওর নির্দেশ কেউ শুনবে না।

রোবটকে পাশ কাটিয়ে পাথুরে শবাধারের কাছে গেল ইরিন। ওর ধারণাই সত্যি। শুধুমাত্র একটা পাথর কেটে এই শবাধার বানানো হয়েছে। একদম নিখুঁত এর নির্মাণশৈলী, মোলায়েম, মসৃণ। এই শবাধার নির্মাতাদের কথা ভেবে অবাক হলো ইরিন। প্রাচীন যুগে উন্নত যন্ত্রপাতি ছিল না। কিন্তু কাজ দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই।

শবাধারের পাশেই এর ঢাকনাটা পড়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ অক্ষত। ইরিন একটু অবাক হলো। চোর-ডাকাতরা সাধারণত শবাধারের মুখের ঢাকনা সরানোর সময় সেটাকে ভেঙে ফেলে।

পুলি কিংবা দড়ি দেখার আশায় চারপাশে চোখ বোলাল ইরিন। অনুপ্রবেশকারীরা সাধারণত কাজ শেষ হয়ে গেলে ওগুলো ফেলে চলে যায়। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে যারা এসেছিল। অস্বাভাবিক ব্যাপার।

ইরিন আরও সামনে এগোনোর জন্য পা বাড়াল, কিন্তু একটা হাত টেনে ধরল ওকে।

'আপনাকে কী বলেছিলাম? বলেছিলাম, আমার সাথে সাথে থাকতে, তাই না?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

ওরা দুজন একসাথে শবাধারটাকে দেখতে শুরু করল এবার। ইরিন

BanglaBook.org

ওর কাছে থাকা একমাত্র যন্ত্রটাকে বের করল। ওর মোবাইল ফোন। শবাধারের ছবি তুলল ও। আফসোস হলো, নিকন ক্যামেরাটা থাকলে কত ভালো ছবি তুলতে পারত। কিন্তু ওটা তো ক্যাসেরিয়াতে রেখে এসেছে।

সাহস করে শবাধারের ভেতরে উঁকি দিল ইরিন। পাথরের ধার আর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মদ ছাড়া কিছু নেই। ঠিক কোন ধরনের তরল ছিল ভেতরে? রক্ত সাধারণত বাদামি হয়ে যায় আর বার্নিশ হয়ে যায় কালো।

শবাধারের পাশে কিছু মাটির জগ পড়েছিল সেগুলোরও ছবি তুলল ইরিন। এখানে যারা এসেছিল তারা নিশ্চয়ই জগে করে তরল নিয়ে এসেছিল। সাধারণত ওয়াইন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শবাধারকে ওয়াইন দিয়ে ভরার কারণ কী?

জর্ডান একটু দূরে সরে গিয়ে অন্য একটা দেয়ালের দিকে গেছে। ওখান থেকে ইরিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ড. এখানে এসে একটু দেখবেন বিষয়টা?' এই অল্প আলোতেও জর্ডানের চেহারায় হতাশার ছাপ দেখতে পেল ইরিন।

ইরিন ওদিকে এগোতে গিয়ে দেখতে পেল একটা ভয়ংকর দেখতে মূর্তি ঝুলছে দেয়ালে। ক্রুশবিদ্ধ করার মতো লাগছে দেখতে।

আরও সামনে এগোল ইরিন। প্রতি পদক্ষেপে ভুল ভেঙে ভয় জন্মাতে শুরু করল ওর মনে।

ওটা কোনো মূর্তি নয়।

একটা বাচ্চা মেয়ের শুকনো সংরক্ষিত লাশ ঝুলছে। মেয়েটার বয়স হয়তো ৮ বছর হবে। ওর পোশাক নষ্ট হয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। অনেকগুলো কালো তীর বিঁধে আছে মেয়েটার বুকে, গলায় কাঁধে, উরুতে।

'ক্রসবো বোল্ট' বলল জর্ডান। 'রুপার তৈরি মনে হচ্ছে।'

রুপা?

বাচ্চাটির সামনে দাঁড়াল ইরিন। পরনে থাকা বার্গান্ডি গাউনের ডিজাইন ও ক্ষয়ে যাওয়ার অবস্থা দেখে অত্যন্ত প্রাচীন মনে হচ্ছে। মাসাডার গোড়াপত্তন যখন হয়েছিল, এরকম ডিজাইন প্রচলিত ছিল সেসময়ে। সামারিয়া কিংবা জুডিয়ায় বানানো হয়েছিল এটা। কম করে হলেও দুই হাজার বছরের পুরোনো।

দীর্ঘ কালো চুল ঘিরে রয়েছে মেয়েটার চেহারার দু'পাশ। শান্তিতে যেন বুজে আছে চোখ দুটো। চিকন থুঁতনিটা রুগ্ণ বুকের সাথে লেগে রয়েছে। ঠোঁট দুটো খোলা, মনে হচ্ছে শ্বাস ফেলার মাঝপথে মারা গেছে মেয়েটা।

BanglaBook.org

এত বছর হয়ে যাওয়ার পরও মেয়েটার চোখের ছোট ছোট পাপড়িগুলো পর্যন্ত এখনও অক্ষত। হাড়ের সাথে ঝুলে থাকা নরম কোষ দেখে বলা যায় এই মেয়ে মারা গেছে মাত্র কয়েক দশক আগে।

দশক! কীভাবে সম্ভব?

একটা জিনিস ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে মেয়েটার পায়ের নীচে। হাঁটু গেড়ে বসল ইরিন।

একটা পুতুল...

ইরিনের বুকটা মুচড়ে উঠল। পুতুলটা পুরনো চামড়া আর বার্গান্ডি গাউনের বিভিন্ন অংশবিশেষ দিয়ে নির্মিত। বাচ্চাটির নির্জীব হাতটা যেন পুতুলটাকে ধরতে চাচ্ছে, কিন্তু আর কোনো দিনও ধরতে পারবে না।

পুতুল দেখে খুব ধাক্কা খেয়েছে ইরিন। কারণ ওর ছোট বোন মারা যাওয়ার পর এরকম হাতে নির্মিত একটা পুতুল বোনের সাথে মাটি চাপা দিতে হয়েছিল ওকে। গলা ধরে এল ইরিনের। চোখের জল আটকানোর জন্য রীতিমতো যুদ্ধ শুরু করল নিজের সাথে। নিজের কাছেই নিজেকে বোকা মনে হলো। হেনরিকের মৃত্যুটা আসলে ওকে দুর্বল করে দিয়েছে। এই সৈনিকদের সামনে নিজেকে দুর্বলভাবে উপস্থাপন করা চলবে না। সামলে নিতেই হবে।

এখনও হাঁটু গেড়ে রয়েছে ইরিন। মাথা তুলে তাকাল মেয়েটার অন্য হাতের দিকে। হাতটা মেয়েটার শরীরে আড়ালে রয়েছে। অর্ধেক দেখা যাচ্ছে অবশ্য। মেয়েটার বেঁকে থাকা আঙুলের মাঝ থেকে কী যেন ঝলকে উঠতে দেখল ইরিন।

অদ্ভুত!

ইরিন বুঝতে পারছে এই বাচ্চাটাকে সম্প্রতি খুন করা হয়েছে। প্রাচীন কোনো খুন নয় এটা। তবে মৃত হলেও লাশের অসম্মান করল না ইরিন। কারণ কোনো একসময় এই মেয়েটাও কারও না কারও আদরের সন্তান ছিল।

মেয়েটার হাতের দিকে নিজের হাত বাড়াল ইরিন। কেঁপে উঠল মেয়েটার হাত! এরপর পুরো শরীরটাই কেঁপে উঠল! বাচ্চাটা যেন এখনও জীবন্ত!

বিস্ময়ে পেছনে পড়ে যাওয়ার দশা হলো ইরিনের।

একটা হাত ওর কাঁধ ধরে ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করল।

'আরেকটা আফটারশক,' বলল জর্ডান।

BanglaBook.org

পাথুরে ছাদ থেকে ধুলো ঝরে পড়ল। ইরিনের ঠিক পেছনেই একটা পাথর এসে পড়ল মেঝের ওপর। কম্পন চলাকালীন সময়টুকু জুড়ে নিজের দম বন্ধ করে রইল ইরিন।

'অবস্থা খারাপ হচ্ছে,' জর্ডান বলল। 'এখানে আমাদের জন্য কিছু নেই। কেটে পড়া যাক।'

নিজের হাত টেনে বাধা দিল ইরিন। এই জায়গা এখন ওর কর্মক্ষেত্রের আওতায় পড়ে গেছে। অনেক কিছু দেখার আছে ওর। দেয়ালের কাছ ঘেঁষে আবার মেয়েটার হাতের কাছে গেল ও।

জর্ডান ইরিনের আচারণ খেয়াল করল। 'ব্যাপারটা কী?'

'মনে হচ্ছে, মৃত্যুর সময় বাচ্চাটার হাতে কিছু একটা ধরা ছিল।'

আর্কিওলজির নিয়মানুযায়ী কোনো কিছুই ছোঁয়া যাবে না যতক্ষণ না সেটার ছবি তোলা হচ্ছে। কিন্তু এই মেয়েটার লাশ তো অতটাও প্রাচীন নয়। তাই এবারের মতো প্রত্নতত্ত্বের নিয়ম ভঙ্গ করল ইরিন।

ইরিন মেয়েটার আঙুলগুলো ধরল। ও আশা করছিল, আঙুলগুলো শক্ত ও ভঙ্গুর হবে। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করল সেগুলো যথেষ্ট নমনীয়, মোটেও ভঙ্গুর নয়।

এই বিস্ময়ের ধাক্কায় আঙুলের ফাঁকে আটকে থাকা বস্তুটাকে লুফে নিতে ব্যর্থ হলো ইরিন। মেঝের ধুলোয় আছড়ে পড়ল সেটা।

এবং যেটা দেখতে পেল সেটার পরিচয় জানার জন্য কোনো ডক্টরেট ডিগ্রির প্রয়োজন নেই।

বিস্ময়ে প্রকাশ করল জর্ডানও।

ইরিন মেডেল, আয়রন ক্রস আর স্বস্তিকা চিহ্নের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

জার্মান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার।

এই শবাধারের আসা ডাকাতদের পরিচয় পাওয়া গেল এবার। আধুনিক

BanglaBook.org

যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কারা এসেছিল বোঝো গেল। কিন্তু একটা ইহুদি সমাধির মধ্যে থাকা মমীকৃত মেয়ের হাতের আঙুলের ফাঁকে কেন এই মেডেল রয়েছে?

হাতের মুষ্ঠি শক্ত করল জর্ডান। ‘নাৎসিরা নিশ্চয়ই এখানে আগে এসেছিল। পুরো জায়গাটা লুটে চলে গেছে।’

জর্ডানের কথায় যুক্তি আছে। হিটলার অকাল্ট বা গুপ্ত/অতিপ্রাকৃত বিদ্যার ব্যাপারে রীতিমতো প্রচণ্ডমাত্রায় আকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই মাসাডায় কী পাওয়ার আশা করেছিলেন তিনি?

ইরিন মেয়েটার পরনের পোশাক পরীক্ষা করল। নাৎসিরা কেন একটা বাচ্চা মেয়েকে ক্রুশবিদ্ধ করে দেয়ালে সাঁটানোর জন্য পোশাকের প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছিল?

মেয়েটা নাৎসি বাহিনীর এক সৈনিকের ইউনিফর্ম থেকে মেডেলটা ছিঁড়ে নিয়ে হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখছে, এই দৃশ্যটা কল্পনা করল ইরিন। মেয়েটা নিজের খুনিকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য প্রমাণের বন্দোবস্ত করে গেছে! ছোট্ট একটা বাচ্চাকে হত্যার নির্মমতা ও অন্তিম মুহূর্তে বাচ্চার সাহসী কাণ্ড ইরিনকে নাড়িয়ে দিল। আবার ভিজে উঠতে চাইল ওর চোখ দুটো।

‘আপনি ঠিক আছেন তো?’ জর্ডান আর ইরিনের মুখ পরস্পরের খুব কাছে।

চোখের জল আড়াল করতে ইরিন নিজের মোবাইল বের করে মেডেলের ছবি তুলতে শুরু করল। বাচ্চা মেয়েটা অনেক সাহস নিয়ে এতদিন ধরে হত্যাকারীদের প্রমাণ নিজের কাছে রেখেছে। ইরিন এই প্রমাণকে হেলাফেলা করবে না।

ছবি তোলা শেষ হওয়ার পর জর্ডান ধুলোর ওপর থেকে মেডেলটা তুলে নিয়ে উল্টো পিঠটা দেখল। ‘আমরা হয়তো বুঝতে পারব কারা কাজটা করেছে। এসএস অফিসাররা সব সময় মেডেলের অপর পাশে তাদের নাম লিখে রাখত। এই হারামজাদা যে-ই হোক, আমি নামটা জানতে চাই। আর শালা যদি এখনও বেঁচে থাকে...’

ঠিক এই মুহূর্তে জর্ডানকে খুব ভালো লেগে গেল ইরিনের। পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওরা দুজন ছোট্ট ধাতব ডিস্কটা পর্যবেক্ষণ করল। কিন্তু অপর পিঠে কোনো নাম লেখা নেই, তবে একটা অদ্ভুত প্রতীক রয়েছে।

BanglaBook.org

জর্ডানের হাতে থাকা অবস্থায় একটা ছবি তুলে ফেলল ইরিন। তারপর শব্দ করে প্রতীকের কিনারায় থাকা লেখাগুলো পড়তে শুরু করল। 'ড্যুইচেস অ্যানানার্ব।'

'হুম, বুঝতে পারছি।' বিরসভাবে বলল জর্ডান।

চট করে ইরিন জর্ডানের দিকে তাকাল। জার্মানদের সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাসের ওপর বিশদ জ্ঞান নেই। 'কীভাবে?'

জর্ডান মেডেলটিকে এপাশ-ওপাশ করল। 'আমার দাদা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সেখানকার গল্প শোনাতেন তিনি। তাঁর গল্পগুলো শুনেই আমি এই পেশায় এসেছি। তা ছাড়া ইতিহাস নিয়েও আবার একটু কৌতূহল আছে। 'ড্যুইচেস অ্যানানার্ব' হলো নাৎসিদের একটি গুপ্ত সেক্টর। এই সেক্টরে নাৎসি বিজ্ঞানীরা কাজ করতো। অকাল্টে আগ্রহ ছিল তাদের। সারা বিশ্ব জুড়ে হারানো গুপ্তধন আর আর্য জাতিদের প্রমাণ সংগ্রহ করা ছিল তাদের লক্ষ্য। হিমল্যারের অধীনের থাকা এই টিম সমাধি লুটতো।'

আর তারাই এখানে আগে এসেছিল। ইরিন অনুভব করল ও পরাজয়ের সাগরে ডুবে যাচ্ছে। এমন একটা সমাধি পর্যবেক্ষণ করছে এখন যেটা কি না ইতিমধ্যে লুটের স্বিকার হয়েছে। যদিও এসব ঘটনা সাধারণত প্রাচীনকালে হতো। একটা বিষয় নাড়া দিল ইরিনকে, এই সমাধি মাত্র কয়েক দশক আগে লুণ্ঠিত হয়েছে।

জর্ডান প্রতীকের মাঝখানটা স্পর্শ করল। 'এটা তাদের স্বাভাবিক প্রতীক নয়। সাধারণত 'অ্যানানার্ব'কে প্রকাশ করা হয় ফিতায় জড়ানো তরবারি দিয়ে। কিন্তু এটা তো অন্যরকম।'

আগ্রহী হয়ে ইরিনও হাত দিল প্রতীকের মাঝটায়। 'দেখে মনে হচ্ছে, নর্স রুন (নরওয়েজীয় বর্ণ)। বড় ফুতার্ক-এর ওডাল রুন হয়তো।

এক আঙুল দিয়ে ধুলোয় রুনটা আঁকল ইরিন।

BanglaBook.org

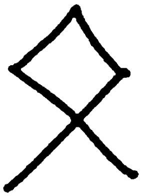

‘এই রুন ইংরেজি বর্ণ ‘*O* ’ (ও) কে প্রকাশ করে।’ ইরিন জর্ডানের দিকে তাকাল। ‘এটা কি এই মেডেলের মালিকের নামের প্রথম অক্ষর হতে পারে?’

ইরিন বিষয়টাকে নিয়ে আরও চিন্তা করার আগেই ম্যাক গর্জে উঠল, ‘ফ্রিজ! হাত ওপরে তোলো!’

চমকে উঠে বাঁই করে ঘুরল ইরিন।

জর্ডান নিজের হেকলার অ্যাণ্ড কচ মেশিন পিস্তল তাক করল সমাধির প্রবেশ পথের দিকে। মেঝে আবার কেঁপে উঠল। ছায়ার আড়াল থেকে একটা কালো অবয়ব প্রবেশ করল রুমে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৮

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় বিকেল ৫টা ০৪ মিনিট
মাসাডা, ইসরায়েল

'গুলি করো না!', বাম হাত ওপরে তুলে চেঁচিয়ে উঠল জর্ডান, 'উনি তো পাদ্রি!'

বন্দুকের নল নিচে নামাল সে। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল পাদ্রির দিকে। উনি নিচে আসায় যতটা অবাক হয়েছে তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হয়েছে তিনি কোনো র‍্যাপেলিং গিয়ার না পরায়।

'আপনি এখানে কী করছেন, ফাদার?', জর্ডান জিজ্ঞেস করল।

হুডের নিচ থেকে মাথা বের করলেন ফাদার করজা। জর্ডানের চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা তিনি, হালকা-পাতলা মানুষ। তাঁর লম্বা কালো চুল নেমে এসেছে কলারের নিচে। একজন পাদ্রির জন্য যা একটু বেশিই লম্বা।

তাঁর মনোযোগী ও গভীর কালো চোখ দেখে কেন যেন রেগে গেল জর্ডান। নিজের অজান্তে বন্দুক চেপে ধরল।

'তিনি তো একজন পাদ্রি মাত্র।' নিজেকে মনে করিয়ে দিল আবার।

পাদ্রি একমুহূর্ত জর্ডানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এক পলকে দেখে নিলেন চারপাশ।

'আপনি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন? প্রশ্ন করেছি আপনাকে।' বলল জর্ডান।

প্রায় ফিসফিস করে পাদ্রি বললেন, 'এই শবাধারের সব কিছুর ওপর প্রথম দাবি হলো চার্চের।' পা বাড়ালেন ফাদার করজা। জর্ডান খপ করে তার হাত ধরে ফেলতে চাইল, কিন্তু পারল না। সহজেই তিনি শবাধারের পাশে চলে গেলেন।

জর্ডান দেখল, দেয়ালে ঝুলে থাকা বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে আছেন পাদ্রি। শবাধারের ভেতরে তাকালেন তিনি। মুহূর্তেই যেন পাথরের মত জমে গেলেন!

পাদ্রির পেছনে ছিল ইরিন। ফোন উঁচু করে দোলাতে লাগল সে। না,

BanglaBook.org

কোনো সিগন্যাল পাচ্ছে না। ফোনে তোলা ছবিগুলো কোথাও আপলোড করে রাখা দরকার।

ফাদারের পেছনে জর্ডান, তার পেছনে ইরিন। কোনো কারণে জর্ডান চাচ্ছে না ইরিন ফাদারের কাছাকাছি থাকুক।

'আপনি আর সামনে যেতে পারবেন না।' জর্ডান পাদ্রিকে সতর্ক করল।

পাদ্রির কাঁধে হাত রাখল পার্লম্যান, 'আপনার আর সামনে যাওয়া ঠিক হবে না, ফাদার। ইসরায়েল সরকার আপনার এখানে আসার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।'

ফাদার যেন তাদের কথা কানেই তুললেন না। তিনি ইরিনকে বললেন, 'আপনারা কি কোনো বই পেয়েছেন? অথবা এ রকম সাইজের কোনো পাথর?' হাত দিয়ে সাইজ দেখালেন তিনি।

ইরিন মাথা নাড়ল। 'বাচ্চা মেয়েটি ছাড়া আর কিছু পাইনি। দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধের সময় জার্মানরা শবাধার একদম খালি করে দিয়ে গেছে।'

ফাদার শুধু একটু চোখ নাড়ালেন।

কে এই ব্যক্তি?

জর্ডান পিস্তল চেপে ধরল। সে বুঝতে চেষ্টা করছে তিনি এরপর কী করবেন।

মনে হচ্ছে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেই এখানে এসেছেন তিনি। যদিও এখন পর্যন্ত সে রকম কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

চোখের কোনা দিয়ে জর্ডান দেখল, ম্যাক নিজের কাছে থাকা চাকুতে হাত দিয়েছে।

'শান্ত হয়ে দাঁড়াও, কর্পোরাল', ম্যাককে আদেশের সুরে বলল জর্ডান।

ফাদার যেন ম্যাককে পাত্তাই দিলেন না। কিন্তু হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়লেন তিনি। চোখের ইশারায় বুঝাতে চেষ্টা করলেন জর্ডানকে।

'সবাইকে এখনই পালাত হবে এখান থেকে', সতর্ক করলেন ফাদার।

কিন্তু তিনি কীসের কথা বলছেন?

জর্ডানের ইয়ার-পিস থেকে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল, 'স্যান্ডারসন!'

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সব।

'উত্তর দাও স্যান্ডারসন।'

কিন্তু কোনো উত্তর এল না।

'কর্পোরাল, জবাব দাও!'

BanglaBook.org

প্রবেশপথের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন ফাদার করজা।

কুপার ও তরুণ ইসরায়েলি সৈন্যরা বাধা দিল তাঁকে। চারদিক থেকে অস্ত্র তাক করে তাঁকে ঘিরে ফেলল সবাই।

প্রবেশপথ থেকে শবাধারের ছাদ পর্যন্ত চোখ বোলালেন ফাদার। যেন জমে গেলেন তিনি!

'দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ান', জর্ডানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যা বলছি তাই করুন নয়তো সবাই মরবেন।'

অস্ত্র উঁচিয়ে ধরল জর্ডান, 'আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন, ফাদার?'

'ভয় আমি দেখাচ্ছি না। দেখাচ্ছে সে, যে আসছে।'

বিকেল ৫টা ৭ মিনিট

ইরিন বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে। ফাদার একবার ইরিনের দিকে তাকালেন। হঠাৎ পাদ্রির মুখে ভয়ের ছায়া দেখতে পেল ইরিন। মনে হচ্ছিল তার হৃৎপিণ্ড গলায় উঠে আসবে! হঠাৎ সে বুঝতে পারল, ফাদার তাদের সবার নিরাপত্তার জন্য আতঙ্কিত হয়ে আছেন, তাঁর নিজের জন্য নয়! তাঁর চোখে গভীর এক বিষাদের ছায়া দেখতে পেল ইরিন।

ঢোঁক গেলার চেষ্টা করল সে, গলা একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

কিন্তু জর্ডান এত সহজে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। 'কী চলছে এসব? ওপরে মানুষজন রয়েছে। লেফটেন্যান্ট পার্লম্যানের লোকজনও আছে।'

আবারো করুণ চোখে বললেন ফাদার, 'এতক্ষণে তারা আর বেঁচে নেই। আমার কথা না শুনলে আপনাদেরও একই অবস্থা হতে পারে... '

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাক কুপারের এক সঙ্গী হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল। সবাই ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে। মুখ খোলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল রক্ত। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। ছোরার কালো হাতল দেখা গেল তার খুলিতে।

সৈন্যরা সবাই অস্ত্র তাক করে রাখল। কেঁদে উঠল ইরিন। সৈন্যদের আড়ালে লুকোলো।

লাশের পেছন থেকে কালো একটা ছায়া হামাগুড়ি দিয়ে আসতে লাগল। সাথে সাথে গুলি করতে শুরু করল জর্ডান। গুলির বিকট শব্দে বদ্ধ জায়গায় যেন কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম! ছায়াটি আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এক মুহূর্তের জন্য যেন ইস্পাতের এক ঝলক দেখতে পেল ইরিন। এর

BanglaBook.org

পরেই কালো ছায়াটি পা টানতে টানতে অন্ধকার একটি টানেলে হারিয়ে গেল।

সৈন্যদের গায়ে গুলি লাগতে পারে ভেবে থেমে গেল জর্ডান।

রক্ত পানি করা ভয়ংকর চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল আবার, এরপর সব ঠাণ্ডা!

লেফটেন্যান্ট পার্লম্যান অস্ত্র তুলে ধরল, 'মারগোলিস!'

কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা হাতে ইসরায়েলি সৈন্যকে পেছনে জোরে ধাক্কা দিলেন পাদ্রি। এরপর আবার সতর্ক করলেন সবাইকে, 'সবাই এখানেই থাকুন!'

হাত ঘুরিয়ে চোখের পলকে নিজের আঙুলে ব্লেড হাজির করলেন তিনি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নখরের মত দেখতে সেটা।

এরপর প্রবেশদ্বার দিয়ে বের হয়ে গেলেন ফাদার।

পরক্ষণে অন্ধকার ভেদ করে ভেসে এল হিংস্র আওয়াজ।

ভয়ংকর চিৎকারে ইরিনের হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠল যেন! জায়গাতেই স্থির হয়ে গেল ও।

এমনকি কঠোর মনের অধিকারী সৈন্যরাও কেঁপে উঠেছিল!

ইরিনকে প্রবেশদ্বার থেকে দূরে সরিয়ে দিল জর্ডান। ম্যাক ও পার্লম্যান অস্ত্র তাক করে দাঁড়াল দরজার দুপাশে। শবাধারের পেছনে সবাই আবার নতুন করে পজিশন নিল।

একটা তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চিৎকার ভেসে এল টানেল থেকে।

জর্ডান ইরিনকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে খোলা শবাধারের কাছে চলে এল।

'এখানে শুয়ে পড়ুন, লুকোন!' তার তীক্ষ্ণ গলার স্বর আর কঠিন চোখ দেখে ইরিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুয়ে পড়ল খোলা শবাধারে। জর্ডান তাকে নিচের দিকে ঠেলতে ঠেলতে বলল, 'বুঝতে পেরেছেন আমার কথা?'

'হ্যাঁ', ইরিন মুখ ঢেকে ভয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইল সে, কিন্তু এর চেয়েও বেশি ভয় পেল অন্ধকারের কথা ভেবে। বক্সের মুখে তার আঙুল আটকে গেল। অন্য সবার মতো টানেলের কালো মুখের দিকে তাকাল সে।

বাম দিকে আলোর ঝলকানি দেখে তাকাল সেদিকে। জলন্ত মশাল হাতে নিয়ে ম্যাক দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধকারের দিকে নির্দেশ করল জর্ডান, 'ছুড়ে মারো।'

ম্যাক মশালটি ছুড়ে দিল। অন্ধকারে আগুনের ফুলকি ছড়াতে লাগল মশালটি। আবছা আলো-ছায়া দেখা গেল। চার পর্যন্ত গুনে থেমে গেল

BanglaBoi.org

ইরিন।

একদম মধ্যখানে আলখাল্লা পরা একটা অবয়ব চোখে পড়ল। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে সে, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার অন্য হাতে একটি ছোরা, কালো রক্ত চুয়ে চুয়ে পরছে ছোরার ধারালো অংশ থেকে।

অস্ত্র তুলে ধরে চিৎকার করে উঠল জর্ডান, 'ফাদার! বসে পড়ুন!'

বলতে দেরি করে ফেলেছে জর্ডান।

ছায়াগুলো পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল পাদ্রির ওপর। নিচে ফেলে দিল তাঁকে। তিনি অনেক কষ্টে পিঠ দিয়ে জ্বলন্ত মশালের আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেন। ইরিন ভয় পেয়ে গেল। অন্ধকারে আবার দৃশ্যটি ঢেকে যাচ্ছিল, কিন্তু এর আগেই আরেকটি ছায়া এসে পাদ্রির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

উড়ে গিয়ে পাথরের মেঝেতে আঘাত করল সেটা। এরপর সোজা ওদের দিকে ছুটে আসতে শুরু করল অবিশ্বাস্য গতিতে। এটা কি নেকড়ে? না। কুঁচকানো বাদামি চামড়ায় মোড়ানো একজন মানুষ। প্রশস্ত হাত। কসাইয়ের মতো বাঁকা আঙুল, মাংসল পেশি।

হাঁটুর ওপর বসে পড়ল জর্ডান। লোকটার বুক বরাবর গুলি করল। লক্ষ্য ভেদ হওয়ায় ঢলে পড়ল পাথুরে মেঝেতে।

দরজা দিয়ে অনেকগুলো ছায়া দেখা গেল। দুইটা কালো কাপড়ে মোড়া ছায়ার সাথে ফাদার লড়াই করে চলেছেন।

লেফটেন্যান্ট পার্লম্যানের দিকে তেড়ে এল এবার আক্রমণকারী। ক্রুশবিদ্ধ মেয়েটার পাশের দেয়ালের ওদিকে গিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল। সৈন্যদের রাইফেল গর্জে উঠল, শুরু হলো এলোপাতাড়ি গুলি। ইরিন পাথরের শবাধারে শান্ত হয়ে শুয়ে থাকার চেষ্টা করল।

হঠাৎ নিজের ওপর একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ইরিন। অনেকগুলো দাঁত– ঝলক দিয়ে উঠল যেন! ইস্, তার কাছে যদি বন্দুক থাকত! অথবা একটা ছুরি! সে মুখের ওপর আড়াআড়িভাবে হাত রেখে আঘাত ঠেকানোর চেষ্টা করল।

কিন্তু আচমকা ছুটে এল বুলেট। বিদ্ধ করল তার ওপর থাকা ছায়ামূর্তিকে, আর সে পড়ে গেল ইরিনের ওপর। এর নিচ থেকে নিজেকে বের করে আনার চেষ্টা করল ইরিন। রক্তে ভিজে গেছে ও।

দাঁতে দাঁত চেপে ইরিন অস্ত্র খুঁজতে লাগল। না, লোকটার শরীরে

BanglaBook.org

কোনো অস্ত্র নেই। রয়েছে মিশরীয় লম্বা ধারাল দাঁতওয়ালা 'খোপেশ' নামক অস্ত্র। হায়ারোগ্লিফসে আর পেইন্টিংয়ে ইরিন এরকম অস্ত্র দেখেছে। কিন্তু এগুলো গত সাতশ বছর ধরে যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহৃত হয়নি।

শবাধারের পাশে এল ম্যাক, 'আপনি ঠিক আছেন তো?' ইরিন উত্তর দেওয়ার আগেই কাঁধে ধাক্কা লেগে ছিটকে গেল ম্যাক। অস্ত্র শক্ত করে ধরে হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়াল ইরিন।

ম্যাককে দেয়ালের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, তার মাথা ঠুকে দেওয়া হলো দেয়ালে। মাটিতে পড়ে গেল সে। পেছনের দেয়ালে লেগে রইল মাথা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত ।

একটা কালো ছায়া ম্যাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে ধরল।

বিকেল ৫টা ৮ মিনিট।

জর্ডানের মনে হল সে তার জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী আক্রমণকারীর সাথে লড়ছে এখন। এর মধ্যে নিজের বন্দুকও হারিয়ে ফেলেছে। ওর প্রতিপক্ষ অসম্ভব ক্ষিপ্র।

জর্ডান বাঁকা হয়ে গোড়ালি চেপে ধরল। বের করে আনল 'কা-বার' নামক ছোরা। এর মধ্যেই তার আক্রমণকারী এক হাতে জর্ডানের গলা চেপে ধরল, অন্য হাত পাথরের ওপর ঠুকে দেওয়ার চেষ্টা করল সে।

নখগুলো মাংসের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে একদম।

জর্ডান ওর মুক্ত থাকা হাত ঘুরিয়ে আক্রমণকারীর গলায় 'কা-বার' এর ধারালো অংশ দিয়ে পোঁচ দিল। হাড় খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত দিয়েই যেতে থাকল।

রক্তে ভেসে গেল জর্ডানের হাত।

নিস্তেজ হয়ে গেল লোকটি। জর্ডান তাকে ছেড়ে ইরিনের কাছে চলে এল। ছোট বাঁকানো একটি ছোরা হাতে নিয়ে শবাধারে দাঁড়িয়ে আছে ইরিন। সে ম্যাককে সাহায্য করতে চাচ্ছিল। রুমের অন্যপাশে পড়ে আছে ম্যাক। কিন্তু তার আর কোনো সাহায্য দরকার নেই। গলা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

কিছুদূরে পড়ে থাকা পার্লম্যানেরও একই অবস্থা।

ম্যাকের আক্রমণকারীর বুকে গুলি চালাল জর্ডান। মাথা ঘুরিয়ে ইরিনের দিকে তাকাতেই তার পেছনে আরেকটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। ইরিনের দিকে ছুটে আসছিল। কিন্তু পাশ থেকে কে যেন ধাক্কা দিল তাকে, পায়ে

BanglaBook.org

বেঁধে পড়ে গেল সে। পাশের দেয়ালে মাথা লেগে চুরমার হয়ে গেল।

ঝলসানো চোখে জর্ডান দেখল, পাদ্রি ওর পাশ কাটিয়ে ইরিনের কাছে গেলেন।

তাকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে লড়াই চালিয়ে গেলেন আক্রমণকারীর সাথে। লোকটার কাঁধে আঘাত করলেন। দেয়ালে মমীকৃত মেয়েটির হাড়ে লোকটির মাথা ঠুকে দিলেন। লোকটির ওজন সইতে না পেরে মটমট শব্দে ভেঙে গেল হাড়গুলো।

করজা একধাপ পিছিয়ে এলেন।।

আক্রমণকারী লোকটির শরীর তখন ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় ঝুলছে, শরীর মোচড়াচ্ছে লোকটি। কিছু স্ক্রু লোকটির মাংস ভেদ করে ঢুকে গেছে, গলা দিয়ে ঢুকেছে একটা স্ক্রু, আঙুলে লেগেছে অসংখ্য আচড়, অসহ্য ব্যথায় শরীরের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে।

করজা আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন, ছিন্নভিন্ন করে দিলেন লোকটির গলা।

কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াল জর্ডান। নিচু হয়ে তাকাল চারদিকে। দেয়ালের সামনে পাদ্রি দাঁড়িয়ে আছেন, পোশাক ছিন্নভিন্ন, কাঁধে চোট পেয়ে খানিকটা বাঁকা হয়ে আছে। তার ছোরা, আঙুলের মাথা থেকে রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়ছে। জর্ডান বুঝতে পারল না এর কতটুক পাদ্রির নিজের রক্ত।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ইরিনের দিকে এগোনোর সময় বন্দুক উঁচু করে ধরে রাখল জর্ডান। দলের অন্য সদস্যদের প্রায় সবাই মারা পড়েছে। একদম কাছ থেকে মৃত্যু দেখেছে জর্ডান। এখন এখানে বেঁচে থাকা একমাত্র প্রাণীগুলো হল, পাদ্রি, ইরিন ও জর্ডান নিজে।

জর্ডান সন্দেহের চোখে পাদ্রির দিকে তাকাল, এটা কি তার আনুগত্য নাকি ধূর্ততা বুঝার চেষ্টা করল।

গায়ের জ্যাকেট চারদিকে ছড়িয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন পাদ্রি, প্রার্থনার ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে বসলেও অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য এটা ছিল না। মাটি থেকে কিছু তুলে নিলেন, লুকিয়ে ফেললেন লম্বা আলখাল্লার আড়ালে। এরপর উঠে দাঁড়ালেন।

বাচ্চার ছোট্ট পুতুলটাকে লুকালেন ফাদার।

ইরিন ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার বদলে বাচ্চাটির পুতুল নিতে এখানে এসেছিলেন তিনি? জর্ডান তাঁর উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করল।

ইরিনের কাছে পৌঁছেই জর্ডান ডাকল তাকে, 'ইরিন?'

ছোরা ওপরে তুলে ধরে ইরিন জর্ডানের দিকে এগিয়ে গেল।

BanglaBook.org

‘আমি তো! ছোরা রাখতে পারেন এখন!’ বন্দুক পাশে রেখে দুই হাত ওপরে তুলে বলল জর্ডান।

ভালো করে লক্ষ করল ইরিন, এরপর ছোরা নিচে নামাল। জর্ডান ভালো করে দেখল, এরপর ইরিনের হাত থেকে নামিয়ে রাখল ছোরাটি।

তার মুখ সাদা হয়ে আছে, চোখ গর্তে ঢুকে গেছে, শবাধারের ঠাণ্ডায় একদম যেন জমে গেছে। জর্ডান ওকে বের করে আনল, কোনো জখম হয়েছে কি না খুঁজে দেখল। পেল না কিছুই।

ফাদারও এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। এক হাতে ইরিনকে ধরে রেখে অন্য হাতে পিস্তল চেপে ধরল জর্ডান। পাদ্রির উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করল।

প্রার্থনার ভঙ্গিতে প্রায় ফিসফিস করে ফাদার বলতে লাগল, ‘তারা আর নেই এখানে। কিন্তু এখনো আমরা নিরাপদ নই।’

আঘাতে জর্জরিত লোকটির দিকে তাকাল জর্ডান।

‘ওরা আমাদের এখানে আটকে রাখবে’, এমনভাবে পাদ্রি বললেন যে জর্ডান তাঁর কথা বিশ্বাস করে ফেলল।

‘আপনি কীভাবে জানেন?’

‘কারণ আমি হলে এটাই করতাম’, বলেই দরজার কাছে চলে গেলেন পাদ্রি।

মেঝেতে রোবট সেট করা আছে, ক্যামেরা তাদের দিকে তাক করা, এর ওপর একটা সবুজ বাতি জ্বলছে। পাদ্রি লেন্সে আঘাত করে সেটা টুকরো টুকরো করে ফেললেন। গ্লাস আর ধাতব অংশগুলো তাঁর পায়ের তলায় চূর্ণ হয়ে গেল।

এতক্ষণে স্যান্ডারসনের চিৎকারটা মনে পড়ল। সব বুঝতে পারল জর্ডান।

ওরা আমাদের দেখছে!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় বিকেল ৫টা ১১ মিনিট
মাসাডা, ইসরায়েল

মনিটরের সামনে বসে আছে বাথোরি। একটু আগে হয়ে যাওয়া লড়াই সে নিজ চোখে দেখেছে। ক্ষণে ক্ষণে আর্তচিৎকার ভেসে আসছিল।

তার পাঠানো সৈন্যরা শবাধারে তড়িৎগতিতে লড়াই করেছে। অনেক কিছুই ক্যামেরায় দেখা যায়নি। কিন্তু বাথোরি হেলমেট পরা এক সৈন্যের সামনে কালো আলখাল্লা পরিহিত একজনকে দেখতে পেল। ক্যামেরার দিকে পিঠ দেয়া তার। ওই ব্যক্তি পুরো রুমে নজর বোলাল। এক ফাঁকে তার গলায় থাকা রোমান গলাবন্ধনী দেখতে পেল বাথোরি। ওর রক্ত হিম হয়ে গেল যেন!

ইনি মেসেজে উল্লিখিত সেই যিশুর বীর!

একজন স্যাঙ্গুইনিস্ট!

বেসামরিক পোশাক পরিহিত একজন মহিলাকেও দেখা গেল। অদ্ভুত! সে ফোন দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে। দেখে মনে হচ্ছে ফোনের সিগন্যাল পাচ্ছে না। যিশুর বীর ফিরলেন সেই মহিলার দিকে। হাত দিয়ে একটা বইয়ের আকার আকৃতি নির্দেশ করলেন।

নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এল বাথোরির।

মাথা নাড়ল মহিলা।

বাথোরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

তারা বইটা পায়নি।

হয়তো বইটা ওখানে কখনোই ছিল না, নয়তো লুট হয়ে গেছে।

বীর কয়েক সেকেন্ডের ভেতর বাথোরির পাঠানো অর্ধেক সৈনিকদের প্রাণে মেরে ফেলেছেন। রোবট ক্যামেরার সামনে চলে আসলেন তিনি। তখনই তার সম্পূর্ণ মুখ দেখার সুযোগ পেল বাথোরি। সেই চিবুক, সেই গাল, সেই গভীর কালো চোখ! সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল সে! একদম নিশ্চল হয়ে পড়ল যেন।

BanglaBook.org

হঠাৎ সেই শূন্যতা যেন ঘৃণায় ভরে গেল। ক্রোধ, প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে উঠল বাথোরি। নড়েচড়ে বসল সে। মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে মনিটরের আলোতে থেকে রুবি পাথরের আংটি বের করে আনল। এই মূল্যবান আংটি দীর্ঘদিন ধরে ওর পরিবারের সাথে জড়িত, যেমন জড়িত সেই বীর।

রান করজা।

গলায় করা ট্যাটুটির মতো এই নামটিকেও সে ভয় পায়। ট্যাটুতে আঙুল ছোঁয়াল বাথোরি, এটা সবসময় তাকে যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে! তার আরেকটা রক্তের ঋণ, যা এখনো বীরের কাছে অপরিশোধিত রয়ে গেছে।

বহু আগের ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর। হাঁটু গেড়ে বসে প্রভুর সামনে নিজেকে সঁপে দিচ্ছিল বাথোরি। ওই ব্যক্তি বাথোরির গলা চেপে ধরে রেখেছিল আর বাথোরি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল তখন!

সবকিছু হয়েছিল এই বীরের জন্য।

বাথোরি তাঁকে হাজারবার স্বপ্নে দেখেছে আর জীবিত সামনে পাওয়ার আশা করেছে। ওর পরিবারের মেয়েদের জীবন বছরের পর বছর ত্যাগ আর যন্ত্রণায় নিঃশেষ করে দেওয়ার মাশুল হবে তাঁকে।

প্রভু ভালোভাবেই জানতেন যে রান করজাই হচ্ছেন মাসাডায় পাঠানো সেই বীর, যিনি বই নিতে এসেছেন। কিন্তু বাথোরিকে একবারও জানাননি।

কেন?

করজা শবাধারে আছে জানলে বাথোরি কাউকে নীচে পাঠাত না। তাঁর জন্য অপেক্ষা করত। তিনি বই নিয়ে ওপরে এলে অথবা খালি হাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে বাথোরি নিজ হাতে তাঁকে ফাটলের মুখে গুলি করে মারত।

সৈন্যদের মৃত্যু ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে, বাথোরি তার বাকি সৈন্যদের পাঠালেও লাভ হতো না, করজা অনেক ভয়ংকর। কিন্তু আরেকটা উপায় আছে। নতুন কিছু খুঁজে পেল বাথোরি।

মনিটর বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই বাথোরি শবাধারের দরজায় তার দলের আরেকজন সৈন্য দেখতে পেল। এক কাঁধে ছোট ব্যাগ ঝুলছে। ফাটলের ওপরে ঠিক এ রকম আরেকটি ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। বাকি দুই শিকারির কাছে ফিরে গেল বাথোরি।

অন্যদের মত তারেক মাথার চুল ফেলে দিয়েছে, কালো ট্যাটু করেছে। ঠোঁট আর নাক লোহা দিয়ে ছিদ্র করা। তার কালো চোখ ক্রোধে সরু হয়ে গেছে। নিজের হাতে প্রতিশোধ নিতে চায়।

BanglaBook.org

'বীর অনেক ভয়ংকর', বাথোরি সতর্ক করল। 'বিশেষ করে যখন দেয়ালে তাঁর পিঠ ঠেকে যায়। তাই ঝুঁকি নিয়ে আর কাউকে পাঠানো উচিত হবে না।'

তারেক আর তর্কে গেল না। ওরা দুজনেই স্ক্রিনে সৈন্যদের অবস্থা দেখেছে। অবশ্য আরেকটা উপায় আছে, যদিও সন্তোষজনক না তবে ফলাফল একই।

'ফাটলটা ধ্বসিয়ে দাও', ওপরে আর নিচে থাকা ব্যাগগুলোর দিকে নির্দেশ করল বাথোরি।

'মেরে ফেলো সবাইকে।'

বীর আর তার সঙ্গীদের সবাইকে এখানেই কবর দিয়ে দিতে চাইল বাথোরি। পাথরচাপা দিয়ে দিতে চাইল সব রহস্য। এরপরও যদি করজা বেঁচে যায় তবে পাথরের নীচে ফাঁদে আটকা পড়ে ধীরে ধীরে মৃত্যু হবে।

এক মুহূর্তের জন্য মনে হল তারেক হয়তো তার কথার সাথে একমত হবে না। রাগে ফুসছে সে। হঠাৎ বাথোরির গলার দিকে নজর গেল তার। ট্যাটুর দিকে তাকাল। অন্য সবার চেয়ে এই ব্যাপারে সে সবচেয়ে ভালো জানে। বাথোরিকে অমান্য করা মানে 'তাঁকে' (প্রভুকে) অমান্য করা।

তারেক মাথা নোয়াল। এরপর সোজা হয়ে চলে গেল।

চোখ বন্ধ করে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করল বাথোরি। ছোট একটা গোঙানির শব্দ ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। মনে করিয়ে দিল যে তার কাজ এখনও বাকি।

ধুলোবালিতে পড়ে আছে স্যান্ডারসন। নীচে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ব্যক্তি সে। পাশে বসা শিকারিটি তার মাথা পেছন দিকে টেনে ধরে রেখেছে। শিকারিটি হলো তারেকের ভাই, রফিক।

বাথোরি কাছে গেল, চোখ রাখল কর্পোরালের চোখে। শান্তভাবে বলল, 'আমার কিছু প্রশ্ন আছে।'

স্যান্ডারসনের মনে ভয়। ঘামছে ক্রমাগত, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে।

কর্পোরালের কোমল গালে হাতের পেছন দিক দিয়ে স্পর্শ করল বাথোরি। নিজের ভাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। ওর ছোট ভাইটার গালও এমন ছিল। তবে দাড়ি ছিল না। ওর ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যও রান করজা দায়ী।

কর্পোরালের চোখে ভয়ের পাশাপাশি অবাধ্যতা দেখতে পেয়ে দীর্ঘশ্বাস

BanglaBook.org

ফেলল বাথোরি।

পেছন দিকে হেলে বসল হাত ওপরে তুলে ইশারা করল কাউকে।

হাঙ্গেরীয় পৌরাণিক কাহিনির দুই বীরের নামে ওদের দুজনের নামকরণ করেছে বাথোরি– হানর ও ম্যাগর। তারা ওর পাশেই আছে। তাদের না দেখেই ও অনুভব করল পেছনে অন্ধকারেই রয়েছে দুজন। খাবার খাচ্ছে। বাথোরি হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাতে এসে ঠেকল উষ্ণ জিহ্বা, লোমশ মুখ, মেঘের গর্জনের মতো শব্দ শুনতে পেল।

হাত সরিয়ে নিল বাথোরি। তার হাত ভেজা। রক্ত চুয়ে চুয়ে পড়ছে।

'ওরা কিন্তু ক্ষুধার্ত।' হুমকি দিল বাথোরি।

বড় বড় হয়ে গেল কর্পোরালের চোখ।

বাথোরি কাছে এগিয়ে গেল। কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'নিচের ওই মহিলা কে? পরিচয় কী?'

স্যান্ডারসন উত্তর দেওয়ার আগেই ওর পেছনে একটা বিস্ফোরণ ঘটল। মাসাডার চূড়া থেকে আলো, শব্দ, উত্তাপ বিস্ফোরিত হলো। দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠল চারদিক। ফাটল থেকে আগুনের শিখা বেরোতে লাগল। ধোঁয়া আর ধুলায় ভরে গেল চারদিক। সৃষ্টিকর্তা কিছুক্ষণ আগে যা খুলে দিয়েছিলেন তা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

বাথোরি নিজের কাজের কোনো চিহ্ন না রাখার জন্য ইচ্ছেকৃতভাবে এই বিশাল পাহাড়টা ধসিয়ে দিল।

বিস্ফোরণের শব্দ শুনে শান্ত হলো বাথোরি।

কর্পোরালের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সে।

জবাব চায়।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় বিকেল ৫টা ১৪ মিনিট
মাসাডা, ইসরায়েল

আফটারশকের কারণে হওয়া প্রথম বিস্ফোরণে এখানে ঢোকার ফাটলটা বন্ধ হয়ে গেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে জর্ডান ও ইরিনকে নিয়ে শবাধারে আশ্রয় নিয়েছেন ফাদার করজা। পাথুরে ঢাকনা দিয়ে কোনোমতে শবাধারের মুখ বন্ধ করে ওরা তিনজন এখন প্রাণ বাঁচাচ্ছে।

বদ্ধ শবাধারের ভেতরে থেকেও বাইরে পাথর পতনের ভয়ংকর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন ফাদার। ওনার ভয় হলো, পাথরগুলো ধসে হয়তো এই শবাধারের ঢাকনার ওপর পড়ছে। জীবন্ত কবর রচনা হয়ে যাচ্ছে তাদের। বাইর থেকে আসা আগুনের উত্তাপও যেন টের পাচ্ছেন তিনি। নিজের জীবন নিয়ে কোনো খেদ নেই ফাদারের। কারণ *এই জীবনে* এমন পরিণতি হতে পারে জেনেই তিনি এখানে এসেছেন। কিন্তু এই দুই নর-নারীর তো কোনো দোষ নেই, ভাবলেন ফাদার।

শবাধারে ঢোকার মুহূর্তে প্রচণ্ড ভারী ঢাকনাটা টেনে দেয়ার সময় শারীরিক পরিশ্রমটা ফাদারই করেছেন। আহত জর্ডানও তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে অবশ্য। ফাদার ভাবছেন, নিজের এমন ভিন্ন রূপের কী ব্যাখ্যা দেবেন ওদেরকে? একজন ফাদার কী করে এতটা শক্তির অধিকারী হয়? বীর বিক্রমে গায়ের জোরে লড়াই করতে পারে? উনি যে ব্রতপালন করছেন সেটার নিয়মানুযায়ী ফাদারের উচিত ইরিন ও জর্ডানকে মারা যেতে দেয়া। এ ধরনের প্রশ্ন করার কোনো অনুমতি নেই ব্রতপালনে। উত্তর দেয়া তো দূরের বিষয়।

কিন্তু ফাদার ওদেরকে মরতে দিতে পারেন না।

শবাধারের ভেতরে কালিগোলা অন্ধকার। একে অন্যের শরীর স্পর্শ করে রয়েছে এখানে। ফাদার স্পষ্টভাবে ইরিনের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। ইরিনের শরীর কাঁপছে। ইরিনের শরীরের সাথে লেপ্টে থাকার ফলে কম্পনটা ফাদারের পেটে ও পায়ে ছড়িয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

এলিজাবেটার পর আর কোনো নারীর সঙ্গ এতটা কাছ থেকে পাননি ফাদার রান করজা। তবে ভাগ্য ভালো বলতে হবে, তাঁর দিকে ইরিনের পিঠ দেয়া, বেচারি ভয়ে, আতঙ্কে জর্ডানের বুকে মুখ গুঁজে রয়েছে। জর্ডানের বুকের ওপর ইরিন, আর ইরিনের পিঠের ওপর ফাদার; এই হচ্ছে শবাধারের ভেতরে ওদের অবস্থান।

নিজের মনকে অন্যদিকে সরানোর জন্য হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ গুনতে শুরু করলেন ফাদার। এবং একপর্যায়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাইরের তাণ্ডবলীলা থেমে সব চুপচাপ হয়ে গেল।

ফাদারের নিচ থেকে নড়েচড়ে উঠতে চাইল ইরিন। কিন্তু ফাদার ইরিনের কাঁধ স্পর্শ করে স্থির থাকতে বললেন। শবাধারের ঢাকনা খুলে দেখে তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছেন যাবতীয় ধসে পড়া শেষ হয়েছে কিনা।

ইরিন ও জর্ডান দুজনই এখন কিছুটা শান্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ওরা।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর শবাধারের তলায় হাঁটু ঠেকিয়ে কাঁধ ও হাতের সাহায্যে ঢাকনাটাকে একপাশে সরাতে শুরু করলেন ফাদার। একবারে পুরোটা সরাতে পারলেন না। দুইবার চেষ্টার পর সফল হলেন। ঢাকনাটা আছাড়ে পড়ল মেঝেতে। অবশেষে ওরা মুক্ত।

কিন্তু এখানে ঢোকার বা বেরোনোর প্রবেশপথ তো বন্ধ হয়ে গেছে পাথর ধ্বসের ফলে। তার মানে ওরা এখানেও অনেকটা শবাধারের মতো বন্দী। পার্থক্য এতটুকুই শবাধার ছোট ছিল আর এটা বড়।

নিজে বের হওয়ার পর শবাধার থেকে বেরোতে ইরিন ও জর্ডানকে সাহায্য করলেন ফাদার।

একটা মাত্র গ্লোস্টিক অক্ষত আছে। ভোঁতা আলো ছড়াচ্ছে সেটা।

ইরিন ও জর্ডান কেশে উঠল। বাতাসে প্রচুর ধুলো উড়ছে। এরকম পরিস্থিতিতে বেশিক্ষণ টেকা দায়।

নিজের কাছে থাকা ফ্ল্যাশলাইট অন করল জর্ডান। তাক করল প্রবেশপথের দিকে। ফাদারের সাথে চোখাচোখি হতেই সন্দেহ চোখে দুই পা দূরে সরে গেল সে।

দ্বিতীয় ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাল ইরিন। ক্ষতিগ্রস্থ চেম্বারের চারদিকে দেখল আলো ফেলে। সবকিছুর ওপরে এক স্তর ধুলো জমে গেছে। পড়ে থাকা লাশগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে পাউডার মাখা মূর্তি। কিছুক্ষণ আগে হয়ে যাওয়া হত্যাযজ্ঞের সাক্ষী ওগুলো।

BanglaBook.org

শবাধারের ভারী ঢাকনাটা মেঝেতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ফাদারের শরীরে থাকা অস্বাভাবিক শক্তির জলজ্যান্ত প্রমাণ!

যদিও জর্ডান সম্ভবত বিষয়টা এখনও খেয়াল করেনি। বিস্ফোরিত হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রবেশপথের দিকে। মনে হচ্ছে ওটা যেন কোনো অমীমাংসিত রহস্য।

ইরিন চারদিকে লাইট ঘুরিয়ে অবশেষে ফাদারের কাছে এসে থামল। 'ধন্যবাদ, ফাদার।'

রান করজা টের পেলেন 'ফাদার' শব্দটা বলার সময় ইরিনের কণ্ঠে একধরনের জড়তা ছিল। উনি বুঝতে পারলেন ইরিন একজন অবিশ্বাসী। ধর্ম-কর্মে ওর আস্থা নেই।

'আমার নাম রান।' নিচু গলায় বললেন ফাদার। 'রান করজা।'

বহু বছর পেরিয়ে গেছে নিজের পুরো নাম উচ্চারণ করেননি ফাদার। তবে এখানে যদি সবাই একসাথে মারা যেতে হয়... তাই ভাবলেন নিজের পুরোটা নামটা জানিয়ে দিলে ক্ষতি নেই।

'আমি ইরিন। আর উনার নাম জর্ডান। তারপর...'

কিন্তু জর্ডান এসব সৌজন্যতার ধার ধারল না। ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'ওরা কারা?'

প্রশ্নটা স্বাভাবিক শোনালেও ফাদারের কাছে এটা একটা স্পর্শকাতর প্রশ্ন। চার্চ থেকে এই চরম গোপনীয় ব্যাপারে মুখ খুলতে নিষেধ আছে।

তবে ফাদার বিষয়টা বিবেচনা করলেন। জর্ডান নিজেও একজন যোদ্ধা। ফাদারের সাথে তাল মিলিয়ে সে-ও নির্ভীকভাবে লড়েছে, রক্ত ঝরিয়েছে। তাই প্রশ্নের উত্তরটা জানার অধিকার আছে তার।

'ওরা *স্ট্রিগোয়*।'

ফাদারের জবাবটা যেন বাতাসে ঝুলে রইল। ঠিক উড়ন্ত ধুলোর চাদরের মতো ধোঁয়াশা সৃষ্টি করল ইরিন আর জর্ডানের মনে। এই উত্তরে তৃপ্তি তো হলোই না উল্টো আরও প্রশ্নের জন্ম দিল।

ঘাড় কাত করল জর্ডান। বুঝতে পারছে না।

ইরিনও তাকিয়ে আছে ফাদারের দিকে। ওর তাকানোর মাঝে কৌতূহলের চেয়ে রাগের পরিমাণ বেশি বলে মনে হলো।

'মানে কী?' এতটুকু উত্তরে জর্ডান সন্তুষ্ট নয়।

একটা লাশের ওপরে থাকা পাথর সরালেন ফাদার। ইরিন সেদিকে ফ্ল্যাশলাইট ধরল। ফাদার ধুলো সরিয়ে লাশের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ঠোঁট

BanglaBook.org

উল্টিয়ে দেখালেন ওদেরকে। এক প্রাচীন গুপ্ত বিষয় উন্মোচিত হলো।

সাদা লম্বা দাঁত দেখা গেল লাশের চোয়ালে। দাঁতগুলো দেখতে বেশ তীক্ষ্ণ।

দৃশ্যটা দেখে নিজের অস্ত্রে হাত দিল জর্ডান। ইরিনও চমকে গেছে। ভয়ে, বিস্ময়ে আপনা-আপনি ওর এক হাত উঠে যাচ্ছিল মুখের কাছে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ইরিন। কাঁপা হাতে লাশের মুখ পরীক্ষা করতে শুরু করল। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ফাদারের দিকে।

ফাদার কিছু বললেন না। ওরা জবাব চেয়েছিল ফাদার জবাব দিয়েছেন। কিন্তু ইরিনের ভেতরে যে অবিশ্বাস রয়েছে সেখানে ফাদার 'বিশ্বাসী হওয়ার সদিচ্ছা'টুকু ঢুকিয়ে দিতে পারবেন না এবং ইরিনের কথায় সেটার সত্যতা পাওয়া গেল।

'এগুলো হয়তো কৃত্রিম। লম্বা লম্বা আলগা দাঁত লাগানো হয়েছে...'

তার মানে ইরিন এখনও বিশ্বাস করতে রাজি নয়। অবিশ্বাসীরা এমনই হয়। চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস করতে চায় না এরা। ফাদার এ রকম অবিশ্বাসী আগেও দেখেছেন। তবে তাদের সাথে ইরিনের পার্থক্য হলো, তারা দম্ভভরে এড়িয়ে যায়। অন্যদিকে ইরিন এখনও লাশের ঠোঁট দাঁত, চোয়াল পরীক্ষা করে চলছে সত্য জানার জন্য।

ফাদার ভেবেছিলেন দাঁত আর চোয়াল দেখে ইরিন ভয়ে গুটিয়ে যাবে। কিন্তু না, সে আরও কৌতূহলী হয়ে উঠছে, চোখে মুগ্ধতা।

BanglaBook.org

বিকাল ৫টা ২১ মিনিট

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে লাশের দাঁত পর্যবেক্ষণ করা শেষে চিন্তা করতে শুরু করল ইরিন। যেসব গোত্রের বা সংস্কৃতির লোকজন নিজেদের দাঁতকে ধারাল করে, মানসপটে তাদের একটা তালিকায় একবার চোখ বোলাল। সুদানের মরুভূমিতে, প্রাচীন মায়া সভ্যতায়, বালি নামের অঞ্চলে এ ধরনের সংস্কৃতি আছে।

কিন্তু এটা সে রকম নয়। ভিন্ন।

ইরিন পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরেছে এই দাঁতগুলো কোনো যন্ত্র বা অস্ত্রের সাহায্যে তীক্ষ্ণ করা হয়নি।

'ডক্টর, কিছু বলুন।' ইরিনের কাঁধের ওপর ঝুঁকল জর্ডান। 'কী

ভাবছেন?'

নিজেকে যতটুকু সম্ভব সংযত করে বলতে শুরু করল ইরিন। 'দাঁতগুলো একদম মাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। গোড়া বেশ মোটা। মজবুত।'

মাথা নেড়ে দুই পা সরে গেল জর্ডান। এক হাত অস্ত্রের ওপর রেখে বলল, 'বুঝলাম।'

তাকে মেকি হাসি উপহার দিল ইরিন। বোঝাতে চাইল এটা তেমন গুরুতর কিছু নয়।

কিন্তু জর্ডানকে ফাঁকি দেয়া গেল না। সিরিয়াস ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করল। 'কিন্তু এর মানে কী?'

লাশ থেকে নিজের দূরত্ব বাড়াল ইরিন। 'এ রকম দাঁত ও মাড়ি সাধারণত শিকারি প্রাণীদের মাঝে দেখা যায়।'

পা ফেলে আলগোছে ফাদার দূরে সরতে শুরু করলেন। জর্ডান তার দিকে ব্যারেল তাক করল।

'জর্ডান!' আঁতকে উঠল ইরিন।

'সমস্যা নেই। বলতে থাকুন।' পাদ্রিকে চোখেচোখে রাখছে জর্ডান। আশঙ্কা করছে এই ব্যক্তি ওদের আলোচনায় বাগড়া দিয়ে বসতে পারে। 'বিষয়টা ইন্টারেস্টিং লাগছে, তাই না, পাদ্রি সাহেব?'

'একটা সিংহের চোয়াল প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৬০০ পাউন্ড ওজনের চাপ সৃষ্টি করতে পারে। আর এই বিশাল চাপ তৈরি করার জন্য দাঁতকে ঘিরে থাকা মাড়ির চারপাশ খুব শক্ত ও মোটা হয়ে থাকে। এই লাশেরটা তেমনই।'

'তাহলে আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?' গলা পরিষ্কার করল জর্ডান। 'এগুলো স্রেফ ফ্যাশনের জন্য করেনি? প্রাকৃতিকভাবে এ রকম দাঁত হয়েছে এদের?'

ইরিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'এ ছাড়া অন্য কোনো মানানসই ব্যাখ্যা আমি দিতে পারছি না।'

জর্ডানের চেহারায়, চোখে ভয়ের ছায়া দেখতে পেল ইরিন। ভয় ও নিজেও কম পায়নি। চুপ করে থাকা ফাদারের দিকে তাকাল ও। 'আপনারা এদেরকে *স্ট্রিগোয়* বলে থাকেন?'

'হ্যাঁ। এদেরকে আসলে অনেক নামেই ডাকা হয়। *Vrykolakas. Asema. Dhakhanavar;* প্রাচীন যুগ থেকে এরা পুরো পৃথিবীতে পরিচিত।

BanglaBook.org

তবে আধুনিক যুগে আপনারা এদেরকে ভ্যাম্পায়ার বলে থাকেন।'

আস্তে করে বসে পড়ল ইরিন। মানুষ হয়তো এই ভীতিকর অতীতকে ভুলে গেছে কিন্তু সেটা তো মুছে যায়নি। ভাবতেই ঠাণ্ডা শিরশিরে একটা ঢেউ ওর পিঠ দিয়ে বয়ে গেল।

'আর আপনি এদের সাথে লড়াই করেছেন?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, করেছি।' নরম শান্তস্বরে ফাদার জবাব দিলেন।

'কীভাবে সম্ভব, পাদ্রি?' মারকুটে ভঙ্গিতে এক পা এগিয়ে এসে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াল জর্ডান। 'আপনি কি ভ্যাটিকান কমান্ডো টাইপের কেউ?'

'না।' গ্লোভস পরা হাত দুটো ভাঁজ করলেন ফাদার। 'আমি একজন যাজক। ঈশ্বরের একনিষ্ঠ গোলাম মাত্র। তবে হ্যাঁ, আমাকে অন্যায়ের সাথে লড়াই করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।'

ফাদারকে অনেক প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে ইরিনের। তবে এই মুহূর্তে যে প্রশ্নটা সবার আগে করা দরকার সেটাই করল ও। 'ফাদার আপনি এখানে এসেই একটা বইয়ের কথা বলেছিলেন। বইটা হয়তো এখানে লুকোনো আছে। সেই বইয়ের জন্যই কি আমাদের ওপর হামলা হলো?'

জবাব না দিয়ে ওপরের দিকে তাকালেন ফাদার। 'পাহাড় এখনও নড়ছে।'

'কথার জবাব দিন...' জর্ডান ওর বাক্যটা শেষ করতে পারল না। কেঁপে উঠল পুরো পাহাড়। আশপাশে আবার কিছু পাথর ধসে পড়ল।

জর্ডানের পিঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইরিন। দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। 'আরেকটা আফটারশক?'

'হ্যাঁ, তবে আগের কম্পনের ফলে পাহাড়ের কাঠামো দুর্বল হওয়ার কারণেও এটা হতে পারে।' ওপরের দিকে তাকাল জর্ডান। 'তবে যা-ই হোক না কেন, খুব শীঘ্রই এই ফাঁকা জায়গাটায় সবকিছু ধসে পড়বে।'

'অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার আগে এখান থেকে বের হওয়ার রাস্তা খুঁজতে হবে আমাদের।' বললেন ফাদার।

বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রবেশপথের দিকে জর্ডান এগোল।

'না, ওদিক দিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।' ফাদার জানালেন। 'তবে আমি একটা তথ্য জানি। মাসাডা পতনের সময় যারা এখানে বইটা লুকিয়ে রাখতে এসেছিল, তারা একটা গোপন পথ ব্যবহার করেছিল তখন। খুব কম মানুষই সেই পথ সম্পর্কে জানে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখান থেকে যাওয়ার সময় ওরা রাস্তাটাকে সিলগালা করে দিয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

চারপাশের দেয়ালের দিকে তাকাল জর্ডান। 'কোথায় সেই রাস্তা?'

'জানা নেই। হারিয়ে গেছে।'

'অথচ আপনি আমাদেরকে সেই পথের আশায় বসিয়ে রাখতে চাচ্ছেন?' জর্ডান জিজ্ঞেস করল।

'আসলে সেই পথের ব্যাপারে চার্চের কাছে আর কোনো তথ্য নেই। কেউই জানে না ওটার ব্যাপারে।'

'না। আমি জানি।' মিষ্টি করে হেসে বলল ইরিন।

বিকেল ৫টা ২৫ মিনিট

জর্ডান কিছুটা বিস্ময় নিয়ে ইরিনের দিকে তাকাল। 'কোথায়? দেখান তো!'

চেম্বারের পেছনের অংশে গেল ইরিন। ওর পিছু পিছু ফাদার ও জর্ডানও গেল সেদিকে।

'আমাদের ওপর হামলা হওয়ারও আগে অর্থাৎ, যখন আমি মেয়েটার লাশ পরীক্ষা করে দেখছিলাম তখনই এটা আমার নজরে পড়েছিল। এখানকার দেয়ালে থাকা পাথরগুলো দেখুন।' জর্ডানের হাত টেনে নিয়ে নিজের হাতের পাশে রাখল ইরিন।

ঠাণ্ডা পাথর ছুঁয়ে দেখল জর্ডান।

'অন্য পাশের দেয়ালের চেয়ে এখানকার পাথরগুলো একটু ভিন্ন মনে হচ্ছে না?'

'এর মানে কী দাঁড়াচ্ছে?' জর্ডান জানতে চাইল।

'আমার মনে হচ্ছে, এই দেয়াল নির্মাণের কাজটা ওপাশ থেকে করা হয়েছে। তাই এখানে সামান্য পার্থক্য তৈরি হয়েছে দেয়ালের অন্য পাশগুলোর সাথে।'

'এটাই তাহলে সিল করা সেই রাস্তা।' শিস দিল জর্ডান। 'দারুণ পর্যবেক্ষণ আপনার!'

আবারও পাহাড় দুলে উঠল।

আফটারশক।

প্রবেশপথে ধ্বসে পড়া কিছু পাথর একটু সরে গেল কম্পনের কারণে। হামলাকারীদের লাশের সাথে জর্ডানের সহকর্মীর লাশও উন্মোচিত হলো।

ম্যাক কুপার।

দ্রুত ম্যাকের কাছে এগিয়ে গেল জর্ডান। ম্যাক ওর বন্ধু ও সহকর্মী ছিল। ম্যাকের সাথে কাটানো সময়গুলোর কথা মনে পড়ল জর্ডানের। সেই

BanglaBook.org

অট্টহাসি, বিয়ারের বোতল নিয়ে দুষ্টুমি আর মেয়েদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা মানুষটির দেহ এখন প্রাণশূন্য।

আমি দুঃখিত, বন্ধু। তোমাকে বাঁচাতে পারিনি। তুমি হয়তো পাশে থাকবে না। তবে তোমার স্মৃতিগুলো আজীবন রয়ে যাবে আমার সাথে।

মনে মনে শোক প্রকাশ করল জর্ডান।

হঠাৎ ওর মনে পড়ল ম্যাকের ব্যাকপ্যাকের কথা। ওতে সি-ফোর বিস্ফোরক আছে। ম্যাকের লাশের পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে দ্রুত ইরিনের কাছে গেল জর্ডান। ফাদারকে ওর সুবিধের মনে হচ্ছে না। অনেক গোপনীয়তা রেখেছেন ফাদার। পেশায় ফাদার অথচ কমাণ্ডোর মতো মারপিট করতে জানেন! ফাদারের জন্যই হয়তো জর্ডানের লোকদের প্রাণ হারাতে হয়েছে। এই বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেয়ে ফাদার কী করবেন?

যা-ই করার পরিকল্পনা করে থাকুন না কেন তা আপাতত ধর্তব্য নয়। এই পাহাড়ের পেট থেকে বেরোতে হবে। নইলে চাপা পড়ে মরতে হবে চিরতরে।

দ্রুত ব্যাকপ্যাক খুলে কাজে লেগে পড়ল জর্ডান। ডেমোলিশন এক্সপার্ট হিসেবে সি-ফোর সেট করে বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজটা বরাবরই ম্যাক করে। কিন্তু আজ আর সে বেঁচে নেই। তাই জর্ডানকেই করতে হচ্ছে ধীরে ধীরে। ম্যাক থাকলে অনেক দ্রুতগতিতে কাজটা করতে পারত।

এখানে সি-ফোর আনার উদ্দেশ্য ছিল রয়ে যাওয়া কোনো ড্রাম বা উচ্ছিষ্ট বর্জ্যকে ধ্বংস করা। ভেবেছিল ঘটনাটা খুবই সাধারণ। সামান্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হয়তো। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে গেছে।

সি-ফোরগুলো সেট করতে করতে ইরিনের ওপর নজর রাখছে জর্ডান। ফাদারের সাথে কথা বলছে সে

'আপনার ভাষ্য মতে, ওই মেয়ে যখন মারা যায় তখন ওর বয়স ২ হাজার বছর ছিল?'

ফাদার এত নিচুস্বরে জবাব দিলেন যে জর্ডানকে কান খাড়া করতে হলো। 'সে কোনো সাধারণ মেয়ে ছিল না। *স্ট্রিগোয়* ছিল। বইটাকে রক্ষা করার জন্য তাকে রাখা হয়েছিল এখানে। ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার আগ পর্যন্ত সে তার দায়িত্ব পালন করছিল।'

নাৎসি বাহিনী এখানে ঢুকে শবাধার খুলে দেখতে পেয়েছিল মেয়েটা তখনও জীবিত। নিজেদের কাজ সারার জন্য ওরা তখন ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে মেয়েটাকে।

BanglaBook.org

ভাবল জর্ডান।

ওর মনে পড়ল, এখানে আসার পর ভাঙাচোরা গ্যাস মাস্ক দেখতে পেয়েছিল। তার মানে, নাৎসিরা জানত এখানে এসে তাদেরকে কিসের মুখোমুখি হতে হবে। ওরা জানত মেয়ে ও বিষাক্ত গ্যাস দুটোরই দেখা মিলবে।

ইরিন স্বস্তি পাচ্ছে না। বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না এই মেয়েটার ব্যাপারে। 'চার্চ এই ছোট্ট মেয়েটাকে পাহারা দেয়ার কুকুরের মতো করে ২ হাজার ধরে রেখে দিয়েছিল?'

'২ হাজার বছর পরেও সে *ছোট্ট মেয়ে* ছিল না। পবিত্র ওয়াইনে ডুবিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছিল তাকে। তবে এটা ঠিক, এরকম নির্মম কাজে তখন সবাই মত দেয়নি। বলা হয়, যিশুখ্রিস্ট তাঁর যে ১২ জন শিষ্যকে শান্তির বাণী প্রচার করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের একজন *অ্যাপসল* পিটার এই পাহাড়ে কাজটা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শহীদ ইহুদিদের সাথে এই শবাধারের বন্ধন গড়তে চেয়েছিলেন তিনি। আর শবাধারের ভেতরে থাকা ব্যক্তিকে রেখেছিলেন গুপ্তধন পাহারা দেয়ার জন্য।'

'দাঁড়ান!' ইরিন বলল। '*অ্যাপসল* পিটার... মানে *সেইন্ট* পিটার? আপনি বলতে চাচ্ছেন, মাসাডার গণ্ডগোলের সময়ে তিনি কাউকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন সেই বইটাকে এখানে নিয়ে এসে রাখা হয়?'

'না। পিটার স্বয়ং বইটা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সাথে ছিল কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর।'

'না, তা হতে পারে না।' আপত্তি জানাল ইরিন। 'নিরোর শাসনামলেই লোকজন পিটারকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। মাসাডা পতনেরও প্রায় তিন বছর আগের ঘটনা সেটা। কীভাবে সম্ভব?'

অন্যদিকে ঘুরলেন করজা। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ইতিহাস সব সময় নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা হয় না।'

এদিকে জর্ডান তার কাজ সেরে ফেলেছে। সি-ফোর সেট করে তারবিহীন ডেটোনেটর হাতে নিয়ে দাঁড়াল। চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকাল ইরিন।

জর্ডান বলল, 'হয় এতে কাজ হবে... নইলে ধরে নিন আমরা সবাই মারা যাচ্ছি।'

BanglaBoi.org

অধ্যায় ১১

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় সন্ধ্যা ৬টা ১ মিনিট,
অজানা কোথাও, ইসরায়েল

হাসপাতালের বেডে বসে নিজের বুকে লাগানো আইভি পোর্টে আলগোছে আঙুল বোলাল টমি। এর আগেও এ রকম পরিস্থিতি ওর জীবনে এসেছে। নতুন কিছু নয়।

ওর চিকিৎসায় নিযুক্ত শুকনো শরীরের ডাক্তার মহিলা এখনও নিজের নাম জানায়নি। সাধারণত ডাক্তাররা রোগীদের সাথে নিজ থেকে পরিচিত হয়। তারা চায় রোগী যেন তাদেরকে মনে রাখে। কিন্তু এই ডাক্তারের হাবভাব দেখে উল্টোটা মনে হয়েছে।

চারদিকে তাকাল সে। অন্য আট-দশটা হাসপাতালের রুমের মতোই দেখতে এটা। কম্বল ছেড়ে নামল বিছানা থেকে। ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। চারদিকে মরুভূমি আর আকাশে চাঁদের আলো ছাড়া কোথাও কিছু নেই।

ইসরায়েলিরা ওকে তুলে এনে এরকম জনশূন্য স্থানে এনেছে।

কেন?

সাধারণত হাসপাতালগুলোর অবস্থান হয় শহরে। হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার জায়গা থাকে, পার্কিং লট থাকে, যাতায়াতের ভালো রাস্তা থাকে। কিন্তু এখানে ওসব কিছু নেই।

কপ্টারে ওকে তোলার পর মাঝের সিটে বসানো হয়েছিল। ওর দু'পাশে ছিল দুই ইজরাইলি কমান্ডো। তবে দুজনই যথেষ্ট দূরত্ব বজার রাখার চেষ্টা করেছিল তখন। এমন একটা ভাব করছিল যেন ওর সাথে ছোঁয়া লাগলে ভয়ংকর কিছু হয়ে যাবে।

এর আগে, এক আমেরিকান সৈনিকের কথা শুনে ফেলেছিল ও। সে বলছিল ওর পোশাকে আর চুলে নাকি এখনও কেমিক্যালের উপাদান ও

BanglaBook.org

বিষাক্ত গ্যাস লেগে আছে। বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে গোসল করিয়ে, ত্বকে মরা কোষ তুলে ডিকন্টামিনেশনের মাধ্যমে দূষণমুক্ত না করা পর্যন্ত ওকে কেউ ছোঁয়নি। তবে মজার ব্যাপার হলো, গোসল করানোর পর সেই নোংরা পানিটুকুও ওরা সংগ্রহ করে রেখেছে।

তখুনি ও টের পেয়েছে, কেন ওকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। সবাই যে গ্যাসে মারা পড়ল সেখানে ও কীভাবে টিকে রইল এটা নিয়ে গবেষণা করার জন্যই ওকে এখানে আনা হয়েছে। ওকে গিনিপিগ বানিয়ে গবেষণা করা হবে।

কপাল ভালো, মেলানোমা সারার ব্যাপারে ও কোনো কিছু উচ্চারণ করেনি। অবশ্য বিষয়টা গোপন রাখা কঠিন কিছু নয়। কারণ, ওর সাথে কেউ খুব একটা কথা বলে না। সবাই ওর চারপাশে ওকে নিয়েই কথা বলে কিন্তু ওর সাথে কেউ কথা বলে না।

তবে এক ফাদার ওর সাথে কথা বলেছিলেন।

ফাদার করজা।

শান্ত, শুভ্র, ভদ্র একজন মানুষ। খুব দরদ নিয়ে ওর কাছ থেকে বাবা, মা আর সেই দিনের ভয়ংকর ঘটনার ব্যাপারে শুনতে চেয়েছিলেন তিনি।

টমি নিজে ক্যাথলিক না হলেও ফাদারের আচরণে মুগ্ধ হয়েছিল।

বাবা-মার কথা মনে পড়তেই ওর চোখে পানি এল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। ক্যান্সারের সাথে লড়তে লড়তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখে গেছে। কারণ তখন ওর ধারণা ছিল, কষ্টের পর যদি আনন্দ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সেই কষ্টে চোখের জল ফেলে কী লাভ? তবে এবার পরিস্থিতি বদলেছে। ও নিজে কখনও চিন্তাও করেনি এ রকম পরিবর্তন আসবে ওর জীবনে।

হাতের কব্জির দিকে তাকাল ও।

চিন্তার বাইরে হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তন ঠিকই এসেছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় বিকেল ৬টা ৩ মিনিট
মাসাডা, ইসরায়েল

শবাধারের পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে ইরিন। দুই হাতে কান চেপে ধরে রেখেছে। দেয়ালের বিপরীতে সেট করা সি-ফোরের ডেটোনেটর চেপে দিল জর্ডান। গড়িয়ে গড়িয়ে পাথর পড়তে শুরু করল। বালি ঝরে পড়তে লাগল ছাদ থেকে। ভয়ে কেঁপে উঠল ইরিন। ধুলোবালি শরীরে পড়তেই মনে হলো তার শরীরের ওপর দিয়ে হাজারো মাকড়সা হেঁটে যাচ্ছে।

জর্ডান তাকে দ্রুত পেছনে টেনে নিয়ে এলো, 'সরে আসুন!'

জর্ডানের তাড়াহুড়ার কারণ বুঝতে পারল না ইরিন। বিস্ফোরণের শব্দ বাড়তেই লাগল। ইরিন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। মাটি কাঁপছে!

আরেকটা আফটারশক!

পাদ্রি ইরিনকে টেনে নিয়ে চললেন ধূমায়িত দেয়ালের দিকে। দেয়াল থেকে ছোট একটা গর্ত বেরিয়ে এসেছে। গর্তটা বেশিই ছোট!

'হেল্প মি!' চিৎকার করে উঠল জর্ডান।

তারা তিনজন দেয়ালের প্রান্ত থেকে আলগা ইট টেনে বের করছে। ছোট গর্তটির পেছনে পাথর কাটা একটা প্যাসেজ দেখা গেল। অনেক আগে মানুষ এই রাস্তাটি তৈরি করেছিল।

ভূকম্পন বেড়েই চলেছে।

'আর সময় নেই!' চিৎকার করে উঠল জর্ডান। শেষ ইটটি বের করে আনল। ছোট একটা জায়গা তৈরি হয়েছে।

'সবাই বের হয়ে যান!'

ওরা বেরোনোর আগেই তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সবাই!

মাথার ওপর ছাদে ফাটল ধরেছে।

জর্ডান ইরিনকে ধরল। ঠেলে বের করে দিল পাথরের ফোঁকর দিয়ে। ইরিনের কনুইয়ের চামড়া ছিলে গেছে। প্যাসেজে নামল ইরিন। আলো তুলে

BanglaBook.org

ধরল জর্ডানের দিকে।

''ফাদার এরপর আপনি' বলল জর্ডান, 'আপনি আমার তুলনায় সাইজে ছোট।'

মাথা নেড়ে গর্ত দিয়ে বের হয়ে গেলেন পাদ্রি। হামাগুড়ি দিয়ে ইরিনের পাশে চলে এলেন। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন প্যাসেজে।

কী দেখার আশা করছিলেন তিনি?

ইরিন ফিরল জর্ডানের দিকে। পেছনে সম্পূর্ণ ছাদ ধ্বসে পড়েছে।

গর্ত ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল জর্ডান। একটা কাঁধ বের করার পরেই আটকে গেল। লাল হয়ে গেল তার মুখ। তার পেছনে শবাধারটি ধসে যেতে লাগল। ইরিনের দিকে তাকাল। চোখের ইশারায় তাকে প্যাসেজ ধরে চলে যেতে নির্দেশ করল জর্ডান।

ফাদার করজা এগিয়ে এলেন। শক্ত হাতে গর্ত থেকে ছুটিয়ে নিলেন জর্ডানকে। কিছু ইটও ছুটে বেরিয়ে এল। জর্ডান এসে পড়ল পাদ্রির ওপর। হাঁপাতে লাগল। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল ওর চেহারা।

ফাদার করজা তাকে উঠতে সাহায্য করলেন।

'ধন্যবাদ ফাদার' বলল জর্ডান। কাঁধে চোট পেয়েছে অবশ্য।

ফাদার অন্ধকার প্যাসেজের দিকে যেতে নির্দেশ করলেন। এটা খাড়াভাবে নিচে নেমে গেছে।

ইরিন টানেলের দিকে যেতে লাগল। আঁকাবাঁকা পথ। ভুলে পা ফেলতেই তার ডান পায়ের গোড়ালি মচকে গেল। পড়ে যাওয়ার আগেই পাদ্রি তাকে ধরে ফেললেন। লোহার মতো শক্ত তাঁর হাত।

বিপজ্জনক খাড়া প্যাসেজ পার হয়ে আসার পর পাদ্রি থেমে গেলেন। নিচে নামালেন ইরিনকে।

ইরিন নিঃশ্বাস নিল। ঠিক করার চেষ্টা করল গোড়ালিটা। এরপর তার ছোট লাইট জ্বালাল। সামনে পাথরের দেয়াল তাদের পথ আটকে রেখেছে।

জর্ডান এসে পৌঁছাতেই আর্তনাদ করে বলল, 'রাস্তা বন্ধ!'

BanglaBook.org

বিকাল ৬টা ৩৩

পথ আটকে রাখা পাথরের দেয়ালে হাত চালাতে লাগলেন রান। যদি কোনো রাস্তা পেয়ে যান!

রাত নেমে এসেছে। এখুন পাথর কিছুটা গরম হয়ে আছে সূর্যের তাপে।

দেয়ালে কান পেতে দিলেন তিনি। শেয়ালের পদধ্বনি শুনতে পেলেন যেন। সাথে মৃদু শব্দের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজও টের পেলেন।

‘আমরা কি পেছনে ফিরে যাব, ফাদার?’ জিজ্ঞেস করল জর্ডান, ‘অন্য প্যাসেজ খুঁজব?’

যদিও জর্ডান জানে অন্য কোনো প্যাসেজ নেই!

‘আমরা মুক্তির প্রায় কাছে চলে এসেছি’ রান বলে উঠলেন, ‘এটাই শেষ বাধা।’

জর্ডান এসে পাথরের ওপর হাত রাখল, ‘আমরা ধাক্কা দেব?’

এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ইরিনও হাত লাগাল।

রান নিজের সম্পূর্ণ ওজন দিয়ে পাথরের দেয়াল ঠেলতে লাগলেন।

সম্পূর্ণ মাসাডা কাঁপছে। আফটারশক।

তাঁর পাশে বাকি দুজনও স্থির দেয়াল ঠেলে চলেছে।

‘আপনার বেল্টে যে গ্রেনেড ছিল? তা দিয়ে এই দেয়াল উড়িয়ে দেয়া যাবে না?’ জর্ডানকে বলল ইরিন।

‘শুধু উড়িয়ে দিলেই তো হবে না। বিস্ফোরণ উল্টো আমাদের দিকেই আসবে। ‘ম্যাকের ডিমোলিশন প্যাকে সি-ফোর যদি ব্যবহার না করতাম তাহলে নিজেদের ক্ষতি করা ছাড়া পেছন দেয়ালটা ফাটানো সম্ভব হত না।’

আরেকটা তীব্র ঝাঁকুনি পাহাড় নাড়িয়ে দিল। সাদা হয়ে গেল ইরিনের মুখ। জর্ডান ইরিনের কাঁধে হাত রাখল। কাছে টেনে নিল তাকে। ইরিন তার কাঁধে মুখ গুঁজল। ইরিনের কপালে চুমু খেল জর্ডান। এরকম নরম চুমুর ছোঁয়া ইরিন সম্ভবত জীবনেও পায়নি।

পাদ্রি একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলেন দৃশ্যটা। কিন্তু না! এটা তাঁর কাজ নয়। দেয়ালের দিকে ফিরলেন তিনি। ওদের সেবা করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ক্রস স্পর্শ করলেন পাদ্রি। হঠাৎ বাইবেলের কিছু লাইন মনে পড়ে গেল তাঁর, ‘এবং জোসেফ মিহি পাটের কাপড় কিনে, সেটা দিয়ে *তাঁর* শরীর মুড়িয়ে নিলেন। তারপর *তাঁকে* শুইয়ে দিলেন পাথর খুঁদে বানানো সমাধিতে...’

অবশ্যই!

করজার চোখ খুলে গেল। পাথরগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তিনি। মসৃণ পৃষ্ঠে হাত বুলালেন। মনের আয়নায় তিনি যেন দেখতে পেলেন, নীচে কিছু খালি জায়গা আছে। তাঁর মনে হতে লাগল পাথরের প্রান্তগুলো বাঁকা। তিনি কল্পনা করলেন, বাঁকা প্রান্তগুলো পাথরের চারপাশে গোলাকৃতি ধারণ করেছে।

নীরব প্রার্থনায় যেন ধন্যবাদ জানালেন তিনি।

BanglaBook.org

এরপর তাদের পাশ কাটিয়ে চলতে লাগলেন। ইরিন যেন তাঁর মুখে কিছু খেয়াল করল।

'কী হল?'

পাদ্রি জর্ডানের বেল্ট থেকে গ্রেনেড খুলতে গেলেন।

'এটা কাজ করবে না।' জর্ডান বলল, 'আমি বলছিলাম...'

'ভরসা রাখুন।' পাদ্রি বালি পেরিয়ে পাথরের কাছে গিয়ে দেয়ালের পাশে খুঁড়তে শুরু করলেন। কিন্তু বালি সরানো মাত্রই আবার আগের জায়গায় গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। একা পারছিলেন না তিনি।

'আমাকে সাহায্য করুন। মেঝে খুঁড়তে থাকুন।'

ওরা কাজ শুরু করে দিল। বালি খুঁড়ে পাথরের দেয়াল আর মেঝের মধ্যে ছোট একটা গর্তও বের করে ফেলল। রান নিচে নেমে গেলেন। ফাটলের গভীরে কিনারায় এঁটে দিলেন গ্রেনেডটি।

পিনে হাত রেখে পেছন ফিরে বললেন, 'টানেল থেকে যত দূরে পারেন চলে যান।'

'আর আপনি?'

'আপনাদের পিছু পিছু আসার চেষ্টা করব।'

জর্ডান এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। এরপর ইরিনকে টেনে নিয়ে চলল পেছনে।

ইরিন জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কীভাবে জানেন এটা কাজ করবে?'

জানেন না রান। কিন্তু তাঁকে সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

মার্ক ১৫:৪৬

ফিসফিস করে প্রার্থনা করলেন তিনি। যেন উত্তরও দিলেন। **'এবং জোসেফ মিহি পাটের কাপড় কিনে, সেটা দিয়ে *তাঁর* শরীর মুড়িয়ে নিলেন। তারপর *তাঁকে* শুইয়ে দিলেন পাথর খুঁদে বানানো সমাধিতে... এবং একটি পাথর গড়িয়ে দিলেন সমাধির দরজার দিকে...'** বলতে বলতেই গ্রেনেডের পিন জোরে টান দিয়ে খুলে ফেললেন ফাদার।

তিন পা সামনে এগিয়েছেন এমন সময় তাঁর পেছনে বিকট শব্দে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো। দেয়ালের এক প্রান্তে মাথা ঠুকে যাওয়ায় মাটিতে পড়ে গেলেন পাদ্রি। তিনি পড়ে রইলেন, নড়তে পারলেন না।

বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ধোঁয়া আর ধুলোবালি। হঠাৎ মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে গেল প্যাসেজে।

BanglaBook.org

‘তাঁকে পেয়েছি আমি!’ জর্ডান পাদ্রিকে পাঁজাকোলা করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

ইরিন এগিয়ে এল।

‘দেখুন! গ্রেনেড বিস্ফোরণের ধাক্কায় পাথরটা দুই ফুট সরে গেছে! এটা আমার মাথায় কেন আসেনি? তারা যিশুর সমাধির মতো করে এই জায়গাটা বন্ধ করে রেখেছে।’

‘এবং একটি পাথর গড়িয়ে দিলেন সমাধির দরজার দিকে...’ অস্ফুটস্বরে বলতে লাগলেন পাদ্রি।

তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁকে পাথরের দেয়ালের ভেতর থেকে বের করে বাইরে মুক্ত বাতাসে নেয়া হচ্ছে। ওপরে তাকালেন তিনি। আকাশে তারা জ্বলজ্বল করছে।

পাহাড় ধসে পড়ার বিকট শব্দ হল, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল পাথর।

অনেকক্ষণ পর নীরবতা নেমে এল।

এর পরও ইরিন ও জর্ডান পাদ্রিকে নিয়ে মরুভূমির আরো ভেতরে যেতে থাকল। একসময় থামল ওরা।

জর্ডান রানের কাঁধে হাত রাখল, ‘আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ, ফাদার।’

সাধারণ কথা। কিন্তু এই কথাগুলোও ফাদার তাঁর জীবনে খুব বেশি শোনেননি। ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন সব সময়। অন্য কারও সাথে কথাবার্তা বলেননি খুব একটা।

ইরিন কাছে ঘেঁষে এল, ‘ফাদার করজা, আপনি এখানে কোন বইয়ের খোঁজ করছিলেন?’

সে ও জর্ডান একসাথে লড়াই করেছে, মেরেছে, তাদের বন্ধুদের হারিয়েছে শুধুমাত্র এই বইয়ের কারণে। এর পরও কি ওরা উত্তরটা জানতে চাইতে পারে না?

‘গসপেল। রচয়িতার নিজের রক্ত দিয়ে লেখা’, বললেন পাদ্রি।

‘মানে? আপনি কি কোনো হারিয়ে যাওয়া সন্দেহজনক বইয়ের কথা বলছেন?’

ফাদার ইরিনের কণ্ঠে জানার আগ্রহ টের পেলেন, কিন্তু মনে হল ইরিন বুঝতে পারেনি। তিনি মাথা ঘুরিয়ে তার চোখের দিকে তাকালেন।

‘গসপেল।’ আবার বললেন তিনি। অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেছে পৃথিবী। ‘যিশুর নিজের হাতে ও নিজের রক্ত দিয়ে লেখা।’

BanglaBook.org

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যায় ১৩

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ মিনিট,
আকাশপথ, মাসাডা, ইসরায়েল

আকাশে উড়তে থাকা ইউরো কপ্টারটা একটু ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। বাথোরি, তার দলের বেঁচে যাওয়া সদস্যরা ও বন্দি হওয়া আমেরিকান কর্পোরাল রয়েছে কপ্টারে।

বাথোরি কপ্টারের সামনের অংশে বসে আছে। সাত-পাঁচ ভাবছে, ছোট ভাই ইস্টভানের কথা মনে পড়ছে ওর।

হঠাৎ কপ্টারের পেছনের অংশ থেকে একটা আর্তনাদ ওর কানে ভেসে এল। সেদিকে তাকিয়ে বাথোরি দেখল, তরুণ কর্পোরালকে মেঝেতে শুইয়ে তার কাঁধের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছে তারেক। আর ওর ভাই রফিক একটা ছোরায় খুব বেশি চাপ না দিয়ে আলগোছে কর্পোরালের বুকে আঁকিবুঁকি করছে, বোরিং হচ্ছে বলে মনে হলো। কলমের মতো করে ধরল ছোরাটা। বুকের ওপর ছোরা দিয়ে কিছু লিখতে চাচ্ছে বোধ হয়।

'না!' সর্তক করল বাথোরি।

ঝট করে তারেক তাকাল ওর দিকে। রাগে তারেকের ঠোঁট সরে গিয় দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ধমক খেয়ে রফিক ছোরা সরিয়ে রাখল।

'ওকে আর একটা শেষ প্রশ্ন করতে চাই।' বলল বাথোরি। তারেক ও রফিকের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ওরা দুটো জানোয়ার মাত্র। হ্যাঁ, বাথোরির দৃষ্টিতে ওরা জানোয়ার বই আর কিছু নয়।

তারেক ছোট ভাইকে ইশারা করল সরে যাওয়ার জন্য।

বাথোরি গিয়ে বসল সেখানে। কর্পোরালের গালে একটা হাত রাখল বাথোরি। ওর ভাই ইস্টভানের সাথে এই কর্পোরালের চেহারায় বেশ মিল আছে। তাই, তারেক আর রফিককে ও মানা করে দিয়েছিল কর্পোরালের চেহারায় যেন কোনো আঘাত না করা হয়।

ছোঁয়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল কর্পোরাল। যদিও যন্ত্রণায় চোখে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলা যায়।

BanglaBook.org

‘কথা দিচ্ছি,’ বলল বাথোরি। কর্পোরালের এতটা কাছে নিজের মুখ নিল যেন ঠোঁটে চুমো খেতে যাচ্ছে। ‘একটা প্রশ্ন করব। শেষ প্রশ্ন। তারপর মুক্তি।’

‘ইরিন গ্রেঞ্জার, আর্কিওলজিস্ট।’ কর্পোরালকে এরআগে প্রশ্নটা করা হয়েছে। তাই এবার সরাসরি উত্তরটাই দিয়ে দিল নিজ থেকে।

নামটা ভালো করে মনে গেঁথে নিল বাথোরি। ও চাইলে এই কর্পোরালকে পাহাড়ের চূড়ায় রেখে আসতে পারত। মরতে দিত তার সঙ্গী মিলিটারিদের সাথে। কিন্তু একে তুলে এনে যতটুকু সম্ভব তথ্য জেনে নেয়াই ছিল ওর মূল উদ্দেশ্য। নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে তথ্য আদায় করার বিদ্যা ও অনেক আগেই হাতে-কলমে শিখে নিয়েছে।

‘তুমি বলেছিলে, ডক্টর গ্রেঞ্জার কিছু ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কাজ করছিলেন’

রোবটের ক্যামেরার মাধ্যমে বাথোরি ডক্টরকে দেখতে পেয়েছিল। হাতের ফোন নেড়ে ডক্টর নেটওয়ার্ক পাওয়া চেষ্টা করছিল তখন। তার মানে বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে চাইছিল। কিন্তু কেন? ওখানকার কোনো ছবি তুলেছিল সে? কোনো ক্লু পেয়েছিল?

সম্ভবত পায়নি। কিন্তু এলাকা ছাড়ার আগে বাথোরি বিষয়টা নিশ্চিত হতে চায়।

‘তার ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায়? ডক্টর গ্রেঞ্জার কোথায় খোঁড়াখুঁড়ি করছিলেন?’

কর্পোরালের গাল বেয়ে এক ফোঁটা গরম অশ্রু গড়িয়ে এসে বাথোরির হাত স্পর্শ করল।

এক মুহূর্তের জন্য বাথোরির মনে হলো এই প্রশ্নের উত্তর কর্পোরাল দেবে না।

কিন্তু ওর আশঙ্কা ভুল। কর্পোরালের ঠোঁট নড়ে উঠল। তার ঠোঁটের কাছে কান নিল বাথোরি।

‘ক্যাসেরিয়া।’

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলল বাথোরি। কর্পোরালের ফর্সা কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিল আস্তে করে।

নিজের ভাইয়ের সাথে একই কাজ করত সে...

ঝুঁকে চুম খেল কর্পোরালের গালে। তারপর নিজের ছোরাটা দিয়ে তার গলা দু'ফাক করে দিল। ছিটকে বেরোল কালচে রক্ত। এভাবে বাথোরি চিরতরে মুক্তি দিল আমেরিকান কর্পোরালকে।

‘ওর শরীর কেউ ছোঁবে না, বলে দিলাম।’ তারেক আর রফিককে

BanglaBook.org

সতর্ক করে দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল বাথোরি। একটু পর ও পেছনে ভারী কিছুর উপস্থিতি টের পেল। সেদিকে না তাকিয়েই হাত বাড়িয়ে দিল বাথোরি। জিনিসটার বিশাল মাথায় হাত রাখল।

শান্ত হও। সব ঠিক আছে। মনে মনে বলল বাথোরি।

জিনিসটা শান্ত হলো। যদিও ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে আছে। হয়তো বাথোরির উৎকণ্ঠা টের পেয়েছে, তাই এমন করছে।

কিংবা ওর যমজ ভাই এখানে নেই। তাই অস্থির হয়ে আছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বাথোরি। নিচে মরুভূমি।

শিকার করতে পাঠানো হয়েছে ওর যমজকে।

বাথোরিকে নিশ্চিত হতে হবে।

কারণ স্যাঙ্গুইনিস্টদের কই মাছের প্রাণ।

সহজে মরে না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

২৬ অক্টোবর,
ইসরায়েলি সময় সন্ধ্যা ৭টা ১১ মিনিট,
মাসাডার পেছনে থাকা কোনো মরুভূমি, ইসরায়েল

ফাদার অজ্ঞান। তাঁর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে ইরিন। ভাবছে ফাদার যা বলেছেন তা আদৌ সম্ভব কি না।

যিশু নিজে একটা গসপেল লিখেছেন! তাও আবার নিজের রক্ত দিয়ে!

ভাবতে ভাবতে ফাদারের চোখের ভ্রু ছুঁয়ে দিল ইরিন। ঠাণ্ডা।

'জর্ডান!' ইরিন ডাকল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে জর্ডান। মরুভূমির চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে। ইরিনের দিকে ঘুরল সে।

'আমার মনে হয়, উনি শকে আছেন। ওনার শরীর ঠাণ্ডা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।' ইরিন জানাল।

ওর কাছে এগিয়ে এল জর্ডান। হাঁটু গেড়ে বসল পাশে।

'এই লোক তো এমনিতেই দেখতে ফ্যাকাশে। সম্ভবত লাইব্রেরিতে বাস ওনার, রাতে বাইরে বের হন।'

জর্ডানের দিকে তাকাল ইরিন। ধুলোবালিতে মাথা হওয়া সত্ত্বেও খুব আকর্ষণীয় লাগছে ওকে। টানেলে জর্ডানের বুকে ইরিন কতটা স্বস্তিবোধ করছিল সেটা মনে না করতে চাইলেও বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। জর্ডানের শরীরের গন্ধ ওকে কতটা মাতোয়ারা করেছিল। উষ্ণ আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছিল শরীরজুড়ে। কপালে জর্ডানের চুমোটার কথাও ভোলেনি। সে সময় ইরিন এমন একটা ভাব করেছে যেন জর্ডানের চুমোটা ও খেয়ালই করেনি। কিন্তু মনে মনে আরও বেশি করে চাচ্ছিল ইরিন।

জর্ডান ধীরে ধীরে ফাদারের শরীরের কাপড় সরিয়ে জখম পরীক্ষা করতে শুরু করল। ধবধবে সাদা শরীর ফাদারের। তবে খুব পেটা ও মাংসল। ফাদারের বুকের ওপর কালো সিল্কের কর্ডে রূপোর তৈরি একটা ক্রস ঝুলছে। ক্রসের গায়ে খোদাই করে লেখা : *Munire digneris me.*

ইরিন অনুবাদ করল, *আমাকে সুরক্ষার জন্য নির্মিত।*

'বেশ কিছু জায়গা জখম হয়েছে।' পর্যবেক্ষণ করে বলল জর্ডান।

BanglaBook.org

'খুব বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছে?' ইরিন জানতে চাইল।

'না, খুব বেশি নয়। বেশির ভাগ আঘাতই চামড়ার ওপর দিয়ে চলে গেছে। গভীরে জখম হয়নি। জখমগুলো যন্ত্রণাদায়ক তবে জীবননাশক নয়।'

ইরিন কেঁপে উঠল। না, দুশ্চিন্তায় বা ভয়ে নয়। ঠাণ্ডায়। মরুভূমিতে দিনে যেমন আগুন ঝরা গরম, রাতে তেমনি হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা।

ফাদারের পকেট থেকে ছোট্ট একটা ফার্স্ট-এইড মেডিক্যাল কিট বের করল জর্ডান। ফাদারের মাথায় আঘাত লেগেছে। তাই মাথার দিকে এগোল ও।

'গ্রেনেড বিস্ফোরণের সময় উনি নিজের শরীরে যে ধাক্কাটা নিয়েছেন সেটা আমাকে ভাবাচ্ছে। ব্রেনের ক্ষতি বা খুলিতে ফাটল হয়ে থাকতে পারে। দ্রুত হাসপাতালে নেয়া দরকার।' জর্ডান বলল।

ফাদার করজার দিকে তাকাল ইরিন।

এই ব্যক্তির নাম : রান। নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও।

নামটা বেশ মানিয়েছে ফাদারকে। কেমন যেন রহস্যের ইঙ্গিত দেয়।

ফাদারের মাথার চুলের রং গাঢ় হলদেটে সবুজ। কপালের ওপর দিয়ে নেমে ভ্রু পর্যন্ত এসেছে। ইরিন যত্ন করে সরিয়ে দিল চুলগুলো।

ফাদার কি আবার জেগে উঠবেন? নাকি হেনরিকের মতো দশা হবে তাঁর?

খুক খুক করে কাশল জর্ডান। ইরিন ফাদারের ওপর থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিল। রান একজন পাদ্রি। তাঁর চুল নিয়ে খেলা করা ইরিনের মানায় না।

'আচ্ছা, আপনার রেডিওর কী অবস্থা?' নিজের হাতের তালু দুটো ঘষল ইরিন। ওর ফোন তো হারিয়ে গেছে। এখন জর্ডানের রেডিওই ভরসা। 'কারও সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে?'

'না। এটার বডি ফেটে গেছে। হয়তো পরে কাজ করবে।' ধসে পড়া পাহাড়ের দিকে তাকাল জর্ডান। তর্জনী উঁচিয়ে ফাদারকে দেখিয়ে বলল, 'যদি এই ব্যক্তি আমাদেরকে আগে জানাত কিসের সাথে মোকাবিলা করতে যাচ্ছি, তাহলে হয়তো এতটা বাজে অবস্থা হতো না।'

'উনি তো আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য নিচে নেমে এসেছিলেন।'

ভেংচি কাটল জর্ডান। 'জি না, বই খুঁজতে নেমেছিলেন তিনি। আমরা নিচে নামার আগেও বিষয়টা অনায়াসে আমাদেরকে তিনি জানাতে পারতেন। যথেষ্ট সময়ও ছিল। কিংবা ওপরে থাকা আমার লোকদেরও বলতে পারতেন জানোয়ারগুলো আসছে। তাতেও ক্ষয়-ক্ষতি কম হতো। কিন্তু তিনি তা করেননি।'

'তার পরও তিনি আমাদের হয়ে লড়াই করেছেন। শবাধারে ঢুকিয়ে রক্ষা করেছেন আমাদের।' ইরিন ফাদারের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিল।

BanglaBook.org

'হয়তো ওখান থেকে বের হওয়ার জন্য আমাদের সাহায্য দরকার ছিল তাঁর। তাই হেল্প করেছেন।'

'হয়তো।' মরুভূমির দিকে তাকাল ইরিন। 'এবার আমরা কী করব?'

'আপাতত এই লোক চুপ করে পড়ে থাকুক। সেটাই ভালো। এত বড় বিস্ফোরণ নিশ্চয়ই কারও না কারও চোখে পড়েছে। খুব শীঘ্রই উদ্ধারকারী দল আসবে এখানে।'

রানের শরীর হাতড়াতে শুরু করল জর্ডান।

'কী করছেন?' ইরিন জানতে চাইল।

'ওনার পরিচয় জানার চেষ্টা করছি। এই ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় জানা দরকার। ইনি কোনো সাধারণ পাদ্রি নন।'

এভাবে একজন সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে সার্চ করাটা ইরিনের পছন্দ হলো না।

সার্চ করে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স কিছুই পেল না জর্ডান। তবে সেই ব্লেড আর একটা চামড়ার তৈরি পানির ফ্লাস্ক পাওয়া গেল।

ফ্লাস্কের মুখ খুলে এক চুমুক খেল জর্ডান। বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল ওর।

ইরিনের তৃষ্ণা জেগেছে। জর্ডানের দিকে হাত বাড়াল।

একটু মুখ কুঁচকাল জর্ডান। ফ্লাস্কের মুখে নাক নিয়ে গন্ধ শুঁকল। 'এটা পানি নয়। ওয়াইন।'

ওয়াইন?

ফ্লাস্ক নিয়ে এক চুমুক খেল ইরিন। কথা সত্য। এটা ওয়াইন।

'এই ব্যক্তির রহস্য তো কমছে না বরং আরও বাড়ছে!' বলল জর্ডান। 'এটা দেখুন...'

জর্ডান নিজের হাতে রানের অর্ধাচন্দ্রাকার ব্লেডটা তুলে নিল। চাঁদের আলোয় রূপালি দেখাচ্ছে এটাকে। হতে পারে এটা আসলেই রূপা দিয়ে নির্মিত।

'এই অস্ত্রের নাম ক্যারামবিট,' বলল জর্ডান। অস্ত্রের হাতলে থাকা আংটায় আঙুল ঢুকিয়ে হাওয়ায় পোজ দিল। দেখল, এই অস্ত্রকে ভিন্ন ভিন্নভাবে পকেট থেকে বের করে আক্রমণ শুরু করে দেয়া যায়।

অন্য দিকে তাকাল ইরিন। চেম্বারে হওয়া রক্তারক্তির ঘটনা ওর মনে পড়ে গেছে। নৃশংসতা ও সইতে পারে না।

'একজন পাদ্রির জন্য অস্ত্রটা বেশ অদ্ভুত।' বলল জর্ডান।

অবশ্য ইরিনের কাছে ব্যাপারটা আজ রাতের সবচেয়ে ছোট অদ্ভুত ঘটনা।

'পাদ্রিরা সাধারণত সাথে কোনো ছুরি, চাকু রাখেন না। তবে এরচেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই ব্লেডের উৎস। এটা ইন্দোনেশিয়ার ব্লেড। এই স্টাইলটা ৭০০ বছরের পুরনো। প্রাচীন সুদানিজরা এই ব্লেডের

BanglaBook.org

আকৃতিটা বাঘের থাবায় থাকা নখ দেখে নকল করে বানিয়েছে।'

এই অস্ত্রে রানের দক্ষতার দৃশ্য ইরিনের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

নামের মতো অস্ত্রটাও ফাদারের সাথে মানানসই।

'কিন্তু মূল অদ্ভুতুড়ে ব্যাপারটা বলো, এই ব্লেডের বয়স কম করে হলেও ১০০ বছর।' বলল জর্ডান। 'হয়তো আরও বেশি পুরানো।'

ওরা দুজনই পাদ্রির দিকে তাকাল।

'যদি ইনিও *ওদের* একজন হন তাহলে?' জর্ডান বলল ফিসফিস করে।

'কাদের একজন?' প্রশ্ন করল ইরিন।

এক ভ্রু উঁচু করে জর্ডান ইঙ্গিত দিল।

'মানে *স্ট্রিগোয়?*'

'হুম। খেয়াল করেছিলেন কীভাবে শবাধারের ঢাকনা তুলেছিলেন ইনি?'

জর্ডানের কথা ইরিন মেনে নিল। 'হয়তো উপস্থিত উত্তেজনায় ও রকমটা করে ফেলেছিলেন... জানি না। তবে আমি ওনার সাথে ক্যাসেরিয়া থেকে এখানে এসেছি। আপনিও ওনাকে যখন এখানে দেখেছেন তখন কিন্তু সূর্যের আলোতেই ছিলেন তিনি।'

'হয়তো এই জাতের *স্ট্রিগোয়*-রা সূর্যের আলোতেও চলাফেরা করতে পারে। সর্বনাশ, আমরা আসলে এদের ব্যাপারে কিছুই জানি না! তবে এতটুকু জানি, আমি ওনাকে বিশ্বাস করি না। করজা যদি সময়মতো আমাদেরকে সতর্ক করে দিতেন তাহলে এখানে আমাদের তিনজন ছাড়াও আরও কয়েকজন জীবিত থাকত।'

জর্ডানের বাহুতে হাত দিল ইরিন। কিন্তু জর্ডান ওকে সুযোগ না দিয়ে সরে গেল।

অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করল ইরিনের মনে।

গসপেল নিয়ে ফাদার এত উতলা কেন?

স্ট্রিগোয়-রাও কেন গসপেলটাকে হাতিয়ে নেয়ার জন্য এতটা উঠে পড়ে লেগেছে?

চার্চ-ইবা কেন সেটাকে লুকিয়েছে এখানে?

'ওই বইয়ের জন্য এতগুলো লোক মারা পড়ল। আমি খুব নিশ্চিত করে বলতে পারি বাইবেলে মাত্র চারটা গসপেল আছে। মাথিউ, মার্ক, লুক এবং জন। তো যিশুর নিজ হাতে ও নিজ রক্তে লেখা গসবেলটা আসছে কোত্থেকে?' বলল জর্ডান।

মাথা নেড়ে ইরিন আপত্তি জানাল। নিজের জানাশোনা বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে পারায় কিছুটা স্বস্তিবোধ করতে শুরু করল ও।

BanglaBook.org

'আসলে আরও অনেক গসপেল আছে। দ্য ডেড সি স্ক্রলেই আছে প্রায় ১২টা ভিন্ন ভিন্ন গসপেল। বিভিন্ন উৎস থেকে এসেছে সেগুলো। মেরি, থমাস, পিটার এমনকি জুডাসেরও। সেখান থেকে মাত্র চারটাকে নিয়ে বাইবেল। তবে ওই চারটার একটাতেও যিশুর নিজে লেখা কোনো গসপেলের কোনো কোনো ইঙ্গিত নেই।'

'তাহলে হয়তো চার্চ সেগুলোকে গায়েব করে দিয়েছে। রেফারেন্সও রাখেনি। চার্চ এসব স্পর্শকাতর বিষয় গোপন করতে কতটা ওস্তাদ তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।'

কথাটা যুক্তি যুক্ত।

যদি কোনো রেফারেন্স না থাকে, তাহলে বইটার অস্তিত্বেরও কোনো ইঙ্গিত থাকে। আর অস্তিত্ব যার নেই সেটাকে কেউ খুঁজবেও না।

'কিন্তু আমর মাথায় একটা বিষয় ধরছে না।' বলল জর্ডান। 'আমি যদি চার্চ কর্তৃপক্ষ হতাম আর আমার কাছে যদি যিশুর লেখা কোনো গসপেল থাকত তাহলে আমি পুরো দুনিয়াকে সেটা দেখিয়ে বেড়াতাম। কিন্তু সেইন্ট পিটার সেটাকে এখানে গোপন করলেন কেন? কী লুকোচ্ছিলেন তিনি?'

স্ট্রিগোয়দের অস্তিত্ব লুকিয়েছেন বোধ হয়? প্রশ্নটা মনে এলেও মুখে উচ্চারণ করল না ইরিন। শুধু এটা নয়, এ রকম আরও অনেক প্রশ্ন ওর মাথায় জমা হচ্ছে।

জর্ডান পাদ্রির দিকে তাকাল। 'এসবের জবাব একমাত্র একজনই দিতে পারবে।'

ফাদার কেঁপে উঠলেন। চট করে উঠে বসলেন তিনি। তাকালেন ওদের দিকে।

ওদের কথা শুনে ফেলেছেন নাকি?

অন্ধকার মরুভূমির দিকে তাকালেন ফাদার। তাঁর নাক ফুলে উঠল। বাতাসের ঘ্রাণ নিচ্ছেন।

'কিছু একটা কাছেই আছে। খুব জঘন্য কিছু।' খুব শান্ত কিন্তু ভয়ংকরভাবে বললেন তিনি।

ইরিনের বুক কেঁপে উঠল। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

'আরও *স্ট্রিগোয়* আসছে?' ভয়ে ভয়ে জর্ডান জানতে চাইল।

'না, এরা ওদের চেয়েও ভয়ংকর।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

২৬ অক্টোবর,
ইসরায়েলি সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪৩ মিনিট,
মাসাডার পেছনে থাকা মরুভূমি, ইসরায়েল

জর্ডানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ফাদার। 'আমার ছুরিটা...'

বিনা বাক্যে ফাদারের হাতে সেটা দিয়ে দিল জর্ডান। 'কী আসছে?' নিজের পিস্তল হাতে নিতে নিতে বলল সে।

ফাদার জবাব দিলেন না। ফিসফিস করে প্রার্থনাবাক্য আওড়ালেন।

'রান?' এবার ইরিন প্রশ্ন করল।

'এটা একটা *blasphemare*,' ফাদার জবাব দিলেন।

'বুঝলাম না। কী জিনিস এটা?' জর্ডানের প্রশ্ন।

'এটা হলো এক ধরনের বিকৃত জানোয়ার। *স্ট্রিগোয়*-এর রক্ত দিয়ে একে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করা হয়েছে।'

'জানোয়ারটা কী রকম?'

রাতের আঁধার চিড়ে জর্ডানের প্রশ্নের জবাব দিল রক্তহিম করা গর্জন। আওয়াজ অনেকটা নেকড়ের মতো। চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলল গর্জনটা।

'কী বলব? নির্মম জাতের নেকড়ে বলা যেতে পারে– গ্রিমওলফ।' উপযুক্ত নাম খুঁজে না পেয়ে নিজ থেকে একটা নাম দিলেন ফাদার। একটু দূরে থাকা একটা বড় পাথর দেখিয়ে বললেন, 'লুকিয়ে পড়ুন আপনারা।'

কথা বলে সময় নষ্ট না করে জর্ডান ইরিনের হাত ধরে ছুটল সেদিকে।

অন্ধকারে চোখ বুলিয়ে জানোয়ারটাকে খুঁজছেন ফাদার। উনি বুঝতে পারছেন আশপাশেই আছে সেটা। চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করছে।

কিন্তু কোথায়...?

বালিতে ভোঁতা আওয়াজ হলো। ঠিক ফাদারের পেছনে।

ফাদার টের পেলেন, সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো সময় তিনি পাবেন না।

BanglaBoi.org

কালি গোলা অন্ধকারের ভেতরে কালো কুচকুচে লোমে ঢাকা জানোয়ারটা যেন সন্তর্পণে হাজির হয়ে গেছে নিজের শিকারের পেছনে।

ঝাঁপ দিল জানোয়ারটা।

নিজের শরীর গড়িয়ে দিলেন ফাদার। জানোয়ারের আক্রমণের নাগাল থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন।

শক্তিশালী চোয়াল দুটো হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফাদারের ওপর কিন্তু ফাদার গড়িয়ে যাওয়ায় কাপড়ের একটা অংশ ওটার দাঁতের ফাঁকে আটকা পড়েছে। ফাদার ঝটকে মেরে নিজের পোশাক ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন। ফড়াত করে ছিঁড়ে গেল পোশাকের পেছনের অংশ। মরুভূমির ওপর ডিগবাজি দিলেন ফাদার। ছোট ছোট তীক্ষ্ণ পাথর তাঁর উন্মুক্ত পিঠের চামড়া তুলে নিল। ডিগবাজি দিয়ে নিজেকে জানোয়ারের মুখোমুখি অবস্থানে আনলেন তিনি।

গ্রিমওলফের ঠোঁট বেঁকে হলুদাভ তীক্ষ্ণ দাঁত বেরিয়ে এসেছে। দৈহিক আকৃতিতে সাধারণের চেয়ে অনেক বড় এই নেকড়ে। ভয়ংকর চোখ দুটো লালচে সোনালি রঙের। লম্বা কান দুটো মাথার খুলির সাথে সেঁটে রয়েছে। গর্জন করছে নিচু লয়ে। এটার থাবায় থাকা নখগুলো দীর্ঘ এবং বাঁকানো। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ড বুক থেকে ছিঁড়ে বের করার জন্য যথেষ্ট সক্ষমতা আছে গ্রিমওলফের। শরীরে ঢেউ খেলানো পেশি।

এর আগেও একবার এ রকম জানোয়ারের মুখোমুখি হয়েছিলেন ফাদার। তখন অবশ্য একা ছিলেন। সদ্য ফাদার হয়েছিলেন তখন। পৈতৃক প্রাণটা প্রায় খুইয়ে ফেলতে ফেলতে বেঁচে গেছেন। কিন্তু এবার তিনি একা নন। আরও দুজন রয়েছে তাঁর সাথে।

গ্রিমওলফদেরকে মেরে ফেলা প্রায় অসম্ভব। শক্তিশালী পেশিবহুল শরীর আর দুর্দান্ত গতির অধিকারী এই জানোয়ারগুলোকে রক্ত-মাংসে গড়া কোনো প্রাণী না বলে বরং ছায়া বলাই উত্তম।

কয়েকটা ছুরি হলে হয়তো আহত করা যেত কিন্তু ফাদার তাঁর নিজের ব্লেডটাও হারিয়ে ফেলেছেন।

এদিক-ওদিক খুঁজতেই বালির ওপর রুপালি কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। গ্রিমওলফ যখন হামলা করেছিল ঠিক সেসময় ফাদারের হাত থেকে তাঁর ব্লেড তথা ছুরিটা ফস্কে পড়ে যায়।

ফাদারের মনে কথা হয়তো জানোয়ারটা পড়তে পেরেছে। ঠোঁট আরও বেঁকিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ফাদারের ওপর।

BanglaBook.org

ডান পাশে সরে যাওয়ার ভান করলেন ফাদার। কিন্তু জানোয়ারটা সেয়ানা। সে বোকা বনল না। সোজা ফাদারের দিকে এগোল।

হঠাৎ বিকট আওয়াজ শোনা গেল। ঝাঁপ দেয়ার পথিমধ্যে জানোয়ারের শরীরের পেছনের অংশ বেঁকিয়ে গেল, বালিতে কাঁধ দিয়ে ভূপাতিত হলো গ্রিমওলফ। কিন্তু তার পরও ওটার ভূপাতিত শরীর গতির কারণে ধাবিত হতে লাগল ফাদারের দিকে। দ্রুত নিজের অবস্থান পরিবর্তন করলেন ফাদার। সুযোগ বুঝে পড়ে থাকা ছুরির দিকে হামাগুড়ি দিলেন তিনি।

আড়চোখে দেখতে পেলেন পাথরের আড়াল থেকে জর্ডান বেড়িয়ে এসে একের পর এক গুলি করছে। গুলি করতে করতে ম্যাগাজিন খালি করে ফেলল সে।

সাহসী গর্দভ!

ছুরি হাতে তুলে নিলেন রান করজা।

গ্রিমওলফ ইতিমধ্যে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। জর্ডান আর ফাদারের মাঝখানে ওটার অবস্থান। মাথা ঘুরিয়ে দেখল দুজনকেই। ওটার শরীর থেকে বের হওয়া রক্তে বালি কালচে হয়ে গেছে।

তবে যথেষ্ট রক্তক্ষরণ হয়নি তা বলাই বাহুল্য।

জর্ডান নিজের হাতে থাকা অস্ত্রে নতুন ম্যাগাজিন লোড করল। পুরো একটা ম্যাগাজিন গ্রিমওলফের ওপর খালি করে ফেলার পর এটা এখনও ওসবের পরোয়া করছে না।

ফাদার করজা হঠাৎ করে অনুধাবন করলেন ওটা কাকে আক্রমণ করবে এখন।

শক্তিশালী পেশিতে ঢেউ তুলে ছুটতে শুরু করল গ্রিমওলফ।

পাথরের দিকে।

তুলনামূলক দুর্বল শিকারের দিকে।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিট।

ইরিনের দিকে এগোচ্ছে জানোয়ারটা। একটা বড় পাথর ছাড়া আর কোনো আড়াল নেই ইরিনের জন্য। দৌড়ও দিতে পারছে না। কারণ দৌড় দিয়ে এই গ্রিমওলফের হাত থেকে বাঁচা অসম্ভব। তাই পাথরের আড়ালে নিজেকে আরও গুটিয়ে নিল ড. ইরিন গ্রেঞ্জার। দম আটকে রাখল।

গুলি ছুড়ছে জর্ডান। একের পর এক সেগুলো গ্রিমওলফের পাঁজরে গিয়ে বিঁধছে ঠিকই কিন্তু ওটার গতি কমছে না।

অবস্থা বেগতিক দেখে ফাদারও ইরিনের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। তাঁর গতিও অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত কিন্তু তার পরও গ্রিমওলফকে গতিতে হারিয়ে ইরিনের কাছে যথাসময়ে পৌঁছুতে পারবেন না।

জানোয়ারটা ইরিনের খুব কাছে চলে এসেছে এখন। ওটার থাবা থেকে ছিটে আসা বালি ঢুকল ইরিনের চোখে। লালা ছিটকে এল গালে। উত্তপ্ত গরম নিঃশ্বাস অনুভব করল ইরিন।

জীবন বাঁচাতে নিজের কাছে থাকা একমাত্র অবলম্বন বের করল ইরিন।

এদিকে ওর উরুতে থাবা বসিয়ে নিজের দিকে টেনে নিতে শুরু করেছে জানোয়ারটা। দানবের মতো চোয়াল হাঁ করল, কামড় বসাবে।

চিৎকার করে উঠল ইরিন। জানোয়ারটার দুই পাটি চোয়ালের মাঝ দিয়ে মুখের গভীরে হাত ঢুকিয়ে ওটার রক্ত লোলুপ জিহ্বায় অ্যাট্রোপিন ডার্ট গুঁজে দিল। দুই চোয়াল একসাথে লেগে যাওয়ার আগেই দ্রুততার সাথে নিজের হাতটা বের করে আনল ইরিন।

ভড়কে গেছে গ্রিমওলফ। অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে কেশে উঠে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া প্লাস্টিকের সিরিঞ্জটা মুখ থেকে বের করে দিল।

ইরিন ভাবল এই জানোয়ারের ওপর যদি অ্যাট্রোপিন কাজ না করে? তবে পরক্ষেণেই ওর সংশয় দূর হয়ে গেল।

এক পা পিছু হটে নিজের ঘাড় টান দিতে করতে শুরু করল জানোয়ারটা। আরেকবার গর্জন করল। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ওটার। অ্যাট্রোপিন গ্রিমওলফের ব্লাডপ্রেশার বাড়িয়ে দিয়েছে। কালো তেলের মতো রক্ত গড়িয়ে বালির ওপর পড়তে শুরু করল ওটার গায়ে থাকা বুলেটের ক্ষতগুলো থেকে। দুর্বলভাবে গর্জন করে উঠল গ্রিমওলফ।

স্বস্তিবোধ করল ইরিন। স্যান্ডারসন নামের এক কর্পোরাল ওকে অ্যাট্রোপিনটা দিয়েছিল। মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ও।

কিন্তু জানোয়ারের লিপ্সা এখনও শেষ হয়নি। ব্যথা ও যন্ত্রণায় শরীর বেঁকে যাওয়া সত্ত্বেও দাঁত খিঁচিয়ে এগোল ইরিনের মুখের দিকে।

সন্ধ্যা ৭টা ৪৮ মিনিট

ফাদার করজা বুঝতে পারছেন না ইরিন কী করে এই বিশালাকার জানোয়ারটাকে ধরাশায়ী করল। সে যা-ই হোক, এর ফলে তিনি বাড়তি কিছু সময় পেয়েছেন গ্রিমওলফের কাছে পৌঁছুনোর জন্য। যন্ত্রণা ও রাগে ওটা অন্ধ হয়ে গেলেও ফাদারের কাছিয়ে আসার ব্যাপারটা ঠিকই টের

BanglaBook.org

পেয়েছে।

হুঙ্কার দিয়ে ফাদারের গলার দিকে মুখ বাড়াল জানোয়ারটা।

কিন্তু ফাদার তৈরি ছিলেন। জুতোর তলার ওপর ভর রেখে পিছলে চলে গেলেন গ্রিমওলফের মুখের ঠিক নিচ দিয়ে। ওটার দুই পায়ের মাঝখানে পৌঁছেই নিজের ব্লেড বের করে সর্বশক্তি খাটিয়ে পোঁচ দিলেন ওর পেট বরাবর। পেট; গ্রিমওলফের হাতেগোনা কয়েকটা দুর্বল অংশের মধ্যে অন্যতম।

মাংস, চামড়া ভেদ করে এগিয়ে চলল তার ছুরি। রক্ত গড়িয়ে পড়ল ফাদারের হাতে, বুকে, মুখে।

জানোয়ারটার তলা থেকে বেরিয়ে চোখ পরিষ্কার করলেন তিনি।

ওদিকে জর্ডান দৌড়ে এসে একদম পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গ্রিমওলফের ওপর গুলি চালাতে শুরু করল।

অবশেষে বালির ওপর ঢলে পড়ল দানবীয় নেকড়েটা।

ওটার চোখ থেকে লাল আভা বিলীন হয়ে শুধু হলুদটুকু রয়ে গেল। কাঁদার মতো আওয়াজ বেরোল ওটার গলা দিয়ে। মৃত্যুকালে, একদম শেষ সময়ে ওটার প্রকৃত রূপের এক ঝলক দেখা দিল যেন।

একবার খিঁচুনি নিয়ে, স্থবির হয়ে গেল দেহটা।

দুই আঙুল দিয়ে জানোয়ারের শরীরে ওপরে কাল্পনিক ক্রুশ আঁকলেন ফাদার।

Dominus vobiscum, বিড়বিড় করলে বললেন তিনি। অর্থাৎ, *ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।*

পাথরের আড়াল থেকে ইরিন বেরিয়ে এল। ওর উরু থেকে রক্ত ঝরছে। তাকে কিছুটা পেছনে রেখেছে জর্ডান। গ্রিমওলফের দিকে অস্ত্র তাক করে রেখে জর্ডান প্রশ্ন করল, ‘এটা কি সত্যি মারা গেছে, ফাদার?’

জানোয়ারটার রক্ত ফাদার রান কর্জার শরীর দিয়ে বইয়ে। নিজের ঠোঁটে লোহার স্বাদ পেলেন তিনি। সাথে সাথে তাঁর চিন্তা-চেতনা আরও সজাগ হলো।

ঈশ্বরের হয়ে কাজ করার সময় এসেছে।

অন্যদিকে মুখ ফিরালেন ফাদার।

নিজের আলখাল্লায় থাকা হুড টেনে দিলেন চোখের ওপর। দেখলেন তাঁর সামনে ধূ-ধূ মরুভূমি। মনে মনে আশা করলেন, তাঁর দাঁত বড় হওয়ার বিষয়টা ওরা দুজন দেখে ফেলার আগেই সেটা আড়াল করতে পেরেছেন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

২৬ অক্টোবর,
ইসরায়েলি সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪৯ মিনিট,
ক্যাসেরিয়া যাওয়ার আকাশপথ, ইসরায়েল

হানরের মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করছে বাথোরি। ব্যথায় ওর পেট কুঁচকে গেছে। নিজের আঙুল দিয়ে পেট খামচে ধরল বাথোরি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ থামানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল।

টের পেল ওর রক্ত-সম্পর্কীয় সঙ্গীর প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেছে।

হানর... আমার ভালোবাসা...

কিন্তু হানর আর বেঁচে নেই। এতক্ষণ যে যন্ত্রণা বাথোরির শরীরে তাণ্ডব চালিয়েছে সেটা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল।

ম্যাগরের শোকাতর গর্জন ভেসে এল কেবিনের পেছনের অংশ থেকে।

একটা মৃতপ্রায় নারী-নেকড়ের পেট চিরে হানর ও ম্যাগর দুই ভাইয়ের জন্ম দেয়া হয়েছিল। তারপর কালো জাদুর এক কৃত্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাথোরি ও হানরকে রক্তীয় সম্পর্কের সঙ্গী হিসেবে দেয়া হয়।

দেয়ালের ওপাশে থাকা ম্যাগরের দিকে মনোযোগ দিল বাথোরি। ম্যাগরকে কাছে টেনে নিয়ে মাতম করতে ইচ্ছে হলো ওর। হানরের সাথে ওরা দুজন অনেক মুহূর্ত কাটিয়েছে। অথচ এখন আর হানর বেঁচে নেই।

ওরা তিনজন এখন দুইজন হয়ে গেছে।

পুরনো হাঙ্গেরিয়ান ঘুম পাড়ানির শব্দ দিয়ে ম্যাগরকে সান্ত্বনা দিল বাথোরি।

Tente, baba, tente.

ম্যাগর কিছুটা শান্ত হলো। হানরের প্রতি ওদের দুজনের ভালোবাসা এখন এক হয়ে নতুন এক রূপ নিল যেন।

ওদের দুজনকে লড়তে হবে।

একটাই লক্ষ্য।

প্রতিশোধ।

ল্যাটিন ভাষায় বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল তারেক। অনেক দিন আগে তারেকও একজন পাদ্রি ছিল। ঠোঁট নাড়িয়ে প্রার্থনা বাক্য পড়তে পড়তে শীতল চোখে বাথোরিকে দেখল সে। বাথোরির এমন রক্তাক্ত হাল হওয়ার অর্থ তারেক জানে।

BanglaBook.org

গ্রিমওলফকে খুন করার ক্ষমতা রাখে শুধুমাত্র একটি বিশেষ জাতের প্রাণী।

অর্থাৎ, করজা এখনও বেঁচে আছে।

বাথোরি আঙুল দিয়ে নিজের বাহুর ওপরের অংশ ছুঁয়ে দিল।

আঙুল ভিজে গেছে।

রক্ত।

বাথোরির এখনই উচিত কোনো দরজার আড়ালে দিয়ে নিজের শার্ট খুলে জখমের অবস্থা দেখা।

যদিও জখমগুলো গভীর নয়।

বাথোরির রক্তে ভেজা আঙুল থেকে দ্রুত দৃষ্টি সরাল তারেক। শুধু ওর জন্য নয়, ওর মতো যারা আছে তাদের সবার জন্য বাথোরির রক্ত বিষের সমান। বাথোরির গলায় থাকা ট্যাটু আর এই অভিশাপ এক সূত্রে গাঁথা। অভিশাপের কারণেই বাথোরি এই এক ঝাঁক তীক্ষ্ণ দাঁতযুক্ত রক্তচোষাদের কাছেও নিরাপদ।

এক হাত দিয়ে নিজের হাতের জখমে পট্টি বেঁধে দাঁত দিয়ে সেটাকে শক্ত করল বাথোরি।

তারেকের পাশে রয়েছে তার ভাই রফিক। ভাইয়ের প্রার্থনা চলাকালীন সময় শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে রেখেছে সে।

কপ্টারে থাকা বাকিরা সবাই যে যার রক্তমাখা বুটের দিকে তাকিয়ে আছে।

জানালার দিয়ে বাইরে তাকাল বাথোরি। ওর মানসপটে ভেসে উঠল, করজা নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জীবিত।

প্রচণ্ড ক্রোধ ওর যন্ত্রণাকেও ছাপিয়ে গেল।

ম্যাগরও ওপাশ থেকে গর্জন করে সাড়া দিল বাথোরিকে।

খুব শীঘ্রই হবে, বাথোরি জানাল ওকে।

কিন্তু তার আগে ক্যাসেরিয়ায় কাজ আছে ওর। শবাধারের ওখানে সেই আর্কিওলজিস্ট মহিলার মোবাইল ফোন নাড়ানোর দৃশ্য মনে পড়ল বাথোরির। মহিলার চেহারায় একই সাথে উত্তেজনা ও মরিয়া একটা ভাব ছিল। কিছু একটা জানে মহিলা।

আমি নিশ্চিত।

কিন্তু কী সেটা? বইটা কোথায় রাখা আছে, সে ব্যাপারে কিছু? যদি তা-ই হয়, তাহলে পাহাড় ধসে পড়ার আগেই কি মহিলা সেই তথ্য ফোনের মাধ্যমে বাইরের দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিতে পেরেছে?

ক্যাসেরিয়া গেলে জবাব পাওয়া যাবে।

আবার রক্ত বইবে ওখানে।

আর এবার ওকে বাধা দেয়ার জন্য কোনো স্যাঙ্গুইনিস্ট নেই।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় রাত ৮টা ১ মিনিট
মাসাডার পেছনে থাকা মরুভূমি, ইসরায়েল

'করজা?' .

রুক্ষ কণ্ঠে হাঁক ছাড়ল জর্ডান। ফাদার রান করজা মরুভূমির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এতটা দূরে থেকেও জর্ডানের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

'এদিকে ঘুরুন,' বলল জর্ডান। 'নইলে আপনাকে ওখানেই গুলি করব।'

ইরিনের হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল। 'জর্ডান! আপনি ওনাকে গুলি করতে পারেন না।'

ফাদার ভাবলেন সার্জেন্ট জর্ডান তাকে গুলি করুক। নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে দেয়ার চেয়ে বরং গুলি খাওয়া সহজ।

অগত্যা ওদের দিকে ফিরলেন ফাদার করজা। নিজের আসল রূপ দেখালেন।

ইরিন এক পা পিছিয়ে গেল।

জর্ডান হাতের অস্ত্রটা তাক করে রাখল ফাদারের বুক বরাবর।

ফাদার টের পাচ্ছেন ওরা কী দেখতে পাচ্ছে। ওনার পুরো মুখ রক্তে মাখামাখি। চারদিকে অন্ধকার। চাঁদের আলোতে শুধু তাঁর দাঁতগুলোই চকচক করছে।

রান করজা অনুভব করলেন তাঁর ভেতরে থাকা জানোয়ারটা গর্জন করে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু না, তিনি সেটা হতে দেবেন না। দুই হাত উঁচু করে ওদেরকে দেখালেন তিনি। নিশ্চিত করলেন, তাঁর হাতে কোনো অস্ত্র নেই।

ইরিন ভয়ে ভয়ে বলল, 'রান, আপনিও স্ট্রিগোয়?'

'কখনোই নয়। আমি স্যাঙ্গুইনিস্ট। স্ট্রিগোয় নই।'

'এখান থেকে দেখে তো একই রকম মনে হচ্ছে।' বলল জর্ডান।

ওদের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য নিজের পরিচয় আরও খোলাসা করতে হবে ফাদারকে। ভাবতেও ঘেন্না লাগছে তাঁর। কিন্তু এ

BanglaBook.org

ছাড়া ওদের দুজনকে এই মরুভূমিতে বাঁচিয়ে রাখার অন্য কোনো উপায় নেই। পরিচয় লুকাতে চাইলে ওদের দুজনকে খুন করতে হবে।

'প্লিজ, আমার ওয়াইন দিন।' ফাদার করজা অনুরোধ করলেন।

বালির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা ওয়াইনের বোতলটা তুলল ইরিন।

'ওনার দিকে ছুড়ে মারুন। একদম কাছে যাবেন না।' জর্ডান সতর্ক করল।

কথামতো সেটাই করল ইরিন। ফ্লাস্কটা ফাদারের কাছ থেকে এক হাত দূরে গিয়ে পড়ল।

'আমি কি ফ্লাস্কটা তুলতে পারি?' অনুমতি চাইলেন ফাদার।

'ধীরে ধীরে তুলুন।' জর্ডান জবাব দিল।

ফ্লাস্কটা তুলে নিলেন ফাদার। 'আমি কি মরুভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে এটা পান করতে পারি?' তারপর সব খুলে বলছি।'

প্লিজ, প্রার্থনা করলেন ফাদার। *অন্তত এতটুকু সম্মান আমায় দিন।*

কিন্তু তা হওয়ার নয়।

'এখানেই থাকুন।' কড়া কণ্ঠে জানাল জর্ডান। 'হাঁটু গেড়ে বসে খান।'

'জর্ডান, আপনি কেন...'

ইরিনকে থামিয়ে দিল সার্জেন্ট। 'থামুন! আপনি এখনও আমার কমান্ডের আন্ডারে রয়েছেন, ডক্টর গ্রেঞ্জার।'

জর্ডানের কাছ থেকে এ রকম কথা শুনে কষ্ট পেল ইরিন। ওদিকে ও ফাদারকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

ফ্লাস্ক তুলে নিয়ে ওয়াইনে চুমুক দিলেন ফাদার। এক চুমুকে খালি করে ফেললেন ফ্লাস্কটা। বরাবরের মতো এবারও ওয়াইন তাঁর গলা দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নিচে নেমে গেল। দুই হাত দিয়ে গলা ধরলেন তিনি। মাথা নোয়ালেন।

এটা কোনো সাধারণ ওয়াইন নয়। *পবিত্র ওয়াইন,* যার অপর নাম যিশুর রক্ত। নিজের পাপের কথা মনে পড়ল ফাদারের। যত দিন না দুনিয়ায় তাঁর দায়িত্ব পালন করা শেষ হচ্ছে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

BanglaBook.org

*

এলিজাবেটা হাঁটছে নিজের বাগানের ভেতর দিয়ে। স্নিগ্ধ সৌন্দর্য তার রূপে। যদিও পাদ্রি হওয়ার কারণে কোনো নারীকে ছোঁয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে। কিন্তু দু'চোখ দিয়ে ঈশ্বরপ্রদত্ত সৌন্দর্য দেখতে তো আপত্তি নেই।

ফুল তোলার সময় এলিজাবেটার পায়ের গোড়ালির কাছের কাপড় উঁচু হয়ে

মোলায়েম ফর্সা ত্বক বেরিয়ে পড়ছে। কী দারুণ দেখতে। তা ছাড়া স্পর্শ না করেই বলে দেয়া যায় তার গাল মাখনের মতো নরম।

ফাদার এগোলেন এলিজাবেটার দিকে।

এলিজাবেটা এখন ওর মাদি ঘোড়ার জন্য ঔষধি গাছগাছড়া সংগ্রহ করছে বাগান থেকে। ওর সাথে পরিচয় হওয়ার পর ফাদার অনেক ঔষধি গাছ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এসবের ওপর ভিত্তি করে একটা বইও লিখতে শুরু করেছেন তিনি। বইটার মাধ্যমে ঔষধি গাছ সম্পর্কিত এলিজাবেটার জ্ঞান দুনিয়ার মানুষদের উপকৃত হবে বলে ফাদার মনে করেন।

কিছু ল্যাভেন্ডার ফাদারের হাতে তুলে দেয়ার সময় এলিজাবেটার নরম আঙুল ফাদারের হাতের তালু ছুঁয়ে দিল। শরীরে যেন শিহরণ বয়ে গেল ফাদারের। একজন পাদ্রির কখনোই এমন অনুভব করা উচিত নয়। কিন্তু তিনি নিরুপায়।

এলিজাবেটার সাথে ওর কাজের মেয়ে ঝুড়ি নিয়ে ঘুরছে। ঔষধি গাছ রাখছে ঝুড়িতে।

'অ্যানা, এসব রান্নাঘরে রেখে ঝুড়িটা খালি করে নিয়ে এসো।' কাজের মেয়েটাকে বলল এলিজাবেটা।

অ্যানা চলে যেতেই ফাদারের দিকে ফিরল এলিজাবেটা। ওর চেহারা আগের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন।

'যাক, একটু স্বস্তি মিলল!' হাঁপ ছেড়ে বলল এলিজা। 'সব সময় কাজের মেয়েরা আমার সাথে সাথে থাকে। এতে খুব একা ও অস্বস্তি লাগে আমার।'

ফাদার রান করজারও অনেকটা একইভাবে দিন কাটে। কালো প্রার্থনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। আর প্রবোধ দেন একাকিত্বই হলো সেরা সঙ্গী।

এলিজার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলেন না ফাদার। মুখ ঘুরিয়ে কিছু ল্যাভেন্ডার সংগ্রহ করতে শুরু করলেন।

'আচ্ছা, ফাদার, আপনি ক্লান্ত হয়ে যান না? সব সময় একটা মুখোশের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখেন।' এলিজা জানতে চাইল।

'আমি মুখোশ পরে থাকি?' নিজের চেহারা স্বাভাবিক রেখে বললেন ফাদার। যদি এলিজা জানত ফাদার কী লুকিয়ে রাখেন তাহলে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যেত।

'অবশ্যই। আপনি একজন পাদ্রির মুখোশ পরে থাকেন। অবশ্য আমিও অনেকগুলো মুখোশ পরি। কখনও নারী, কখনও মা আবার কখনও স্ত্রী। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, ওসব মুখোশের নিচে আসলে কী থাকে?'

'বাকি সব কিছু থাকে বলে আমার মনে হয়।'

'কিন্তু ফাদার, আমরা আমাদের প্রকৃত স্বভাবকে কতটা লুকাতে পারি এ রকম মুখোশ পরে?' এলিজার নিচুলয়ের কণ্ঠ শুনে ফাদারের মেরুদণ্ড দিয়ে আবার শিহরণ বয়ে গেল। 'কার কাছ থেকে লুকাই আমরা, কী লুকাই?'

এলিজার শরীর দিয়ে তৈরি হওয়া ছায়ার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন ফাদার। 'আমরা সেটাই লুকাই, যা লুকোনো উচিত।'

এলিজা কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর বলল, 'জি, ফাদার, আপনি জ্ঞানী

BanglaBook.org

মানুষ। তার পরও বলি, এখনকার দিনে কোনো উচ্চবংশীয় ব্যক্তি যখন নিজের মুখোশ নামিয়ে ফেলে তখন কিন্তু বেশি দিন টিকতে পারে না। কখনও তাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যারা আপনার রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ তাদের কারণে আপনি ধীরে ধীরে অন্ধকার ও অজ্ঞতার দিকে চলে যাবেন। পরিস্থিতি যা-ই হোক, কারও ওপর নির্ভর না করে নির্ভয়ে সেটার মুখোমুখি হওয়া উচিত।'

'আমার মনে হয়, কেউ যদি ভালোবেসে রক্ষা করতে চায় তাহলে তাকে বিশ্বাস করাই উত্তম।'

'একজন পুরুষ হিসেবে, একজন ফাদার হিসেবে মন্দ বলেননি। তবে আমি খুব কম মানুষকেই বিশ্বাস করি। আপনি তাদের মধ্যে একজন, ফাদার করজা।'

'আমি একজন পাদ্রি। আমাকে বিশ্বাস করতেই পারেন।' লজ্জামাখা হাসি দিলেন ফাদার।

'কিন্তু আমি অন্য কোনো পাদ্রিকে বিশ্বাস করি না। আপনার পছন্দের বার্নাডকেও নয়। তবে আপনি ওদের চেয়ে আলাদা।' এলিজা ফাদারের বাহুতে হাত রাখল। 'আপনি আমার বন্ধু। এমন বন্ধু আমার নেই বললেই চলে।'

এক পা পিছিয়ে গিয়ে মাথা নোয়ালেন ফাদার। 'আমি নিজেকে সম্মানিতবোধ করছি, মাই লেডি।'

আশকারাসুলভ হাসি দিল এলিজা। 'তা তো করবেনই, ফাদার।'

এলিজার কথার ধরন শুনে দুজনই হেসে উঠল।

'এই যে, অ্যানা চলে এসেছে। আচ্ছা, আপনার ভাইকে নিয়ে সেই মজার গল্পটা আবার বলুন তো।'

ফাদার আবার সেই পুরনো গল্প বললেন। তবে আগের চেয়েও এবার আরেকটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন যেন এলিজা মজা পায়। হেসে ওঠে।

দুজন এভাবে সুন্দর সময় পার করছিলেন।

কিন্তু একদিন এলিজা হাসি থামিয়ে দিল।

সেদিন ফাদার এলিজার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন ঈশ্বরের সাথেও।

*

অতীত রোমন্থন বাদ দিয়ে বর্তমানে ফিরলেন ফাদার। তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল গড়াচ্ছে। শক্ত করে ধরে রেখেছেন নিজের রুপালি ক্রসটা। গ্লোভস পরা সত্ত্বেও টের পেলেন হাতের তালু টকটকে লাল হয়ে গেছে। ঝুলে আছে কাঁধ দুটো। মাথা রেখেছেন নিচু করে।

'ফাদার?' ইরিন ডাকল।

মাথা তুললেন ফাদার। ওনার মনে হচ্ছিল এলিজাকে দেখতে পাবেন।

জর্ডান ওর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। ইরিনের চোখে মায়া দেখা যাচ্ছে অবশ্য।

'এবার সব খুলে বলার সময় হয়েছে, ফাদার।' রান করজার হৃৎপিণ্ডের

BanglaBook.org

দিকে অস্ত্র তাক করে নির্দেশ দিল জর্ডান।

ফাদারের হৃৎপিণ্ডের দিকে অস্ত্র তাক করে কী ফায়দা?

সেটা তো অনেক আগেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

রাত ৮টা বেজে ৮ মিনিট।

'জর্ডান, ওনার দাঁত দেখুন... এগুলো আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেছে।' বলল ইরিন। এ রকম অলৌকক ঘটনা দেখে ও বিস্মিত। বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। ফাদারকে আরও কাছ থেকে পরীক্ষা করার জন্য এগোল ও।

বাধা দিল জর্ডান।

ইরিন আর জোর করল না।

বিজ্ঞানী হিসেবে ওর যতই কৌতূহল থাক, তার পরও ফাদারকে ও ভয় পাচ্ছে।

'আপনাদের ধৈর্যের জন্য... ধন্যবাদ।' কাঁপা গলায় বললেন ফাদার।

'সেই ধৈর্য অনেকক্ষণ থাকবে বলে আশা করাটা বোকামি হবে।' জর্ডান জানাল।

'আপনি বললেন, আপনি নাকি *স্যাঙ্গুইনিস্ট*, *স্ট্রিগোয়* নন। মানে কী?' প্রশ্ন করল ইরিন।

'স্ট্রিগোয়রা বুনো জানোয়ার। খুন আর রক্ত ঝরাতে ওস্তাদ। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো দিকে নজর নেই ওদের।' ফাদার জবাব দিলেন।

'আর স্যাঙ্গুইনিস্ট?'

'আসলে ***দি অর্ডার অব দ্য স্যাঙ্গুইন***-এর অধীনে থাকা সকল সদস্য একসময় স্ট্রিগোয় ছিলেন।' ইরিনের চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন ফাদার রান করজা। 'কিন্তু এখন আমাদের দলে থাকা সদস্যরা সবাই যিশুর আদেশ মেনে চলি। তাঁর গোলামি করি। যিশুর আশীর্বাদের কারণে আপনার ঈশ্বরের উজ্জ্বল আলোতেও চলাচল করতে পারি, সেবা করি তাঁর যোদ্ধা হিসেবে।'

'তার মানে আপনারা সূর্যের আলোতেও চলাফেরা করতে পারেন?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, কিন্তু সূর্যের আলো এখনও আমাদের যন্ত্রণা দেয়।' নিজের আলখাল্লায় থাকা হুড ছুঁয়ে ফাদার জবাব দিলেন।

ইরিনের মনে পড়ল প্রথম যখন রানকে দেখেছিল তখন প্রচণ্ড গরমের

BanglaBook.org

মধ্যে তিনি কালো সানগ্লাস পরে ছিলেন, তাঁর প্রায় সারা শরীর কাপড়ের আড়ালে ছিল, হুড দেয়া ছিল মাথায়। ইরিনের সন্দেহ হলো, ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের গাউনের সাথে হুড ব্যবহার করার রীতিটা এই অর্ডার অব দ্য স্যাঙ্গুইনদের কাছ থেকে এসেছে কি না!

'কিন্তু যিশুর আশীর্বাদ ছাড়া সূর্যের আলো একটা স্ট্রিগোয়কে মেরে ফেলতে পারবে।' জানালেন রান করজা।

'কিন্তু যিশুর *আর্শীবাদ*টা কী? বুঝলাম না।' ইরিন প্রশ্ন করল। প্রশ্নের সাথে একটু ব্যঙ্গের সুর মেশানো ছিল, ইরিন সেটা আড়াল করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

ইরিনের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ফাদার। হয়তো সঠিক শব্দ খুঁজছেন ব্যাপারটাকে বোঝানোর জন্য।

'আমি যিশুর কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি কখনও মানুষের রক্ত পান করব না। এ ধরনের কাজ আমাদের জন্য নিষিদ্ধ।'

'তাহলে আপনি কী পান করেন, পাদ্রি?' এবার জর্ডান প্রশ্ন করল।

'আমি প্রতিজ্ঞা করেছি শুধুমাত্র তাঁর রক্ত পান করব।'

তাঁর রক্ত...

ফাদারের বলা শব্দ দুটোর আড়ালে থাকা অর্থটুকু অনুধাবন করার চেষ্টা করল ইরিন।

'আপনি যিশুর রক্তের কথা বলছেন?' ইরিন এবার সিরিয়াস। রোমান ক্যাথলিজমের মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা ইরিন এও জানে যিশুর রক্তের উৎস কোথায়। ছোটবেলার কথা মনে পড়ল ওর। গির্জার বেদিতে হাঁটু গেড়ে বসে তিতা ওয়াইন খেতে হয়েছিল ওকে।

ইরিন জানে ফাদারের এই ফ্লাস্কে আসলে কী ছিল। 'পবিত্র ওয়াইন।'

'পবিত্রের চেয়েও বেশি কিছু।' ফাদার বললেন।

'তার মানে *ট্র্যানসাবস্টেইনশিয়েটেড*?' ইরিন যদিও জানে তারপরও প্রশ্ন করল।

ক্যাথলিজমের সাথে এই শব্দটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা একটা মতবাদ বা বিশ্বাস। যেখানে বলা হয়, ওয়াইনকে নির্দিষ্ট নিয়মে পবিত্র করলে সেটা একপর্যায়ে আক্ষরিক অর্থে যিশুর রক্তে পরিণত হয়ে যায়।

মাথা নুইয়ে সায় দিলেন ফাদার। 'হ্যাঁ। আমার কাছে থাকা এই আশীর্বাদপুষ্ট ফ্লাস্কে যিশুর রক্ত ছিল।'

'অসম্ভব।' অবিশ্বাস নিয়ে বলে উঠল ইরিন।

BanglaBook.org

জর্ডানও বিশ্বাস করল না বিষয়টা। 'আমিও তো আপনার ফ্লাস্ক থেকে খেয়েছি, পাদ্রি। দেখতে ওয়াইনের মতো, ঘ্রাণ ওয়াইনের মতো, স্বাদেও ওয়াইনের মতো...'

'তবুও সেটা ওয়াইন নয়।' বাধা দিয়ে ফাদার বলে উঠলেন। 'যিশুর রক্ত ছিল ওটা।'

ইরিনের কণ্ঠে আবার আগের অবিশ্বাসী ব্যঙ্গের সুর ফিরে এসেছে। 'তাহলে আপনি দাবি করছেন *ট্র্যানসাবস্টেইনশিয়েশন* থেকে সত্যিকার অর্থেই ফল পাওয়া যায়? ওটা কোনো প্রতীকী মতবাদ নয়?'

'আমি নিজেই জলজ্যান্ত প্রমাণ। তারপরও বিশ্বাস হচ্ছে না? যিশুর রক্তের মাধ্যমে যিশু ও মানবজাতির মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি হয়েছে। উনার এতটাই দয়া যে এর ফলে মানবজাতি তো অবশ্যই সাথে স্ট্রিগোয়-ও আশীর্বাদ পাচ্ছে। সে জন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি মানুষের রক্ত পান করা থেকে বিরত থাকব। শুধুমাত্র যিশুর রক্ত পান করব আমরা। যিশুর বীর যোদ্ধা হয়ে সেবা করব, চার্চের সেবা করব... একদম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। মৃত্যুর পর যিশুর দলে আমাদের জায়গা হবে।'

ইরিনের কাছে এসব কিছুই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না। এমনকী ওর মৃত বাবা কবর থেকে লাফিয়ে উঠতেন, যদি শুনতেন যিশুর রক্ত এভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইরিনের চেহারা দেখে ফাদার টের পেলেন ও এসব বিশ্বাস করছে না। 'আচ্ছা, বলুন তো, পূর্বে খ্রিস্টানরা কেন কমিউনিয়ন ওয়াইনকে 'অমরত্বের ওষুধ' বলে ডাকত? কারণ তারা আসল বিষয়টা জানত। ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ এসব ভুলে গেলেও চার্চ কিন্তু এখনও ভোলেনি।'

ফ্লাস্কের উল্টো পিঠ ওদেরকে দেখালেন ফাদার। ভ্যাটিকানের সিলটা যেন ওদের চোখে পড়ে।

ইরিনের দিকে তাকালেন ফাদার। 'আমি আপনাকে কিছুই বিশ্বাস করতে বলব না। আপনি নিজের চোখে যা দেখছেন সেটা হৃদয় দিয়ে বিচার করুন। ওতেই চলবে।'

একটা পাথরের ওপর ধপ করে বসল ইরিন। দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরল। ও নিজে ওই ফ্লাস্ক থেকে ওয়াইন খেয়ে দেখেছে। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে ও নিশ্চিত ফ্লাস্কে ওয়াইন ছিল। অন্য কিছু নয়। এদিকে স্ট্রিগোয়রা রক্ত খায়। ফাদার করজা একজন স্যাঙ্গুইনিস্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে স্ট্রিগোয়। অথচ তিনিও ওয়াইন খেলেন! হিসাবটা মিলছে না।

BanglaBook.org

ওয়াইনকে রক্তে পরিণত করা একদমই অসম্ভব। তাহলে? একমাত্র বিশ্বাসের জোরেই সেটা সম্ভব। রান ওয়াইন খেলেও তিনি বিশ্বাস করেন যিশুর রক্ত খাচ্ছেন। প্লাসিবৌ ইফেক্ট হতে পারে। প্লাসিবৌ ইফেক্ট এমন এক ধরনের কাজ, যেখানে রোগীকে ওষুধের বদলে অন্য কিছু খেতে দেয়া হয় অথচ তাকে জানানো হয় ওষুধই দেয়া হচ্ছে। রোগী সেটা বিশ্বাসও করে!

'আপনি ঠিক আছেন, ডক্টর?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'ট্র্যানসাবস্টেইনশিয়েশন একটা গল্প মাত্র।' ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল ইরিন। 'একটা মিথ। রূপকথা।'

'স্ট্রিগোয়-এর মতো মিথ তাই না?' আপত্তি তুললেন ফাদার। 'রাতের আঁধারে ঘুরে বেড়ায় আর মানুষের রক্ত পান করে? আপনি ওসবে বিশ্বাস করেন। মেনেও নেন স্ট্রিগোয় ওরফে ভ্যাম্পায়ার আছে। অথচ পবিত্র ওয়াইন যিশুর রক্তে পরিণত হয়, এটা মানতে পারেন না। আপনার মধ্যে বিশ্বাস বলতে কিছু নেই?'

'বিশ্বাসে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। আমি দেখেছি, চার্চ কীভাবে এই বিশ্বাসকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারকে ন্যায় হিসেবে উপস্থাপন করেছে। ধর্মকে সত্য আড়াল করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হতে দেখেছি আমি।'

'কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে। গুটি কয়েক বিপথগামী লোকের জন্য যিশুকে খারাপ ভাবাটা উচিত নয়।' সাফাই গাইতে শুরু করলেন ফাদার। একজন পাদ্রি হিসেবে ধর্মকে এভাবে রক্ষা করাটা তাঁর দায়িত্ব। 'যিশু আমাদের অন্তরে বাস করেন। তাঁর অলৌকিকতা আমরা সবাই ধারণ করি।'

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল জর্ডান। 'ভালো, ভালো। কিন্তু পাদ্রি, এবার আপনার ব্যাপারে আসা যাক। আপনি এ রকম স্যাঙ্গুইনিস্ট হলেন কীভাবে?'

'এ ব্যাপারে বেশি কিছু বলার নেই। কয়েক শতক আগে আমাকে স্ট্রিগোয় কামড়ে দিয়েছিল। জোর করে ওটার রক্ত পান করতে হয়েছিল আমাকে।' শিউরে উঠলেন ফাদার। 'আমি ওদের মতো স্বার্থপর, বুনো হয়ে গিয়েছিলাম।'

'তারপর?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'স্ট্রিগোয় হয়ে গিয়েছিলাম। তবে আমি ওদের ভ্রান্ত পথে না গিয়ে ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিলাম তখন। সেই রাতেই আমাকে নিয়োগ করা হয় দি

BanglaBook.org

অর্ডার অব দ্য স্যাঙ্গুইনস-এ। স্ট্রিগোয় হলেও আমি কখনও মানুষের রক্ত পান করিনি। যিশুর পথে নিজেকে সঁপে দিয়েছি, এখনও তাঁর সেবায় কাজ করে যাচ্ছি সেই থেকে।'

'কীভাবে? আপনার মতো এ রকম কেউ কীভাবে চার্চের কাজ করছেন?'

'যিশুর আশীর্বাদের বদৌলতে স্যাঙ্গুইনিস্টরা কিছু সুবিধা পায়। যেমন আমরা সূর্যের আলোতেও চলাফেরা করতে পারি, যেকোনো পবিত্র কাজে সামিল হতে পারি। যদিও সূর্যের আলো এখনও আমাদের চামড়া পোড়ায়।'

হাত মোজা খুললেন ফাদার। তালুতে হওয়া ক্রস আকৃতির ফোস্কা দেখালেন ওদেরকে। ইরিনের মনে পড়ল একটু আগে তিনি শক্ত করে ক্রসটাকে চেপে ধরেছিলেন।

'এ রকম কষ্ট আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় স্বয়ং যিশুকেও ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। তার পরও তিনি মাথানত করেননি। সত্যের পথে ছিলেন।'

'আচ্ছা, তাহলে চার্চের যোদ্ধা হিসেবে আপনারা কার বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকেন?' জর্ডান জানতে চাইল।

'আমাদের জাত ভাই, বুনো স্ট্রিগোয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আমরা ওদেরকে শিকার করি। প্রথমে যিশুর পথে আসার আহ্বান জানাই। যদি তারা তাতে রাজি না হয় তাহলে হত্যা করি।'

'তাহলে আমরা মানুষরা কীভাবে আপনাদের হিটলিস্টে এলাম?'

'না! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি অন্য কারো জীবন বাঁচানোর জন্য ছাড়া আমি কখনও কোনো মানুষের জীবন কেড়ে নেব না।'

'আপনার মিশন স্ট্রিগোয়দের হত্যা করা। কিন্তু যা বুঝলাম, স্ট্রিগোয়দের হয়তো কোনো উপায় নেই। তাই ওরা বুনো হয়ে গেছে। অনেকটা জলাতঙ্ক কুকুরের মতো।' বলল ইরিন।

'স্ট্রিগোয়রা কুকুরের চেয়েও খারাপ। যেকোনো প্রাণীর চেয়েও নীচ।' আপত্তি করলেন ফাদার। 'ওদের কোনো আত্মা নেই। ওরা শুধুমাত্র শয়তানের কাজ করে।'

'তাই আপনার কাজ হচ্ছে তাদেরকে নরকে পাঠিয়ে দেয়া।' জর্ডান বলল।

'ওদের তো আত্মাই নেই। তাই আমরা জানি না ওরা স্বর্গে স্থান পাবে

BanglaBook.org

নাকি নরকে।'

'আচ্ছা যদি স্ট্রিগোয়রা এত বুনো ও হিংস্রই হয় তাহলে ওরা যিশুর গসপেল দিয়ে করবে?' ইরিন প্রশ্ন করল। 'ওদের এটা দিয়ে কী কাজ?'

ইরিনের প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যাসহ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ফাদার কিন্তু হঠাৎ মাথা ঝাঁকালেন তিনি। তাকালেন আকাশের দিকে। 'একটা কপ্টার আসছে।'

জর্ডানও আকাশের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই দেখতে বা শুনতে পেল না।

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি শুনতে পাচ্ছি।' আবার মাথা নাড়লেন ফাদার। 'এটা আমাদের দলের।'

ইরিনের চোখে পড়ল, একটা আলোর বিন্দু দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'ওই তো!'

'আপনাদের দলের মানে?' জানতে চাইল জর্ডান।

'চার্চের কপ্টার,' ফাদার জানালেন। 'চিন্তা নেই। ওরা আপনাদের কোনো ক্ষতি করবে না।'

কপ্টারকে কাছে আসতে দেখে দুশ্চিন্তা গ্রাস করল ইরিনকে।

এ রকম আশ্বাসের বাণী শোনার পর শত শত বছর ধরে কত মানুষ মারা গেছে, তা কি কেউ জানে?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৮

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় রাত ৮টা ২৮ মিনিট।
ক্যাসেরিয়া, ইসরায়েল

ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে বাথোরি। ম্যাগর শান্তভাবে অনুসরণ করছে তাকে।

আস্তাবলের ঘোড়াগুলোকে ভয় পাইয়ে দিতে চায়নি সে। তাই হাঁটার সময় সাবধানতা অবলম্বন করছে। তারেক ও অন্যরা রয়েছে হেলিকপ্টারে। নিজেকে তাদের চেয়ে কিছুটা দূরে রাখতেই পছন্দ করছে বাথোরি। পাশে ম্যাগর, ওপরে কালো আকাশ আর শিকারও কাছেই রয়েছে। ভালোই লাগছে সব মিলিয়ে।

তাঁবুগুলোর কাছে চলে এসেছে ওরা। একটা তাঁবুতে তখনও বাতি জ্বলছে, আর ওটাই বাথোরির মূল টার্গেট।

দুজন মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে। গলার স্বর শুনে বোঝা গেল একজন পুরুষ অন্যজন নারী, দুজনেই কমবয়সী। সেই আর্কিওলজিস্টের ছাত্র-ছাত্রী তারা।

তাদের কথাবার্তার মধ্যেই বাথোরি তাঁবুর পেছন দিকটায় পৌঁছে গেল। সেখানে তারজালি দেওয়া একটা জানালা। ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে লাগল সে। তার পেছনে রয়েছে ম্যাগর।

কাউবয় বুট ও জিনস পরা এক তরুণ পায়চারি করছে তাঁবুর ভেতর। আর তরুণীটি ল্যাপটপের সামনে বসে ডায়েট কোকে চুমুক দিচ্ছে। কম্পিউটার স্ক্রিনে সিএনএন-এ ভূমিকম্পের রিপোর্ট চলছে নিঃশব্দে। তরুণীর কানে ইয়ারফোন। স্ক্রিন থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, 'অ্যাম্বাসিতে আবার চেষ্টা করে দেখ, ন্যাট।'

ন্যাট পায়চারি করতে করতে জানালার সামনে চলে এল। একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে আছে কিন্তু কিছুই খেয়াল করছে না। বাথোরি এখনও দাঁড়িয়ে আছে, ভালো করেই জানে ওকে দেখা যাচ্ছে না।

ওর পেছনে রাতের আকাশের মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাগর।

BanglaBook.org

ন্যাট পেছনে ফিরল। টেবিলের কাছে গিয়ে নিজের সেলফোনটা ছুড়ে ফেলল ল্যাপটপের পাশে। 'এটা দিয়ে কী করব? বারবার তাদের কল করছি। এখনও বিজি। স্থানীয় পুলিশের কাছেও ফোন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ড. গ্রেঞ্জারকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিছুই জানতে পারিনি।'

স্ক্রিনের রিপোর্টের দিকে নির্দেশ করল অ্যামি,'যদি তাকে মাসাডা নিয়ে যাওয়া হয়? রিপোর্ট বলছে আফটারশকে সম্পূর্ণ পাহাড়ই ধসে গিয়েছে।'

'খারাপ জিনিস চিন্তা করা বন্ধ কর। ড. গ্রেঞ্জার যেকোনো জায়গায় থাকতে পারেন। ভেবে দেখ, প্রফেসর যদি আমাদেরকে ওই ভয়ংকর ছবিগুলো পাঠানোর সময় পেয়ে থাকেন, তবে তিনি অন্তত আমাদেরকে টেক্সট করে জানাতে পারতেন উনি কোথায় আছেন।'

'হয়তো তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। ওই ইসরায়েলি সৈন্যরা তাঁকে একটা শৃঙ্খলের মধ্যে রেখেছেন। কিন্তু সেই খোলা শবাধারের ছবি থেকে মনে হয়েছে তিনি কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।'

আর্কিওলজিস্ট পাগলের মতো তার সেলফোন দোলাচ্ছিল, এটা মনে পড়তেই অন্ধকারে মুচকি হাসল বাথোরি। তার মানে সে ছবিগুলো পাঠাচ্ছিল, গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজে পেয়েছিল হয়তো। হতে পারে সেটা গসপেলের ব্যাপারে জরুরি কোনো সূত্র!

অন্ধকারে নিজের হাতের ব্যান্ডেজের ওপর হাত বোলাল বাথোরি। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, যে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে হানর মারা গেছে তা হয়তো এই ছবিগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে।

'আমি আমার তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছি', বলল ন্যাট, 'ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ঘুমাব, এরপর দেখি ভূমিকম্পের হইচই এড়িয়ে কারো কাউকে লাইনে পাই কি না। তোমারও ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। আমার মনে হচ্ছে, আজকের রাতটা অনেক দীর্ঘ হবে।'

'আমি একা থাকতে চাই না', কম্পিউটার থেকে চোখ তুলে ন্যাটের দিকে তাকাল অ্যামি, 'প্রথমে হেনরিকের মৃত্যু, এখন প্রফেসরের কাছ থেকেও কোনো সাড়া আসছে না... আমি কখনোই ঘুমাব না।'

ওরা দুজনেই চলে গেলে তাদের ফোন আর ল্যাপটপ চুরি করা সহজ হয়ে যাবে বাথোরির জন্য। এ রকম একটা ক্যাম্পে কিছু চুরি হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না।

বেল্ট থেকে ফরিদের ছোরাটি বের করল বাথোরি। ফরিদকে খুন করার

BanglaBook.org

পর তার কাছ থেকে এটা চুরি করেছিল। কয়েক ধাপ পেছনে গেল বাথোরি। ম্যাগরের কানে ফিসফিস করে কিছু বলল। ম্যাগর নিঃশব্দে লাফিয়ে চলে গেল আস্তাবলের দিকে।

রাত ৮টা ৩৪ মিনিট

তাঁবুর ভেতর পায়চারি করছে ন্যাট।

'ড. গ্রেঞ্জারকে একা যেতে দেওয়া উচিত হয়নি আমার।'

ন্যাট প্রফেসরের কাছে ঋণী। অন্যকেও যখন ওকে সাহায্য করছিল না তখন প্রফেসর গ্রেঞ্জার ঠিকই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ছোট বোনকে দেখভাল করার পাশাপাশি দুটো চাকরি করার জন্য জিপিএ মোটেও ভালো ছিল না ন্যাটের। কোনো প্রফেসর ওকে নিতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু ড. গ্রেঞ্জার ওকে নিজের টিমে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এর বদলে সে কী করল? এক হেলিকপ্টার ভর্তি আর্মির সাথে প্রফেসরকে একা যেতে দিল!

ন্যাট তাঁবুর খোলা ফ্ল্যাপের কাছে গিয়ে পৌঁছাতেই আস্তাবল থেকে ঘোড়াদের সমস্বরে চিৎকারের শব্দ ভেসে এল। অন্ধকার ধ্বংস্তূপে ঘোড়ার ডাক ভয়ংকর প্রতিধ্বনি তুলছে।

ন্যাট বাইরে বেরিয়ে এল। 'ঘোড়াগুলোর কী হয়েছে?'

'জানি না আমি', এখনো ল্যাপটপের সামনে বসে আছে অ্যামি, 'আমার ভয় লাগছে, বিশেষ করে সাদা ঘোড়াটার জন্য।'

'ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল। ঘোড়াটা তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিল বোধ হয়।'

ঘোড়া বিদ্বেষের জন্য ন্যাট অবশ্য অ্যামিকে দোষ দিতে পারল না। হেনরিক মারা গিয়েছিল, ভুল জায়গায়, ভুল সময়ে।

ঘোড়াগুলোর ডাক বেড়েই চলেছে।

'আমি দেখতে চললাম', বলল ন্যাট, 'শেয়ালও হতে পারে।'

'আমাকে এখানে একা রেখে যেও না।' অ্যামির গলার স্বরে ভয় ফুটে উঠল।

ন্যাট তার কাউবয় হ্যাট মাথায় পরে নিল। দরজার কাছে একটা কাঠের বাক্সে ড. গ্রেঞ্জারের পিস্তলটা খুঁজতে শুরু করল। তিনি সাপ মারার জন্য এটা ব্যবহার করতেন।

'আস্তাবলের লোকজনই ঘোড়াগুলো দেখাশোনা করবে। অন্ধকারে তোমার সেখানে যাবার দরকার নেই।'

BanglaBook.org

'আমার কিছু হবে না। আর তুমি এখানেই নিরাপদে থাকবে', ন্যাট বলল।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ন্যাট। রাতটা কেমন যেন অন্য রকম মনে হলো। গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছে ওর। হয়তো অ্যামি তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, নিজেকে বোঝাল ন্যাট।পিস্তলটা শক্ত করে ধরে রাখল সে, লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল।

ওর ডান পাশ দিয়ে একটা ছায়া যেন দৌড়ে চলে গেল। চমকে থেমে গেল ন্যাট। চোখের কোনা দিয়ে দেখার চেষ্টা করল।

ভালোমতো দেখেনি যদিও, কিন্তু ওর মনে হলো যেকোনো শেয়ালের চেয়ে আকৃতিতে বড় হবে প্রাণিটা। প্রচণ্ড গতিতে হারিয়ে গেল যেন! এত দ্রুত অদৃশ্য হলো যে ন্যাট বুঝতেও পারল না আসলে সে কী দেখেছিল।

পেছনে তাঁবুর দিকে ফিরে তাকাল ন্যাট। ওটা তো এখন অনেক দূরে মনে হচ্ছে, অন্ধাকারে তাঁবুর ভেতর একটা বাতি জ্বলছে শুধু।

ওর পেছনে একটা ঘোড়া চিৎকার করে উঠল।

রাত ৮টা ৩৬ মিনিট

একদিকে স্ট্যালিয়নটি চিৎকার করছে, অন্যদিকে বাথোরি ফরিদের ছোরা ব্যবহার করে তাঁবুর কাপড়ের একপাশ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। এর ধারালো প্রান্ত দিয়ে চিড়ে ফেলল শক্ত কাপড়টা।

অ্যামি এখনও ল্যাপটপের সামনে বসে আছে, তার দৃষ্টি সামনের দরজার দিকে। পেছনে তৈরি হওয়া নতুন দরজার দিকে কোনো খেয়াল নেই।

বাথোরি তাঁবুর পেছন দিকের চিড়ে ফেলা কাপড় ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেল। অ্যামির পেছনে দাঁড়িয়ে গেল সে, এখনও বাথোরির উপস্থিতি টের পায়নি অ্যামি। মনোযোগ দিয়ে সিএনএন-এর খবর দেখছে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষের দশা এই অ্যামির মতো। তারা দেশ-বিদেশের খবর জানতে উদগ্রীব অথচ নিজের পেছনের খবর রাখে না।

বাথোরি সামনে এগিয়ে গেল, মেয়েটার চিবুকের নিচে পোজ দিল একটা। রক্ত ল্যাপটপের ওপর পড়ার আগেই অ্যামির দেহ টুল থেকে সরিয়ে ফেলল সে। মেঝেতে পড়ে গেল অ্যামি। এই অবস্থাতেই তাঁবুর দরজার দিকে কয়েক ফুট এগিয়ে গেল কোনোমতে, রক্ত ভেসে যাচ্ছে।

বাথোরি দ্রুত তার কাজ শেষ করল। ল্যাপটপ বন্ধ করে ব্যাকপ্যাকে

BanglaBook.org

ঢুকাল। টেবিলের ওপর থাকা সেলফোন দুটোও নিল।

পর্দা সরে গেল তাঁবুর একপাশে।

বাথোরি পেছনে তাকাতেই দেখল ন্যাট ভেতরে ঢুকছে। ভেতরে এক পলক তাকিয়েই ন্যাট পিস্তল তুলে ধরল বাথোরির দিকে।

'এসব কী...?'

সোজা হয়ে দাঁড়াল বাথোরি, স্মিত হাসল ন্যাটের দিকে তাকিয়ে।

না, কোনো অভ্যর্থনার হাসি নয়।

ন্যাটের কাঁধের পেছনে এক জোড়া লাল চোখ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

রাতের শিকার এখনও শেষ হয়নি।

বাথোরি তার সঙ্গীকে মনে মনে নির্দেশ দিল।

ধরো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় রাত ৮টা ৩৭ মিনিট,
মাসাডার পেছনে থাকা মরুভূমি, ইসরায়েল

লুকানোর জায়গা খুঁজল জর্ডান কিন্তু উপযুক্ত কোনো জায়গা পেল না। যেখানেই লুকাতে যাক না কেন কপ্টার থেকে দেখে ফেলবে।

রাতের আঁধার চিরে এগিয়ে আসছে কপ্টার। জর্ডান ওটাকে ভালো করে খেয়াল করতেই চিনতে পারল। এর আগে ইসি১৪৫ মডেলের কপ্টারগুলোর ছবি অনলাইনের বিজ্ঞাপনেই দেখেছে। আজ স্বচক্ষে দেখল। আট লাখ ডলার মূল্যের কপ্টারগুলো অত্যন্ত বিলাসবহুল। সব মিলিয়ে এই মডেলের কপ্টারগুলোকে রোটরঅলা মার্সেডিজ-বেঞ্জ বলা যেতে পারে।

করজার পেছনে যে বা যারা আছে তাদের অর্থের অভাব নেই।

জর্ডানের যতদূর মনে পড়ে, এই কপ্টারগুলোতে মোট ৮ জন বসতে পারে। তার মধ্যে ২ জন পাইলট, কো-পাইলট। অর্থাৎ, জর্ডানকে লড়তে হলে মোটামুটি ৮ জনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। অথচ পরিস্থিতি ওর অনুকূলে নেই। কঠিন সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরে জর্ডান নিজের পিস্তলটাকে হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে দিল। লড়াই করে জেতা সম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং করজার কথার ওপর ভরসা করা যাক।

ইরিনের দিকে তাকাল জর্ডান। 'দাঁড়াতে পারবেন?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করল। ও চাচ্ছে ইরিন যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। যাতে দরকার পড়লে ওরা দ্রুত সরে যেতে পারে।

'চেষ্টা করে দেখি।'

ইরিন দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই মুখ কুঁচকে ফেলল। শরীরের ওজন চাপাল ডান পায়ে। ওর বাম পায়ে প্যান্টের একটা অংশ রক্তে ভিজে কালো হয়ে গেছে।

'কী হয়েছে?' জর্ডান প্রশ্নটা করেই নিজের বোকামি উপলব্ধি করতে পারল। ইরিনের জখমটা আগে কেন খেয়াল করেনি।

BanglaBook.org

নিজের পায়ের দিকে তাকাল ইরিন। জর্ডানের মতো ইরিনও বিষয়টা খেয়াল করেনি। 'নেকড়েটা খামচে দিয়েছে। তেমন কিছু না।'

'দেখি, কী অবস্থা...'

চোখের এক ভ্রু উঁচু করল ইরিন। 'আমি এখানে প্যান্ট খুলব না!'

পায়ের গোড়ালিতে থাকা খাপ থেকে জর্ডান চাকু বের করল। 'যেখানে জখম হয়েছে তার ওপরে থাকা প্যান্টের কাপড় কাটব। এতে আপনার প্যান্ট নষ্ট হবে ঠিকই তবে মান-সম্মান যাবে না।'

হাসল জর্ডান।

পাল্টা হাসি দিয়ে ইরিন একটা পাথরের ওপরে বসল। 'তাহলে ঠিক আছে।'

জর্ডান চাকু দিয়ে সাবধানে প্যান্ট কেটে জখমটা বের করল। উরুর ওপর দিয়ে জখমটা চলে গেছে। ক্ষতটা গভীর নয়, তবে দৈর্ঘ্যে বড়। সন্দেহজনক দৃষ্টিতে জখম পর্যবেক্ষণ করে করজাকে উচ্চস্বরে ডাকল জর্ডান, যেন কপ্টারের আওয়াজ ছাপিয়ে ওর ডাকটা করজার কানে পৌঁছায়।

'পাদ্রি! গ্রিমওলফটা ইরিনকে খামচে দিয়েছে। এ ধরনের জখমের চিকিৎসা কীভাবে করতে হয়?'

ফাদার ইরিনের উন্মুক্ত পায়ের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। অস্বস্তিবোধ করছেন। 'সুন্দর করে পরিষ্কার করুন। আর কিছু করতে হবে না।'

প্যান্টের কাটা অংশ দিয়ে জখম মুছল ইরিন।

জর্ডান ফার্স্ট-এইড কিট বের করতে যাবে, এমন সময় কপ্টার মাটির কাছাকাছি চলে এল। রোটরের বাতাসে ধুলোবালি উড়তে শুরু করল চারদিকে। ধুলো থেকে বাঁচাতে ইরিনের পায়ের জখমের অংশটুকু নিজের হাত দিয়ে আড়াল করল জর্ডান।

কপ্টারের পায়া ভূমিতে স্পর্শ করে স্থির হওয়ার আগেই কালো পোশাক পরিহিত তিনজন নামল কপ্টার থেকে। প্রত্যেকের মাথায় হুড দেয়। চেহারা দেখা যাচ্ছে না। ফাদার করজার মতো অসম্ভব দ্রুতগতিতে নড়ল তারা। জর্ডানের দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করল কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কপ্টার থেকে আগত তিনজন কথা বলছে করজার সাথে। ভাষাটা সম্ভবত ল্যাটিন। জর্ডান খেয়াল করল তাদেরও রোমান কলার আছে, অর্থাৎ তারাও পাদ্রি।

BanglaBook.org

আরও স্যাঙ্গুইনিস্ট।

ইরিন উঠে দাঁড়াল। জর্ডানও দাঁড়াল তার পাশে।

আগত তিনজনের একজন ওদের দিকে এগিলে এল। ঠাণ্ডা হাত দিয়ে জর্ডানের শরীর সার্চ করে অস্ত্র নিয়ে নিল সে। জর্ডানের কাছে থাকা চাকুটা হয়তো লোকটার চোখে পড়েনি বা তার কাছে চাকুটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। যা-ই হোক, চাকুটা না নেয়ার জন্য জর্ডান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দ্বিতীয়জন করজার সাথে রয়েছে।

তৃতীয়জন গ্রিমওলফ-এর লাশের কাছে গেল। তরল কিছু ছড়িয়ে দিতে শুরু করল সে। মনে হলো, মৃত জানোয়ারটাকে পবিত্র করছে। কিন্তু ওই তরল কোনো পবিত্র জল ছিল না। একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। আগুনে ছেয়ে গেল বিশাল জানোয়ারটার প্রাণহীন দেহ।

লোম পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল মরুভূমিতে।

প্রথমজন জর্ডান ও ইরিনকে পাহারা দিচ্ছে। বেশ বিধ্বস্ত লাগছে ইরিনকে। এক পায়ের ওপর নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখতে কষ্ট হচ্ছে বেচারির। জর্ডান ইরিনকে সাহায্য করার জন্য এগোতেই এক হাত তুলে ওকে থামার নির্দেশ দিল হুড পরা পাদ্রি। কিন্তু জর্ডান থামল না। এক হাত দিয়ে ইরিনকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করল।

ওদিকে মরুভূমিতে করজা আর তার সঙ্গী তর্ক জুড়ে দিয়েছে। তর্কের বিষয় সম্ভবত জর্ডান আর ইরিন। ওদের দুজনকে কী করা যায় সেটা নিয়ে পাদ্রি দুজন একমত হতে পারছে না। জর্ডান খুব ভালো করে লক্ষ রাখল দুই পাদ্রির ওপর। কী করতে যাচ্ছে ওরা? ইরিন আর জর্ডানকে এই মরুভূমিতে ফেলে চলে যাবে? নাকি ওই গ্রিমওলফ-এর মতো পুড়িয়ে মারবে?

তর্কে যা নিয়ে কথা হোক না কেন দেখে মনে হচ্ছে করজাই জিতেছেন।

জর্ডান অবশ্য জানে না সেটা ওদের জন্য ভালো না খারাপ।

ফাদার করজা জর্ডানের দিকে তাকিয়ে ইরিনকে নিয়ে কপ্টারে উঠে পড়ার ইশারা করলেন।

জর্ডান বুঝতে পারছে না ওদের কপালে কী ঘটতে যাচ্ছে। তবে ও একটা বিষয় খুব ভালো করে জানে, মিলিটারি টিমের লোকজন চাইলেই কাউকে গুম করে দিতে পারে। ইরিন আর ওকেও কি ওরা গুম করে দেবে?

লড়াই করে দেখবে কি না আরেকবার হিসাব করল জর্ডান। কিন্তু ফলাফল ওর পক্ষে এল না। অগত্যা ইরিনকে নিয়ে কপ্টারের দিকে এগোল

BanglaBook.org

ও।

একে একে কপ্টার উঠতে শুরু করল সবাই। ইরিন আর জর্ডান পাদ্রিদের পেছনে রয়েছে। ওদের ঠিক পেছনে রয়েছে ফাদার করজা। তাঁর হাতে জর্ডানের জ্যাকেট, ওটা বালিতে পড়েছিল। জ্যাকেটা জর্ডানের হাতে তুলে দিলেন ফাদার।

'উঠে পড়ুন।' নম্র স্বরে বললেন তিনি।

জ্যাকেটা দিয়ে ইরিনের কাঁধ ঢেকে দিল জর্ডান। ইরিনকে কপ্টারে উঠতে সাহায্য করল।

কপ্টারের ভেতরের কেবিন বেশ আলিশান, জর্ডানের ধারণা মিথ্যে নয়। কেবিনে জ্বলা মসৃণ নীল আলো পালিস করা কালো কাঠের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে। দামি চামড়ার ঘ্রাণ এল নাকে। জর্ডান সাধারণত যেসব কপ্টারে চড়ে সেগুলোর চেয়ে এই কপ্টার অনেক বেশি বিলাসবহুল। তারপরও ওর ইচ্ছে হলো, এখন যদি সেই সস্তা কোনো কপ্টারে থাকত...

'এখানে সিট আছে মাত্র দুটো।' বলল ইরিন।

জর্ডান চোখ বুলিয়ে দেখল, কথা সত্য। 'তাহলে ফাদার, আমাদের মধ্যে কে কার্গো অংশে গিয়ে বসবে?'

'অসুবিধার জন্য দুঃখিত। ওরা আসলে আমাকে আর একজন বালককে উদ্ধার করবে বলে এসেছিল। যা হোক, চাপাচাপি করে বসতে হলেও খুব বেশিক্ষণ কষ্ট করতে হবে না। আমাদের গন্তব্য বেশি দূরে নয়।'

ইরিন মাথা ঘুরিয়ে জর্ডানের দিকে তাকাল।

'আমরা দুজন একসাথে বসতে পারব।' পেছনের দিকে থাকা একটা সিট দেখিয়ে বলল জর্ডান।

মাথা নেড়ে সায় দিল ইরিন। এগোলো সিটের দিকে। জর্ডানও এগোলো পিছু পিছু। সিটবেল্ট, হারনেস বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'আমরা অনেকগুলো ভাই-বোন ছিলাম। মা আমাদের ভাই-বোনগুলোকে দুজন করে একসাথে এক সিটে বসিয়ে নিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করতেন। আপনার মা করতেন না?'

ইরিন ভোঁতা গলায় জবাব দিল, 'আমার মায়ের গাড়ি চালানোর অনুমতি ছিল না। শুধু আমার মায়ের নয়, কোনো মহিলারই গাড়ি চালানোর অনুমতি ছিল না।'

ফাদার করজাও কপ্টারে উঠে পড়ছেন। জর্ডানের চেয়ে তাঁর গড়ন তুলনামূলক ছোট। ফাদার আর ইরিন একসাথে এক সিটে বসলে কম

BanglaBook.org

চাপাচাপি হতো কিন্তু জর্ডান নিশ্চিত ফাদার তাতে কখনোই রাজি হতেন না।

ওদের ঠিক আড়াআড়ি অবস্থানে থাকা সিটটায় বসলেন ফাদার। হুডে চেহারা আড়াল করে রাখা একজন করজার কানে কানে কী যেন বলল। জর্ডান শব্দগুলোর মানে বুঝতে পারল না, তবে এতটুকু বুঝল বক্তা একজন নারী। বিষয়টা অবাক করল ওকে। এই নারী কি মানুষ? নাকি চার্চ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত নারী স্ট্রিগোয় তথা স্যাঙ্গুইনিস্ট?!

এরপর কেউ আর কিছু বলল না।

কপ্টার ভূমি ছেড়ে আকাশে উড্ডয়ন করেছে। গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে।

ইরিনের উষ্ণ শরীর জর্ডানের সাথে লেগে রয়েছে এখন। জর্ডান বিষয়টা মাথা থেকে সরিয়ে দিতে চাইল। প্রথম দিকে, ইরিন যতটা সম্ভব দূরত্ব রাখার চেষ্টা করলেও সিটবেল্টের কারণে হাল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এবং একটু পরে অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছে জর্ডানের কাঁধে মাথা রেখে।

জর্ডান নিজের কাঁধটাকে এমনভাবে রাখল, যাতে ইরিনের মাথা ওর কাঁধ থেকে ফস্কে পড়ে না যায়। অনেক দিন হলো কোনো সুন্দরী ওর কাঁধে মাথা রাখেনি। জর্ডান খেয়াল করল চুলের ব্যান্ডের বাইরেও কিছু চুল ইরিনের কাঁধে ওপর ঝুলছে। আঙুল দিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করল জর্ডানের। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না।

ইরিনের ওপর দিয়ে গত কয়েক ঘণ্টায় প্রচুর ধকল গেছে। জর্ডানের দায়িত্ব ছিল ওকে এই ঝামেলা থেকে বরে করে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা কিন্তু দায়িত্ব পালনে ও ব্যর্থ। ইরিন ছাড়া ওর কমাণ্ডের অধীনে বাকি সবাই প্রাণও হারিয়েছে।

এসব নিয়ে না ভাবাই ভালো।

জর্ডান বরং ইরিনের জখমের দিকে নজর দিল। ইরিনকে না জাগিয়ে আস্তে করে নিজের ফার্স্ট-এইড কিট বের করল ও।

অ্যান্টিসেপটিক কাপড় বের করে ধীরে ধীরে জখমটাকে পরিষ্কার করল জর্ডান। এত সাবধানে কাজটা করার পরও ইরিন ঘুমের ঘোরে গুঙিয়ে উঠল।

কপ্টারে থাকা সব স্যাঙ্গুইনিস্ট তাকাল ইরিনের দিকে।

আস্তে করে নিজের খালি হাতটাকে চাকুর ওপর রাখল জর্ডান।

'আমাদেরকে ভয় পাবেন না।' করজা ফিসফিস করে বললেন। তাঁর

BanglaBook.org

চেহারাও এখন হুডের আড়ালে ঢাকা। 'আপনারা নিরাপদ।'

জর্ডান কোনো জবাব দেয়ার প্রয়োজনবোধ করল না।

হাতও সরাল না চাকুর ওপর থেকে।

রাত ৯টা বেজে ২ মিনিট

ইরিনের মাথা সামনের দিকে ঝাঁকি খেল। ঘুম ভেঙে গেল ওর। চোখ খুলে দেখতে পেল ও একজোড়া নীল নয়নের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটোর রং হালকা নীল হলেও আইরিশের কিনারাগুলো একটু গাঢ়। দারুণ দেখতে। চোখ দুটো ওর দিকে তাকিয়ে হাসি উপহার দিল। পাল্টা হাসি দিল ইরিন। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল চোখ দুটো জর্ডানের।

ইরিন একজন পুরুষের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আবার ঘুম থেকে উঠেই হাসি দিল তার দিকে তাকিয়ে।

অথচ পুরুষটি বিবাহিত।

এদিকে পুরো কপ্টার বোঝাই পাদ্রি।

লজ্জায় গাল পুড়ে গেল ইরিনের। সোজা হয়ে বসল। সিটবেল্ট থাকা সত্ত্বেও এক ইঞ্চি দূরত্ব তৈরি করল জর্ডানের সাথে।

বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ইরিন। রাতের আকাশে তারার মেলা। আর নিচের শহরে বৈদ্যুতিক আলোর সমাহার। একটা সোনালি গম্বুজ উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ল ওর চোখে।

'মনে হচ্ছে আমরা জেরুজালেম চলে এসেছি।' বলল ইরিন।

'কীভাবে বুঝলেন?' পরিবেশ হালকা করার জন্য জর্ডান প্রশ্ন করল।

'পূর্ব দিকের কালো পাহাড়টা হচ্ছে দ্য মাউন্ট অব অলিভস। পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্ম অর্থাৎ, জুডাইজম, ইসলাম ও ক্রিশ্চিয়ানিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক জায়গা। বলা হয়ে থাকে, সম্ভবত এখান থেকেই যিশু স্বর্গে গমন করেছিলেন।

কয়েকজন স্যাঙ্গুইনিস্ট 'সম্ভবত' শব্দটা শুনে নড়েচড়ে বসল। তাদের আঁতে লেগেছে শব্দটা। তবে ইরিন পাত্তা দিল না।

'দ্য বুক অব জাকারাইয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন এটা দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে।'

'যাক, কিয়ামত খুব শীঘ্রই না হলেই বাঁচোয়া। ইতিমধ্যে আজ একটা পাহাড় ভেঙে পড়া দেখে ফেলেছি। আর দেখার ইচ্ছে নেই।' বলল জর্ডান।

BanglaBook.org

সোনালি রঙের গম্বুজের দিকে নির্দেশ করে জানতে চাইল, 'ওটা কী?'

'টেম্পল মাউন্ট (মুসলিমদের কাছে **হারাম আল শরিফ** নামে পরিচিত)-এর ওপরে বসানো গম্বুজ ওটা।' জানালা থেকে একটু সরে জর্ডানকে ভালো করে দৃশ্যটা ভালো করে দেখার সুযোগ করে দিল ইরিন। 'ওটার চারপাশে আপনি ওল্ড সিটির দেয়াল দেখতে পাবেন। অনেকটা আলোর ফিতার মতো, দেখেছেন? উত্তর দিকে মুসলিম কোয়ার্টার। দক্ষিণ আর পশ্চিমে ইহুদিদের কোয়ার্টার, সাথে আছে বিখ্যাত ওয়েস্টার্ন ওয়াল।'

'অর্থাৎ, দ্য ওয়েলিং ওয়াল?'

'হ্যাঁ।'

দেখার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকল জর্ডান। ওর শরীর ইরিনের সাথে ঘষা খেল।

পাদ্রিদের দিকে তাকাল ইরিন। তাদের চেহারার অভিব্যক্তি হুডের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। তবে ফাদার করজা চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শহরের আলোয়। কালো চোখ দিয়ে নির্বিকারভাবে ইরিনের দিকে তাকালেন তিনি।

আবার রক্তিম হলো ইরিনের গাল। চোখ ফিরিয়ে দৃশ্যের দিকে মন দিল। ফাদার ওকে নিয়ে কী ভাবছেন? এই অপরূপ দৃশ্য নিয়েই বা কী ভাবছেন তিনি? ইরিন ধারণা করল, ফাদার হয়তো শত শত বছর ধরে বেঁচে আছেন এই পৃথিবীতে। কত বছর হবে? দ্বিতীয় মাহমুদ ১৮১৭ সালে টেম্পল অব মাউন্ট পুনরায় স্থাপন করেন তখনও কি তিনি বেঁচেছিলেন? ভাবতেই কেঁপে উঠল ইরিন। ভয় ও শ্রদ্ধা দুটোই অনুভব করল ও।

'আপনার শীত লাগছে?' জর্ডান ওর জ্যাকেটটা ইরিনের কাঁধে ঠিকঠাক করে দিল।

'না... আ...আমি ঠিক আছি।' কোনোমতে বলল ইরিন। আসলে ও খুব উষ্ণ অনুভব করছে। জর্ডানের ছোঁয়া ওর শরীরে তাপমাত্রা অস্বাভাবিক মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে যেন। গত ১০ বছরে ইরিন নিজেকে প্রচণ্ড ব্যস্ত রেখেছিল। কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক করেনি। এবার স্রেফ ভাগ্যের জোরে জর্ডানের সংস্পর্শে এসে পড়েছে। এমন একজনের সাথে ইরিনকে এখন এক সিটে বসতে হয়েছে যে কিনা একই সাথে খুবই আকর্ষণীয়... এবং বিবাহিত।

'জ্যাকেটের জন্য ধন্যবাদ।'

'খুব শীঘ্রই আমরা ল্যান্ড করব।' শান্ত স্বরে জানাল রান করজা।

BanglaBook.org

'কোথায়?' জর্ডান ইরিনের কাছ থেকে একটু সরে বসল। জর্ডানের আঙুলের দিকে তাকাল ইরিন। একটা আঙুলে আংটির কারণে সৃষ্ট সাদা দাগ রয়েছে। ওই আঙুলেই বিয়ের আংটি পরানো হয়।

জর্ডান বিবাহিত। এটাই তার প্রমাণ।

প্রমাণ পাওয়ার পরও ইরিন নিজের শরীরকে বিষয়টা বোঝাতে পারছে না, মানাতে পারছে না।

'আপনাদের দুজনের চোখ বাঁধব আমরা।' জানাল ফাদার করজা।

জর্ডান সোজা হয়ে বসল। 'কী? তার মানে আমরা এখন আপনাদের বন্দী?'

'অতিথি।' ফাদার জবাব দিলেন।

'আমি আমার অতিথিদের চোখ বাঁধি না। এ কেমন আতিথেয়তা!'

'তার পরও বাধতে হবে...' নিজের সিটবেল্ট খুললেন ফাদার।

পাশে বসা পাদ্রি করজার হাতে দুটো কালো কাপড় ধরিয়ে দিল।

পা শক্ত করে ফেলল জর্ডান। রাগে কিছু একটা করে ফেলবে বলে মনে হচ্ছে।

ইরিন ওর হাত স্পর্শ করল। 'জর্ডান, এখন উপযুক্ত সময় নয়।'

জর্ডান ইরিনের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ভুলেই গিয়েছিল ওর পাশে সে বসা আছে। মাথা নেড়ে সায় দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

উড়ন্ত কপ্টারে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে ওদের কাছে এলেন ফাদার। প্রথমে জর্ডানের চোখ বেঁধে দিলেন। তারপর বাঁধলেন ইরিনের চোখ দুটো। ইরিনের মাথায় প্রয়োজনের চেয়ে এক সেকেন্ড বেশি সময় হাত রেখে আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করলেন

তিনি।

এরপর ইরিন শুনতে পেল ফাদার নিজের সিটে ফিরে গিয়ে সিটবেল্ট বেঁধে নিলেন।

একটা হাত ইরিনের হাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। জর্ডানের হাতের তালুর উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল ইরিনের হাতের তালুতে। নিঃশব্দে ভরসা দেয়ার চেষ্টা করল জর্ডান।

যা-ই আসুক না কেন, ওরা দুজন সেটা একত্রে মোকাবিলা করবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় রাত ৯টা ১৩ মিনিট
জেরুজালেম, ইসরায়েল

কপ্টার থেকে ইরিন ও জর্ডানকে নিয়ে একটা বিল্ডিংয়ের ছাদে নামলেন ফাদার করজা। ওনার সাথে আসা স্যাঙ্গুইনিস্টরাও নামল কপ্টার থেকে। এক সারি সিঁড়ি বেয়ে নিচে থাকা সরু রাস্তায় পা রাখল সবাই।

ইরিন ও জর্ডান যতই নিজেদেরকে সাহসী হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করুক না কেন ফাদার করজা ওদের ভয়ে কাঁপা হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ ঠিকই শুনতে পাচ্ছেন। আতঙ্কের নোনা স্বাদ টের পাচ্ছেন তিনি। যদিও ওদেরকে নির্ভার রাখার জন্য ফাদার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। নিজের সঙ্গীদের দায়িত্বে ওদেরকে তুলে দেননি। নিজেই রয়েছেন কাছে-পিঠে।

ফাদার লক্ষ করলেন ইরিন আর জর্ডান একে অন্যের হাত ধরে রয়েছে। দেখে বোঝার উপায় নেই ওদের একজন আর্কিওলজিস্ট আর একজন মিলিটারি সদস্য। ওরা যেন এখন স্রেফ নর-নারী। বিষয়টা ফাদারের পছন্দ হলো না। এভাবে ধীরে ধীরে এক ধরনের সম্পর্ক হয়ে যায়, বন্ধন তৈরি হয়। কয়েক শ বছর আগেই এ ব্যাপারে শিক্ষা হয়ে গেছে ফাদারের।

না, আবার নয়।

অন্যদিকে তাকালেন ফাদার।

রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন গলি-ঘুপচি দিয়ে হাঁটছেন তিনি ও তাঁর দল। দ্রুত পা চালাতে বাধ্য করছেন ইরিন ও জর্ডানকে। উনি সাধারণ কোনো মানুষের চোখে পড়তে চাচ্ছেন না।

কয়েক মিনিট পর পুরো দলটা একটা পাথুরে দেয়ালের সামনে এসে পৌঁছুল। ওখানে গাউন পরিহিত একজন অপেক্ষা করছেন ওদের জন্য। উচ্চতায় খাটো ও গড়নে বেশ মোটা তিনি। পায়ে থাকা চামড়ার জুতাটা বারবার রাস্তায় ঠোকাচ্ছেন। তাঁকে নার্ভাস লাগছে। লালচে চেহারা আর টেকো মাথার জন্য শকুনের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

BanglaBook.org

ফাদার রান করজা তাকে চেনেন। নাম : ফাদার অ্যামব্রোস।

সামনে এগিয়ে এলেন অ্যামব্রোস। রান করজা ও অন্যান্য স্যাঙ্গুইনিস্টদের এড়িয়ে তাঁর চোখ দুটো ইরিন ও জর্ডানের ওপর স্থির হলো।

'এই গেটের পর আপনারা যা দেখবেন সেটা কাউকে কখনও জানাতে পারবেন না। পরিবার বা মিলিটারির উচ্চপদস্থ কাউকেই নয়।' বেশ রুক্ষ গলায় বললেন ফাদার অ্যামব্রোস।

চোখ বাধা থাকা সত্ত্বেও জর্ডান ইরিনকে নিজের কাছে টেনে নিল। 'আমি এমন কারও নির্দেশ শুনব না যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

ফাদার অ্যামব্রোস কিছু বলে বাধা দেয়ার আগেই পরিস্থিতি বুঝতে পেরে রান করজা ওদের দুজনের চোখ থেকে কাপড় খুলে দিলেন।

জর্ডান নিজের হাত বাড়িয়ে দিল অ্যামব্রোসের দিকে। 'আমি সার্জেন্ট জর্ডান স্টোন। নবম রেঞ্জার ব্যাটালিয়ন। আর উনি ডক্টর ইরিন গ্রেঞ্জার।'

'আমি ফাদার অ্যামব্রোস, মহামান্য কার্ডিনাল বার্নার্ড-এর সহকারী।' হ্যান্ডশেক করে আলখাল্লায় নিজের হাত মুছলেন তিনি। 'আপনাদেরকে মহামান্য কার্ডিনালের সাথে দেখা করার জন্য তলব করা হয়েছে। আমি আবারও বলছি এই গেটের পর থেকে যা দেখবেন তা যেন গোপন থাকে।'

'নইলে?' অ্যামব্রোসের দিকে কিছুটা মারমুখী ভঙ্গিতে বলল জর্ডান। ব্যাপারটা ফাদার করজার কাছে বেশ ভালো লাগল। জর্ডানকে আরও বেশি পছন্দ করে ফেললেন তিনি।

অ্যামব্রোস এক পা পেছালেন। 'নইলে আমরা জেনে ফেলব।'

'যথেষ্ট হয়েছে!' তর্কের ইতি টানলেন করজা। অ্যামব্রোসকে বিপজ্জনকভাবে পাশ কাটিয়ে এগোলেন সামনে।

চুনা পাথরে তৈরি দেয়ালের ওপর হাত দিয়ে অদৃশ্য ক্রস আঁকলেন তিনি। তারপর সেই ক্রসের ঠিক মাঝখানে থাকা পাথরটাকে ঠেলে দিলেন ভেতরের দিকে। একটা ছোট্ট বেসিন উদয় হলো। অধিকাংশ চার্চের প্রবেশদ্বারে এ রকম বেসিনে পবিত্র জল রাখা থাকে।

কিন্তু এটায় জল নেই।

রান নিজের বাঁকানো ব্লেডটা বের করে হাতের তালুর ঠিক মাঝখানে চেপে ধরলেন। কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল বেসিনে। এবারই প্রথম নয়, এর আগে এখানে শত শত স্যাঙ্গুইনিস্ট নিজের রক্ত ঝরিয়ে গেছে তার প্রমাণ রয়েছে বেসিনে থাকা কালো হয়ে যাওয়া রক্তের দাগে।

BanglaBook.org

এরপর যা ঘটল তাতে ইরিনের দম আটকে যাওয়ার দশা। ফাটল দেখা দিল পাথুরে দেয়ালে। একটা দরজার আদল ফুটে উঠল। অবশ্য দরজাটা এতই সরু যে কেউ সেটা দিয়ে ঢুকতে হলে আড়াআড়ি হয়ে ঢুকতে হবে।

ফাদার করজা কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে খুললেন দরজাটা। তারপর পিছিয়ে এলেন।

প্রথমে অ্যামব্রোস তারপর স্যাঙ্গুইনিস্টরা রওনা হলো দরজা দিয়ে। ইরিন ও জর্ডান ফাদার করজার সাথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল।

দেয়ালের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত চোখ বোলাল ইরিন। 'আমি ওল্ড সিটির সিলগালা ও খোলা সবগুলো গেট নিয়ে পড়াশোনা করেছি। কিন্তু এই গেটের কথা কোথাও পাইনি।'

'শত শত বছরে অনেক নামের সাথে এটার নামও হারিয়ে গেছে।' বললেন করজা। তাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। কোনো সাধারণ মানুষ দেখে ফেলবে কি না তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। 'আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি ভেতরে নিরাপদে থাকতে পারবেন। এই গেট পবিত্রীকরণ করা আছে। কোনো স্ট্রিগোয় এটার চৌকাঠ পেরোতে পারবে না।'

'শুধু স্ট্রিগোয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আরও সমস্যা আছে। তবে ইরিন যদি ভেতরে না যেতে চায়, আমিও যাচ্ছি না।'

ইরিন সামনে এগোল। হাত রাখল দরজার সরদলে। করজা শুনতে পেলেন ওখানে হাত রাখার পর ইরিনের হৃৎপিণ্ডে গতি বেড়ে গেছে। জানার আগ্রহে চকচক করছে ইরিনের চোখ দুটো।

'এটা তো জীবন্ত ইতিহাস।' জর্ডানের দিকে তাকিয়ে বলল ইরিন। 'অথচ আমি ভেতরে যাব না! কীভাবে সম্ভব?'

রাত ৯টা বেজে ১৯ মিনিট

ইরিনের পিছু পিছু জর্ডানও ঢুকল দরজা দিয়ে।

সবার পরে ঢুকলেন করজা। ঢোকার পর গেট বন্ধ করে দিলেন।

ফাদার অ্যামব্রোসের কথাটা আবার মনে করল জর্ডান। কার্ডিনালের সাথে কথা বলার ব্যাপারে তিনি তলব করার বিষয়টা যেভাবে বললেন তাতে আমন্ত্রণের চেয়ে আদেশের সুরটাই বেশি ছিল।

ভেতরটা অন্ধকার। আঁধারে হাতড়ে ইরিনের হাত খুঁজে নিয়ে ধরল জর্ডান। ইরিনও শক্ত করে জর্ডানের আঙুল আঁকড়ে ধরে সাড়া দিল।

পাশে থাকা কাঠের স্ট্যান্ড থেকে একটা মোমবাতি ইরিনের দিকে

BanglaBook.org

বাড়িয়ে দিল একজন স্যাঙ্গুইনিস্ট। লাইটার জ্বালিয়ে ইরিনকে মোমবাতিতে আগুন ধরাতে সাহায্য করল সে। জর্ডানকেও একটা মোমবাতি দেয়া হলো। বাকিদের কারও অন্ধকারে চলতে অসুবিধা হবে না। তাই তাদের মোমবাতি জ্বালানোরও প্রয়োজন নেই।

মাথা নিচু করে সামনের টানেলে পা রাখল স্যাঙ্গুইনিস্টরা। আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে ঢোকার বিষয়টা জর্ডানের খুব একটা পছন্দ না হলেও ইরিন বেশ উৎসাহ নিয়ে স্যাঙ্গুইনিস্টদের অনুসরণ করল। অগত্যা জর্ডানও পা বাড়াল সেদিকে।

হাতে মোমবাতি থাকা সত্ত্বেও জর্ডান দেখতে পারছে না কোথায় যাচ্ছে ও। হাতের মোমবাতিটাকে নিচু করে দেখল, চারদিকে মসৃণ পাথর। ভালো করে দেখার জন্য থামল জর্ডান। ফাদার করজা জর্ডানের হাবভাব টের পেয়ে ওকে পেরিয়ে এগিয়ে চললেন ইরিনের পিছু পিছু।

ইরিন ইতিমধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এক হাত দিয়ে মোমবাতির আগুনকে বাঁচিয়ে সামনে এগোচ্ছে আর চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখছে। ওর কাছে মনে হচ্ছে, ও যেন বর্তমান সময় থেকে ঝুপ করে অতীতে, ইতিহাসের কোথাও পা রেখেছে।

ওদিকে জর্ডানের কাছে এটা একটা মাইনফিল্ড ছাড়া কিছুই নয়। কোথাও ভুল করে পা দিলেই বুম!

কোথায় যাচ্ছে সেটা মাথায় গেঁথে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে জর্ডান। টানেলটা ঢালু হয়ে নিচ দিকে নেমে গেছে। এগোচ্ছে উত্তর-পূর্ব দিকে, জর্ডান ঠিক নিশ্চিত নয়। এই শহরের লেআউট বা নকশার ব্যাপারে ওর কোনো ধারণা নেই। তাই বাধ্য হয়ে মিলিটারি ট্রেনিংয়ে শেখা বিদ্যা প্রয়োগ করতে শুরু করল। কতগুলো পা ফেলে টানেলের কোন দিক থেকে কোন দিকে এগোচ্ছে, কোন কোন টানেল এড়িয়ে যাচ্ছে, এসব মাথায় গেঁথে নিয়ে একটা থ্রিডি ম্যাপ তৈরির চেষ্টা করল ও। হয়তো ফেরার পথে এটা কাজে লাগবে।

BanglaBook.org

এভাবে চলতে চলতে একসময় ওদের টানেলটা একটা মোটা কাঠের দরজার সামনে এসে শেষ হলো। দরজায় লোহার ভারী কজা দেয়া। অন্তত এই দরজায় আগেরটার মতো স্যাঙ্গুইনিস্টের রক্ত প্রয়োজন নেই! বড় সাইজের একটা চাবি দিয়ে এই দরজা খোলা যায়। নকশা করা চাবিটা ফাদার অ্যামব্রোসের কাছে রয়েছে।

‘আমরা এখান দিয়ে কার্ডিনালের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি?’ ইরিন প্রশ্ন

করল।

ফাদার অ্যামব্রোস ইরিনকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে ঠোঁট বাঁকালেন। ইরিনের পায়ের জখম আর ছেঁড়া প্যান্ট তাকে বিব্রত করছে। 'আপনার এখন যে অবস্থা... এভাবে মহামান্য কার্ডিনালের সাথে দেখা করতে পারবেন না।'

জর্ডান একটু বিরক্ত হলেও সেটা প্রকাশ করল না। ও বুঝতে পেরেছে এত স্যাঙ্গুইনিস্টদের মধ্যে ফাদার অ্যামব্রোস অন্তত একজন *মানুষ*। হাতে হাত মেলানোর সময় উষ্ণতা অনুভব করেছে জর্ডান।

সত্যি বলতে ইরিনের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। জর্ডানের পোশাক রক্তে মাখামাখি আর ফাদার করজার অবস্থা তো অত্যন্ত করুণ।

'রাতটা খুব বাজে গেছে আমাদের।' জর্ডান বলল।

ফাদার অ্যামব্রোস চাবি দিয়ে দরজা খুললেন। দরজার ওপাশের হলওয়েতে থাকা অপেক্ষারত আলোর বন্যা ভাসিয়ে দিল ওদেরকে।

একটা দীর্ঘ প্যাসেজওয়েতে পা রাখল ওরা। পার্সিয়ান কার্পেট বিছিয়ে চলার পথটাকে নরম করা হয়েছে। দেয়ালে থাকা হাতলযুক্ত মোমদানিতে জ্বলছে ইলেকট্রিক বাল্ব। হলের দুই পাশে কাঠের দরজা রয়েছে। সবগুলো বন্ধ।

নিজের মোমবাতি নিভিয়ে সেটা হাতে রেখে দিল জর্ডান। পরে কাজে লাগতে পারে।

ফাদার অ্যামব্রোস বিশাল দরজাটা আবার বন্ধ করে পকেটে চাবিটা রেখে দিলেন। ডান দিকটা দেখিয়ে বললেন, 'ওটা আপনার রুম, ডক্টর গ্রেঞ্জার। আর বাঁ পাশের টা সার্জেন্ট স্টোন, আপনার। ফ্রেশ হয়ে নিতে পারেন।'

ইরিনের কনুই ধরল জর্ডান। 'আমরা একসাথে থাকতে পছন্দ করব।'

ঠাণ্ডা গলায় বললেন ফাদার অ্যামব্রোস। 'গোসল করার সময়েও?'

লজ্জায় ইরিনের গাল লাল হয়ে গেল।

দৃশ্যটা দেখে খুশি হলো জর্ডান।

'এখানে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ।' করজা আশ্বস্ত করলেন ওদের। 'আমার কথায় আস্থা রাখতে পারেন।'

জর্ডানের চোখের দিকে তাকাল ইরিন। চোখে চোখে ইশারায় জানাল, বাকিরা চলে যাওয়ার পর ও জর্ডানের সাথে কথা বলতে চায়। আপাতত ফাদার অ্যামব্রোসের কথামতো চলা যাক।

BanglaBook.org

জর্ডান রাজি।

আপাতত।

রাত ৯টা বেজে ২৪ মিনিট

ফাদার করজা দেখলেন ওরা দুজন যে যার রুমে চলে গেল। তারপর ফাদার অ্যামব্রোসের পিছু পিছু এগোলেন তিনি। সামনে আরেকটা দরজা। তালা খুলে ঢুকতে হবে।

চার্চে অনেক তালাবন্ধ দরজা আছে। প্রচুর গোপন রহস্য আড়াল করে রাখা হয়েছে সেখানে। তবে এই দরজা খুললে একটা পাথুরে সিঁড়ি পাওয়া যাবে। যেটা কয়েক হাজার বছরেরও পুরনো।

জায়গাটা ফাদার করজার পরিচিত। তাই বিনা দ্বিধায় পা বাড়ালেন সেদিকে। কিন্তু তাকে বাধা দিলেন ফাদার অ্যামব্রোস।

'থামুন!' ইরিন ও জর্ডানের সামনে যতটুকু ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন এবার সেটুকু গায়েব হয়ে গেল। 'অভিশপ্ত গ্রিমওলফফের রক্ত মাখা শরীর নিয়ে আপনি কোনোভাবেই মহামান্য কার্ডিনালের সাথে দেখা করতে পারবেন না। জঘন্য দুর্গন্ধ।'

ফাদার করজাও তেঁতে উঠে রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, 'বার্নার্ড আমাকে এর চেয়েও জঘন্য অবস্থায় দেখেছেন!'

একজন স্যাঙ্গুইনিস্টের সাথে লড়ার মতো সাহস অ্যামব্রোসের নেই। ফাদার করজা টের পেলেন অ্যামব্রোসের হৃৎপিণ্ড ভয়ে কাঁপছে। করজার কিছুটা খারাপ লাগল। তিনি অ্যামব্রোসকে অনেক দিন ধরে চেনেন। হাজার হোক, মানুষ তো। নিজের পদবি, অহংকার নিয়ে খুব স্পর্শকাতর একজন ব্যক্তি ফাদার অ্যামব্রোস। তবে করজা এও জানেন, ফাদার অ্যামব্রোস নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একজন ব্যক্তি। আচরণ কিছুটা বাজে হলেও তিনি চার্চ ও কার্ডিনাল বার্নার্ডের সেবায় খুবই একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত।

BanglaBook.org

তবে ফাদার করজার এখন ওসব ভাবার সময় নেই। অ্যামব্রোসকে পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন তিনি। অন্ধকার প্যাসেজ মাড়িয়ে কার্ডিনাল বার্নার্ডের স্টাডি রুমের মেহগনি কাঠের দরজার সামনে গিয়ে পৌঁছুলেন।

'রান?' ভেতর থেকে ইতালিয়ান উচ্চারণে বন্ধুত্বপূর্ণ ডাক ভেসে এলো। 'ভেতরে এসো, মাই সান।'

রান করজা ঢুকলের স্টাডি রুমে। ভেতরে আলোর উৎস হিসেবে একটা মাত্র মোমবাতি জ্বলছে।

বার্নার্ড উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে কার্ডিনালের টকটকে লাল পোশাক। করজাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। গ্রিমওলফের রক্ত, দুর্গন্ধের পরোয়া করলেন না। বার্নার্ড নিজেও একজন স্যাঙ্গুইনিস্ট। তিনিও অনেক লড়াই করেছেন অতীতে। তাই এসব তাঁর কাছে স্বাভাবিক মনে হয়।

একটা চেয়ার টেনে দিলেন বার্নার্ড। 'বোসো, রান।'

ফাদার করজা বসলেন চেয়ারটায়। এত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর এবার তিনি শরীরে থাকা জখমগুলোর বেদনা অনুভব করতে শুরু করলেন।

বার্নার্ড বসলেন নিজের চেয়ারে। একটা সোনার পানপাত্রে পবিত্র ওয়াইন ঢেলে করজার দিকে এগিয়ে দিলেন। 'গত কয়েক ঘণ্টা তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। এটা খেয়ে নাও, তারপর ধীরে-সুস্থে আলাপ করা যাবে।'

পানপাত্র হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করলেও চুমুক দিয়ে ওয়াইনটুকু শেষ করলেন তিনি। মাথা নিচু করে রইলেন, যেন কার্ডিনালের চোখে নিজের অভিব্যক্তি ধরা না পড়ে। আজ রাতেও কি স্বপ্নে এলিজা এসে হানা দেবে? আবার মনে করিয়ে দেবে পাপের ইতিহাস? তবে এর চেয়েও বড় পাপ ফাদার রানের জীবনে আছে। যে পাপের বোঝা তাঁকে অনন্তকাল বয়ে বেড়াতে হবে।

*

কবরস্থানের ঠাণ্ডা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছেন রান করজা। বাচ্চা প্রসব করার এক মাস আগে তাঁর ছোট বোন মৃত্যুবরণ করেছে। সমাধিফলকের দিকে তাকালেন ফাদার।

জন্ম : ১৫২৭, মৃত্যু : ১৫৫৪

ব্যাপটাইজ না করায় বোনের সাথে একই কবরে জায়গা হয়নি গর্ভে থাকা বাচ্চাটির। তাকে আলাদা অচিহ্নিত একটা কবরে দাফন করা হয়েছে। বোনের কবরে প্রার্থনা শেষ করে বাচ্চার কবরের কাছে যাবেন ফাদার।

কবরস্থান জুড়ে সুনসান নীরবতা।

হঠাৎ পেছনে কারও পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন ফাদার।

হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থায় ঘুরলেন তিনি।

আলখাল্লা পরিহিত একজন এগিয়ে আসছে ওনার দিকে। অন্ধকারে করজা ব্যক্তিটাকে চিনতে পারলেন না। তবে আগন্তুক কোনো পাদ্রি নয়।

'হে ধার্মিক...' ফিসফিস করে বলল আগন্তুক। তার কণ্ঠে বিদেশি টান।

BanglaBook.org

করজার কাছে কণ্ঠটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ফাদার করজার বুক কেঁপে উঠল। গলায় ঝোলানো ক্রস চেপে ধরলেন তিনি।

কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আগন্তুক তো তাকে কোনো হুমকি বা ভয় দেখায়নি।

ফাদার করজা যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মাথা নিচু রেখে বললেন, 'লর্ডের গোরস্তানে এত রাত করে এসেছেন, মাই ফ্রেন্ড?'

'আপনার মতো আমিও মৃতদেরকে সম্মান জানাতে এসেছি।' আগন্তুক জবাব দিল।

ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল কবরস্থানের ওপর দিয়ে।

'তাহলে আপনাকে নির্বিঘ্নে প্রার্থনা করার সুযোগ করে দিচ্ছি।' ফাদার করজা নিজের বোনের সমাধির দিকে ফিরলেন।

করজাকে অবাক করে দিয়ে লোকটিও তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। বিব্রত হয়ে আগন্তুকের দিকে তাকালেন ফাদার। ফ্যাকাশে কপাল থেকে দীর্ঘ কালো চুল নেমে গেছে পিঠের ওপর। ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি ফুটে রয়েছে। কিন্তু হাসির কারণটা করজার কাছে বোধগম্য হলো না।

আর নয়... অনেক দেরি হয়ে গেছে।

করজা নিজের আলখাল্লা ঠিকঠাক করে উঠে দাঁড়াতে চাইলেন...

ঠিক সেই মুহূর্তে আগন্তুক প্রেমিকার মতো তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়ল। চিৎকার করার চেষ্টা করলেন করজা কিন্তু একটা শীতল হাত দিয়ে তাঁর মুখ চেপে ধরল আগন্তুক। করজা লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। তাঁর দুই হাতকে আগন্তুক নিজের এক হাত দিয়ে অনায়াসে চেপে ধরল!

ছাড়া পাবার জন্য ছটফট করছেন রান করজা।

আগন্তুক নিজের খসখসে গাল দিয়ে করজার মাথাটাকে ঠেলে একপাশে কাত করিয়ে গলা উন্মুক্ত করল।

হঠাৎ করে বিষয়টা ধরতে পারলেন করজা। ভয়ে তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে চলে এল। এরকম দানবের কথা তিনি গল্পে শুনেছিলেন, কখনও বিশ্বাস করেননি।

কিন্তু আজ...

তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো করজার গলা ছিন্ন করে ঢুকে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে চাইলেন ফাদার কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরোল না। ধীরে ধীরে যন্ত্রণাটা পরমসুখে রূপ নিল!

করজার গলা থেকে রক্ত ছিটকে প্রবেশ করছে ক্ষুধার্ত আগন্তুকের মুখে। উষ্ণ রক্তে গরম হয়ে উঠছে তার ঠোঁট দুটো।

ফাদার করজা এখনও ছটফট করছেন তবে খুবই দুর্বলভাবে। সত্যি বলতে, তিনি এখন নিজেই আর আগন্তুককে থামাতে চান না। হাত দিয়ে লোকটার মুখকে নিজের গলার সাথে আরও শক্ত করে ঠেসে ধরলেন তিনি। করজা বুঝতে পারছেন

BanglaBook.org

এটা পাপ, তার পরও বাধা দিতে পারলেন না। এখন তাঁর কাছে এই যন্ত্রণাই স্বর্গসুখের মতো লাগছে।

অবশেষে তৃপ্ত হওয়ার পর আগন্তুক করজাকে ছেড়ে দিল।

স্থবির হয়ে মাটিতে পড়ে রইলেন ফাদার।

আগন্তুক ফাদারের চুলে নিজের শক্ত আঙুল বুলিয়ে দিল। 'হে ধার্মিক, এখনও তোমার ঘুমিয়ে পড়ার সময় আসেনি।'

নিজের কব্জিতে পোজ দিয়ে সেটাকে রান করজার খোলা ঠোঁটে চেপে ধরল আগন্তুক। উষ্ণ রক্ত স্পর্শ করল করজার জিহ্বা। রক্ত পান করলেন তিনি। গুঙিয়ে উঠলেন।

তাঁর সমস্ত সত্ত্বা শুধু একটা কথাই বলছে।

আরও চাই...

রক্তের তৃষ্ণা জেগে উঠল ফাদারের মনে। আরও রক্ত চাই তাঁর। সেটা যারই হোক না কেন।

হঠাৎ আগন্তুকের সামনে উদয় হলো চারজন পাদ্রি।

পাদ্রিদের সাথে লড়াই করতে শুরু করল আগন্তুক।

চাঁদের আলোয় ঝলসে উঠল রুপালি ব্লেড।

'না!' চিৎকার করে উঠল ফাদার করজা।

কয়েকটা শক্ত হাত করজার পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল সন্ন্যাসীদের মঠে। যেখানে তাঁর অনন্তকালের আশীর্বাদ অভিশাপে রূপ নিল।

*

ঘৃণায় কেঁপে উঠলেন ফাদার। আজও সেই আগন্তুকের কথা মনে পড়ে তাঁর। যে ওনার সুন্দর জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। রক্ত খাওয়ার মতো পাপ করিয়েছে তাঁকে দিয়ে। এই পাপের জন্য প্রচুর অনুশোচনা করেছেন ফাদার। কিন্তু এখনও মনে শান্তি মেলেনি।

ডেস্কের ওপাশ থেকে করজাকে দেখছেন বার্নার্ড। করজাকে প্রথম যখন তাঁর সামনে ধরে আনা হয়েছিল সেই রাতটার কথা আজও পরিষ্কার মনে পড়ে। রান করজা সেদিন সন্ন্যাসীদের ফাঁকি দিয়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে এক নতুন পথ দেখিয়েছিলেন বার্নার্ড। নতুন রূপেও ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা সম্ভব। মানুষের রক্ত পান করা ছাড়াও বেঁচে থাকা সম্ভব।

মাথা ঝাঁকিয়ে অতীত ভোলার চেষ্টা করলেন ফাদার করজা। বার্নার্ডের দিকে তাকালেন। বার্নার্ড একই সাথে ওনার গুরু এবং বন্ধুও বটে। তবে অনেক কিছু জানেন তিনি। নিজের মধ্যে গোপন করে রাখেন সব।

BanglaBook.org

‘আপনি অনেক দূরে চলে গেছেন।’ খসখসে গলায় বললেন ফাদার। এখনও নিজের গলায় সেই রাতে বিদ্ধ হওয়া তীক্ষ্ণ দাঁত ও আগন্তুকের কব্জি থেকে পান করা উষ্ণ রক্তের স্বাদ রয়ে গেছে বলে মনে হলো।

‘তাই?’ নিজের সাদা চুলে আঙুল চালালেন কার্ডিনাল। ‘যেমন?’

করজা জানেন, বার্নার্ড বুঝেও না বোঝার ভান করে ওনাকে পরীক্ষা করছেন। রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গলায় থাকা ক্রসটাকে আঁকড়ে ধরলেন করজা। ‘আপনি আর্কিওলজিস্ট মহিলাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এদিকে আমাকে একলা অবস্থায় মুখোমুখি করিয়েছেন *বিলিয়াল* গোত্রের স্ট্রিগোয়-এর সামনে।’

‘তাহলে তোমাদের ওপর যারা হামলা করেছিল তারা *বিলিয়াল?* এ রকম ধারণার কারণ?’

‘যে স্ট্রিগোয়রা হামলা করেছিল ওরা কোনো সাধারণ গোরখাদক ছিল না। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এসেছিল ওরা। অত্যাধুনিক বোমাও ব্যবহার করেছে।’

‘আচ্ছা, মানুষের তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করেছে তাহলে। আমি জানতাম না, ওরাও এটার জন্য হাজির হবে।’ বললেন বার্নার্ড।

বিলিয়াল হলো স্ট্রিগোয়দের এমন একটি গোত্র, যারা মানুষের সাথে ওঠাবসা করে থাকে। স্ট্রিগোয় ও মানুষের দুনিয়ার ভয়ংকর ও বিধ্বংসী জিনিসগুলো একত্রিত করে ওরা। আধুনিক অস্ত্রের সাথে পিশাচ, হিংস্র বুনো জানোয়ারের সমন্বয়! এভাবে তারা চার্চের প্রতি হুমকি হয়ে কাজ করে যাচ্ছে ১০০ বছর ধরে। যদিও চার্চের স্যাঙ্গুইনিস্টরা ওদের সাথে লড়াই চালিয়ে আসছে, বধও করেছে প্রচুর কিন্তু তারপরও বিলিয়ালদের অনেকেই এখনও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যেমন এখনও জানা যায়নি বিলিয়ালদের নেতৃত্ব কে রয়েছে? সে কি মানুষ নাকি কোনো পিশাচ?

ফাদার করজা কিছুটা শান্ত হলেন। ‘ভূমিকম্পে এলাকায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর শুনে ওরা নিশ্চয়ই বিষয়টা আন্দাজ করেছিল যেভাবে আমরাও করেছিলাম।’

স্থির হয়ে রইলেন কার্ডিনাল। ‘তার মানে আমাদের মতো ওরাও গসপেল খুঁজছে। আর খুঁজতে গিয়ে এতটাই হন্য হয়ে গেছে যে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতেও দ্বিধা করছে না।’

‘কিন্তু বই তো নেই। শবাধারটা শূন্য।’ জানালেন করজা। ‘আমরা পাইনি। ওরাও পায়নি।’

'ব্যাপার না। যদি ভবিষ্যদ্বাণী যদি সঠিক হয় তাহলে ওরা ওটা পেলেও খুলতে পারবে না। শুধুমাত্র বিশেষ তিনজনই গসপেলটা ফিরিয়ে আনতে পারবে।'

সামনের দিকে ঝুঁকলেন করজা। উনি খুব ভালো করেই জানে বিশেষ তিনজন বলতে বার্নার্ড কী বুঝিয়েছেন। গসপেলের চারপাশে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করা আছে। সেখানে তিনজন বিশেষ ব্যক্তির কথা লেখা রয়েছে, শুধুমাত্র তারাই বইটিকে খুঁজে বের করে খুলে দেখতে পারবে।

জ্ঞানার্জনে আগ্রহী নারী।

সাহসী পুরুষ।

যিশুর বীরযোদ্ধা।

করজা দেখতে পেলেন আশার আলো জ্বলছে কার্ডিনাল বার্নার্ডের চোখে।

জ্ঞানার্জনে আগ্রহী নারী হিসেবে করজা ইরিনের চেহারা কল্পনা করলেন। কারণ বিভিন্ন জিনিস জানার জন্য ইরিনের মধ্যে তিনি প্রবল কৌতূহল লক্ষ করেছেন।

গ্রিমওলফের সাথে লড়াইয়ের ওপর ভিত্তি করে জর্ডানকে কল্পনা করলেন সাহসী পুরুষ হিসেবে।

আর নিজেকে যিশুর বীরযোদ্ধা হিসেবে ধরে নিলেন।

কিন্তু এ রকম কল্পনাকে খুবই বালখিল্য বলে মনে হলো ফাদার করজার কাছে। 'বার্নার্ড, আপনি ওই পুরোনো ভবিষ্যৎবাণীর ওপরে বড্ড বেশি বিশ্বাস করে ফেলছেন। অতীতে এ রকম চেষ্টা কিন্তু ভালো কিছু বয়ে আনেনি। দুর্দশা আর রক্তই ঝরিয়েছে শুধু।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কার্ডিনাল। 'আমাকে অতীত মনে না করিয়ে দিলেও চলবে। তোমার মতো আমিও সেটার বোঝা কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছি, মাই সান। আমি ভেবেছিলাম যাবতীয় লক্ষণগুলো এলিজাবেটাকে নির্দেশ করছে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিল। আমি সেটা তখন স্বীকারও করেছি। তবে এবার আর সে রকম বোকামি করব না।' রান করজার হাতের ওপরে নিজের শীতল হাত রাখলেন তিনি। 'কিন্তু আজ কী হয়েছে সেটা তো তুমি নিজ চোখেই দেখেছ, তাই না? বাম পাশে জ্ঞানার্জনে আগ্রহী নারী আর ডান পাশে সাহসী পুরুষকে নিয়ে ভয়ংকর বিপদ থেকে বেরিয়ে এসেছো তুমি। এটার নিশ্চয়ই কোনো *মানে* আছে?'

বার্নার্ডের হাত সরিয়ে দিলেন রান। 'কিন্তু ওই মহিলাকে এখানে

BanglaBook.org

আপনি টেনে এনেছেন।'

আঙুল নেড়ে বিষয়টা উড়িয়ে দিলেন কার্ডিনাল বার্নার্ড। 'হ্যাঁ, আমি একটু কায়দা করে মাসাডায় মহিলাকে পাঠিয়েছি কিন্তু পাহাড়টা আমি ধ্বসিয়ে দিইনি। আমি সেই পুরুষ ও মহিলাকে কিন্তু প্রাণে বাঁচিয়ে এই পর্যন্ত আনিনি। অনেক নিয়ম ভঙ্গ করে কাজটা তুমিই করেছ।'

'আমি ওদেরকে ওখানে মৃত্যুর মুখে ফেলে আসতে পারতাম না।'

'হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে পারছ না কেন, ভবিষ্যদ্বাণীটা কীভাবে কাজ করছে?' নিজের গলায় থাকা রুপালি ক্রুসটাকে চুমু খেলেন বার্নার্ড। 'আমাদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে। সেগুলো আমাদেরকে পালন করতেই হবে। আমার ধারণা ভুল হোক না শুদ্ধ, এটা তো সত্যি যে আমাদের দায়িত্ব হলো, বিলিয়ালদের হাতে যেন কোনোভাবেই গসপেলটা না পড়ে?'

'কিন্তু একটু আগেই না আপনি বললেন, বিলিয়ালরা গসপেল খুলতে পারবে না। অথচ এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎবাণী এই অংশের ওপর আপনি খুব একটা ভরসা করতে পারছেন না।' ফাদার করজা একটু রুক্ষভাবেই বললেন কথাগুলো।

'ঈশ্বরের কী ইচ্ছা সেটা তো আর আমি জানি না। আমি সেটার সবচেয়ে যথাযথ অর্থ বের করার চেষ্টা করি মাত্র।'

এলিজার রুপালি-ধূসর ও ইরিনের হলুদাভ বাদামি চোখ জোড়া ভেসে উঠল করজার মানসপটে।

'যদি আমি এই অদৃষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকার করি?' রূঢ় প্রশ্ন করলেন।

'এখন কে ঈশ্বরের কথার সাথে পাল্লা দিচ্ছে? ঈশ্বরের মনোবাসনা তিনি ছাড়া তুমি বেশি জানো?'

কথাগুলো করজার কানে বিঁধে গেল। বার্নার্ড সেই উদ্দেশ্যেই বলেছেন অবশ্য।

ঈশ্বর তাঁর পুত্রের সর্বশেষ গসপেল রক্ষা করার জন্য যদি সত্যিই এরকম কোনো ইচ্ছে পোষণ করে থাকেন তাহলে তার চেয়ে বড় কাজ ফাদার করজার কাছে আর কী হতে পারে? হয়তো কার্ডিনাল ঠিকই বলছেন এবার।

ফাদার করজা বিষয়টা বিবেচনায় নিলেন।

গসপেলটা সর্বশেষ যেখানে রাখা হয়েছিল সেই জায়গা ভূমিকম্পের কারণে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আশপাশে অনেক মানুষের প্রাণহানি ও

BanglaBook.org

রক্তক্ষরণের মধ্যেও একটা ছেলে প্রাণে বেঁচে গেছে।

'আচ্ছা, ধরুন আমি আপনার এই গসপেল খোঁজার মিশনে যোগ দিয়েছি...' এতটুকু বলে থামলেন করজা। কারণ বার্নার্ডের মুখে হাসি ফুটতে শুরু করেছে। 'তার পরও কিন্তু ওনাদের দুজনকে আমরা জোর করে এই মিশনে নামিয়ে দিতে পারব না। বিলিয়ালদের মুখোমুখি তো অবশ্যই নয়।'

'তা ঠিক। আমরা কাউকেই জোর করব না। এই মিশনে ওদের দুজনকে নিজ ইচ্ছায় যোগ দিতে হবে। আর সেটা করার জন্য দুনিয়াবি সকল সম্পর্ক ও সংযোগ ত্যাগ করতে হবে ওদের। তোমার কি মনে হয়, ওরা এ রকম ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত?'

ফাদার করজা ভেবে দেখলেন আর্কিওলজিস্ট ডক্টর ইরিন গ্রেঞ্জার ও মিলিটারি সার্জেন্ট জর্ডানের সম্পর্কটা শুধু পেশাদারিত্বের মধ্যে নেই এখন। সেটা ব্যক্তি পর্যায়ে চলে গেছে। তাই কার্ডিনালের কথার শেষ অংশে থাকা প্রশ্নের জবাব দেয়াটা কঠিন।

কারণ ফাদার করজা ভাবলেন, উত্তরটা 'না' হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২১

২৬ অক্টোবর,
ইসরায়েলি সময় রাত ৯টা ৩৩ মিনিট
জেরুজালেম, ইসরায়েল

জর্ডান আবিষ্কার করল ওর রুমের বিছানার ওপর কিছু উপহার অপেক্ষা করছে।

এক সেট পরিষ্কার কাপড় ভাঁজ করে রাখা আছে বালিশের ওপর।

কম্বলের ওপর রাখা আছে ওর অস্ত্রগুলো।

দ্রুত নিজের হেকলার অ্যান্ড কচ মেশিন পিস্তল ও কোল্ট ১৯১১ পরীক্ষা করে দেখল জর্ডান। দুটোই লোড অবস্থায়। জর্ডান ভেবেছিল ওরা ম্যাগাজিন খালি করে অস্ত্র ফেরত দিয়েছে। কিন্তু লোড অবস্থায় পেয়ে কিছুটা ভড়কে গেল। খুশিও হয়েছে অবশ্য। হয় ওরা ওকে খুব বেশি বিশ্বাস করছে কিংবা ওর পক্ষ থেকে কোনো রকম হামলার আশঙ্কাকে আমলেই নিচ্ছে না।

জর্ডানের রুমটা খুবই ছোট। পাথুরে দেয়ালের সাথে লাগোয়া একটা বিছানা আর হাত-মুখ ধোয়ার জন্য উষ্ণ পানি ভর্তি একটা তামার বেসিন ছাড়া কিছুই নেই।

রুমে কোনো আঁড়িপাতার যন্ত্র আছে কি না দেখার জন্য দ্রুত সার্চ করতে শুরু করল জর্ডান। ডিভাইস লুকানোর মতো খুব বেশি জায়গা নেই রুমে। তবে সাবধানের মার নেই। দেয়ালে ঝোলানো ক্রসে পেছনটাও সার্চ করতে বাদ রাখল না ও। তবে ক্রস চেক করার সময় ওর নিজের মধ্যে কিছুটা অপরাধবোধ জেগে উঠেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কোথাও কিছু পেল না।

তার মানে ওরা আঁড়ি পাতেনি... অন্তত আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নয়। দরজার দিকে তাকাল জর্ডান। স্যাঙ্গুইনিস্টদের শ্রবণক্ষমতা কতটা প্রখর?

এখানে এসে ভুল করল কিনা ভাবছে জর্ডান। তার চেয়ে বরং ইরিনকে নিয়ে মরুভূমিতে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করাটাই কি ভালো ছিল? কিন্তু

BanglaBook.org

শেয়ালের কবলে পড়তো যদি? কিংবা আরেকটা গ্রিমওলফ যদি হাজির হতো?

না, এখানে এসে সে হিসেবে ভুল হয়নি। ওরা অন্তত এখনও বেঁচে আছে। নিজের টিমে থাকা সঙ্গীদের জখমে ভরা প্রাণহীন দেহগুলোর কথা ভাবল জর্ডান। টিমের লিডার হিসেবে কৈফিয়ত দেয়ার জন্য ওকেই মৃতদের পিতা-মাতা, বিধবা স্ত্রী ও বাচ্চাদের মুখোমুখি হতে হবে।

শোক আর গ্লানি নিয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল জর্ডান।

কী জবাব দেবে তাদের?

রাত ৯টা বেজে ৫২ মিনিট

ইরিনের রুম এতটাই ছোট যে বেসিনে ফ্রেশ হওয়ার সময় ওর কনুই বারবার পেছনের দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খাচ্ছে!

এখন স্রেফ ব্রা আর প্যান্টি রয়েছে ইরিনের পরনে। পানি দিয়ে হাত, মুখ ধুয়ে ও দেখতে পেল বিছানায় একটা সাদা রঙের সুতি শার্ট ও কালো লম্বা স্কার্ট রাখা আছে। সুতি শার্ট পরতে ওর আপত্তি নেই কিন্তু এরকম লম্বা স্কার্ট ওকে কেন দেয়া হয়েছে?

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল ওর। তখন এ রকম বড় বড় স্কার্ট পড়তে বাধ্য করা হতো ওকে। এসব পরে ও গাছে উঠতে পারত না, ঘোড়ায় চড়াও ছিল প্রায় অসম্ভব। ছোটবেলায় ও দেখেছে মেয়েরা স্কার্ট পরে সীমিত পরিসরে চলাফেরা করত অন্যদিকে ছেলেরা প্যান্ট পরে ফুর্তি করত যেভাবে খুশি।

এত বছর পরে আবার সেই পুরনো দিনের মতো স্কার্ট পরার কোনো ইচ্ছেই নেই ইরিনের। কিন্তু ওর জিন্সের প্যান্টটা ছিঁড়ে গেছে। ঘাম, রক্ত আর বালিতে মাখামাখি অবস্থা। তাই বাধ্য হয়ে স্কার্টটা ওকে পরতেই হবে। নইলে প্যান্টি পরেই যেতে হবে সবার সামনে। যেটা সম্ভব নয়।

প্যান্টের পকেটে থাকা সব কিছু স্কার্টের পকেটে সরিয়ে নিল ইরিন। পরল স্কার্টটা। যদিও প্রচণ্ড বিরক্তবোধ করছে।

শার্ট ও স্কার্ট পরা শেষে দরজার দিকে এগোল ও। খেয়াল করল দরজায় কোনো তালা দেয়া নেই। দরজাটা খুলে হলওয়েতে উঁকি দিল ইরিন।

ফাঁকা।

সুযোগ বুঝে ইরিন রুমের বাইরে বের হলো। যখনই ও রুমের দরজাটা

BanglaBook.org

বন্ধ করতে যাবে ঠিক তখনই পাথরে কিছু একটা ঘষা খাওয়ার আওয়াজ ভেসে এলো ওর কানে। মনে হলো, পাথরের গায়ে কোনো জানোয়ার নিজের নখ ঘষছে।

শব্দের উৎস যা-ই হোক না কেন, রুমের বাইরে থাকা অবস্থায় ইরিন কারও চোখে ধরা পড়তে নারাজ। বিশেষ করে এই অদ্ভুত আওয়াজের জন্মদাতার কাছে তো নয়ই। ওর মনে হলো হয়তো কোনো গ্রিফওলফের কাজ এটা।

কোনো প্রকার নক না করে আতঙ্কিত ইরিন দুম করে ঢুকে পড়ল জর্ডানের রুমে।

রুমে ঢুকে দেখল জর্ডানের পরনে শুধু একটা তোয়ালে। তার ডান হাতে পিস্তল উঠে গেছে! কিন্তু ইরিনকে দেখে জর্ডান অস্ত্র নিচু করল।

'ওহ, খোদা, আমি স্যরি...' লজ্জায় রক্তিম হলো ইরিনের গাল। 'আমার আসলে... এখানে আসা... আমি ঠিক বুঝতে পারিনি... ।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' মুচকি হাসল জর্ডান। ওর হাসি দেখে ইরিনের গাল আরও উষ্ণ হয়ে উঠল। 'আপনি এসেছেন, ভালোই হয়েছে। আপনার সাথে নিরিবিলিতে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।'

ইরিন মাথা নাড়ল। কথা বলার জন্যই ও এসেছে এখানে। তবে আলাপের সময় দুজনের পরনে যথাযথ পোশাক থাকবে বলে আশা করেছিল।

দরজার দিকে এগোল ইরিন। জর্ডানের চওড়া, সুঠাম বুকের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু জর্ডানের বাঁ কাঁধের একটা অদ্ভুত ট্যাটুর ওপর নজর আটকে গেল ইরিনের। জর্ডানের বুকের একটু ওপরে থাকা একটা কালো স্থান থেকে হাত ও পিঠ হয়ে কাঁধ পর্যন্ত গিয়েছে ট্যাটুটা। দেখতে অনেকটা গাছের শিকড়ের মতো। ট্যাটুটা সুন্দর। বিশেষ করে এ রকম পেশিবহুল পুরুষালি শরীরে দারুণ মানিয়েছে।

জর্ডান লক্ষ করল ইরিন ওর ট্যাটুর দিকে তাকিয়ে আছে। 'আঠারো বছর বয়সে এটা আঁকিয়েছি।'

'কিন্তু কী আঁকিয়েছেন? বলুন তো...'

'একে লিকটেনবার্গ ফিগার বলে। কোনো কিছুতে বাজ পড়লে এ রকম চিহ্ন হয়ে থাকে। আমার ওপর বাজ পড়েছিল।'

'কী?' জর্ডানের দিকে এগিয়ে গেল ইরিন। বিব্রবতকর পরিস্থিতি এড়িয়ে নতুন প্রসঙ্গ পেয়ে দুজনই খুশি।

BanglaBoi.org

'বৃষ্টির ভেতরে ফুটবল খেলছিলাম। গোলপোস্টের কাছে ছিলাম, তখন বাজ এসে পড়ল গায়ে।'

জর্ডানের নীল চোখ জোড়ার দিকে তাকাল ইরিন। বোঝার চেষ্টা করল মজা করছে কি না।

'তিন সত্যি!' বলল জর্ডান। 'তিন মিনিটের জন্য মরে গিয়েছিলাম তখন।'

'তাই?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'কালো অন্ধকার টানেলের ভেতর দিয়ে আমার আত্মা সফর করল দ্রুতগতিতে, লাল-নীল উজ্জল আলোর দেখা পেয়েছিলাম... এ রকম কিছু শুনতে চাচ্ছেন? দুঃখিত আমি এ ধরনের কিছুই দেখিনি। তবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু একটু আলাদাভাবে।'

'কী রকম আলাদা?' জর্ডানকে বেশ বন্ধুত্বপরায়ণ মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু সে কি ইরিনকে বলবে, সে ঈশ্বরের দেখা পেয়েছিল বা দেবদূত এসে ছুঁয়ে দিয়েছিল তাকে?

'তেমন কিছু না।' বুকের ওপর হাত রাখল জর্ডান। 'ওই ঘটনার পর থেকে নিজের জীবনকে বোনাস হিসেবে দেখে আসছি। প্রতিটা মুহূর্ত আমার কাছে বাড়তি উপহার বলে মনে হয়। তবে ট্যাটুটা কিন্তু পরে করানো। বাজ পড়ার পর আমার বুকে টকটকে লাল আকৃতির লিকটেনবার্গ চিহ্ন তৈরি হয়েছিল। তবে ধীরে ধীরে সেটা মিলিয়ে গেছে। তবে তার পরও ছোট্ট একটা দাগ রয়ে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা, তারপর কী হলো?'

'তারপর আমি এই ট্যাটুটা আঁকিয়ে নিলাম। যেন আমার মনে থাকে, আমি এখন বোনাস জীবন পার করছি।' হেসে উঠল জর্ডান। 'ট্যাটুটা দেখে আমার বাবা-মা খুব রেগে গিয়েছিল অবশ্য।'

একটা আঙুল উঁচু করল ইরিন। জর্ডানের বুকে থাকা ট্যাটুটা ছুঁয়ে দেখতে চায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। ত্বক না ছুঁয়ে হাত ঘোরাল জর্ডানের বুকের ওপর দিয়ে।

ইরিনের হাতটা কাছে টেনে নিল জর্ডান। 'বাজ পড়ার ফলে আসল যে দাগটা তৈরি হয়েছিল, ট্যাটুর শুরুটা হয়েছে ঠিক সেখান থেকেই।'

ইরিন বাধা দিতে গিয়েও দিতে পারল না। ওর আঙুলের ডগা জর্ডানের

BanglaBook.org

ত্বক ছুঁতেই কেমন যেন একটা ঝটকা অনুভূত হলো। মনে হলো সেই বিদ্যুতের তেজ এখনও রয়েছে জর্ডানের ত্বকে। কিন্তু ইরিন খুব ভালো করেই জানে এটা বিদ্যুতের ঝটকা নয়, এটা অন্য কিছু।

অন্য রকম অনুভূতি জর্ডানেরও হচ্ছে। ইরিনের আঙুল ওর চামড়া স্পর্শ করতেই টানটান হয়ে গেল ওর পেশিগুলো। শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে গেল অজান্তেই।

জর্ডান এখনও ইরিনের হাত ধরে আছে। ইরিন আবার চোখ মেলে জর্ডানের নীল চোখ, সুন্দর ঠোঁটের দিকে তাকাল।

অন্য কিছু খেলে গেল জর্ডানের চোখে। ইরিনের দিকে ঝুঁকল জর্ডান।

দম বন্ধ করে ফেলল ইরিন। জর্ডান যা করতে চাচ্ছে তা করতে দিল। ভয়ংকর একটা দিন শেষে এমন কিছুই পেতে চাচ্ছিল ইরিন।

আলতো করে চুমো খেতে শুরু করল জর্ডান। ওর ঠোঁট দুটো কোনোমতে ইরিনের ঠোঁটকে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

ইরিনের যেন শরীরে কিসের শিহরণ বয়ে গেল।

নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে গভীরভাবে চুমো খেতে শুরু করল জর্ডানকে। ওর আরও চাই। জর্ডানকে আরও গভীরভাবে অনুভব করতে চায় ইরিন। আরও ছোঁয়া, আরও উষ্ণতা প্রয়োজন। চুমোয় চুমোয় বিভোর হয়ে গেল ইরিন।

হঠাৎ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল জর্ডানের আঙুলের দৃশ্য। যেখানে আংটি ছিল একসময়। আঙুলের গায়ে গোলাকৃতির ফ্যাকাশে বৃত্ত।

জর্ডান তো বিবাহিত!

পেছন দিকে সরে গেল ইরিন। ধাক্কা খেল বেসিনের সাথে। 'আমি দুঃখিত।'

'আমি মোটেও দুঃখিত নই।' কিছুটা রুক্ষ কণ্ঠে বলল জর্ডান।

ইরিন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। নিজের ওপর রাগ হলো ওর, জর্ডানের ওপরও রাগ হলো। 'আমার মনে হয়, এখান থেকে আমাদের পিছিয়ে যাওয়া উচিত।'

সাবধানে এক পা পিছিয়ে গেল জর্ডান। 'এবার ঠিক আছে?'

ইরিন আক্ষরিক অর্থে পিছিয়ে যাওয়া বোঝায়নি, তবে এতেও চলবে। 'আরও এক পা পেছাতে হবে মনে হয়!'

কিছুটা বিব্রত মাখা হাসি দিল জর্ডান। আরেক পা পিছিয়ে গিয়ে বিছানায় বসে পড়ল।

BanglaBook.org

বিছানার অপর প্রান্তে বসল ইরিন। প্রসঙ্গ বদল করা প্রয়োজন। কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক উঁচুস্বরে আওয়াজ করে ফেলল ও। 'আপনার কাঁধের কী অবস্থা?'

শবাধার থেকে বেরোনোর পর বোমা ফাটিয়ে রাস্তা তৈরি করে পালানোর সময় কাঁধে চোট লেগেছিল জর্ডানের।

জর্ডান কাঁধ নাড়ানোর চেষ্টা করতেই মুখ কুঁচকে ফেলল। 'একটু ব্যথা আছে। তবে সিরিয়াস কিছু না বোধ হয়। পাহাড়ের ভেতরে আটকা পড়ে ছাতু হয়ে গেলে না হয় বলতাম সিরিয়াস কিছু হয়েছে।'

'ওখানে ছাতু হয়ে গেলেই ভালো হতো। ওটাই সহজ ছিল।'

'কিন্তু সহজ পথটাই সঠিক পথ নাও হতে পারে, তাই না?'

আবারও লাল আভা ফুটে উঠল ইরিনের গালে। জর্ডানের চুমোর উষ্ণতা, চাপ ও এখনও অনুভব করতে পারছে। কিছু না বলে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইল ইরিন। অসহ্য নীরবতায় বেশ কিছু মুহূর্ত কাটানোর পর ইরিন মুখ খুলল। 'আপনার কী মনে হয়, ওনারা আমাদের কাছে কী চায়?' ওর দৃষ্টি দরজার দিকে।

জর্ডানও সেদিকে তাকাল। 'জানি না। হয়তো সব খুলে বলবে আমাদের। গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে। কিংবা এক মিলিয়ন ডলার ধরিয়ে দেবে আমাদের হাতে।'

'ডলার কেন দিতে যাবে?'

জর্ডান কাঁধ ঝাকাল। 'সমস্যা কোথায়? বললাম, আরিকি... বি পজিটিভ!'

পায়ে নোংরা জুতা পরে পজিটিভ চিন্তা করাটা কঠিন, ভাবল ইরিন। কাজটা আরও কঠিন হয়ে যায় যখন একজন অর্ধনগ্ন পুরুষ পাশে বসে থাকে। জর্ডানের নগ্ন ত্বক থেকে উষ্ণতা যেন ইরিনকে পোড়াচ্ছে বারবার। সর্বশেষ কবে ও কোনো নগ্ন পুরুষের সাথে এক রুমে সময় কাটিয়েছে? জর্ডানের সুদর্শনের ব্যাপারটা না হয় বাদ দেয়া যাক, জর্ডান যেভাবে চুমো খেয়েছে এর অর্ধেক মাদকতায়, এতটা সুন্দর করে কেউ কি ইরিনকে চুমো খেয়েছে কখনও?

রুমে আবার নীরবতা নেমে এলো। জর্ডানকে দেখে মনে হলো বহুদূরে কোথাও তাকিয়ে আছে সে। মনে হচ্ছে, স্ত্রীর কথা ভাবছে। একটু আগে স্ত্রীর অগোচরে যে অন্যায় করল সেটার কথা ভাবছে।

নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করল ইরিন। 'আপনার কাছে কি এখনও

BanglaBook.org

সেই ফার্স্ট-এইড কিটটা আছে?' ইরিন কথাটা এত জোরে উচ্চারণ করল যে জর্ডান একটু ভড়কে গেল।

'এত জোরে কেউ বলে? আর একটু হলেই তো আত্মা উড়ে যাচ্ছিল!'

'যাক উড়ে! সেটাই ভালো!'

'তাই?' হাসল জর্ডান।

'হ্যাঁ...' ইরিনও হাসল। বিব্রতকর অসহ্য পরিস্থিতি কিছুটা হালকা হয়ে গেল হাসি দিয়ে।

প্যান্ট তুলে নিয়ে সেটার পকেট থেকে ফার্স্ট-এইড কিট বের করল জর্ডান। 'তাহলে আপনার পা দিয়েই শুরু করা যাক।'

'আমি নিজেই পারব। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

দরকার হলে ইরিন মরে যাবে তবুও জর্ডানকে ওর উরুতে হাত দিতে দেবে না এখন। কারণ, এখন উরুতে হাত দিলে সেটা যে কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা ও নিজেও জানে না।

'এই ফাঁকে আপনি বরং পোশাক পরে নিন। সেটাই ভালো হবে।' বলল ইরিন।

বোকার মতো হাসি দিল জর্ডান। ইরিনের হাতে কিট ধরিয়ে দিয়ে বিছানায় রাখা কালো রঙের পরিষ্কার প্যান্টটা পরতে শুরু করল।

নিজের পায়ের জখমের দিকে নজর দিল ইরিন। ওলফের আঁচড়টাকে মরুভূমিতে যতটা মারাত্মক মনে হচ্ছিল এখন অতটা মনে হচ্ছে না। সাবধানে ক্ষতস্থান ধুয়ে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল মলম লাগিয়ে দিল। তারপর গজ ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিল জায়গাটা।

জর্ডান ওর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, তবে স্বস্তির বিষয় এখন প্যান্ট রয়েছে তার পরনে। 'আপনার ড্রেসিং করাটা তো বেশ ভালো হয়েছে। কোনো মেডিক্যাল ট্রেনিং নিয়েছিলেন কখনও?'

'আসলে আমি এমন এক পরিবারে বড় হয়েছি যেখানে বাইরের কেউ এসে আমাদেরকে ছোঁয়াও নিষিদ্ধ ছিল... এমনকি অসুস্থ হলেও বাইরের কেউ এসে সেবা করতে পারত না।' জানাল ইরিন।

ওর অতীত জীবনের এই কথাগুলো ও সাধারণত কাউকে জানায় না। এই অতীতগুলো ওর জন্য লজ্জাজনক। এসব উদ্ভট রীতির বিরুদ্ধে আরও আগেই ওর প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। ওর থেরাপিস্টের মতে, এমন ভাবনা ওকে আজীবনই তাড়া করে বেড়াবে। এটাকে ক্রনিক অ্যাবিউজ বলা হয়। এর থেকে সাধারণত রোগীরা পুরোপুরি মুক্তি লাভ করতে পারে না। ইরিন

BanglaBook.org

বুঝতে পারছে, থেরাপিস্ট ভুল বলেনি।

'ওহ আচ্ছা। আমি একগাদা ভাই-বোনের সাথে বড় হয়েছি। কাঁটা-ছেঁড়া, হাত-পা ভাঙা আমাদের লেগেই থাকত।' জর্ডান বলল।

হাত-পা ভাঙ্গার কথা শুনে নিজের হাত ভাঙার কথা মনে পড়ে গেল ইরিনের। কিন্তু জর্ডানের ভাই-বোনের হাত-পা ভাঙার সাথে ওর হাত ভাঙার আকাশ-পাতাল ফারাক আছে। ওদেরটা ছিল নিছক দুর্ঘটনা। আর ইরিনেরটা ইচ্ছেকৃত, বলপ্রয়োগ করে ভাঙা, তাও নিজের বাবার দ্বারা।

চুপ করে রইল ইরিন। জর্ডানকে এসব জানানোর মতো ঘনিষ্ঠতা এখনও হয়নি ওর।

জর্ডান নিজের বুক মুছতে শুরু করল।

কাঠের দরজা, পাথুরে মেঝে... যেকোনো জায়গায় তাকিয়ে নিজের দৃষ্টি সংযত করল ইরিন। ও জর্ডানের দিকে তাকাতে চাচ্ছে না।

অবশেষে জর্ডান পরিষ্কার একটা শার্ট পরে নিল। 'আপনি ওখান থেকে বের হলেন কী করে?'

ফার্স্ট-এইড কিট গোছাতে গোছাতে জবাব দিল ইরিন। 'আমার বয়স যখন সতেরো তখন জোর করে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের ব্যবহস্থা করা হচ্ছিল আমার জন্য। বাধ্য হয়ে আমি একটা ঘোড়া চুরি করে শহরে পালিয়ে আসি। এরপর আর কখনও ফিরে যাইনি।'

'তাহলে পরিবারের সাথে আর যোগাযোগ নেই আপনার?' কিছুটা সান্ত্বনার সুরে বলল জর্ডান।

'না ছিল। তবে মা মারা গেছেন। বাবা গত হয়েছেন আরও আগে। আমার কোনো ভাই-বোন নেই। এই পৃথিবীতে আমি এখন সম্পূর্ণ একা।'

ইরিন আশঙ্কা করছে এভাবে কথা বলতে থাকলে কখন যেন ওর মুখ দিয়ে ওর বাবার ব্যাপারে কথা বেরিয়ে যাবে। ওর ছোট বোনটার কথাও বেরিয়ে যেতে পারে, মাত্র দুই দিন বয়সে যার মৃত্যু হয়েছিল। আরও কী কী বলে ফেলবে কে জানে?

ইরিন উঠে দাঁড়াল। এগোল দরজার দিকে। নিজের রুমে গিয়ে বসে থাকাটাই হয়তো ভালো হবে।

জর্ডানও উঠল। ইরিনের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমি দুঃখিত। খুব বেশি কৌতূহল দেখিয়ে ফেলেছি বোধ হয়।'

হলওয়ে থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল। ফাদার রান করজা। তার কণ্ঠে তাড়া ও দুশ্চিন্তার সুর। 'সার্জেন্ট, ইরিন কিন্তু ওনার রুমে নেই...'

BanglaBook.org

দরজা খুলে গেল। ফাদার করজা রুমের ভেতরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন।

ইরিনের পেছন থেকে বলল জর্ডান। 'এখানে কি দরজায় নক করার রেওয়াজ নেই?'

ফাদার করজা দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন। রুমে না ঢুকে হলওয়েতেই রইলেন তিনি। তাঁর পরনে এখনও সেই ছেঁড়া ফাটা পোশাক রয়েছে। তবে রক্ত, ধুলোবালি ধুয়ে কিছুটা পরিষ্কার হয়ে এসেছেন। রুমের ভেতরে থাকা দুই নর-নারীর দিকে পালাক্রমে তাকালেন তিনি। তাঁকে দেখতে আগের চেয়েও লম্বা ও টান টান মনে হচ্ছে।

ইরিন কিছুটা লজ্জা পেল। ভাগ্য ভালো, পাদ্রি আরও কয়েক মিনিট আগে আসেননি।

শার্টের বোতাম লাগাতে শুরু করল জর্ডান। 'দুঃখিত, ফাদার। কিন্তু আমি আর ইরিন একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'থাকুন, সমস্যা নেই। আপনারা দুজন আছেন এটাই বড় কথা।' বলে ফেরার পথ ধরলেন করজা। উনি ভেবেই নিয়েছেন, ওরা ওনার পিছু পিছু এখন রওনা হবে। 'মহামান্য কার্ডিনাল আপনাদের সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

রাত ১০টা বেজে ১০ মিনিট

শার্টটা ইন করে ফাদার করজার সাথে রওনা হলো জর্ডান। ইরিনও রয়েছে ওদের সাথে।

প্যাসেজ ধরে এগোনোর সময় একটা কথাও বললেন না ফাদার। সিঁড়ি বেয়ে ওদের দুজনকে ওপরের তলায় এলেন তিনি। হলওয়েতে ফাদার অ্যামব্রোসের সাথে দেখা হলো ওদের। তাঁর চেহারার অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো তিনি নাখোশ মেজাজে আছেন। অবশ্য কিছু মানুষ থাকে যাদের চেহারায় সব সময়ই এ রকম নেতিবাচক ভঙ্গি ঝুলে থাকে। হতে পারে ফাদার অ্যামব্রোসও তাদের একজন।

'মহামান্য কার্ডিনাল তাঁর অতিথির সাথে খোলামনে কথা বলে থাকেন,' জানালেন ফাদার অ্যামব্রোস। 'তাই বলে তাঁর সাথে কথা বলতে গিয়ে ভদ্রতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার বিষয়টা ভুলে যাবেন না যেন।'

বাঁ হাত দিয়ে স্যালুট দিল জর্ডান। 'বুঝতে পেরেছি।'

জর্ডানের হাসি শুনে বাঁকা হাসি দিলেন ফাদার করজা।

BanglaBook.org

অ্যামব্রোস সামনে থাকা বড় দরজা খুলে দিলেন। সবার আগে রয়েছেন করজা, তাঁর ঠিক পেছনেই রয়েছে জর্ডান। ইরিনকে জর্ডান নিজের পেছনে রেখেছে ইচ্ছে করেই। বলা তো যায় না সামনে কী আসতে যাচ্ছে।

তাজা বাতাস জর্ডানকে ছুঁয়ে দিল। প্রায় সারাটা দিন আন্ডারগ্রাউন্ডে বদ্ধ জায়গায় কাটানোর পর বাইরের হাওয়া-বাতাস পেয়ে স্বস্তিবোধ করল জর্ডান। বুক ভরে শ্বাস নিল।

ছাদে অবস্থিত বিলাশ বহুল এক বাগান উদয় হলো সামনে। বাগানটা বেশ সুন্দর করে সাজানো। মুগ্ধ হয়ে বাগান ও এর ডেকোরেশন দেখল জর্ডান, ইরিন।

'এই বাগান... মোমবাতি, ফুলের গাছ, টেবিল... এগুলোর সাজানোর ধরণ দেখে বাইবেল থেকে উঠে আসা এক টুকরো বাস্তব চিত্র বলে মনে হচ্ছে।' বলল ইরিন।

যদিও দূরে ইলেকট্রিক লাইট দেখা যাচ্ছে। ওটাকে বাদ দিয়ে ধরতে হবে দৃশ্যটা।

বাগানের অপর প্রান্তে ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন কার্ডিনাল বার্নার্ড। ফাদার অ্যামব্রোস ওদেরকে নিয়ে চললেন তাঁর আছে।

জর্ডানের সন্দেহ হলো কার্ডিনাল মানুষ তো? নাকি তিনিও স্যাঙ্গুইনিস্ট! জর্ডান এখন সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে।

'মহামান্য, আপনার সামনে ডক্টর গ্রেঞ্জার ও সার্জেন্ট স্টোনকে পেশ করতে পারি কি?' কার্ডিনালের কাছে নাটকীয় কায়দায় অনুমতি চাইলেন ফাদার অ্যামব্রোস।

এক হাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন কার্ডিনাল। ফাদার করজা আর তাঁর পোশাক একই রকম। তবে কার্ডিনালের পোশাক সম্পূর্ণ লাল রঙের।

হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল জর্ডান। কিন্তু কার্ডিনাল আগে ইরিনের হাত গ্রহণ করলেন। দু'হাতের তালুতে ইরিনের হাতটা নিলেন তিনি। 'ডক্টর গ্রেঞ্জার, আপনার সাথে দেখা হওয়ায় সম্মানিতবোধ করছি।'

'ধন্যবাদ, মহামান্য।'

'কার্ডিনাল বার্নার্ড বললেই হবে, ধন্যবাদ।' কার্ডিনালের ভরাট কণ্ঠস্বরের কথা শুনে বেশ বন্ধুত্বপরায়ণ বলে মনে হলো। 'আমরা এখানে অতটা বাধা-ধরা নিয়মে কথা বলি না।'

এরপর জর্ডানের সাথে হাত মেলালেন তিনি। 'সার্জেন্ট স্টোন, ফাদার করজাকে প্রায় অক্ষত অবস্থায় এখানে ফিরিয়ে আনায় আপনাকে অসংখ্য

BanglaBook.org

ধন্যবাদ।'

'বলছেন কী! ধন্যবাদ তো ফাদার করজার প্রাপ্য।'

টেবিলে নানা পদের লোভনীয় খাবার সাজানো রয়েছে। তা দেখে জর্ডানের পেট ক্ষুধায় ডেকে উঠল যেন।

কার্ডিনাল টেবিলের দিকে এগোলেন। 'আসুন, আপনাদেরকে ভালো-মন্দ কিছু খাইয়ে আপ্যায়ন করি।'

শুধু জর্ডান ও ইরিনের জন্য দুটো প্লেট টেবিলে রাখা আছে।

'তুমি এখন আসতে পারো, ফাদার অ্যামব্রোস।' ছোট্ট করে বললেন কার্ডিনাল।

তরুণ পাদ্রি কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। উনি আশা করেননি ওনাকে এখান থেকে এভাবে চলে যাওয়ার কথা বলা হবে।

নির্দেশ মোতাবেক স্থান ত্যাগ করলেন ফাদার অ্যামব্রোস।

জর্ডান এতে খুশিও হলো। এবার ও নিশ্চিন্তে খাবার খেতে পারবে। ইরিন এক টুকরো পনির আর পাউরুটি নিল নিজের প্লেটে। বার্নার্ড ও করজা কোনো খাবারে হাত দিলেন না।

'আপনারা খেতে খেতে আমি একটা গল্প শোনাই?' চোখের সাদা ভ্রু কিছুটা উঁচু করে প্রশ্ন করলেন কার্ডিনাল।

'জি, প্লিজ।' ইরিন জবাব দিল।

'ইতিহাস যখন থেকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, সেটার শুরু থেকে লক্ষ করলে দেখা যায় মানুষ সব সময় অন্ধকারকে ভয় পেয়ে এসেছে।' একটা আঙুর হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন কার্ডিনাল। 'যত দূর জানা যায়, আমাদের সাথেই চলাফেরা করে রাতের আঁধারকে রক্ত পান করার আর আতঙ্ক বিস্তার করার কাজে ব্যবহার করে আসছে স্ট্রিগোয়রা।'

জর্ডান পনির আর পাউরুটি চিবিয়ে ঢোক গিলল। কিন্তু ওর গলা হঠাৎ করে যেন শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। স্ট্রিগোয়ের প্রসঙ্গটা এখন না উঠলেই ভালো হতো।

'চার্চের প্রতিষ্ঠাতাগণ স্ট্রিগোয়দের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বর্তমানে স্ট্রিগোয়দের বিষয়টা যে রকম গোপন করে রাখা হয়েছে তখন এরকম গোপনীয়তা রক্ষা করা হতো না। চার্চ স্ট্রিগোয়দের ওপর নজর রাখার জন্য বিশেষ একটা দল গঠন করলেন। স্ট্রিগোয়দের হিংস্র আক্রমণ প্রতিহত করার পাশাপাশি কোনো মানুষকে স্ট্রিগোয়তে রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়েও নজর রাখত দলটি। স্ট্রিগোয়তে রূপান্তরিত হলে মানুষের আত্মা

BanglaBook.org

ধ্বংস হয়ে যায়।'

'আপনি সেটা কীভাবে জানেন?' প্রশ্ন করল ইরিন।

কার্ডিনাল মুচকি হাসি দিলেন। তাঁর হাসি দেখে নিজের দাদার কথা মনে পড়ে গেল জর্ডানের। 'বিষয়টা নির্ণয় করার জন্য সুনির্দিষ্ট উপায় আছে। তবে খাবার টেবিলে সেটা নিয়ে আলোচনা না করাটাই বোধ হয় ভালো হবে। কারণ বিষয়টা কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হতে পারে আপনাদের কাছে।'

'তার পরও যদি অল্প করে জানাতেন।' বলল জর্ডান।

'দেখুন, আমি আপনাদেরকে অসম্মান করে কিছু বলছি না। আসলে এই মুহূর্তে পরিস্থিতির প্রয়োজনে ঠিক যতটুকু জানা জরুরী, আপনাদেরকে ঠিক ততটুকু জানাতে চাচ্ছি। স্ট্রিগোয় আর আত্মার বিষয়টার ব্যাখ্যা আমি দেব, তবে এখন নয়। পরে।'

কার্ডিনালের দিকে সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকাল ইরিন।

'আপনাদেরকে এবার সেই বিশেষ দলের ব্যাপারে জানাই। দলটির সদস্যদেরকে স্যাঙ্গুইনিস্ট বলা হয়। স্যাঙ্গুইনিস্টরাও পাদ্রি। তবে তাঁরা তাঁদের শক্তি অর্জন করেন যিশুর রক্ত থেকে।' গলায় ঝোলানো ক্রস ছুঁয়ে দিলেন কার্ডিনাল বার্নার্ড। 'তাঁরা প্রাকৃতিকভাবে অমর তবে যুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যু হতে পারে।'

করজার দিকে তাকাল জর্ডান। তার মানে, করজাও একদিন স্ট্রিগোয়দের সাথে কোনো লড়াইয়ে প্রাণ হারাবেন। অমর হলেও মৃত্যুই তাঁর চূড়ান্ত পরিণতি। খুব কঠিন দায়িত্বে আছেন তিনি।

কার্ডিনাল ইরিনের দিকে তাকালেন। 'স্ট্রিগোয়দের বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ইতিহাসে ভুলভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।'

ভ্রু উঁচু হয়ে গেল ইরিনের। একটু পর ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। 'হেরডের ম্যাসাকার! আমার গবেষণা স্থল। সেই ম্যাসাকারের মাধ্যমে ইহুদিদের ভবিষ্যৎ একজন রাজাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন হেরড, তাই না?'

'বাচ্চাগুলোকে হেরড খুন করেননি। ওটা স্ট্রিগোয়দের কাজ ছিল।'

'কিন্তু স্ট্রিগোয়রা শুধু বাচ্চাদের রক্ত পান করেই ক্ষান্ত দেয়নি। আমি হাড়ে কামড়ের চিহ্ন দেখেছি। ওটা নৃশংস আক্রমণ ছিল। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল তার পেছনে।'

'দুঃখের বিষয় হলেও, আপনার ধারণা সত্য। স্ট্রিগোয়রা বাচ্চাদেরকে

BanglaBook.org

হত্যা করেছির কারণ একদিন সেই বাচ্চা বড় হয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিত। আর ওদেরকে শায়েস্তা করার জন্য স্যাঙ্গুইনিস্টদেরকে নিয়ে বিশেষ দলটা গঠন করা হয়েছে। শত শত বছর ধরে স্ট্রিগোয়দের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন স্যাঙ্গুইনিস্টরা। তবে গত কয়েক দশক ধরে স্ট্রিগোয়দের সাথে কিছু মানুষ যোগ দিয়ে *বিলিয়াল* নামের নতুন এক দল গড়ে তুলেছে।'

ইরিনের কাছে বিলিয়াল নামটা পরিচিত। 'বিলিয়াল। দ্য লিডার অব দ্য সান্স অব ডার্কনেস। এটা একটা প্রাচীন লোককাহিনি।'

খাওয়া বন্ধ করে দিল জর্ডান। 'দারুণ!'

'আমরা কখনও জানতে পারিনি কেন ওরা একত্রিত হয়েছে।' ওদের দুজনের হাতের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকালেন কার্ডিনাল। 'তবে আজকের পর, জানতে পারব।'

'এখানে বলে রাখছি, বিষয়টায় আমরা শতভাগ নিশ্চিত নই। কার্ডিনালের নাটকীয়তায় প্রভাবিত হবেন না।' ফাদার করজা জানালেন।

'প্রভাবিত? কীভাবে?' জানতে চাইল জর্ডান।

'বিলিয়াল গঠন হওয়ার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে?' ইরিনও প্রশ্ন করল।

'আমার বিশ্বাস, রান ইতিমধ্যে আপনাদের জানিয়েছে, মাসাডার শবাধারে পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থটি সংরক্ষিত ছিল। তাতে লেখা আছে যিশু কীভাবে নিজের ঐশ্বরিক ক্ষমতার লাগাম ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর সব কিছু লেখা আছে যিশুর নিজের রক্তে। তাই গ্রন্থটাকে ব্লাড গসপেল বলা হয়।'

খাবার প্লেটটাকে একপাশে সরাল জর্ডান। ওর খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। '*ঐশ্বরিক ক্ষমতার লাগাম ছেড়ে দেয়া* বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?'

মাথা নাড়লেন কার্ডিনাল। 'ভালো প্রশ্ন। হয়তো আপনি জানেন, বাইবেলে বলা আছে, যিশু তাঁর প্রথম জীবনে কোনো অলৌকিক মোজেজা দেখাননি। কিন্তু পরবর্তীতে নানা অলৌলিক মোজেজা ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম অলৌলিক ঘটনাটা দ্য বুক অব জন-এ উল্লেখ আছে। পানিকে ওয়াইনে পরিণত করেছিলেন তিনি।'

বাইবেলের সেই ভার্স মুখস্থ পড়ে শোনাল ইরিন।

মাথা নাড়লেন কার্ডিনাল। 'ঠিক বলেছেন। এরপর তিনি প্রচুর অলৌলিক মোজেজা দেখিয়েছেন। সীমিত মাছের সংখ্যাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেখিয়েছেন, অসুস্থকে রোগমুক্তি করেছেন, মৃতকে জীবিত

BanglaBook.org

করেছেন।'

'কিন্তু ওসবের সাথে ব্লাড গসপেল-এর সম্পর্ক কী?' ইরিন প্রশ্ন করল।

ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন কার্ডিনাল। 'যিশু কেন অলৌকিক ঘটনা দেখাতে শুরু করেছিলেন এটার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে দিয়ে বরাবরই নাকানি-চুবানি খেয়েছেন বাইবেলের স্কলারগণ। কেন হঠাৎ করে মোজেজা দেখাতে শুরু করেছিলেন তিনি? কেন আগে দেখাননি? ঠিক কোন কারণে ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রয়োগ করতে শুরু করেছিলেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর ব্লাড গসপেলে রয়েছে।'

ইরিন কার্ডিনালের দিকে তাকাল। বিস্মিত, বিমোহিত।

'দারুণ কিছু মনে হচ্ছে।' বলল জর্ডান। 'কিন্তু বিলিয়াল কেন এটার পেছনে লেগেছে?'

'কারণ ব্লাড গসপেল হয়তো যে কাউকে তার ভেতরে থাকা ঐশ্বরিক ক্ষমতার লাগাম খুলে দেয়ার উপায় বাতলে দিতে পারবে। ভাবতে পারছেন, যদি স্ট্রিগোয়রা সেটা শিখে যায় কী অবস্থা হতে পারে? হয়তো ওদের দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে। হয়তো আমাদের মতো ওরাও দিনের আলোতে চলাচল করার কৌশল জেনে ফেলবে ব্লাড গসপেল থেকে। হয়তো কয়েক গুণ বেড়ে যাবে ওদের ক্ষমতা। মানব সভ্যতার ওপর এটার কতটা প্রভাব পড়তে পারে ভেবে দেখুন তো।'

'কিন্তু আমরা এসবের কোনো কিছুই শতভাগ নিশ্চিতভাবে জানি না। এগুলো কার্ডিনাল বার্নার্ডের অনুমান মাত্র।' বাধা দিলেন ফাদার করজা। তিনি প্রথমে ইরিন পরে জর্ডানের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন। 'বিষয়টা মনে রাখবেন আপনারা।'

'কেন?' চোখ সরু করে ইরিন প্রশ্ন করল।

কার্ডিনালের চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেছে। কথার মাঝে ফাদার করজার এ রকম হস্তক্ষেপ ওনার পছন্দ হয়নি। টানটান কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন তিনি।

'কারণ, সামনে আপনাদের দুজনকে গুরুত্বপূর্ণ দুটো ভূমিকা পালন করতে হবে। যদি রাজি না হন তাহলে অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে দুনিয়া। ভবিষ্যদ্বাণীতে সে রকমই বলা আছে।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় রাত ১০টা ৩২মিনিট
জেরুজালেম, ইসরায়েল

তাচ্ছিল্যের সুরটা আড়াল করতে চেয়েও ব্যর্থ হলো ইরিন। 'পৃথিবীর ভাগ্য নির্ভর করছে আমাদের ওপর? জর্ডানের ওপর? আমার ওপর?'

'আমার ওপর নির্ভর করতেই পারে। আমাকে এতটা তাচ্ছিল্য না করলেও চলত!' পাশ থেকে জর্ডান বিড়বিড় করে বলল।

জর্ডানের রসিকতাকে পাত্তা দিল না ইরিন। কারণ জানতে চাইল কার্ডিনালের কাছে। 'কেন?'

হাতের আঙুরটা ফলের বাটিতে রেখে দিলেন কার্ডিনাল। 'ডক্টর, সেটা আমি আপনাকে জানাতে পারছি না। অন্তত এখন নয়। আগে আপনি সিদ্ধান্ত নিন। তারপর সব বলব। সব শোনার পর আপনি চাইলে আপত্তি জানাতে পারেন। সমস্যা নেই।'

'আপনিই ক্যাসেরিয়াতে আমার জন্য কপ্টার পাঠিয়েছিলেন, তাই না?' ইরিন প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলাম।' কার্ডিনাল স্বীকার করলেন। 'ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্সে আমার পরিচিত লোক আছে। তাদের মাধ্যমে আপনাকে মাসাডায় নিয়েছিলাম আমি। কারণ ওখানে গসপেলটা থাকার সম্ভাবনা ছিল।'

'আমাকেই কেন?' উপযুক্ত জবাব না পাওয়া পর্যন্ত ইরিন এ রকম প্রশ্ন বারবার করতে থাকবে।

'আমি আপনার কাজের ধারা পর্যবেক্ষণ করেছি, ডক্টর গ্রেঞ্জার। আপনি ধর্মকে অবজ্ঞা করেন ঠিকই কিন্তু বাইবেল সম্পর্কে আপনার জ্ঞান আছে। যার ফলে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ গবেষকদের চোখে যেটা এড়িয়ে যাবে সেটা আপনার চোখে ধরা পড়তে বাধ্য। আপনি ধর্মে বিশ্বাসী নন, তাই যেকোনো প্রশ্ন আপনার মনে অনায়াসে জেগে উঠবে। কিন্তু একজন ধার্মিক গবেষকের

BanglaBook.org

মনে সেই প্রশ্ন জাগবে না। অর্থাৎ, পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটো বিরল গুণ রয়েছে আপনার মাঝে। ব্লাড গসপেল ফিরিয়ে আনার জন্য ঠিক আপনার মতো একজন ব্যক্তিকে প্রয়োজন ছিল।'

কিন্তু ইরিন মনে মনে ভাবল, *হয়তো ধারে কাছে আমিই ছিলাম একমাত্র আর্কিওলজিস্ট। তাই আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন।* বছর প্রায় শেষের দিকে। অধিকাংশ আর্কিওলজিস্ট নিজ নিজ ভার্সিটিতে ক্লাস নিতে চলে গেছেন। তবে এসব মুখে উচ্চারণ করে কোনো ফায়দা নেই। তাই ইরিন আর কিছু বলল না।

'আর আমার ব্যাপারে কী বলবেন?' জর্ডান প্রশ্ন করল। ওর কণ্ঠে এখনও রসিকতার সুর পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে। 'আমার তো মনে হচ্ছে, ঝড়ে বক মরার মতো আমি এখানে হাজির হয়েছি। কারণ আমার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই।'

এই কথাটায় ইরিনের আপত্তি আছে। বজ্রপাতে আক্রান্ত হয়ে তিন মিনিট মৃত অবস্থায় থেকে তারপর জীবিত হওয়াটা নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু।

জর্ডানের দিকে তাকিয়ে হাসি দিলেন কার্ডিনাল। 'মাই সান, আমি জানি না ভবিষ্যদ্ববাণী কেন আপনাদেরকে বেছে নিয়েছে। তবে এতটুকু বলি, শবাধার থেকে শুধু আপনারা তিনজনই কিন্তু বেঁচে ফিরেছেন।'

'তো সামনে আমাদেরকে কী করতে হবে?' জানতে চাইল জর্ডান।

'আপনারা দুজন আর রান করজা মিলে গসপেলটা পুনরুদ্ধার করে ভ্যাটিকান সিটিতে নিয়ে যাবেন। ভবিষ্যদ্ববাণী অনুযায়ী, বইটিকে শুধুমাত্র রোমেই খোলা যাবে। ওখানে আমাদের স্কলারগণ বইটির রহস্য উন্মোচন করবেন।'

'তারপর?' ইরিন প্রশ্ন করল। 'আপনারা এটাকে লুকিয়ে ফেলবেন, তাই তো?'

কার্ডিনাল যেমনটা বলেছেন গসপেলে যদি সত্যি সে রকম কিছু থাকে তাহলে শুধুমাত্র চার্চের হাতে বইটিকে তুলে দেয়াটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ বইয়ে অনেক শক্তিশালী তথ্য থাকতে পারে।

'ঈশ্বরের বাণী সবার জন্য উন্মুক্ত।' হেসে জবাব দিলেন কার্ডিনাল।

'হ্যাঁ, তাই তো আপনাদের চার্চ অতীতে প্রচুর বই পুড়িয়ে দিয়েছে সেগুলো মানুষের রচিত ছিল বলে!' ইরিন খোঁচা মারল।

'চার্চ অতীতে ভুল করেছে।' কার্ডিনাল স্বীকার করলেন। 'তবে এবার করবে না। আমরা যদি গসপেলের আলোকিত জ্ঞান বিতরণ করতে পারি

BanglaBook.org

তাহলে পুরো মানব সভ্যতা জুড়েই বিতরণ করব।'

কার্ডিনালের কথাটা শুনে বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। তবে ইরিনের আরও কিছু বলার আছে এখনও। 'সত্য উন্মোচনের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছি আমি। এবং সেই সত্য যদি বাইবেলের বিরুদ্ধেও যায় আমি কিন্তু পিছপা হই না।'

'বলুন, বাইবেলের বিরুদ্ধে গেলে আপনি সামনে এগিয়ে আসতে দেরি করবেন না।' ইরিনকে খোঁচা দিতে ছাড়লেন না কার্ডিনাল।

'হতে পারে।' ইরিন বড় করে শ্বাস নিল। 'কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে... আপনি বইটির জ্ঞান শেয়ার করবেন... যতটুকু পর্যন্ত নিরাপদ... ধর্মনিরপেক্ষ স্কলারদের সাথে শেয়ার করতে হবে। এমনকি সেটা যদি চার্চের শিক্ষার বিরোধী হয় তার পরও। ঠিক আছে?'

ক্রস ছুঁলেন কার্ডিনাল। 'কথা দিলাম।'

ক্রস ছুঁয়ে ওয়াদা করার ভঙ্গিটা দেখে ইরিন কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেল। ওর মনে হলো, কার্ডিনাল ওনার কথা রাখবেন না। বিশেষ করে, চার্চের মান-সম্মানে আঘাত আসবে, এমন কিছু উনি শেয়ার করতে রাজি হবেন বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য ইরিনের হাতে বিকল্প কোনো পথ নেই। যদি সত্যিই গসপেলের অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে মিশনটা ওর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে। তা ছাড়া সফল হলে হেনরিক ও মাসাডায় যাদের প্রাণহানি হয়েছে তাদের মৃত্যুগুলোও বৃথা যাবে না।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ইরিন। 'তাহলে আমি রা...'

'থামুন!' বলল রান করজা। 'সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ভালো করে জেনে রাখুন, এই মিশনে আপনি প্রাণও হারাতে পারেন। কিংবা তার চেয়ে মূল্যবান কিছুও হারিয়ে যেতে পারে।'

ইরিন বুঝতে পারল ফাদার করজা প্রাণের চেয়ে মূল্যবান বলতে আত্মাকে বোঝাচ্ছেন। আত্মাবিহীন জীবনের ক্ষেত্রে স্ট্রিগোয় হলো জ্বলন্ত উদাহরণ। তবে এই অভিযানে শুধু ওর নিজের নয়, জর্ডান ও রানের জীবনও ঝুঁকিতে থাকবে।

মিশনে অংশ নেয়া কেন উচিত নয়, কারণগুলো মনে মনে তালিকা করতে শুরু করল ইরিন। কিন্তু শক্ত কোনো কারণ খুঁজে পেল না।

'ডক্টর গ্রেঞ্জার?' কার্ডিনাল প্রশ্ন করলেন। 'আপনার ইচ্ছা কী?'

ফাদার রান করজার দিকে তাকাল ইরিন। রান করজাকে যদি *ট্র্যানসাবস্টেইনশিয়েশন*-এর জীবন্ত দলিল হিসেবে ধরা হয়, তাহলে সে

BanglaBook.org

হিসেবে রান করজা যদি বাস্তব হোন তাহলে যিশুর গসপেলের অস্তিত্বও সত্য হতে পারে।

'ইরিন?' জর্ডান জানতে চাইল।

আরেকবার বড় করে শ্বাস নিল ইরিন। 'আমি কীভাবে এ রকম সুযোগ হাতছাড়া করতে পারি?'

'আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত? লড়াইতে যোগ দিতে চান?'

ইরিন যদি এখানে যোগ না দেয় তাহলে কে দেবে? ছোট ছোট শিশুদের কঙ্কালে কামড়ের দাগ স্বচক্ষে দেখেছে ও। সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রাতের আড়ালে যদি কোনো সত্য লুকিয়ে থাকে সেটা ওকে জানতে হবে। বিলিয়াল-এর হাতে বইটিকে পড়তে দেবে না ইরিন। নইলে ও রকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড সামনে আরও ঘটবে।

মাথা নাড়ল ইরিন। 'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত।'

ইরিনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জর্ডান। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'যদি উনি যোগ দেন তাহলে আমারও যোগ দিতে কোনো আপত্তি নেই।'

ধন্যবাদ জানিয়ে মাথা নোয়ালেন কার্ডিনাল। তবে কথা এখনও শেষ হয়নি। 'আর একটা শর্ত আছে।'

'তা তো থাকবেই!' জর্ডান বিড়বিড় করল।

'স্যাঙ্গুইনিস্টদের সাথে যোগ দিতে হলে আপনাদেরকে মৃত হিসেবে ঘোষণা করা হবে। মাসাডায় যারা মারা গেছে তাদের সাথে আপনাদের দুজনের নামও যুক্ত হবে মৃত হিসেবে।'

'এক মিনিট!' জর্ডান বলে উঠল।

ইরিন বুঝল বিষয়টা। কারণ জর্ডানের পরিবার আছে। হয়তো জর্ডানের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। জর্ডানকে প্রায় হিংসা করতে শুরু করল ইরিন। বন্ধু, কাছের বন্ধু, সহকর্মী এসব ইরিনেরও আছে কিন্তু ইরিন যদি ইজরায়েলে মারা যায় ওদের কারও তেমন কিছু আসবে যাবে না। ইরিনের নিজের পরিবার বলতে কিছু নেই। সেটা জর্ডানের আছে।

'এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।' কার্ডিনাল বললেন। 'যদি বিলিয়ালরা জানে আপনারা বেঁচে আছেন এবং গসপেলের পেছনে ছুটছেন তাহলে ওরা আপনার পরিবারের ওপর হামলা করতে পারে। বুঝতেই পারছেন বিষয়টা কোন দিকে গড়াবে তখন?'

সায় দিল মাথা নাড়ল ইরিন। মাসাডায় বিলিয়ালদের নৃশংসতার নমুনা ও নিজ চোখে দেখেছে।

BanglaBook.org

'আপনাদেরকে ও আপনাদের ভালোবাসার পরিবারকে বাঁচানোর জন্য স্যাঙ্গুইনিস্টের চাদরে নিজেকে ঢাকতেই হবে। পৃথিবীর কাছে মৃত হয়ে যেতে হবে আপনাদের।' কার্ডিনাল জানালেন। 'মাই সান, এই মৃত হওয়ার ভানটা করতে হবে তাদের জন্য। বিপদ কেটে গেলে আবার আগের জীবনে ফিরে যেতে পারবেন। পরিবার-পরিজনদেরকে বলে দেবেন, ভালোবেসে কাজটা করেছিলেন আপনি।'

'মিশনে আমাদেরকেই যেতে হবে? অন্য কেউ গেলে হবে না?' নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে জর্ডান প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের তিনজনকে একত্রে এই মিশনে কাজ করতে হবে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে ছাদের রেলিংয়ের কাছে গেল জর্ডান।

ইরিন জানে জর্ডানের পক্ষে সিদ্ধান্তটা নেয়া কঠিন। ওর বড় একটা পরিবার আছে, স্ত্রী আছে , হয়তো সন্তানও আছে।

জর্ডান তো ইরিনের মতো এতিম নয়।

ইরিনের কেউ নেই।

একাকিত্বেই ইরিন অভ্যস্ত।

কিন্তু ও কেন জর্ডানের পিঠের দিকে তাকিয়ে আছে? কেন জর্ডানের সিদ্ধান্ত জানার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে ইরিন?

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় রাত ১০টা ৫৪ মিনিট
ইসরায়েলি মরুভূমির নিচে

ঘুম থেকে জেগে উঠল বাথোরি। মাটির নিচের ঠাণ্ডা বাংকার পেয়ে ক্লান্তি-অবসাদে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টেরও পায়নি। কোথায় আছে বুঝতে এক মুহূর্ত লাগল ওর।

কিছুক্ষণ পরেই মনে পড়ল সব।

ধড়মড় করে সোফা থেকে উঠে বসল বাথোরি। কাছেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে ম্যাগর। বিশাল মাথা তুলে তাকাল ম্যাগর, চোখ জ্বলজ্বল করছে।

বাথোরি তাকে ইশারায় বিশ্রাম নিতে বলল। কিন্তু ম্যাগর উঠে চলে এল তার কাছে। বাথোরির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। বাথোরির যন্ত্রণা সে অনুভব করতে পারছে, ম্যাগরের ভালোবাসার উষ্ণতা আর উদ্বিগ্নতা টের পাচ্ছে বাথোরি।

'আমি ঠিক হয়ে যাব', বাথোরি ম্যাগরকে আশ্বস্ত করতে চাইল। কিন্তু ম্যাগর তার টেনশনটা ভালোভাবেই বুঝতে পারল।

বাথোরি তার কমান্ডের অধিকাংশ স্ট্রিগোয়কে ইতিমধ্যে হারিয়েছে, যিশুর একজন বীরকে তার ফাঁদ থেকে পালিয়ে যেতে দিয়েছে, এর বিনিময়ে কী পেয়েছে ও?

বইও পায়নি। যদিও এতে ওর দোষ ছিল না।

মাসাডা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অনেক আগেই বইটা কেউ চুরি করেছে।

চুরির প্রমাণ ও আছে তার কাছে; সেলফোন থেকে উদ্ধার করা ছবিগুলো।

কিন্তু তার কাছে ওই রাতের যেকোন ঘটনার ব্যাখ্যা স্রেফ অজুহাত মনে হতে লাগল। আর বসে থাকতে পারল না বাথোরি। ম্যাগরের মাথা আস্তে করে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

কংক্রিটের দেয়ালের কাছে গেল ও। বাংকারের ভেতরের আবদ্ধ

BanglaBook.org

জায়গাটুকু লাল রঙের চায়নিজ সিল্কের কাপড়ে মোড়া। মরুভূমিতে এটাই তার বাড়ি, বালির বিশ ফুট নিচে অবস্থিত।

দেয়ালে শৈল্পিকভাবে সাজানো তাকে রাখা প্রাচীনকালের ছুরির হাতল আবলুস কাঠ দ্বারা নির্মিত। আর রয়েছে সোনালি পানপাত্র, এর ভেতরে চিহ্নিত বলয় নির্দেশ করছে কতটুকু রক্ত ধরতে পারবে তার পরিমাণ।

বাথোরি পাত্রটা উঁচু করে ধরল। শাস্তি হিসেবে ওর অভিশপ্ত রক্তের কতটুকু *তিনি* নেবেন?

ম্যাগর ওর পেছনে এসে নাক ঘষতে লাগল। পাত্রটা রেখে নতজানু হয়ে বসল বাথোরি। ম্যাগরের পশমে মুখ গুঁজে দিল। হানর চলে যাওয়ার পর ম্যাগরই তার শেষ সাথী।

তিনি যদি ম্যাগরকে নিয়ে যান তাহলে?

ওর মুখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠল।

প্রথমে ও ছোট ভাই ইস্টভানকে হারিয়েছে, এরপর হানরকে। এখন ম্যাগরকে হারাতে চায় না।

নেকড়েটা তার বিশাল মুখ বাথোরির কাঁধে রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে। বাথোরি তাকে ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে শোনাতে পরিকল্পনা করতে লাগল। ম্যাগরকে সাথে নিয়ে মরুভূমিতে পালিয়ে যেতে পারে সে। ওর কাছে যথেষ্ট টাকা আর রত্ন আছে, কয়েক বছর ভালোভাবেই চলে যাবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত বাথোরি নিজের বন্দিদশা থেকে রেহাই পেয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ দরজায় জোরে ধাক্কা দিল কেউ, গর্জন করে উঠল ম্যাগর।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই রুমের দরজা খুলে ফেলল, কালো বুট প্রবেশ করল ভেতরে।

দরজার ভেতর ঢুকেই তারেক থেমে গেল, পেছনে রয়েছে তার ভাই রফিক।

উঠে দাঁড়াল বাথোরি, চিবুক ওপরে তুলল। ম্যাগর দাঁড়াল ওর সামনে।

'আমার অনুমতি ছাড়া ঢোকার সাহস কোথায় পেলে তুমি?' বাথোরি বলল।

দাঁত বের করে হাসল তারেক।

'সাহস পেয়েছি কারণ *তিনি* তোমার ব্যর্থতার কথা জানেন।'

রফিক তার ভাইয়ের কাঁধের পেছন থেকে তাকিয়ে আছে, তার চোখে খেলা করছে ভয়ংকর উন্মাদনা।

BanglaBook.org

তারেক তার অনধিকার প্রবেশের কারণটা স্পষ্ট বলে দিয়েছে, বাথোরির দরজা পর্যন্ত আসার উদ্দেশ্যও জানিয়েছে, 'পরেরবার তুমি ব্যর্থ হলে কীভাবে তোমাকে মেরে ফেলতে হবে এ ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা এসেছে।'

রফিকের চোখের উল্লাসপূর্ণ দৃষ্টি দেখে বাথোরি আন্দাজ করল, ওর মৃত্যু খুব দ্রুত কিংবা বেদনাহীন হবে না।

ভাবলেশহীন মুখে তারেকের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাথোরি। তারা হয়ত ওর চেয়ে শক্তিশালী কিন্তু বাথোরি তাদের চেয়ে অনেক বেশি ধূর্ত। এই আত্মবিশ্বাসটুকু তাদের দেখাতে দিল বাথোরি। স্থিরদৃষ্টিতে তারেকের দিকে তাকিয়ে রইল সে যতক্ষণ না তারা দরজার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তারেকের হুমকি ওকে ভয় পাইয়ে দেবার বদলে আরো শক্তিশালী ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করে তুলল।

ম্যাগরের কাঁধ স্পর্শ করল বাথোরি।

'আবার আমাদের শিকারে নামার সময় এসেছে।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় রাত ১০টা ৫৭ মিনিট
জেরুজালেম, ইসরায়েল

ছাদের রেইলিংয়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে ভাবনায় ডুবে গেছে জর্ডান। স্ট্রিগোয়দের হিংস্র আক্রমণে নিজের টিমের সদস্যদেরকে মারা যেতে দেখেছে ও। গ্রিমওলফ কতটা ভয়ংকর সেটাও দেখেছে স্বচক্ষে। তাই ব্লাড গসপেলের বিষয়টা ওর কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।

স্ট্রিগোয়রা ব্লাড গসপেল পেয়ে গেলে সেটাকে ব্যবহার করে পৃথিবীর কতটা ক্ষতিসাধন করবে তা কল্পনা করতেও ভয় হচ্ছে জর্ডানের। তাই মিশনে ওকে যোগ দিতেই হবে। তবে এই মিশনে যোগ দেয়ার জন্য ইরিনের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে সেটা ও চাইলেও অস্বীকার করতে পারবে না। ইরিনের হাসি, কাঁধে মাথা রাখাসহ বেশ কিছু মুহূর্ত জর্ডানকে দুর্বল করে ফেলেছে। এই বিপজ্জনক মিশনে ইরিনকে ফাদার করজার সাথে একা ছেড়ে দিতে পারে না জর্ডান।

নিজের নাম-পরিচয়যুক্ত ডগ ট্যাগটা খুলে জর্ডান টেবিলের ওপর রাখল। 'আমি মিশনে অংশ নিচ্ছি।'

'জর্ডান...' আরও কিছু বলতে গিয়েও ইরিন থেমে গেল।

নিজের ডগ ট্যাগ থেকে চোখ অন্য দিকে সরাল জর্ডান। ওর বাবা-মা যখন এটা হাতে পাবে, তখব ভাববে ও মারা গেছে।

মাথা নেড়ে জর্ডানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন কার্ডিনাল। অন্যদিকে ফাদার করজা নিজের চেয়ার ছেড়ে ঝট করে উঠে স্থান ত্যাগ করলেন। তিনি এতটাই ঝটকা দিয়ে উঠেছেন যে তাঁর বসার চেয়ারটা উল্টে পড়ে গেছে টাইলসের ওপর।

'রানের বিষয়টা ক্ষমা সুন্দরদৃষ্টিতে দেখবেন আপনারা।' বললেন কার্ডিনাল। 'অতীতে ভবিষ্যদ্বাণী সেবা করতে গিয়ে ওকে অনেক ভয়াবহ মূল্য দিতে হয়েছে তো।'

'কী সেই মূল্য?' ফাদার করজার ফেলে দেয়া চেয়ারটা তুলে সোজা

BanglaBook.org

করল জর্ডান।

'প্রায় ৪০০ বছর আগে কথা। যদি সে ভাবে বিষয়টা আপনাদেরকে জানানো উচিত তাহলে নিজেই জানাবে। আমি কিছু বলব না।' কার্ডিনাল জবাব দিলেন।

'আচ্ছা। আমরা তো এখন মিশনে যোগ দিয়ে ফেলেছি, এবার আমাদেরকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে বলুন। কেন আমরাই সেই তিনজন বিশেষ ব্যক্তি?'

জর্ডানের প্রশ্নের সাথে ইরিন একমত। উত্তরগুলো জানা দরকার।

'বইটিকে সিল মেলে সরিয়ে নেয়ার পর, ভবিষ্যদ্বাণীতে আদেশ করা আছে...' থামলেন কার্ডিনাল। 'তার চেয়ে বরং আপনাদেরকে দেখাচ্ছি... সেটাই ভালো হবে।'

টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে নরম চামড়ার কেস বের করলেন তিনি। ভেতর থেকে একটা পার্চমেন্ট বের করলেন। পার্চমেন্টটা দেখে মনে হলো সেটা এই শহরের মতোই পুরনো, সুপ্রাচীন। কালো কালি দিয়ে লেখা আছে তাতে। জর্ডান পড়তে পারল না তবে অক্ষরগুলো ওর কাছে পরিচিত মনে হলো।

গ্রিক?' প্রশ্ন করল ও।

ইরিন মাথা নেড়ে সায় দিল, একটু কাছে এগিয়ে সশব্দে পড়ে শোনাল ওদেরকে। *'আদমের পুত্র এবং হাওয়ার কন্যা সন্তানদের প্রয়োজনে ব্যবহারের নিমিত্তে দি আলফা অ্যান্ড দি ওমেগা তাঁর জ্ঞান-গরিমা মহামূল্যবান রক্তে লিখিত গসপেলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।'*

'দি আলফা অ্যান্ড ওমেগা?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'সম্ভবত যিশুকে বোঝানো হয়েছে।' পার্চমেন্টের বাকি অংশ পড়তে শুরু করল ইরিন। *'তত দিন অব্দি এই আশীর্বাদপুষ্ট বইখানা অন্ধকারের গভীরে একজন বালিকা... ।'* থামল ইরিন। 'বালিকা নাকি নারী? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য এখানে গ্রিক ভাষায় 'গার্ল অব করাপটেড ইনোনেন্স' লেখা। শেষের শব্দটাকে জ্ঞান হিসেবেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। একেক জায়গায় একেক রকম অর্থ প্রকাশ করার কারণে বাইবেল পড়তে গেলে প্রায়ই জ্ঞান, ভালো এবং মন্দের অর্থ উদ্ধার করতে বেগ পেতে হয়।'

জর্ডানের মাথা ইতিমধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে। 'আমরা পুরো লেখাটা একবার পড়ে নিই? তারপর বিভিন্ন অংশের অর্থ বের করি কেমন?'

'ঠিক বলেছেন।' ইরিন আবার পার্চমেন্টটা পড়তে শুরু করল।

BanglaBook.org

'ততদিন অব্দি এই আশীর্বাদপুষ্ট বইখানা অন্ধকারের গভীরে একজন জ্ঞানী নারী, যিশুর বীর যোদ্ধা ও একজন সাহসী পুরুষ কর্তৃক লুকায়িত থাকিবে।'

এতটুকু পড়ে দম নিল ইরিন। *'পরবর্তীতে পুনরায় অন্য এক ত্রয়ী আসিয়া বইটিকে আলোর মুখ দেখাইবে। জ্ঞান পিপাসু নারী, যিশুর বীরযোদ্ধা, সাহসী পুরুষ ত্রয়ী যিশুর গসপেল খুলিয়া ইহার মহিমা দুনিয়ার সম্মুখে মেলিয়া ধরিবে।'*

ইরিনের দিকে তাকালেন কার্ডিনাল। 'আমি বিশ্বাস করি, এখানে আপনাদের কথা বলা হয়েছে। আপনি, ফাদার করজা ও সার্জেন্ট জর্ডান।'

ইরিন পার্চমেন্টের দিকে তাকিয়ে রইল। 'আমাদেরকেই কেন মনে হচ্ছে?'

'কারণ আপনারা সেখান থেকেই এসেছেন যেখানে বইটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। অন্ধকার জগতে নিকৃষ্ট জানোয়ারকে যৌথভাবে পরাস্ত করে এখানে হাজির হয়েছেন আপনারা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জর্ডান। একটু বেশি জোরেই শ্বাস ফেলেছে। বাকিরা তাকাল ওর দিকে। ওর কাছে এসব ধর্মীয় গাঁজাখুরি কাহিনি বলে মনে হচ্ছে। 'কিন্তু আমরা ওখানে কোনো বই পাইনি। ওটা ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অনেক আগেই কেউ বইটা খুলেও ফেলেছে হয়তো।'

'না, মাই সান, যদি কেউ বইটা খুলে থাকত তাহলে দুনিয়ার চেহারা বদলে যেত। অলৌকিক ঘটনায় ছেয়ে যেত চারদিকে।'

'হয়তো।' বলল জর্ডান। 'কিন্তু কেউ না কেউ বইটাকে খুঁজে নিয়ে চলে গেছে। হতে পারে তাদের কথাই বলা আছে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে?'

কার্ডিনাল মাথা নাড়লেন। 'কে খুঁজে পাবে সে ব্যাপারে এখানে কিছু বলা নেই। কারা খুলতে পারবে সেটা বলা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, বইটা যদি কেউ নিয়েও থাকে তারা খুলতে পারবে না কারণ তারা এই ভবিষ্যৎদ্বাণীতে বর্ণিত ত্রয়ী নয়। আপনারাই হচ্ছেন বর্ণিত তিনজন, এটা আমার বিশ্বাস।'

'বইটা খুঁজতে আমরা কোথায় যাব?' ইরিন প্রশ্ন করল।

আবারও মাথা নাড়লেন কার্ডিনাল। 'এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। রান বলল, কে বা কারা সমাধিতে লুটপাট চালিয়েছে সেই বিষয়ে কোনো সূত্র খুঁজে পায়নি ও।

জর্ডানের চোখের দিকে তাকাল ইরিন। অনুমতি চাইল। মাথা নেড়ে

BanglaBook.org

সায় দিল জর্ডান। আর তথ্য গোপন করার কোনো মানে হয় না। নাৎসি মেডেলটা পকেট থেকে বের করল ইরিন।

'মৃত মেয়েটার হাতের মুষ্টির ভেতরে এটা পাওয়া গেছে। যে ওকে খুন করেছিল তার পোশাক থেকে হয়তো ছিনিয়ে নিয়েছে মেয়েটা। হয়তো সেই ব্যক্তি বা তার দল বইটা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

কার্ডিনাল মেডেলটা হাতে নিয়ে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন। '*অ্যান্যানার্ব!*'

'আপনি জানেন এদেরকে?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'এই গ্রুপ আর আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু প্রায় একই। অ্যান্যানার্বরা বিভিন্ন পবিত্র ভূমিতে শক্তিশালী পবিত্র বস্তুর সন্ধান করে বেড়ায়। প্রকৃত পক্ষে, যে পাদ্রিগণ গসপেল খোঁজার মিশনে আমাদের নেতৃত্ব দিতেন তাঁরা এই অ্যান্যানার্ব-এর প্রতি নজর রাখারও দায়িত্ব দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা ফাদার পিয়ার্সকে হারিয়েছি।' ক্রসে চুমু খেলেন কার্ডিনাল। 'আরও অনেককে হারিয়েছি তখন।' একটু ভেবে আস্তে করে মেডেলটা ফিরিয়ে দিলেন তিনি। 'আমি এ রকম একজনকে চিনি, যার এই মেডেলটা দেখা উচিত। আমাদের পোপ ইউনিভার্সিটি আছে। অর্ডার অব দ্য স্যাঙ্গুইনদের পরিচালনায় এটাল, জার্মানিতে একটা ধর্মাশ্রমের আড়ালে চলছে সেটা। দারুণ একটা রিসার্চ লাইব্রেরি আছে সেখানে। ওখানে গেলে যুদ্ধের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত অ্যান্যানার্ব এবং তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের রেকর্ড আপনারা পেয়ে যাবেন। তাহলে গসপেল উদ্ধারের মিশনে আপনাদের প্রথম গন্তব্য হবে জার্মানি?'

জর্ডান ইরিনের দিকে তাকাল। 'আপনার কাছে এর চেয়ে কোনো ভালো বুদ্ধি আছে?'

'স্যাঙ্গুইনিস্ট লাইব্রেরির চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?' ইরিনের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সম্ভব হলে ও এখুনি ছুট দেয়। 'লাইব্রেরিটা দেখার জন্য আমার তর সইছে না।'

হাসল জর্ডান। 'ফাদার করজার আপত্তি না থাকলেই হয় এখন।'

'আমি আপনাদের প্রস্তুতির বিষয়টা দেখছি। এরপর ভ্যাটিকানকে রেডি করতে আমাকে রোমে ফিরতে হবে। যদি আপনার বইটা উদ্ধার করতে সফল হন, তাহলে সময় নষ্ট না করে ওরা কাজে নামতে পারবে।' বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে চাইলেন কার্ডিনাল। কিন্তু জর্ডান এক হাত তুলে বাধা দিল।

BanglaBook.org

‘তার আগে, আমার একটা আর্জি আছে।’

‘জি, বলুন?’

‘আমার টিমের প্রত্যেকটি সদস্যের জন্য আলাদা করে চিঠি লেখা আছে। আমি ও আমার টিমের সদস্যরা মারা গিয়েছে। এই বিষয়টা ওদের পরিবারকে জানানোটা আমার দায়িত্ব। আমার সিও-এর কাছে সব কিছু দিয়ে এসেছি। আপনি শুধু এতটুকু নিশ্চিত করবেন চিঠিগুলো যেন ঠিকভাবে পাঠানো হয়, প্লিজ?’

বার্নার্ড মাথা নোয়ালেন। ‘করব, মাই সান। আর্মিতে আমাদের পরিচিত লোক আছে। সমস্যা নেই।’

গলা খাঁকরি দিয়ে পরিষ্কার করল জর্ডান। ‘আরেকটা বিষয়, মহামান্য।’

‘বলুন...’

জ্যাকেটের ছোট্ট পকেটের চেইন খুলে জর্ডান নিজের বিয়ের আংটি বের করল। আংটি হাতে নিতেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল ওর। ক্যারেন ওর আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল আংটিটা। সেই হাই স্কুল থেকে ওদের পরিচয় ছিল। কখনও ভাবেনি, কোনো দিন এভাবে ওদেরকে আলাদা হয়ে যেতে হবে।

‘প্লিজ, এই আংটিটা আমার স্ত্রীর পরিবারের কাছে পৌঁছে দেবেন।’ জর্ডান বলল। ‘আমি তাদেরকে কথা দিয়েছিলাম, মারা গেলে এটা ওনাদের কাছে ফেরত দেব। ওনারা এটা নিয়ে আমার স্ত্রীর কবরের কাছে পুঁতে রাখবেন।’

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় রাত ১১টা ১৪ মিনিট
জেরুজালেম, ইসরায়েল

জর্ডান যখন আংটির ব্যাপারটা কার্ডিনালকে বলছে ইরিন তখন পানির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। ফলে বিষম খেল বেচারি।

কার্ডিনালের হাতে আংটিটা হস্তান্তর করল জর্ডান। 'আপনি যেমনটা বললেন, সেভাবেই এটা পাঠিয়ে দেব।'

তার মানে জর্ডান বিবাহিত হলে বিপত্নীক।

ওর স্ত্রী মারা গেছে।

জর্ডানের প্রতি ধারণা বদলাতে গিয়ে রীতিমতো নিজের সাথে যুদ্ধ করতে হলো ইরিনকে। বুঝতে পারল কেন জর্ডান রুমে তখন ওর ঠোঁটে বিনা দ্বিধায় চুমু খেয়েছিল। কারণ ওর তো স্ত্রী নেই।

'মাফ করবেন, মহামান্য।' হঠাৎ একটা বিরক্তির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ফাদার অ্যামব্রোস ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'আমি কি টেবিলটা পরিষ্কার করতে পারি?'

ইরিন উঠে দাঁড়াল। বুঝতে পারছে না কোথায় যাবে।

'হ্যাঁ, মাই সান। আমাদের খাওয়া শেষ।'

ফাদার অ্যামব্রোসকে টেবিল খালি করতে সাহায্য করল ইরিন। তারপর প্লেটগুলো নিয়ে ফাদারের সাথে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

সিঁড়িতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল ও। ফাদার অ্যামব্রোসের সাথে কথা আছে।' আমি ফাদার করজার সাথে কথা বলতে চাই।'

ফলের বাটিতে রয়ে যাওয়া একটা আঙুর তুলে নিয়ে টুপ করে মুখে পুরলেন ফাদার। কার্ডিনালের চোখে আড়ালে তাকে বেশ সহজ ও স্বাধীন মনে হচ্ছে। 'কথা বলার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু আমাদের ফাদার করজা খুব একটা মিশুক নন।'

'তার পরও চেষ্টা করে দেখতে চাই।' বলল ইরিন।

BanglaBook.org

‘বেশ।’ চাপা হাসি দিলেন ফাদার অ্যামব্রোস। মনে হলো তিনি কিছু একটা গোপন করছেন। ‘তবে আমি কিন্তু আপনাকে সর্তক করেছি। পরে দোষারোপ করতে পারবেন না।’

অবাক করা আধুনিক এক রান্নাঘরে প্লেটগুলো রেখে কেবিনেট থেকে দুটো মোমদানি নিলেন ফাদার। ‘আমরা যেখানে যাচ্ছি ওখানে কোনো আলো নেই।’ আগুন ধরালেন মোম দুটোতে। মোমদানির একটা ইরিনের হাতে দিয়ে অন্যটা নিজের হাতে রাখলেন।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। নামতে নামতে ইরিন চিন্তা করল, ফাদার করজার সাথে ঠিক কীভাবে কথা বলবে। জর্ডান আর ও এই মিশনে যোগ দিতে রাজি হওয়ায় ফাদার কেন আতঙ্কিত বোধ করেছিলেন? শত শত বছর আগে কী হয়েছিল ওনার? কিসের মূল্য দিতে হয়েছিল ওনাকে। করজার বয়স এখন কত হতে পারে? ভাবল ইরিন। ৫০০ বছর?

তবে ইরিন কেন এখনই ফাদার অ্যামব্রোসের সাথে নিচে নামছে?

আর কী কারণ আছে ওপর থেকে চলে আসার পেছনে?

জর্ডানের ব্যাপারে নতুন তথ্য জানার পর এই নতুন জর্ডানকে মেনে নিতে ইরিনের কিছুটা সময় দরকার। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের বিষয়ও আছে। তাই ও এই ফাঁকে ফাদার করজার সাথে কথা বলে সময় কাটাতে যাচ্ছে।

প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে অনেক নিচে নামল ওরা। অবশেষে একটা বিশালাকৃতির কাঠের দরজার সামনে থামলেন ফাদার অ্যামব্রোস। চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলে ইরিনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন তিনি।

হঠাৎ ইরিনের মনে হলো ফাদার অ্যামব্রোস যদি ওর কোনো অনিষ্ট করার মতলব এঁটে থাকেন? কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটাকে বাতিল করে দিল ও। কারণ কার্ডিনাল ও জর্ডান ওকে ফাদারের সাথে প্লেট নিয়ে নিচে নামতে দেখেছে। তাই ফাদার অ্যামব্রোস ওর সাথে কিছু করার দুঃসাহস দেখাবেন বলে মনে হয় না। তার পরও ইরিনের ভয় দূর হলো না।

চেম্বারের ভেতরে একটা মাত্র মোমবাতি জ্বলছে। তা ছাড়া বিশাল চেম্বারটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। মোমবাতি অল্প আলোয় দেখা যাচ্ছে ফাদার করজা প্রার্থনায় মগ্ন।

একটা কি একটা স্যাঙ্গুইনিস্ট চ্যাপেল? এখানে প্রার্থনা করা হয়?

ইরিনকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন ফাদার। নিঃশব্দে কয়েক পা সামনে এগোল ইরিন। ফাদার করজার প্রার্থনায় বিঘ্ন ঘটাতে চায় না।

হঠাৎ ওর পেছনে থাকা দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল দুম করে। বাতাসের ঝটকায় ইরিনের হাতে থাকা মোমবাতিটা নিভে গেল। ফাদার অ্যামব্রোস

BanglaBook.org

ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। দরজার হাতল ধরে খোলার চেষ্টা করল ইরিন।

লক্ড।

অর্থাৎ, এই চেম্বারে এখন ইরিন আর ফাদার ছাড়া আর কেউ নেই!

কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না ইরিন। দরজা খোলার জন্য মিনতি করে ফাদার অ্যামব্রোসকে বিকৃত আনন্দ পেতে দেবে না ও। অন্যদিকে ফাদার করজার প্রার্থনাতেও ব্যাঘাত ঘটাতে চাচ্ছে না।

ফাদার করজা এখনও ইরিনের উপস্থিতি টের পাননি। গভীর প্রার্থনায় মগ্ন তিনি।

অগত্যা উপায় না দেখে মেঝে বসে পড়ল ইরিন। নিজের হাঁটু দুটোকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফাদারের প্রার্থনা কখন শেষ হবে তার জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করল।

রাত ১১টা বেজে ৩১ মিনিট

ঠাণ্ডা কাপটা ঠোঁটের সাথে ছোঁয়ালেন ফাদার করজা। আজ রাতে তাঁর এই পানীয় খুবই প্রয়োজন। এই পানীয় তাঁকে পুনরায় সবল করে তুলবে, ক্রোধ দূর করে দেবে।

ঝুঁকি জেনেও বার্নার্ড এই মিশনে তাঁর সাথে নির্দোষ নারী, পুরুষকে জুড়ে দিয়েছেন। চূড়ান্ত গন্তব্য না জেনেই মিশনে অংশ নিতে সেই দুজন রাজিও হয়ে গেছে।

মরুভূমির ঘটনা মনে পড়ে যাওয়ায় লজ্জাবোধ করলেন ফাদার। মিশনে ওদের দুজনকে নেয়ার জন্য শুধু বার্নার্ডকে দোষ দিয়ে কাজ নেই। ফাদার করজাই ওদেরকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। অনেক গোপন কথা বলেছেন। মরুভূমিতে ওদেরকে মেরে ফেলাই ঠিক ছিল। তাহলে আর এই পরিস্থিতির জন্ম হতো না।

সামনে মিশনে যদি ব্যর্থ হয় তখন ওই দুই মানুষই বলবে, এরচেয়ে সেই মরুভূমিতে খুন হয়ে যাওয়াই ভালো ছিল।

চুমুক দিয়ে কাপ খালি করে ফেললেন ফাদার করজা। হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি। ডুবে গেলেন নিজের পাপের স্মৃতিতে।

*

কাকটাস ক্যাসলে নতুন দূর্বা ঘাস লাগানো হয়েছে। এলিজার কড়া নির্দেশ প্রতি বছরের শরৎকালে নতুন করে দূর্বা ঘাস লাগাতেই হবে।

Banglabook.org

এলিজার মেইড অ্যানার সাথে দেখা করতে এসেছেন করজা।

'ফাদার, আমার সাথে বড় রুমটায় আসবেন না?' অ্যানা প্রশ্ন করল।

'যদি আসি তুমি তোমার মালকিনকে ডেকে দিতে পারবে?' ফাদার করজা প্রশ্ন করলেন। যদিও এর আগে তিনি অনেকবার এই ক্যাসলে এসেছেন তবে আজ রাতে তিনি ক্যাসলের গভীরে যেতেও আগ্রহী।

অ্যানা এলিজাকে ডেকে আনার জন্য ভেতরে যেতে না যেতেই এলিজা ফাদারের সামনে এসে হাজির। গাঢ় সবুজ রঙের গাউন পরনে তার। সরু কোমরের কাছে টাইট করে বাধা গাউনটা। এলিজা মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল, 'ফাদার করজা! এত রাতে আপনি এখানে! অবাক হলাম। বড় রুমটায় আসুন। অ্যানা ওখানে এই মাত্র আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

'দুঃখিত। আমাকে যে কাজটা দেয়া হয়েছে সেটা সুষ্ঠুভাবে করতে হলে এখানেই করতে হবে। ভেতরে না যাওয়াটাই মঙ্গল।' ফাদার জবাব দিলেন।

অবাক হয়ে এক ভ্রু উঁচু করল এলিজা। 'এত রহস্য করছেন!'

দরজার পাশে থাকা উঁচু একটা টেবিলের দিকে এগোল এলিজা। মোমবাতি জ্বেলে রাখল টেবিলে।

মোমবাতির আলোতে এলিজাকে দেখতে খুব মোহনীয় লাগছে, ভাবলেন ফাদার।

'বলুন, ফাদার। এখানে এত রাতে আপনার আসার কারণ কী?'

'একটা খবর জানাতে এসেছি।'

চুপ করে রইল এলিজা। ওর ঠোঁট থেকে হাসি চলে গেছে। ওর চোখ দেখে মনে হলো কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে সেখানে। 'আমার স্বামী কাউন্ট ন্যাডসে'র ব্যাপারে?'

ফাদার করজা মুখ ফুটে সব বলতে পারবেন না। আঘাত করতে পারবেন না এলিজাকে।

'তিনি আর বেঁচে নেই।' নির্লিপ্তভাবে বলল এলিজা।

একজন সৈনিকের স্ত্রী হিসেবে এ রকম সংবাদের জন্য এলিজা অবশ্য প্রস্তুত ছিল।

'উনি খুব সম্মানের সাথে ইহলোক ত্যাগ করেছেন...'

'ওসব আমাকে না বললেও চলবে।' এলিজা বাধা দিল। মাথা নিচু করল সে। যেন নিজের চোখের জল লুকাতে পারে।

একজন পাদ্রি হিসেবে করজার উচিত তাকে সান্ত্বনা না দেয়া। কিন্তু ফাদার করজার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

অন্তত এলিজাকে সান্ত্বনা দেয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

এলিজাকে আট-দশটা সাধারণ নারীর নজরে দেখেন না তিনি। এলিজার প্রতি তাঁর অন্যরকম দুর্বলতা কাজ করে। তাই নিজেকে কাবুতে রাখার জন্য, নিজের কাপুরুষতাকে আড়াল করার জন্য নিষ্ঠুর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ফাদার।

'আপনার এ রকম ক্ষতিতে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে শোক প্রকাশ করছি।' নিতান্ত সাধারণভাবে বললেন ফাদার করজা।

BanglaBook.org

এলিজা চোখ মেলে তাকাল। ফাদারের এ রকম নির্লিপ্ত কথা তাকে বিস্মিত করেছে। করজার কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করেছিল সে। তাড়াতাড়ি নিজের চেহারা থেকে বিস্ময় কাটিয়ে স্বাভাবিকতার মুখোশ পরল। ফাদারের এ রকম শীতল আচরণ তাকে কষ্ট দিয়েছে।

'আপনাকে আর দেরি করাব না, ফাদার। অনেক রাত হয়ে গেছে। সামনে আপনাকে লম্বা পথ ভ্রমণ করতে হবে।'

ফাদার আর একটা শব্দ না করে বিদায় হলেন।

এলিজাকে একা রেখে সরে গেলেন তিনি। কারণ এলিজাকে তিনি ভালোবাসেন।

এভাবে দূরে সরে যাওয়াটা দুজনের জন্যই মঙ্গল।

*

স্মৃতিমন্থন শেষে বাস্তবে ফিরলেন ফাদার। দীর্ঘ পাদ্রিজীবনে নিজের ওপর থেকে কখনও আস্থা হারাননি। কিন্তু তখন হারিয়েছিলেন। এলিজার প্রতি এতটাই দুর্বল ছিলেন তিনি।

নিজের পাপ মোচনের জন্য হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন ফাদার। যতক্ষণ পর্যন্ত হাঁটুতে পাথরের যন্ত্রণা অসহ্য পর্যায়ে পৌছায় প্রার্থনা করে গেলেন।

অহংকার করেছিলেন একসময়।

আজও সেটার অনুশোচনায় ভোগেন ফাদার করজা।

অহংকারের জন্যই নিজের অধঃপতন হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে এলিজারও।

ফাদারের মনে প্রশ্ন জাগল, পানীয়টা পান করার পর আজ কেন এত পাপের কথা মনে পড়ছে?

কৃতকর্ম নিয়ে ভাবনার জাল কিছুটা ছিঁড়তেই হঠাৎ ফাদারের কানে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি আওয়াজ এল।

মানুষ? এখানে?

কীভাবে সম্ভব?

এখানে মানুষ আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মাথা উঁচু করে পেছনে তাকালেন ফাদার। এক নারী হাঁটুতে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে। মাথা রাখার ভঙ্গিটা ফাদারের কাছে পরিচিত মনে হলো।

ইরিন।

ইরিন গ্রেঞ্জার।

জ্ঞানপিপাসু নারী।

চট করে ক্রোধ জেগে উঠল ফাদারের মনে। আবারও একটা নির্দোষ

BanglaBook.org

প্রাণকে তাঁর সাথে বিপজ্জনক মিশনে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। তার চেয়ে বরং এখানে এখনই মেরে ফেলা যাক এই নারীকে!

কিন্তু ফাদারের কানে মৃদু লয়ে আরেকটা হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ ভেসে এল। কিছুটা দূর থেকে আসছে আওয়াজটা। অনিয়মিতভাবে ধুকপুক করছে।

অ্যামব্রোস।

ফাদার অ্যামব্রোস ইরিন আর করজাকে এক রুমে আটকে রেখে হয়তো ফাদার করজাকে লজ্জাজনক পরিস্থিতি ফেলার চেষ্টা করছেন কিংবা আশা করছেন ওয়াইন তথা যিশুর রক্ত পান করে ফাদারের মাথা বিগড়ে গেছে। তিনি ইরিনের সাথে আপত্তিকর কিছু করে বসবেন বা নিয়ন্ত্রণ হারাবেন নিজের ওপর থেকে।

ফাদার করজা আর একটু হলেই অ্যামব্রোসের হীন ইচ্ছা পূরণ করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু সামলে নিলেন নিজেকে।

'আমি দুঃখিত, ফাদার। আমি এখানে এভাবে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি...'

'আমি জানি।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন ফাদার করজা। এক টান দিয়ে দরজা খুলে ফেললেন। এতটা শক্তির অধিকারী হওয়া শুধুমাত্র স্যাঙ্গুইনিস্টের পক্ষেই সম্ভব। অ্যামব্রোসের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ বেড়ে গেছে। দ্রুত আওয়াজ করছে সেটা।

পরক্ষণেই তিনি শুনতে পেলেন ভয় পেয়ে ফাদার অ্যামব্রোস দ্রুত উঠে যাচ্ছেন সিঁড়ি বেয়ে।

ইরিনের কাছে ফিরলেন তিনি। ইরিনের চুল থেকে সুগন্ধ ভেসে আসছে। করজা টের পেলেন ইরিনের হৃৎপিণ্ডের একদম স্বাভাবিক। অর্থাৎ, ইরিন তাঁকে দেখে কোনো ভয় পাচ্ছে না।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইরিনকে টেনে তুলে দাঁড় করালেন ফাদার। প্রয়োজনের চেয়ে কয়েক মুর্হূত বেশি সময় ধরে রেখে তারপর ছেড়ে দিলেন হাতটা। যদিও ইরিনের হাতের উষ্ণতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না।

এলিজা না থাকলেও ইরিন বেঁচে আছে।

ফাদার রান করজা ঠিক করলেন পুরো দুনিয়া উল্টে গেলেও ইরিনের ক্ষতি হতে দেবেন না। ওর বেঁচে থাকা নিশ্চিত করবেন তিনি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় রাত ১১টা ৪১ মিনিট
অজ্ঞাত স্থান, ইসরাইল

হাসপাতালে নিজের রুমের জানালায় মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে টমি। জানালার ভারী কাচে আঙুল দিয়ে ঠকঠক শব্দ করছে। এখন পর্যন্ত নিজেকে প্রবোধ দিয়েছে, মিলিটারি হাসপাতাল নয়তো জেলখানায় রয়েছে সে।

নিজের আইভি পোল কাছে টেনে নিল টমি। যদি এটা দিয়ে জানালা ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারত! কিন্তু কী হতো তাহলে? জানালা ভেঙে সে যদি লাফ দেয়, তবে কি মারা যাবে? দুই বছর আগে একটা টেলিভিশন শোতে দেখেছিল, কেউ যদি ত্রিশ ফুট ওপর থেকে পড়ে যায় তবে তার বাঁচার সম্ভাবনা নেই। টমি তার চেয়েও উঁচুতে আছে এখন।

আইভি পোর্টে লাগানো লিডগুলো নাড়াচাড়া করছিল টমি। একজন মেডিক্যাল স্টাফ এসে ওর হার্ট রেট, অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল, আরও কী কী যেন মেপে গেলেন।

হিব্রু লিখাগুলো দুর্বোধ্য ঠেকেছে ওর কাছে। টমির বাবা হিব্রু পড়তে পারতেন। ওকে শেখানোর চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু টমি কিছু শেখেনি বললেই চলে। ফাঁকি দিয়েছে।

বাবার কথা মনে পড়তেই টমির চোখে ভেসে উঠল জ্বলন্ত ঘূর্ণায়মান গ্যাসের কুণ্ডুলী এগিয়ে যাচ্ছে ওর বাবা মায়ের দিকে!

টমি যদি তাঁদেরকে না বলত যে গ্যাসটা নিরাপদ, তাহলে হয়তো আজও তাঁরা বেঁচে থাকতেন! ও এখন জানে যে শুধুমাত্র ও ছাড়া বাকি সবার কাছেই গ্যাসটা বিষাক্ত। 'নিরাপদ' শব্দটা ও একজন ডাক্তার কে বলতে শুনেছে। হয়তো টমি তার বাবা-মা'কে নিরাপত্তা দিতে পারত। মাসাডার সেই অদ্ভুত পাদ্রি ওকে বলেছিলেন, ওর কিছুই করার ছিল না। কিন্তু তিনি আর কিইবা বলতে পারতেন?

'তুমি তোমার বাবা-মাকে খুন করেছ। নরকে যাবে তুমি, কিন্তু এখনও

BanglaBook.org

অনেক সময় বাকি!' এসব নিশ্চয়ই বলতে পারতেন না?

টমি আবার জানালার বাইরে তাকাল। দূরে মরুভূমির বালিতে নুড়ি পাথরের ছায়া দেখতে ঝরে পড়া কালির মতো মনে হচ্ছে।

খসখস শব্দ শুনে টমি রুমের ভেতরে তাকাল। তার পাশেই একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। টমির বয়সী বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তার পরনে রয়েছে একটা ধূসর স্যুট। কুকুরের মতো বাতাস শুঁকতে শুঁকতে টমির দিকে এগিয়ে এল সে। তার কালো চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?', জিজ্ঞেস করল টমি।

হাসল সে। টমি কেঁপে উঠল!

হঠাৎ ভয় পেয়ে কল বাটন বারবার চাপতে শুরু করল টমি।। জানালার সাথে সেঁটে গেল ভয়ে, ওর হার্ট রেট বেড়ে গেল, জোরে জোরে বিপ বিপ শব্দ হতে লাগল মনিটরে।

ছেলেটা চোখ টিপল ওর দিকে তাকিয়ে।

ঘটনার অস্বাভাবিকতায় হতবিহ্বল হয়ে পড়ল টমি।

ছেলেটা নিজের ডান হাত খুব দ্রুত টমির চোয়ালের কাছে নিয়ে এল। এতটাই দ্রুত যে টমি বুঝেও উঠতে পারল না! গলায় ধারালো পোঁচ বসিয়ে দিল ছেলেটা!

দুই হাত ওপরে তুলে গলা চেপে ধরল টমি। আঙুল গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। গলা বেয়ে নেমে আসা রক্তে তার গাউন ভিজে গেল, মাটিতে টপটপ করে পড়তে লাগল রক্ত।

টমি গলা চেপে ধরল, রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আঙুল বেয়ে রক্ত পড়েই চলেছে। চিৎকার করে উঠল সে, তার সাহায্য দরকার। ইসিজি লিড টেনে খুলে ফেলল টমি। পেছনের মনিটরের রেখাগুলো তখন সমান হয়ে গেছে, বিকট শব্দে অ্যালার্ম বেজে উঠল!

দুজন সৈন্য এসে ঢুকল রুমে, মেশিনগান ওপরে তুলে ধরল তারা।

ছেলেটা আবার চোখ টিপ দিল।

খারাপ লক্ষণ।

ছেলেটা একটা চেয়ার তুলে নিয়ে দ্রুত ছুড়ে মারল জানালার দিকে। ভেঙে গেল জানালা! এরপর একটুও সময় নষ্ট না করে টমিকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে যাওয়া জানালার বাইরে ফেলে দিল!

অবশেষে মুক্তি পেল টমি!

ঠাণ্ডা বাতাস ওর শরীর ছুঁয়ে গেল, ওদিকে উষ্ণ রক্ত বেরিয়ে আসছে

BanglaBook.org

গলা থেকে।

চোখ বন্ধ করে ফেলল টমি। বাবা-মাকে দেখার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তাদের চেহারা মনে করতে পারল না। মাটির ওপর তার দেহ পড়তেই মনে হল এর আগে এ রকম আঘাত আর কখনও পায়নি। এই পরিস্থিতি খুব দ্রুত শেষ হওয়া দরকার। খুব দ্রুত।

কিন্তু হলো না।

ওর চারপাশের পিচে বুলেট বিঁধতে শুরু করল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরোতে শুরু করল সেখান থেকে।

ভাঙা জানালা দিয়ে সৈন্যরা গুলি করে চলেছে।

সাইরেন বেজে উঠল, সার্চলাইট জ্বলে উঠল চারদিকে।

ছেলেটা শান্তভাবে টমি পাশে এসে অবতরণ করল। মাটির ওপর তার ধূসর সোয়েড বুটের কোনো শব্দই হয়নি বলা যায়।

সে কি লাফ দিয়েছে?

এত ওপর থেকে?

কীভাবে সম্ভব?

ছেলেটা টমির হাত আঁকড়ে ধরল। হরিণের মতো অসামান্য ক্ষিপ্রতায় মরুভূমির দিকে ওকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল ছেলেটা। টমির হাড়গুলো যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে!

পাথরে লেগে টমির পিঠ জখম হচ্ছে বেদম, ভাঙা হাড়ে ঠকঠক করে শব্দ হচ্ছে– এগুলোর দিকে অবশ্য ছেলেটার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই!

টমি চায় যেন এসব শেষ হয়! সে ঘুমাতে চায়। মারা যেতে চায়...

মৃত্যুর প্রহর গুনতে শুরু করল টমি।

এক, দুই, তিন, চার...

অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে জীবনের সবচেয়ে বাজে চিন্তা মাথায় এল ওর।

'আমি যদি মারা-ই না যাই?'

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

২৬ অক্টোবর
ইসরায়েলি সময় রাত ১১টা ৪৪ মিনিট
জেরুজালেম, ইসরায়েল

ফাদার করজার পিছু পিছু এগোচ্ছে ইরিন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে উঠছে ওরা। একসাথে এগোলেও ইরিন ফাদার করজার সাথে একটু দূরত্ব রেখে চলছে। প্রার্থনা কক্ষে ইরিনকে দেখে ফাদার খুব চটে গিয়েছিলেন ব্যাপারটা ইরিনের চোখ এড়ায়নি। ওর মনে হচ্ছে ফাদার নিজের ক্রোধকে দাঁত দাঁত চেপে নিয়ন্ত্রণ করছেন। নইলে এতক্ষণে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন হয়তো।

একবার ইরিনের মনে হলো এখান থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ওর নিজের মোমবাতিটা হারিয়ে ফেলেছে। ফাদার করজার হাতে থাকা মোমবাতির আলোর সাহায্যে ওপরে উঠছে ওরা। তা ছাড়া এখানে প্রচুর টানেল আর প্যাসেজ আছে। আন্দাজে পালানো প্রায় অসম্ভব।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর অবশেষে তর্কে লিপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ইরিন। জর্ডান আর কার্ডিনাল বার্নার্ড নিজেদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজিত গলায় গলা বলছেন।

'তো উনি কোথায়?' প্রশ্ন ছুড়ল জর্ডান।

একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন করজা।

ইরিন তাঁর পিছু পিছু ঢুকে দেখল ওরা একটা আধুনিক রুমে এসে পড়েছে। দেয়াল সাদা রং করা, পালিশ করা পাথুরে মেঝে আর একটা লম্বা টেবিল রয়েছে রুমে। টেবিলের ওপর অস্ত্র আর গুলির ছড়াছড়ি।

ইরিন রুমে ঢুকতেই ওর দিকে তাকাল সবাই।

স্বস্তির ছাপ দেখা গেল জর্ডানের মুখে। 'থ্যাংকস গড!' বলল ও। যদিও গডের কোনো হাত নেই এখানে।

অন্যদিকে ফাদার করজা সোজা চলে গেলেন অ্যামব্রোসের দিকে। এক হাত দিয়ে অ্যামব্রোসের গলা চেপে ধরে দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দিলেন তিনি। উঁচু করে ধরলেন অ্যামব্রোসকে। বেচারার পা শূন্যে ছটফট করতে লাগল।

BanglaBook.org

'কার্ডিনাল!' বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করতে করতে আকুতি জানালেন অ্যামব্রোস।

করজা আরও শক্ত করে তার গলা চেপে ধরলেন। 'আপনার সাথে হিসেবটা তোলা রইল, অ্যামব্রোস। মনে রাখবেন।'

জর্ডান সেদিকে এগিয়ে গেল। পরিস্থিতি বেগতিক হতে দেখলে সামাল দেবে।

'ওকে ছেড়ে দাও, রান।' নির্বিকারভাবে বললেন কার্ডিনাল। 'আমি ওকে যথাযথভাবে সতর্ক করে দেব।'

অ্যামব্রোসের আরও কাছে এগোলেন ফাদার করজা। ইরিন পাশ থেকে দেখতে পেল করজার তীক্ষ্ণ দাঁত উঁকি দিচ্ছে। 'আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যান। নইলে হিসাব কিন্তু এক্ষুনি চুকিয়ে দেব!'

ঠাস করে অ্যামব্রোসের গলা ছেড়ে দিলেন রান। ভয়ে বেচারার চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পালিয়ে গেলেন তিনি।

জর্ডান ইরিনের দিকে এগোল। 'ইরিন, আপনি ঠিক আছেন? কোথায় ছিলেন? কী হয়েছে?'

'আমি ঠিক আছে। থ্যাংকস।'

জর্ডানকে বেশি কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না ইরিনের। ও এখনও জর্ডানের বৈবাহিক অবস্থার বিষয়টায় খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। যতক্ষণ না সেটা পারছে ততক্ষণ কথা কম বলবে জর্ডানের সাথে।

গলা খাঁকারি দিলেন কার্ডিনাল। 'ডক্টর গ্রেঞ্জার যেহেতু চলে এসেছেন... এবার তাহলে আমরা স্ট্রিগোয় নিয়ে আলোচনাটা শেষ করতে পারি।'

টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। ইরিন ফাদার করজার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলল। যদিও করজা এখন আগের মতো শান্ত হয়ে গেছেন।

একটা গগলস টেবিল থেকে তুলে নিল জর্ডান। 'দেখে মনে হচ্ছে অন্ধকারে দেখার জন্য ব্যবহৃত নাইট ভিশন স্কোপ, কিন্তু ডিজাইনটা ঠিক মিলছে না।'

'এগুলো বিশেষ ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে। লো-লাইট ও ইনফ্রারেড দুটো অপশনই রয়েছে এতে।' জানালেন কার্ডিনাল বার্নার্ড। 'খুবই কাজের জিনিস। লো-লাইট অপশনের সাহায্যে আপনি প্রতিপক্ষকে রাতের বেলাতেও দেখতে পারবেন। কিন্তু স্ট্রিগোয়দের শরীর যেহেতু ঠাণ্ডা তাই ইনফ্রারেড গগলসে ওদের উপস্থিতি পাবেন না। আপনি যদি এই দুটো অপশনকে একত্রে ব্যবহার করেন তাহলে লোকজনের মধ্য থেকে কারা মানুষ আর কারা স্ট্রিগোয় সেটা আলাদা করতে পারবেন।'

BanglaBook.org

কৌতূহলী হয়ে ইরিন চোখে গগলস পরে নিল। তাকাল জর্ডানের দিকে। ওর চুল ও নাক হলুদ দেখাচ্ছে আর চেহারার বাকি অংশ উত্তপ্ত অর্থাৎ, লাল দেখাচ্ছে গগলসে। ইরিনের দিকে তাকিয়ে কমলা রঙের হাত নাড়াল জর্ডান।

এরপর ফাদার করজার দিকে তাকাল ইরিন। তাঁর চেহারা আর পেছনে থাকা পাথুরে দেয়ালের রঙের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দুটোই ঠাণ্ডা পার্পেল ও গাঢ় নীল দেখাচ্ছে। এরপর ইরিন গগলসের লো-লাইট অপশন চালু করল। এই অপশনে সবাইকে একই রকম দেখাচ্ছে।

'এটা কীরকম? কাজ করল?' জানতে চাইল জর্ডান।

'দারুণ।' ইরিন জবাব দিল।

বৈজ্ঞানিক ডিভাইসের সাহায্যে প্রমাণ মিলল ফাদার রান করজা প্রকৃতপক্ষেই ওদের চেয়ে ভিন্ন।

'আপনাদের অস্ত্রের জন্য রুপার রাউন্ড রয়েছে এখানে।' জর্ডানের দিকে একটা কাঠের বক্স এগিয়ে দিলেন কার্ডিনাল। 'একটা তেড়ে আসা স্ট্রিগোয়কে বন্দুক দিয়ে থামানো কষ্টকর। তবে এই বুলেটগুলো আপনাদের সাহায্য করবে। কারণ বুলেটগুলোর ভেতরটা ফাঁপা। রক্তের সংস্পর্শে আসা মাত্রই বুলেটগুলো সম্প্রসারিত হয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ রুপা প্রতিপক্ষের শরীরে ছড়িয়ে দেয়।'

একটা বুলেট হাতে নিয়ে আলোতে ধরল জর্ডান। বুলেটের শরীর রুপালি সাদা হওয়ায় চকচক করে উঠল। 'এটা কীভাবে আমাদেরকে সাহায্য করবে বুঝলাম না।'

'আমাদের ব্যতিক্রমধর্মী রক্ত সাধারণ মানুষের হওয়া রোগ-ব্যাধিগুলোকে প্রতিহত করতে পারে। হত্যা না করা হলে আমরা চিরকাল বেঁচে থাকতে পারব। সাধারণ মানুষের চেয়ে আমারা শক্তিশালী, তবে রুপার ক্ষেত্রে বিষয়টা ভিন্ন। আমরা রুপায় দুর্বল।'

'কিন্তু আপনারা তো গলায় রুপার ক্রস পরে থাকেন।' বলল ইরিন।

'প্রত্যেক স্যাঙ্গুইনিস্ট এই বোঝা বহন করে থাকে। এটা মনে করিয়ে দেয় আমরা অভিশপ্ত। যদি আমরা রুপা ছুঁই...' হাতমোজা খুলে জর্ডানের হাতে থাকা বুলেটে হাত রাখলেন কার্ডিনাল। মাংস পোড়ার গন্ধ এল ইরিনের নাকে। হাত উঁচু করে কার্ডিনাল ওদেরকে দেখালেন বুলেটে রুপা থাকার কারণে তাঁর কোথায় পুড়ে গেছে। 'এটা আমাদেরকেও পুড়িয়ে দেয়।'

'তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, স্ট্রিগোয়দের যতটা ক্ষতি করে আপনাদের ক্ষেত্রে ততটা করে না।' আরও কয়েকটা বুলেট হাতে নিয়ে

BanglaBook.org

বলল জর্ডান।

'তা ঠিক। একজন স্যাঙ্গুইনিস্ট হিসেবে আমার অবস্থান শয়তান ও শুদ্ধির মাঝামাঝি অবস্থানে। রুপা আমাকে পোড়াবে ঠিকই কিন্তু মেরে ফেলবে না। তবে আমরা যেভাবে যিশুর আশীর্বাদপুষ্ট, স্ট্রিগোয়দের সেই সুবিধা নেই। তাই রুপা তাদের ক্ষেত্রে প্রাণঘাতীর মতো।' হাতমোজা পরে নিলেন তিনি। 'পবিত্র বস্তুগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে ওসব দিয়ে ওদের হত্যা করা সম্ভব নয়।'

'তাহলে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করব কীভাবে?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দেব, স্ট্রিগোয়দেরকে জানোয়ারের দৃষ্টিতে দেখবেন। ওদেরকে কাবু করতে হলে অস্ত্র দিয়ে মারাত্মক রকমের জখম করতে হবে আপনাকে, যেমনটা অন্যান্য জানোয়ারদের ক্ষেত্রে করতে হয়।'

ফাদার করজার দিকে তাকাল ইরিন। জানোয়ার বলার পরও তাঁর মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না।

একটা ছোরা তুলেন নিলেন ফাদার করজা। নিজের হাতের তালুতে পোঁচ দিলেন ওটা দিয়ে।

নিঃশ্বাস আটকে ফেলল ইরিন।

রক্ত গড়িয়ে টেবিলে পড়তে শুরু করতেই ফাদার একবার তাকালেন ইরিনের দিকে। 'আপনাদেরকে বিষয়টা পুরোপুরি বুঝতে হবে।'

'আপনার ব্যথা করছে না?' জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না ইরিন।

'মানুষের চেয়েও আমাদের অনুভূতি শক্তি প্রবল। তাই, ব্যথা, যন্ত্রণাটাও আমরা বেশি টের পাই। কিন্তু জখমের দিকে লক্ষ করুন।'

হাতের তালু খোলা রেখে ওদেরকে দেখালেন তিনি। হুট করে কাটা অংশ থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো যেন রক্তের ট্যাপ বন্ধ করে দিয়েছে কেউ। শুধু তা-ই নয়, জখমটাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে আগের মতো স্বাভাবিক হতে শুরু করল!

'আপনি আমাদেরকে এই জাদু দেখাচ্ছেন কারণ...?' প্রশ্ন করল জর্ডান।

'জাদু নয়। আমাদের রক্তে আছে গোপন বিষয়টা। জীবন্ত এক শক্তি। এর ফলে আমাদের জখম থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হওয়ার প্রায় সাথে সাথে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়।'

একটু কাছে এগোল ইরিন। 'তার মানে রক্ত সঞ্চালন করার জন্য আপনাদের হৃৎপিণ্ডের প্রয়োজন হয় না? রক্ত নিজে নিজেই চলাচল করে?'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন রান।

BanglaBook.org

ইরিন ভাবল, জিন্দা লাশ কি এদেরকেই বলা হয়? জিন্দা লাশের শুরুটা কি এভাবেই হয়েছিল? স্ট্রিগোয়দেরকে মৃত বলা যাবে কারণ তাদের শরীর শীতল এবং হৃৎপিণ্ড স্পন্দনবিহীন।

'কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস?' ইরিন প্রশ্ন করল।

'ঘ্রাণ নেয়া ও কথা বলার কাজে আমরা শ্বাস নিয়ে থাকি। এ ছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের কোনো কাজে আসে না। আমরা চাইলে অনন্তকাল ধরে দম বন্ধ করে থাকতে পারব।' ফাদার রান করজা জবাব দিলেন।

'খুব ভালো সংবাদ!' বিড়বিড় করল জর্ডান।

'এবার আপনারা বুঝতে পেরেছেন আশা করি।' রান বললেন। 'কার্ডিনাল আপনাদেরকে ইতিমধ্যে সর্তক করে দিয়েছেন। তার পরও আবার বলছি, যখন কোনো স্ট্রিগোয়কে আপনারা কাটবেন... কাটতেই থাকবেন। থামবেন না। অল্পতেই ধরে নেবেন না ওরা গুরুত্তর জখম হয়েছে। সব সময় নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখবেন।'

জর্ডান মাথা নেড়ে সায় দিল।

'একটা স্ট্রিগোয়ের দুর্বলতা শুধুমাত্র আগুন, রুপা, সূর্যের আলো আর গুরুতর জখমে। জখমটা এতটা মারাত্মক হতে হবে যেন রক্তপাত বন্ধ হতেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।'

টেবিলে থাকা অস্ত্রগুলোর দিকে তাকাল জর্ডান। একটু আগে ওর যতটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল এখন তার চেয়েও বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে। 'প্রস্তুতিমূলক ব্রিফিং দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।' বিড়বিড় করল ও।

কার্ডিনাল টেবিলের ওপরে থাকা অস্ত্র, বুলেট ও ছোরাগুলোর ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এসব অস্ত্রে রুপার আবরণ রয়েছে। সাথে আছে চার্চের আশীর্বাদ। সার্জেন্ট জর্ডান, আমি মনে করি এগুলো আপনার পায়ের গোড়ালিতে গুঁজে রাখা ছোরার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী হবে।'

জর্ডান টেবিল থেকে প্রত্যেকটা ছোরা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। একটা এক ফুট দীর্ঘ ছোরা হাতে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করল জর্ডান। এটার হাতল হাড়ের তৈরি। 'এটা আমেরিকান বোই নাইফ।'

'যথোপযুক্ত অস্ত্র।' বললেন রান। 'যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল তখন আমাদের এক ভাইয়ের কাছে ছিল এটা। অ্যান্টিটামের যুদ্ধে তিনি মারা গিয়েছিলেন।'

'ওই সময়কার অন্যতম রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল ওটা।' জর্ডান বলল।

'তখন থেকে এই ছোরার ফলা রুপোয় আবৃত।' জর্ডানের দিকে তাকালেন রান। 'এটাকে যথাযথ সম্মানের সাথে ব্যবহার করবেন।'

জর্ডান মাথা নেড়ে সায় দিল। ও জানে এই অস্ত্রের মাহাত্ম্য কতটা

BanglaBook.org

গুরুত্বপূর্ণ।

‘আমিও একটা নেব। সাথে একটা বন্দুকও চাই।’ বলল ইরিন।

‘আপনি গুলি ছুড়তে জানেন?’ কার্ডিনাল প্রশ্ন করলেন।

‘ছোটবেলায় শিকার করেছি। তবে কখনও এমন কিছু শিকার করেনি যা খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না।’ ইরিন জবাব দিল।

ওর দিকে তাকিয়ে দেঁতো হাসি দিল জর্ডান। ‘এবার আর তা হচ্ছে না। ভাবুন, আপনি এমন কাউকে গুলি করতে যাচ্ছেন, যেটা কিনা আপনাকে খেতে আসছে!’

জোর করে হাসল ইরিন। কোনো ব্যক্তিকে গুলি করার কথা ওর ভাবতেও অস্বস্তি হয়। হোক সে স্ট্রিগোয়। স্ট্রিগোয়দের দেখতে মানুষের মতোই, তারা একসময় তো ঠিকই মানুষ ছিল।

‘ওরা কিন্তু আপনাকে খুন করতে বা মারাত্মক জখম করতে বিন্দু পরিমাণ দ্বিধা করবে না।’ রান করজা সর্তক করে দিলেন। ‘যদি আপনি ওদেরকে হত্যা না করেন তাহলে...’

‘শোনো, রান,’ বাধা দিলেন কার্ডিনাল। ‘সবাই তো আর সৈনিক হতে পারবে না। ডক্টর গ্রেঞ্জার একজন স্কলার হিসেবে তোমাদের সাথে যাবেন। আমি আশা করতে পারি, তুমি আর সার্জেন্ট জর্ডান ওনাকে নিরাপদে রাখবে।’

‘আমাদের ক্ষমতার ওপর আপনার অলীক বিশ্বাসের ওপর আমি ভরসা করতে পারছি না।’ ফাদার করজা সাফ জানিয়ে দিলেন। ‘ওনাকে অবশ্যই নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে।’

‘নিলাম।’ একটা সিগ সাওয়্যার পিস্তল হাতে তুলে নিয়ে বলল ইরিন।

‘সুন্দর অস্ত্র।’ কয়েক বক্স রুপোলি বুলেট ওর দিকে এগিয়ে দিলেন কার্ডিনাল।

ইরিন কাঁধের হোলস্টারে ঢুকিয়ে নিল। পরনে লম্বা স্কার্ট, ওদিকে কাঁধে হোলস্টার! অদ্ভুত লাগল ইরিনের কাছে। ‘আমি জিন্স প্যান্ট পেতে পারি?’

‘আমি দেখছি ব্যাপারটা।’ দেয়ালে ঝোলানো দুটো লম্বা চামড়ার তৈরি কোট দেখালেন তিনি। ‘আপনাদের দুজনের জন্য।’

জর্ডান সেদিকে এগিয়ে গেল। তুলনামূলক বড় কোটটায় হাত দিয়ে বলল, ‘এগুলো কিসের তৈরি?’

‘ঈশ্বরের ধর্ম অবমাননাকারী ওলফের চামড়া দিয়ে তৈরি এগুলো।’ কার্ডিনাল জবাব দিলেন। ‘এই কোট আপনাদেরকে ছোরার আঘাত ও বুলেট থেকে রক্ষা করবে।’

‘বর্মের মতো।’ বলল জর্ডান।

BanglaBook.org

সাইজে ছোট কোটটা নিল ইরিন। সাধারণ জ্যাকেটের চেয়ে এটা প্রায় দ্বিগুণ ভারী। তবে দেখতে একই রকম। মনে হচ্ছে উচ্চমূল্যের চামড়া দিয়ে তৈরি।

কোটটা পরল জর্ডান। মিল্ক চকলেট রঙের কোটটা ওর গায়ে বেশ নিখুঁতভাবে মানিয়ে গেছে।

ইরিনও নিজের কোটটা গায়ে চড়াল। ওর কোটের রং জর্ডানেরটার চেয়ে হালকা। একদম হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে গেল কোটটা। তার পরও যথেষ্ট নড়াচড়া করা সম্ভব এই কোট পরে। গোল গলা দেয়া আছে কোটে। ইরিনের থুঁতনি ছুঁয়ে দিচ্ছে সেটা। উঁচু গলা থাকায় ওর গলদেশ রক্ষা পাবে।

'আমি আপনাকে এটাও দিতে চাই।' একটা রুপার নেকলেস ইরিনের হাতে দিলেন ফাদার করজা। নেকলেসের সাথে একটা ক্রসও আছে।

অনেক বছর আগে ইরিন এরকম ক্রস প্রতিদিন পরে থাকতো। তারপর তো সব ছেড়ে দিয়েছে।

'এটা কীভাবে কাজে আসবে?' ইরিন প্রশ্ন করল। 'কার্ডিনাল তো বললেন, পবিত্র বস্তুগুলো স্ট্রিগোয়দের বিরুদ্ধে খুব একটা শক্তিশালী হয়ে কাজ করে না।'

'এটা শুধু অস্ত্র নয়।' নরম স্বরে বললেন রান। 'এটা যিশুর প্রতীক। যা অস্ত্রের চেয়েও বেশি কিছু।'

ইরিন করজার চোখের দিকে তাকিয়ে বেশ আন্তরিকতা দেখতে পেল। ফাদার করজা কি ওকে আবার চার্চের ছায়ায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন? নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু?'

যা হোক, আর কথা না বাড়িয়ে ক্রস গলায় পরে নিল ইরিন। 'ধন্যবাদ।'

জবাবে করজা একটু মাথা নোয়ালেন। জর্ডানকেও একটা ক্রস দিলেন তিনি।

'অলংকার দেয়ার ক্ষেত্রে সম্পর্কটা খুব বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

করজা দ্বিধামাখা চোখে তাকালেন।

হাসল ইরিন। 'ফাদার, ওনার কথায় কিছু মনে করবেন না। আপনার সাথে মজা করছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জর্ডান। 'তাহলে আমরা কখন রওনা দিচ্ছি।'

কোনো দ্বিধা না করে কার্ডিনাল বার্নার্ড জবাব দিলেন, 'এক্ষুনি।'

BanglaBook.org

তৃতীয় খণ্ড

অধ্যায় ২৮

২৭ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় রাত ৩টা ১০ মিনিট
ওবেরাউ, জার্মানি

কালো রঙের মার্সেডিজ এস৬০০-তে চড়ে এগোচ্ছে ফাদার করজা, ইরিন ও জর্ডান। ফাদার তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ও দক্ষতা ব্যবহার করে ড্রাইভিং করছেন। ইরিন আর জর্ডান গাড়ির পেছনের দুটো সিটে বসে রয়েছে।

জেরুজালেম থেকে প্রাইভেট প্লেনে চড়ে মিউনিখে এসে নেমেছে ওরা। তারপর ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে ছুটছে এই রাস্তায়। এখনও জেট লেগ কাটেনি জর্ডানের। এক রাতের মধ্যে কত কিছু হচ্ছে! কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছে! জর্ডানের এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

জর্ডানের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বসেছে ইরিন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

নির্বিকারচিত্তে গাড়ি চালাচ্ছেন করজা। এক রাতে এত চাপ নেয়ার পরও তাঁর মাঝে কোনো প্রভাব বলেছে বলে মনে হচ্ছে না। প্লেনে ইরিন ও জর্ডান দুজনই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফাদার কি ঘুমিয়েছিলেন? তাঁর কি আদৌ ঘুমানোর দরকার হয়?

গাড়ি ওঠার পর থেকে একটা কথাও বলেনি জর্ডান। করজা মনোযোগ দিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করছেন। তাঁর মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাতে চায়নি। অন্যদিকে ইরিনও চুপ। তবে জর্ডানের সন্দেহ হচ্ছে ইরিনের চুপ করে থাকার কারণটা নিশ্চয়ই ভিন্ন কিছু।

একটা বিষয় জর্ডানের মাথায় ধরছে না, কার্ডিনালকে আংটিটা দেয়ার পর থেকে ইরিন কেন ওর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। খেয়াল করে দেখেছে, মাঝে মাঝে ওর দিকে ইরিন আড়চোখে তাকায়। কিন্তু কখনও সরাসরি তাকাচ্ছে না।

এক বছর হলো ওর স্ত্রী ক্যারেন মারা গেছে। জর্ডান যদি আগে জানত ও এখন সিঙ্গেল এটা জানার পর ইরিন ওর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে তাহলে কার্ডিনালকে একান্তে ডেকে নিয়ে সবার আড়ালে আংটিটা হস্তান্তর

BanglaBook.org

করত।

নারীর মন বোঝা বড় দায়। জর্ডান কতটাই বা বোঝে?

ওর পাশের সিটে থাকা ইরিন হঠাৎ নড়ে উঠল। 'এটালের গ্রাম দেখা যাচ্ছে।'

জর্ডান তাকাল বাইরে। ইরিন কিসের কথা বলছে সেটা দেখার জন্য।

সামনে দেবদারুগাছের বন, সাদা ভবন, বাদামি রঙের ছাদ দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশ জানালা অন্ধকার, কোনো আলো জ্বলছে না। গভীর রাত। সবাই ঘুমোচ্ছে হয়তো। জায়গাটা দেখতে ছবির মতো। মনে হলো এ রকম গ্রামের দৃশ্য পোস্টকার্ডেই সবচেয়ে ভালো মানায়। এত ছিমছাম সুন্দর গ্রামে স্যাঙ্গুইনিস্টদের আস্তানা আছে বিশ্বাস করা কঠিন।

'এটাল অ্যাবি,' মুগ্ধ হয়ে বলল ইরিন। 'এখানে আসার ইচ্ছে ছিল আমার।'

ইরিন আবার আগের মতো কথা বলতে শুরু করেছে দেখে জর্ডানের ভালো লাগল।

'লাডউইগ অব বাভারিয়া এখানে ধর্মাশ্রম স্থাপন করেছিলেন কারণ এখানে এসে তাঁর ঘোড়া তিনবার মাথা নুইয়েছিল।' বলল ইরিন।

'ঘোড়া কীভাবে মাথা নোয়ায়?' জর্ডান জানতে চাইল।

'ঐশ্বরিক ব্যাপার আরকি।' জবাব দিল ইরিন গ্রেঞ্জার।

জর্ডান ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ফাদার করজাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এই আশ্রমের কথাই বলেছিলেন, পাদ্রি? গোপন ইউনিভার্সিটি এটা?'

'হ্যাঁ, এটাই। একটা ব্যাপার, আমাকে পাদ্রি বলার দরকার নেই, *রান* বলে ডাকলেই খুশি হব।' ফাদার জবাব দিলেন।

আঁকাবাঁকা রাস্তা, কাঁকড় বিছানো পথ মাড়িয়ে এগোল ওদের গাড়ি। হেডলাইটের আলোতে দেখা গেল সামনে কিছু ভবন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আদিকালের ডিজাইন দেখে কেন যেন মনে হলো স্যাঙ্গুইনিস্ট স্টাইলে তৈরি ওগুলো।

গাড়ি নিয়ে অদ্ভুতদর্শন ভবনগুলোর মাঝে একটার পাশে থামলেন ফাদার। ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার আগেই গাড়ি থেকে নামলেন তিনি। সেডানের কাছেই রইলেন। আশপাশে পাহাড় পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন চোখ দিয়ে। নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিলেন।

দরজার হাতলের দিকে ইরিন হাত বাড়াল কিন্তু জর্ডান থামিয়ে দিল

BanglaBook.org

ওকে।

‘উনি আমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো।’

জর্ডান ইরিনকে যতটা সম্ভব নিরাপদে রাখতে চায়।

গাড়ির বাইরে চক্রাকারে ধীরে ধীরে ঘুরছেন ফাদার। তাঁর ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হলো, যেকোনো দিক থেকে হামলা হতে পারে এ রকম আশঙ্কা করছেন।

রাত ৩টা বেজে ১৮ মিনিট

ফাদার করজা নিজের বিশেষ ক্ষমতার মাধ্যমে বুঝতে পারলেন পাশের আশ্রমে থাকা লোকজন সবাই ঘুমাচ্ছে। সবার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে ধীর লয়ে। চারপাশের সব কিছু অনুভব করলেন নিজের বিশেষ অনুভব ক্ষমতা দিয়ে। কোনো বিপদের চিহ্ন পেলেন না।

শান্ত হয়ে শ্বাস নিলেন তিনি। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন বদ্ধ রুমে প্রার্থনায় বসে বা বাইরে শত্রুর খোঁজে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা আর হয়ে ওঠেনি।

স্যাঙ্গুইনিস্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর নিজের বিশেষ ক্ষমতাগুলো নিয়ে আতঙ্কিত ছিলেন ফাদার। তবে এখন তিনি ক্ষমতাগুলোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে শিখেছেন। অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ও ওনার ইন্দ্রিয় এড়াতে পারে না। এতে স্রষ্টার সৃষ্টির পূর্ণ স্বাদ নিতে পারছেন তিনি।

সামনে থাকা ভবনের দিকে তাকালেন ফাদার। একটা মূল ভবন ও দুটো শাখা নিয়ে পুরো স্থাপনা গঠিত। ওগুলোর জানালা লক্ষ করলেন তিনি। কারও নড়াচড়া দেখতে পেলেন না। হৃৎপিণ্ডের আওয়াজও শুনতে পেলেন না ফাদার। অর্থাৎ, ওপাশ থেকে কেউ তাদের ওপর নজরদারি করছে না। তবে ফাদার একটা ফিসফিসানি শুনতে পেলেন। আর কেউ শুনতে পেল না সেটা।

‘রান, স্বাগত। সব কিছু নিরাপদ।’

জার্মান উচ্চারণে পরিচিত কণ্ঠ শুনে নির্ভার হলেন ফাদার করজা।

পেছন ফিরে মাথা নেড়ে জর্ডানকে ইশারা করলেন। গাড়ির ভেতর থেকে ইরিন ও জর্ডান বেরিয়ে এল।

ওদেরকে নিয়ে ভবনের কাঠের দরজার দিকে এগোলেন ফাদার।

ইরিন আর জঙ্গলের মাঝে জর্ডান নিজেকে রাখল। যেন জঙ্গলের ওদিক থেকে আক্রমণ হলে সরাসরি ইরিন আক্রান্ত না হয়। জর্ডানের বোধশক্তি

BanglaBook.org

যথেষ্ট ভালো। বিষয়টা ফাদার করজাও লক্ষ করেছেন।

দরজার কাছে যাওয়ার আগেই কাঠের ভারী দরজাটা খুলে গেল।

পাশে সরে গিয়ে আগে ইরিন ও জর্ডানকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন ফাদার। ওরা দুজন যত দ্রুত আড়ালে চলে যাবে তত মঙ্গল।

নিজের ভেতরে ঢোকার আগে শেষবারের মতো বাইরে নজর বোলালেন রান করজা। হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কিছু তিনি দেখতে পেলেন না ঠিকই কিন্তু কেন যেন তাঁর মন বলছে, বিপদ আসন্ন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২৯

২৭ অক্টোবর,
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় রাত ৩টা ১৯ মিনিট
এ্যটাল, জার্মানি

বন-জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের ওপর থেকে অ্যাবির দিকে নজর রাখছে বাথোরি। লতাপাতায় ঘেরা একটা বাসায় পেটের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে আছে ও। রান করজাকে দেখে টগবগ করে ফুটতে থাকা উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার জন্য সময় নিল সে।

লিনডেন গাছের পাতাবিহীন ডালাপালাগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করছে। বাথোরি তার বাইনোকুলারে দেখল, আশ্রমের পেছনে করজা তার সেডান থেকে বের হচ্ছেন। বাথোরি আশ্রম থেকে বেশ দূরেই আছে, স্যাঙ্গুইনিস্টদের ঘ্রাণশক্তির আওতার বাইরে। সন্দেহের বশে পেছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন রান করজা, কিন্তু বাথোরিকে দেখতে পেলেন না।

ক্রমাগত বাড়তে থাকা কুয়াশাই এখন বাথোরির একমাত্র শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

করজা অ্যাবির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যেতেই বাথোরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সে হাত দিয়েছে তার জন্য ভালোই মূল্য দিতে হয়েছে ওকে। বিলিয়ালদের সাথে চুক্তিবদ্ধ তিন ইতিহাসবিদের কাছে নাৎসি বাহিনীর মেডেলের ছবিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে বাথোরি। মেডেলের গুরুত্ব সম্বন্ধে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়ায় অন্য একটা পথ বেছে নিয়েছে ও, সমগ্র পবিত্র ভূমি জুড়ে গুপ্তচর লাগিয়ে দিয়েছে।

ওরা খবর নিয়ে এসেছিল করজা প্লেন নিয়ে জার্মান যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু তিনি কোথায় নামবেন সে খবর ওরা দিতে পারেনি। বাথোরি অবশ্য কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিল।

বইয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশিদিন চুপ করে থাকবেন না করজা। শবাধার থেকে সূত্র সংগ্রহ করবেন, এরপর বাথোরির মত তিনিও তার বিশ্বস্ত ইতিহাসবিদদের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবেন।

BanglaBook.org

এ্যটাল আশ্রমের কথা শুনেছে বাথোরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বিদ্বান স্যাঙ্গুইনিস্টরা এই প্রধান ইউনিভার্সিটির ঐতিহাসিক গবেষণায় নিজেদের উৎসর্গ করে।

করজা অবশ্যই সেখানে যাবেন।

তাই বাথোরি মাঠে নেমে গেল। কাউকে কিছু জানায়নি ও। বুঝতে পেরেছিল অনুমতির জন্য অপেক্ষা করলে অনেক সময় লেগে যাবে।

সে পবিত্র ভূমির বাইরে স্ট্রিগোয়দের ছোট একটা সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেছে, এখানে লুকিয়ে রেখেছে তাদেরকে। এটা একটা সাহসী পদক্ষেপ, একমাত্র তারেক সমর্থন করেছিল তাকে, যদিও সে মনে মনে চেয়েছিল যে বাথোরি ব্যর্থ হোক।

বাথোরির সামনে এসে বসল ম্যাগর, মাথা রাখল তার কাঁধে। সেও হেলান দিল ম্যাগরের গায়ে।

বাভারিয়ায় এই ঠাণ্ডার রাতে পশমের মোটা কোট গায়ে থাকা সত্ত্বেও সে ম্যাগরের শরীরের উষ্ণতা অনুভব করছিল, তার দেহের উষ্ণ ভালোবাসার স্রোতে যেন অবগাহন করছিল বাথোরি। পাশাপাশি ম্যাগরও যেন নিশ্চয়তা খুঁজে নিচ্ছিল বাথোরির কাছে।

এই মরু-নেকড়ের কাছে এটা এখন অদ্ভুত নতুন এক পৃথিবী।

শান্ত হও...

বাথোরি বলল তাকে।

এখানে সহজে রক্ত শিকার করে নিতে পারবে, যেমনটা করেছ মরুভূমিতে...

তার অপর পাশে নড়ে উঠল আরেকজন, যাকে ঘৃণা করে বাথোরি।

'অন্যদেরকে সাথে নিয়ে আমার কি আরও কাছে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়?' জিজ্ঞেস করল তারেক, 'আমার হৃৎপিণ্ডের কোনো শব্দ নেই যা আমাকে দূরে সরিয়ে দেবে তোমার মত।'

অপমানটা গায়ে মাখল না বাথোরি। তারেককে বাধা দিল সে, 'আমরা এখানেই থাকব। তাদের সতর্ক করে ঝুঁকি নিতে চাই না এখন।'

ভেজা পাতার দুর্গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। এত বছর পর শুষ্ক মরুতে কাটানোর পর পরিচিত শব্দ আর গন্ধের স্পর্শে হাঙ্গেরিতে অবস্থিত নিজের বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগল বাথোরির। ওই সময়গুলোর কথা মনে করে সে শক্তি অর্জন করল, সে তখন ওর গায়ে 'প্রভুর' চিহ্ন ছিল না। সুখী দিন কাটাতো বাথোরি।

BanglaBook.org

‘এখন আমাদের অনেক সৈন্য আছে’, জোর দিয়ে বলল তারেক, ‘তাদের সাথে নিয়ে তথ্য বের করে বইটাও উদ্ধার করতে পারব আমরা।’

তারেকের কথার ভেতর লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণা টের পেল বাথোরি, মাসাডায় যাদেরকে হারিয়েছে সে, তাদের হারানোর প্রতিশোধ নিতে চায় তারেক। রক্তে জ্বলতে থাকা আগুন নেভাতে চায়।

বাইনোকুলারটা শক্ত করে চেপে ধরল বাথোরি।

প্রতিশোধের জন্য, রক্তের জন্য বাথোরির আকুলতা কি বুঝতে পারেনি তারেক?

কিন্তু বাথোরি আর বেপরোয়া কিংবা নির্বোধের মত কাজ করবে না, করতে দেবে না তারেককেও।

বিলিয়ালদের আসল শক্তি হল– স্ট্রিগোয়দের হিংস্রতা আর মানুষের ধূর্ততার সুষম সমন্বয়।

‘আমার যা বলার আমি বলেছি। এরকম দূর্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে। শুধুমাত্র একজন স্যাঙ্গুইনিস্ট মাসাডার অপরিচিত জায়গায় ছয় জনের প্রাণ নিয়ে নিয়েছে, আর এই অ্যাবির ভেতর কতজন আছে আমরা জানিও না। যে এই ঝুঁকি নিতে যাবে সে আর ফিরে আসতে পারবে না।’

তার বেশিরভাগ সৈন্য এটা ভাবতেই আতংকিত হয়ে পড়ল।

কিন্তু তারেক দমে গেল না। অ্যাবির দিকে হাত তুলল সে। তর্ক করতে প্রস্তুত। বাথোরিকে পরীক্ষা করে দেখতে চায় সে।

কর্তৃপক্ষের প্রতি তারেকের অবজ্ঞায় বিরক্ত হয়ে গেছে বাথোরি। স্যাঙ্গুইনিস্টরা যেভাবে বাথোরির পরিবারটা ভেঙে দিয়েছিল ঠিক সেভাবে তারেককেও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায় সে।

বাথোরি তারেকের প্রশস্ত বাহু আঁকড়ে ধরল। এরপর তারেক কিছু বুঝতে পারার আগেই বাথোরি তার নিজের গলায় তারেকের হাত চেপে ধরল–

‘তুমি যদি ভাব যে তুমি নেতৃত্ব দিতে পারবে তবে নাও! খুন করো আমাকে!’

তারেকের হাতের তালু বাথোরির গলা স্পর্শ করতেই তারেকের সমস্ত শরীর গরম তেলে পড়ার মতো হিস হিস করে উঠল! লাফ দিয়ে দূরে সরে গেল সে। তার আঙুল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে!

অন্য সবাই পেছনে সরে গেল- শুধুমাত্র রফিক ছাড়া!

সে তার ভাইকে রক্ষা করতে বাথোরির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

গর্জন করে উঠল ম্যাগর। লড়াই করতে সেও প্রস্তুত।

'না', বাথোরি নিষেধ করল তাকে।

এটা শুধু তার যুদ্ধ, রফিককে শিক্ষা দেবার পালা এখন।

রফিকের পাতলা দেহটাকে যেন গড়িয়ে দিল বাথোরি, দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল তার ওপর।

রফিকের একমুঠো চুল টেনে ধরল বাথোরি, প্রেমিকার মতো জড়িয়ে ধরল। রফিকের মুখ টেনে নিয়ে এল নিজের গলার কাছে। রফিকের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল। ওর দেহের কোমল মাংসপেশি যেন মোচড় দিতে শুরু করল, ধোঁয়া বের হলো শরীর থেকে।

তারেকের দিকে তাকিয়ে বলল বাথোরি, 'তোমার ভাইকে কি ম্যাগরকে দিয়ে খাওয়াবো?'

তারেকের চোখে ক্রোধের বদলে এবার ভয় দেখা গেল। সন্তুষ্ট হলো বাথোরি। রফিককে ছেড়ে দিল ও।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে তারেকের চারপাশে ঘুরতে লাগল রফিক। তার ঠোঁট থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ফোসকা পড়ে গেছে ঠোঁটে।

তারেক হাঁটু গেঁড়ে বসে ভাইকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

অপরাধবোধ জেগে উঠল বাথোরির মধ্যে। সে জানে যে রফিকের বুদ্ধি একটা ছোট বাচ্চার চেয়ে বেশি নয়, কিন্তু এরপরও তাকে অন্য সবার চেয়ে নির্দয় হতে হয়েছে।

পেটের ওপর ভর দিয়ে বাথোরির কাছে চলে এল ম্যাগর, নাক দিয়ে শুঁকে নিশ্চিত হতে চাইল বাথোরি ঠিক আছে কিনা। উপুড় হয়ে বাথোরিকে সম্মান দেখাল তার দৃঢ় আচরণের জন্য। বাথোরি ম্যাগরের কানের পেছনে আদর করে দিল, তার নেকড়ে-সুলভ বশ্যতাকে গ্রহণ করে নিল যেন।

তারেকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল এবার, তার কাছ থেকেও এরকম বশ্যতা আশা করছে সে।

খুব ধীরে তারেকের মাথা নিচু হয়ে এল, চোখ নামিয়ে ফেলল সে।

গুড।

লতাপাতায় ঘেরা অংশে ফিরে গেল বাথোরি। বাইনোকুলার হাতে তুলে নিল।

এখন আরেকজনকে শেষ করার পালা।

BanglaBoi.org

অধ্যায় ৩০

২৭ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় রাত ৩টা ২২ মিনিট
এ্যটাল, জার্মানি

'আমি ব্রাদার লিওপোল্ড। আলোগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়ান।' ইরিন ভেতরে ঢোকার পর ফাদারের মতো বেশভূষাধারী একজন ব্যক্তি কথাগুলো বলল। ব্যক্তি বলাটা ঠিক হচ্ছে না। বরঞ্চ অল্প বয়সী ছেলে বলা যেতে পারে। 'চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।' ওদেরকে আমন্ত্রণ জানাল লিওপোল্ড।

নিজের কাছে থাকা বিশেষ গগলসটা পরল ইরিন, টের পেল লিওপোল্ড দেখতে কম বয়সী হলেও তার বয়স মোটেও কম নয়। কারণ লিও একজন স্যাঙ্গুইনিস্ট। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই চোখ থেকে গগলস নামিয়ে ফেলল ইরিন।

সামনে একটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ির গোড়ায় স্টিলের দরজায় ইলেকট্রনিক লক সিস্টেম রাখা হয়েছে। ব্রাদার লিওপোল্ড ৫ ডিজিটের পাসওয়ার্ড চাপার পর দরজা খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকে ইরিনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। কারণ ও ভেবেছিল এখানে হয়তো বাইবেলীয় বিভিন্ন জিনিস, আর্টিফ্যাক্ট দেখতে পাবে। কিন্তু এখানে যা আছে সেগুলোর অধিকাংশই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন মানচিত্র, মেডেল, পিন আর বইয়ে ঠাসা।

রুমে চোখ বুলিয়ে জর্ডান বলল, 'থ্যাঙ্ক গড! এখানকার জিনিসগুলো প্রাচীন আমলের নয় দেখে স্বস্তি পেলাম।'

'এটা আপনার কাছে 'ভালো,' মনে হচ্ছে?' ইরিন প্রশ্ন করল।

'আগেই খুশি হবেন না। প্রাচীন আমলে যেমন পৃথিবীর ক্ষতি করা হয়েছে ঠিক তেমনি আধুনিক যুগেও হয়েছে।' রান মন্তব্য করলেন।

'নাহ, কেউ আমাকে শান্তিমতো কিছু বলতেও দেবে না! শান্তি নেই কোথাও!' বলল জর্ডান।

'দুঃখিত, ঠিকভাবে পরিচয়পর্বটা হয়নি এখনও। আপনি নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

সার্জেন্ট জর্ডান স্টোন?' লিও জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।' হাত বাড়িয়ে দিল জর্ডান।

দুই হাত দিয়ে হ্যান্ডশেক করল লিও। '*উইলকমেন!* এ্যাটাল অ্যাবি-তে স্বাগতম।'

ইরিনও পরিচয়পর্বে যোগ দিল। লিওপোল্ডকে তুলনামূলক 'মানুষ,' বলে মনে হচ্ছে ওর। রান বা বার্নার্ডকে কিছুটা বিজাতীয় মনে হতো। হতে পারে লিও ওই দু'জনের চেয়ে বয়সে কম দেখতে, তাই এমনটা মনে হচ্ছে।

ইরিনের সাথে পরিচয়ের পর ব্রাদার লিও নাটকীয়ভাবে রুমের চারদিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'এই রুমের সব সংগ্রহ এবং আমি আপনার সেবায় নিয়োজিত আছি, প্রফেসর গ্রেঞ্জার। আপনার কাছে এমন কিছু আছে যেটার ব্যাপারে আপনি আর একটু বিশদভাবে জানতে চান, তাই না?'

'হ্যাঁ, চাই।' নিজের প্যান্টের পকেট থেকে নাৎসি মেডেলটাকে বের করে লিওপোল্ডের সামনে ধরল ইরিন। 'এটার ব্যাপারে আপনি আমাদের কী কী তথ্য দিতে পারেন?'

'*অ্যানানার্ব!* ওদের চিহ্ন পবিত্র ভূমিতে পেয়েছেন, এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ তারা কয়েক দশক ধরে ওখানকার বিভিন্ন সমাধি, গুহা ও ধ্বংসাবশেষে অভিযান চালিয়ে আসছে।'

লিও মেডেলটার অপর পিঠ দেখতে শুরু করল এবার। 'কিন্তু মজার বিষয় হলো এটা একটা ওডাল রুন।' ইরিনের দিকে তাকাল সে। 'এটাকে ঠিক কোথায় পাওয়া গেছে যদি বলতেন?'

'মমি হয়ে যাওয়া ছোট্ট মেয়ের হাত থেকে পেয়েছি। ইসরায়েলি মরুভূমিতে। আমরা এমন কিছু খুঁজছি যেটা সেই মেয়েটার কাছ থেকে *অ্যানানার্ব*রা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'নাৎসিদের কালো থাবা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে।' বলল লিও।

ইরিনের কিছুটা খারাপ লাগল। কারণ ব্রাদার লিওকে ও সবকিছু খুলে জানাচ্ছে না। জানাচ্ছে না ব্লাড গসপেলের খোঁজে রয়েছে ওরা। আর মূলত সেজন্যই এই মেডেলের ব্যাপারে তথ্য জানা দরকার।

'আপনি কি বলতে পারেন এই মেডেলটা কার?' ইরিন জানতে চাইল। 'যদি আমরা তার পরিচয়টা জানতে পারি তাহলে হয় আমাদের অনুসন্ধান সামনে কোনো পথে যাবে সেটার ব্যাপারে হদিস পাব।'

'পরিচয় জানা কঠিন ব্যাপার। কারণ আমি কোনো বিশেষ চিহ্ন কিংবা

BanglaBook.org

নিশানা দেখতে পাচ্ছি না।'

প্রসঙ্গ বদল করতে জর্ডান একটা ম্যাপ থেকে কয়েকটা জার্মান অঞ্চলের নাম সঠিক উচ্চারণে শব্দ করে পড়ে শুনাল।

'আপনি জার্মান বলতে পারেন?' প্রশ্ন করল ইরিন।

'অল্প-স্বল্প পারি। সাথে একটু আরবি আর ইংরেজিও জানা আছে।' জর্ডান জবাব দিল।

রান এগিয়ে এলেন। ইরিন তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবল, ফাদার করজা কতগুলো ভাষা জানেন কে জানে!

লিওপোল্ডের দিকে তাকাল জর্ডান। 'এখানে এত ম্যাপের সমাহার! কীভাবে যোগাড় করেছেন?'

'কতগুলো ম্যাপ আঁকার পর থেকেই আমার অধীনে আছে। তবে লজ্জাজনক হলেও স্বীকার করতে হচ্ছে, আমি যখন মানুষ ছিলাম তখন ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টি করতাম। তাই সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম এগুলো।'

লিও'র কথা শুনে জর্ডানের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'আপনি...!'

ইরিনও চমকে গেছে। নাৎসিদের সাথে এই কম বয়সী স্যাঙ্গুইনিস্টের চেহারা মেলাতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

গলা খাকরি দিলেন রান করজা। 'আমরা আমাদের মূল প্রসঙ্গ অর্থাৎ অ্যানানার্ব নিয়ে কথা বলি, কেমন?'

'জি, অবশ্যই। তবে ফাদার, আশা করি আপনার দুই সহযাত্রী বুঝতে পারছেন, উনারা যে বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন সেব্যাপারে আমার তেমন কোনো উচ্চমার্গীয় জ্ঞান নেই। তবে স্যাঙ্গুইনিস্ট হওয়ার পরে আমি নাৎসিদের ব্যাপারে পড়ালেখা করেছি, জানার চেষ্টা করেছি। সর্তক থাকছি, তাদের সেই কালো হাত আবার থাবা দেয়ার জন্য জেগে উঠছে কিনা।

'আচ্ছা, এরকম মেডেল তুমি এরআগেও দেখেছ?' রান জানতে চাইলেন।

'জি, অনেকটা একইরকম মেডেল এরআগেও দেখেছি।' ড্রয়ার থেকে একটা কাঠের বক্স বের করল লিওপোল্ড। 'এখানে কিছু অ্যানানার্ব ব্যাজ আছে। যার অধিকাংশ ফাদার পিয়ার্স সংগ্রহ করেছিলেন। উনি আমার গুরু ছিলেন। আমাকে এই দলে টেনে নিয়েছিলেন তিনি। নাৎসিদের বিভিন্ন অকাল্ট ও তাদের চর্চার ব্যাপারে স্বয়ং জার্মানদের চেয়েও তিনি বেশি জ্ঞান

BanglaBook.org

রাখতেন। আসুন, আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই।'

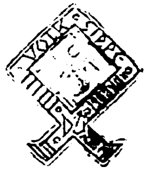

ইরিন ওটার কিনারায় থাকা লেখাটা পড়ল। '*Volk. Sippe.*'

'অর্থাৎ- *মানুষ* ও *গোষ্ঠী।*' অনুবাদ করে শোনাল লিও। 'অ্যানানার্বরা বিশ্বাস করত জার্মানরা আর্যজাতির বংশধর। আর এই আর্যজাতির আদিবাস ছিল কিনা আটলান্টিসে!'

'আটলান্টিস?' মাথা নাড়ল জর্ডান।

আরেকটা পিনের ওপর ইরিনের চোখ পড়ল। 'ওটা কী?'

'ওহ, এটা দিয়ে অ্যানানার্বরা ইতিহাস সংরক্ষণে কতটা সচেষ্ট তা বোঝানো হয়েছে। অবশ্য অনেকে মনে করেন, এটা দিয়ে গভীর কোনো রহস্য বোঝানো হয়েছে। অ্যানানার্বদের কাছে থাকা কোনো অকাল্ট বই, যাতে হয়তো কোনো গভীর কোনো শক্তি রয়েছে।'

রান করজার সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল ইরিন।

এটা কি ব্লাস গসপেলের ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত? অ্যানানার্বদের হাতে ব্লাড গসপেল থাকবে এরকম কোনো ইশারা রয়েছে এই পিনে?

লিওপোল্ড নাৎসি সংক্রান্ত দলিলগুলো একপাশে সরিয়ে একটা আধুনিক কি-বোর্ড বের করে তাতে খটখট করে কিছু কমান্ড দিল। ওদের পেছনে থাকা বিশাল কাঁচের দেয়ালে আলো ফুটে সেটা একটা বিরাটাকার মনিটরে রূপ নিল। বোঝা গেল স্যাঙ্গুইনিস্টরা আধুনিক প্রযুক্তিকেও নিজেদের কাজে বেশ ভালভাবে ব্যবহার করছে।

'আপনারা যদি কোনো অ্যানানার্ব আর্টিফ্যাক্টের পেছনে লেগে থাকেন তাহলে এটা আপনাদের সাহায্য করতে পারবে। এটা হলো জার্মানির ম্যাপ। বিগত ৬০ বছর ধরে আমি এই ম্যাপ নিয়ে কাজ করছি। এখানে যে

BanglaBook.org

লাল দাগগুলো দেখছেন সেগুলো হচ্ছে নাৎসিদের সম্ভাব্য বাঙ্কার। যেখানে লুকায়িত অনেকগুলো আছে বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে সবুজ দাগগুলো হচ্ছে ইতিমধ্যে যেসব স্থান যেগুলো ইতিমধ্যে চেক করে দেখা হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যবশত, ম্যাপে সবুজের চেয়ে লাল দাগের সংখ্যা বেশি।'

'আচ্ছা, লালগুলো যদি এখনও চেক করা না হয়ে থাকে তাহলে বুঝলেন কী করে এই জায়গাগুলোতে নাৎসি বাঙ্কার আছে? এমন সন্দেহ করার ভিত্তিটা কী?'

'আমরা বিভিন্ন লোককাহিনি শুনেছি। তাছাড়া আংশিক ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিভিন্ন নাৎসি ডকুমেন্ট থেকেও তথ্য পেয়েছি আমরা। আর সেসবের ওপর ভিত্তি করেই ম্যাপে দাগ দেয়া হয়েছে।' লিও জবাব দিল।

'কিন্তু শুধু এই তথ্যগুলো দিয়ে নিশ্চয়ই এতটা সূক্ষ্মভাবে জায়গাগুলো ম্যাপে চিহ্নিত করা হয়নি? প্রয়োজনীয় তদন্ত, স্যাটেলাইটের সহযোগিতা ও ভূমি সংক্রান্ত রাডারও নিশ্চয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মাটির নিচে থাকা বস্তু বা ইমারত চিহ্নিত করা গেছে।'

হাসল লিও। 'হ্যাঁ, বিষয়টা অনেকটা প্রতারণার মতো দেখায়। কিন্তু প্রযুক্তি আমাদের উপকারই করেছে। অনেক লাল দাগ দেয়া সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তির কল্যাণে। এখন স্বশরীরে লোক পাঠিয়ে এক এক করে জায়গাগুলো চেক করে দেখতে হবে সেখানে উল্লেখযোগ্য কিছুর হদিস পাওয়া যায় কিনা।'

'আমরা যা খুঁজছি সেটা ম্যাপে লাল দাগ দেয়া শত শত জায়গাগুলোর মধ্যে যেকোনো একটায় থাকতে পারে।' পুরো ম্যাপটা দেখে রান করজা বললেন।

'আমি দুঃখিত, ফাদার। কিন্তু এরচেয়ে ভালো কোনো পথ আমি বাতলে দিতে পারছি না আপনাদের।'

'তারমানে সামনে অনেক কাজ। তাহলে এবার সম্ভাবত্যার বিচারে ছোট থেকে বড়তে জায়গাগুলোর তালিকা করা যাক। একটা ছকে ফেলে কাজ করলে সুবিধা হবে। জলদি হবে না যদিও তবে কার্যকরী উপায় এটাই।'

জর্ডানের প্রস্তাবটা যৌক্তিক শোনালেও ... আসলে ভুল।

রাত ৩টা ৪২ মিনিট

'ইরিন, কিছু পেয়েছেন নাকি?'

'জানি না।' মেডেলের পেছনের অংশে থাকা রুনের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে ইরিন জবাব দিল।

BanglaBook.org

'আমাদেরকে খুলে বলুন। হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারব।' বলল জর্ডান।

'প্রতীক অ্যানানার্বদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। আচ্ছা, মেয়েটার হাতে পাওয়া মেডেলে যেন কোন প্রতীক ছিল?' ইরিন বলল।

'ওডাল রুন। ওটা দিয়ে উত্তরাধিকার বোঝায়। যদি কোনো জিনিসের পাশে বা কোনো ব্যক্তির নামের পাশে ওডাল রুন থাকে তাহলে বুঝতে হবে জিনিসটি সেই ব্যক্তি সম্পদ।'

'জুতোয় নিজের নাম লেখার মতো অনেকটা।' বলল জর্ডান। 'তারমানে অ্যানানার্বরা নাৎসিদের মালিক?'

জর্ডানের এই কথা যদি ইতিহাসবিদরা শুনতেন তাহলে নির্ঘাত পাগল বলে ঠাওরাতেন ওকে।

'না। ব্যাপারটা হচ্ছে, অ্যানানার্বরা মনে করতো তারা তৃতীয় রাইখের মালিক। তারা নিজেদেরকে আর্যজাতির রক্ষাকর্তা ভাবতো।' বলল ইরিন।

'তো?' রান করজা প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

'নিশ্চিত নই, তবে সম্ভবত যুদ্ধের শেষে বার্লিনে বোমা বর্ষণ চলছিল। তৃতীয় রাইখ তখন চলছে। অ্যানানার্ব বিজ্ঞানীরা বোধহয় জানতেন, আনুষ্ঠিক আত্মসমর্পণের অনেক আগেই আসলে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল।'

'হয়তো জানতো। তবে ওদের বর্তমান নিয়ে আগ্রহ কমই। ইতিহাস আর অতীতই সব ওদের কাছে। তারা ১০ হাজার বছর অতীত নিয়ে গবেষণা করে ঠিক তেমনি কল্পনা করে ১০ হাজার বছর ভবিষ্যতের কথা।'

'অর্থাৎ, চতুর্থ রাইখ!' ইরিন বলে উঠল। ওর চোখ চকচক করছে। 'তারমানে এরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করেছে। চতুর্থ রাইখ বা চতুর্থ প্রজন্ম আসার আগপর্যন্ত তাদের গুপ্ত জিনিসগুলো যাতে যথাযথভাবে লুকায়িত থাকে সেরকম পদক্ষেপ নিয়ে রেখেছে নিশ্চয়ই।'

'তাহলে বলতে হয়, নিরাপত্তার স্বার্থে তারা এমন জায়গায় সেগুলোকে লুকিয়েছে সেটার খবর তৃতীয় রাইখের নেতাও জানে না। অর্থাৎ, নাৎসি সরকারের বাঙ্কার সম্পর্কিত ডকুমেন্টগুলোকে আমরা বাতিল হিসেবে ধরতে পারি।' বলল লিওপোল্ড।

কি-বোর্ডের কিছু বাটন চাপল সে। মনিটর থেকে প্রায় অর্ধেক লাল দাগ গায়েব হয়ে গেল।

'কাজ হয়েছে!' বলল জর্ডান।

'কিন্তু এখনও অনেকগুলো আছে।' ইরিন মনে করিয়ে দিল।

BanglaBook.org

‘আচ্ছা, আটলান্টাসের ব্যাপারটা কী?’ চোখ পাকিয়ে জানতে জানতে চাইল জর্ডান। ‘মৎসকুমারী আছে নাকি সেখানে?’

নিজের কপালে চাপড় মারল ইরিন। ‘অবশ্যই!’

রুমে উপস্থিত তিনজন পুরুষ ইরিনের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ও একটা পাগলি।

‘ইরিন।’ বললেন রান। ‘আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, নাৎসিরা কিন্তু আটলান্টিসের অবস্থান জানতো না।’

‘লোককাহিনি মতে, চতুর্থ প্রজন্ম সমুদ্র থেকে উদয় হবে। আটলান্টিসের মতো। তখন আর্যজাতি সবার ওপর রাজত্ব করবে।’ লিও’র দিকে ফিরল ইরিন। ‘যদি অ্যানানার্বরা লোককাহিনি আর ভবিষ্যৎবাণীগুলোকে সত্য বলে প্রতীয়মান করতে চায় তাহলে কীরকম পদক্ষেপ নিতে পারে? আমার ধারণা, তারা গুপ্ত জিনিসগুলো কোনো জলাধারের নিচে লুকিয়ে রেখেছে। ফাঁদ বা মিত্রবাহিনী আছে সেগুলোকে ঘিরে। অ্যানানার্বদের পক্ষে তখন সমুদ্রের কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে নিজের পিতৃভূমিতেও আসতে পারছিল না তারা। তাই ধারে কাছে থাকা কোনো জলাধারই হয়তো ছিল তাদের শেষ অবলম্বন।’

‘জলাধার...’ ফিসফিস করে বলল লিও।

‘সেটা কোনো লেক হতে পারে।’ ইরিন বলল।

আবার কি-বোর্ডে ঝড় তুলল লিও, মাত্র ১২ টা লাল দাগ রেখে বাকিগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

উত্তেজনায় মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেল জর্ডানের হাত।

এমনকি ফাদার করজার ঠোঁটেও বিপদজনকভাবে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

‘দাঁড়ান, আমি প্রত্যেকটা জায়গার স্যাটেলাইট দৃশ্য দেখাচ্ছি।’ বলল লিও।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশালাকার স্ক্রিনে অনেকগুলো ছবি ভেসে উঠল।

সবার নিচের দিকে থাকা একটা ছবিতে ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারের যে আউটলাইন ফুটে উঠেছে সেটা দেখতে হুবহু ওডাল রুনের মতো!

আর সেটা শুধু লেকের পাশেই নয়...

লেকের পানির নিচে অবস্থিত!

ঠিক আটলান্টিসের মতো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

২৭ অক্টোবর,
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় রাত ৩টা ২২ মিনিট
এ্যটাল, জার্মানি

ফাদার করজা লিও'র দিকে তাকালেন। 'এখানে কোনো ত্রয়ী আছে এখন?'

'জি। নাদিয়া, ইম্যানিউয়ল এবং ক্রিশ্চিয়ান আছে এখানে। ডাকব তাদের?' লিও জবাব দিল।

'শুধু নাদিয়া আর ইম্যানিউয়ল কে ডাকো। ওদের সাথে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে আমি যাব।' জানালেন ফাদার করজা।

'ত্রয়ী মানে?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'স্যাঙ্গুইনিস্ট যোদ্ধা সবসময় তিনজন একত্রিত হয় মিশনে যায়। তিন সংখ্যাকে পবিত্র সংখ্যা হিসেবে মানা হয় এখানে।' ব্যাখ্যা করল লিও।

'আমি ওদেরকে নিয়ে বাঙ্কার খুঁজতে পারব।' রান ঘোষণা করলেন।

ইরিন নিজের দুই হাত ভাঁজ করল। 'আমিও যাচ্ছি।'

'আমিও। কারণ আমরা তো প্যাকেজ ডিল। একসাথে থাকতে হবে। কার্ডিনাল তো সেটাই বলেছেন, তাই না?' জর্ডান মনে করিয়ে দিল।

ফাদার করজা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'আপনাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আমাকে অনুসন্ধান কাজে সহায়তা করার জন্য। আপনারা সেটা করেছেন। এবার আমার কাজ শুরু। যদি আমরা সফল হই তাহলে আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে ফিরব।'

ফাটা হাসি দিল জর্ডান। 'আমার যতদূর মনে পড়ে, কার্ডিনাল বলেছিলেন ত্রয়ী আমরা তিনজন। নারী, যোদ্ধা আর বীর। অর্থাৎ, ইরিন, আমি আর আপনার কথা বলেছিলেন তিনি। কিন্তু আপনি তো বদলি খেলোয়াড় নিচ্ছে মনে হচ্ছে!'

'ফাদার করজা,' বলল ইরিন। 'যদি আর্টিফ্যাক্টটা বাঙ্কারে খুঁজে পান তারপরও কিন্তু সেখানে ঢুকতে আমার সাহায্য আপনাদের প্রয়োজন পড়তে পারে।'

BanglaBook.org

‘আপনার সাহায্য ছাড়াই শত শত বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে আসছি, ডক্টর গ্রেঞ্জার।’

কিন্তু ইরিন দমে গেল না। ‘কার্ডিনাল যদি ভবিষ্যৎবাণীর ব্যাপারে সঠিক বলে থাকেন তাহলে এখন অহংকার নিয়ে পড়ে থাকার সময় নয়। আমাদের সবারই এখন সেটা এড়িয়ে চলা উচিত।’

চোখ পিটপিট করলেন রান। ইরিন একটা কঠিন শব্দ উচ্চারণ করেছে। অহংকার।

এরআগেও এরকম ভুল ফাদার করজা করেছেন। আবার সেটার পুনরাবৃত্তি করতে চান না।

‘আমরা এখানে যে কাজের জন্য এসেছি সেটাতেই মনোযোগ দেয়া উচিত আমাদের।’ বলল ইরিন। ‘দ্য বুক অব ব্লাড-এর জন্য কোনো কমতি রাখা ঠিক হবে না হয়তো।’

ইরিনের কথাগুলো বিবেচনা করে দেখলেন করজা। ইরিনকে এখানে রেখে যাওয়া তার পক্ষে আসলেই সম্ভব না।

ইরিনের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত।

কিংবা তাঁর নিজেরটাও।

ভোর ৪টা ২ মিনিট

গারমিশ-পারক্রিচেন অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার রাস্তার ম্যাপ ফুটে উঠেলে বড় স্ক্রিনে। পাহাড়ি এলাকার ৪০ মাইল ভেতরে লেকটার অবস্থান। একটা চিকন সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে ম্যাপে।

‘ওটা কি একটা রাস্তা?’ ইরিন প্রশ্ন করল।

‘পুরানো রাস্তা।’ জবাব দিল লিপোল্ড। ‘আপনারা যে গাড়িতে করে এসেছেন ওটা নিয়ে এখানে যেতে পারবেন না।’

হঠাৎ ওদের অফিস দরজাটা ক্লিক শব্দে খুলে গেল।

জর্ডানের হাত চলে গেল নিজের কাছে থাকা সাবমেশিনগানের কাছে।

ফাদার করজাও প্রস্তুত।

তবে ইরিনের মাঝে তেমন কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না। আস্তে করে ঘুরল সে।

কালো আলখাল্লা পরিহিদ দুইজন ঢুকল রুমে। ইরিন বুঝতে পারল, এরা স্যাঙ্গুইনিস্ট। তাদের মধ্যে একজন নারী স্যাঙ্গুইনিস্ট।

ইরিন আর জর্ডানের দিকে একটু মাথা ঝোঁকাল নারীটি। ‘আমি

নাদিয়া।'

অন্য স্যাঙ্গুইনিস্ট নাদিয়ার চেয়ে দুই কদম পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমার নাম ইম্যানিউয়ল,' স্প্যানিস উচ্চারণে বলল সে।

নিজ গোষ্ঠীর লোক পেয়ে ফাদার করজা ল্যাটিন ভাষায় হড়বড় করে কী যেন বলতে শুরু করলেন তাদেরকে। ইরিন সব শুনল, বুঝল কিন্তু কাউকে সেটা বুঝতে দিল না। অন্যদিকে জর্ডানে অস্ত্র হাতে একদম সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

ইরিন নিজের অভিনয়টাকে আরও একটু পাকাপোক্ত করতে মনিটরে থাকা ম্যাপের দিকে তাকাল। তবে কান রইল ফাদার করজার কথার দিকে।

ফাদার করজা নতুন দুই স্যাঙ্গুইনিস্টকে বিলিয়াল, ইরিন, জর্ডান, ভবিষ্যৎবাণী ও শত্রুদের ব্যাপারে সংক্ষেপে জানাচ্ছেন। বিলিয়াল নাম শুনে নাদিয়া আর ইম্যানিউয়ল কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ল।

কথা শেষে ফাদার করজা লিও'র দিকে ফিরলেন। 'আমাদের যাওয়ার জন্য কিছু ব্যবস্থা করেছ?'

মাথা নেড়ে সায় দিল লিও। 'জি। তিনটা মোটরসাইল তৈরি আছে। গ্যাস ভরে আপনাদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে সেগুলো।'

'আপনারা যদি প্রস্তুত থাকেন তাহলে রওনা দিতে পারি।' ইরিন আর জর্ডানের দিকে তাকিলে বললেন ফাদার।

মাথা নাড়ল ওরা দু'জন। তৈরি।

লিওপোল্ড ওদের সবাইকে নিয়ে সিঁড়ির কাছে ফিরে এল।

ইরিনের কাছে এসে ওর হাত ধরল জর্ডান। কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'করজা একটু আগে ওদের যা যা বললেন সেখান থেকে আমাকে জানানোর মতো কিছু আছে?'

তারমানে ইরিনের অভিনয় জর্ডানকে ধোঁকা দিতে পারেনি। সে ঠিকই বুঝেছে ইরিন ওদের সব কথার অর্থ বুঝতে সক্ষম। জর্ডানকে জবাব দিতে গিয়েও পারল না ইরিন। জর্ডানের উষ্ণ ছোঁয়া ওর মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। একটু সময় নিয়ে বলল, 'জরুরি কিছু নয়। আমরা যে তথ্যগুলো জানি সেগুলোই ওদেরকে জানিয়েছেন ফাদার।'

'আচ্ছা। নতুন কোনো তথ্য পেলে আমায় জানাবেন।' জর্ডান বলল।

'ডক্টর গ্রেঞ্জার?' ডাকলেন ফাদার। 'সার্জেন্ট স্টোন?'

'চলুন, ঢাকছে।' জর্ডান ইরিনকে আগে যাওয়ার জন্য জায়গা করে দিয়ে বলল।

BanglaBook.org

বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওরা। প্রচুর কুয়াশা এখানে। ওদের মার্সেডিজ গাড়িটা পর্যন্ত ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না এখন। গাড়ির পাশ দিয়ে এগোনোর পর জর্ডান হঠাৎ শিস্ দিয়ে উঠল।

তিনটা কালো রঙের মোটরসাইকেল দাঁড় করানো রয়েছে। লাল রেখা দিয়ে ডিজাইন করা। ইরিনের কাছে তেমন কোনো গুরুত্ব পেল না বাইকগুলো কিন্তু জর্ডান মুগ্ধ হয়ে গেছে।

'ডুকাটি স্ট্রিটফাইটার এগুলো।' খুশি খুশি কণ্ঠে বলল সে। 'ম্যাগনেশিয়াম রিম আর সাইলেন্সারে কার্বন দেয়া। দুর্দান্ত জিনিস। চড়ে মজা পাওয়া যাবে।'

অন্যদিকে ইরিন ভাবছে কে কার সাথে কোন বাইকে চড়বে। 'আচ্ছা, কে কোনটায় চড়বেন?'

নাদিয়ার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'সবার ওজন বিবেচনা করে আমি সার্জেন্ট স্টোনকে নিতে চাইব। তাহলে সঠিক ভারসাম্য হবে।'

অস্বস্তিবোধ করল ইরিন। ও এখনও বুঝতে পারছে না একজন নারী স্যাঙ্গুইনিস্টের কী প্রয়োজন এখানে। রান করজা যদি ফাদার হয় তাহলে নাদিয়া কী? নান? সিস্টার? চার্চে যেমনটা হয়?

জর্ডান নিজের মতো করে চিন্তা-ভাবনা করছে। 'আমি বাইক চালাতে জানি।' ওর কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল জর্ডান এই মডেলের বাইক চালানোর জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। 'আর ইরিন আর আমাকে সবসময় একসাথে থাকতে হবে। তাই ইরিনকে নিয়ে আমি রওনা দেব।'

'আপনারা আমাদের গতি কমিয়ে দেবেন।' আপত্তি জানাল নাদিয়া।

ফাদার করজা যেভাবে সেডান চালিয়ে ওদেরকে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে স্যাঙ্গুইনিস্টরা বাইক কীভাবে চালাবে। কোনো মানুষের পক্ষে সেভাবে চালানো সম্ভব হবে না।

জর্ডানও বিষয়টা অনুধাবন করতে পেরে আক্ষেপের সাথে মাথা নাড়ল।

ইম্যানিউয়ল সামনে গিয়ে একটা বাইকের ওপর চুপচাপ বসে পড়ল। নাদিয়া এগোলো আরেকটা বাইকের দিকে। জর্ডান ওর পিছু নিল।

'আপনি আমার সাথে চলুন, ডক্টর গ্রেঞ্জার।' তৃতীয় বাইকের দিকে ইশারা করে বললেন ফাদার।

'বুঝতে পারছি না...' ইরিন বলতে চাইল।

'আপনিই না বললেন দ্য বুক অব ব্লাড-এর জন্য কোনো কমতি রাখা

BanglaBook.org

ঠিক হবে না। কী ঠিক বললাম তো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।' মন না চাইলেও নিজের কথাটার স্বীকার করে নিল ইরিন। ফাদারের বাইকের পেছনে চড়ে বসল। 'আচ্ছা, হেলমেট পরা উচিত না আমাদের?'

নাদিয়ে হেসে উঠল।

সাথে সাথে গর্জে উঠল ওর বাইক।

ভোর ৪টা ১০ মিনিট

ইরিন ফাদারের কোমর জড়িয়ে ধরায় অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করলেন করজা। পোশাকের ওপর দিয়েও ইরিনের চামড়ার উষ্ণতা তাকে বেসামাল করে তুলতে চাইল।

'এর আগে কখনও বাইকে চড়েছেন?' নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রশ্ন করলেন করজা।

'একবার চড়েছিলাম। সেটাও অনেকদিন আগের কথা।'

'সমস্যা নেই। আপনাকে নিরাপদেই নিয়ে যাব আমি।'

ইরিন মাথা নাড়ল। কিন্তু ওর হৃৎপিণ্ডের গতি কমল না।

নাদিয়ার পেছনে বসা জর্ডান ইরিদের দিকে তাকিয়ে থাম্বস আপ দেখাল। গর্জন তুলে চলতে শুরু করল নাদিয়ার বাইক। ইম্যানিউয়ল কারও দিকে না তাকিয়ে রওনা হয়ে গেল। একা হওয়ায় সবার সামনে রইল সে।

নাদিয়ার বাইক রইল তার পেছন পেছন।

ফাদার কিছুটা কম গতিতে নিজের বাইক ছোটালেন। ইরিনের হাত দুটো তার কোমর আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল এবার। অন্যরকম অনুভূতি হতে শুরু করল ফাদারের মনে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে ধমক দিলেন তিনি। তাঁর এসব মানায় না।

বাইকের গতি বাড়াতে শুরু করলেন।

বাইকের সামনে নীল রঙের হেডলাইট জ্বলছে। গাঢ় কুয়াশার চাদর কেটে এগিয়ে যাচ্ছে ওদের তিনটা বাইক। অসমতল রাস্তা। এক মুহূর্তের ভুল হলে দুর্ঘটনায় পড়বে।

সামনে থাকা নাদিয়া আর ইম্যানিউয়ল তাদের বাইকের গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সেটার সাথে পাল্লা দিয়ে নিজের বাইকের গতিও বাড়ালেন ফাদার।

ইরিন ফাদারের পিঠে নিজের মুখ গুঁজে রইল। ওর হৃৎপিণ্ডের গতি

BanglaBoi.org

অনেক বেড়ে গেছে, ফাদার স্পষ্ট সব টের পাচ্ছেন।

ইরিন আতঙ্কিত হয়নি এখনও, হবে হওয়ার পথে।

ভোর ৪টা ১২ মিনিট

জর্ডান যতটা পারছে নিজেকে ঝুঁকিয়ে রেখেছে। তারপরও বাতাস এসে ওর চোখে বিঁধছে যেন। নাদিয়া বাইক চালাচ্ছে পূর্ণগতিতে। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে জর্ডান উঁকি দিয়ে স্পিযোমিটার দেখল। ঘণ্টায় ২৫৪ কিলোমিটার বেগে চলছে বাইক।

এটাকে ঠিক চলা বলে না।

উড়ছে বলা যায়।

এত গতি তুলে হেসে উঠল নাদিয়া। গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

ওর সাথে তাল মেলানোর জন্য জর্ডানও হেসে উঠল। ভালোই লাগছে।

সামনে একটা মোড় আসায় নাদিয়া নিজের বাইকটাকে কাত করল। রাস্তা থেকে ঠিক এক ইঞ্চি উঁচুতে রইল তার হাঁটু। জর্ডান বা নাদিয়া কেউ একজন যদি একটু নড়ে ওঠে তাহলে নির্ঘাত মারা পড়তে হবে জর্ডানকে।

নাদিয়ার এত দক্ষ ড্রাইভিঙের অধীনে নিজেকে পুতুলের সঁপে দিয়ে যাত্রী হিসেবে বসে থাকায় ঘৃণা জন্মাল জর্ডানের মনে।

তারপরও জর্ডান এই যাত্রা উপভোগ করছে। নাদিয়ার ঠাণ্ডা, হিমশীতল শরীরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে এগোচ্ছে কুয়াশার বুক চিড়ে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

২৭ অক্টোবর,
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় ভোর ৪টা ৪৩ মিনিট
হার্মসফেল্ড, জার্মানি

অবশেষে বাইকের গতি কমে এল। আস্তে আস্তে চোখ খুলল ইরিন। নিজের পেটটা এ্যটাল অ্যাবিতেই রেখে এসেছে বলে মনে হচ্ছে ওর। কেমন যেন খালি খালি লাগছে। বাকি দুটো বাইকের একটাকেও দেখতে পেল না। কারণ ফাদার করজা ইরিনের কথা ভেবে কিছুটা কম গতিতে বাইক চালিয়ে এসেছেন।

একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে ওদের বাইকটা এগিয়ে চলছে। এগোতে এগোতে সামনে একটা লেক ওদের সামনে উদ্ভাসিত হতে শুরু করল। বাকি দুটো বাইক ইরিনের নজরে পড়ল এবার। লেকে থাকা কাঠের ডকের পাশে পার্ক করে রাখা আছে ওগুলো।

রান করজা নিজের বাইকটা নিয়ে বাকি দুটো বাইকের পাশে থামালেন। ইরিন বাইক থেকে নামতে গিয়ে দেখল ওর পা বিপজ্জনকভাবে কাঁপছে।

ইম্যানিউয়ল , নাদিয়া ও জর্ডান লেকের পাড়ে রাখা কাঠের তৈরি স্থানীয় এক নৌকায় বসে রয়েছে। নাদিয়ার সাথে বেশ উৎফুল্ল কণ্ঠে কথা বলছে জর্ডান। নাদিয়ার পেছনে বসে বাইক ভ্রমণটা নিশ্চয়ই বেশ উপভোগ করেছে সে। জর্ডানের কী এক কথা শুনে নাদিয়া হি হি করে হেসে উঠল। বেশ ঘনিষ্ঠ মনে হলো ওদের।

ইরিনকে কাঁপা পায়ে ওদের দিকে এগোতে দেখে জর্ডান বলল, 'কেমন লাগল বাইক রাইডিং?'

কম্পিত হাতে থাম্পস আপ দেখাল ইরিন। 'কিন্তু ফেরার পথে ক্যাবে যাব। বাইকে আর চড়ছি না আমি।'

জর্ডান হেসে ফেলল।

ফাদার করজা কোনো বাক্য ব্যয় না করে নৌকায় চড়ে বসলেন।

BanglaBook.org

ইম্যানিউয়ল নৌকার একদম সামনের অংশে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বসে রয়েছে।

একটা বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকা বাইতে শুরু করলেন ফাদার। তিনি এতটা শক্তি দিয়ে পানিতে আঘাত করেছেন যে তাঁর শরীরের ধাক্কায় নৌকার এক পাশ বেশ খানিকটা কাত হয়ে গেল।

নাদিয়া তাকাল ফাদারের দিকে। খুব নিচু স্বরে কী বলে যেন টিপ্পনি কাটল। নাদিয়া কী বলল সেটা ইরিন শুনতে না পেলেও ফাদারের পিঠ শক্ত হয়ে গেল। ফাদারের এমন প্রতিক্রিয়া দেখে বিশাল হাসি ফুটল নাদিয়ার ঠোঁটে।

ইরিনের হাতে একটা বৈঠা ধরিয়ে দিল নাদিয়া। 'চলুন, আমরা চারজন মিলে নৌকা চালাই। ইম্যানিউয়ল বসে বসে খাওয়া খাক।'

নাদিয়ার খোঁচা ইম্যানিউয়েল ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে বলে মনে হলো না। সে তার নিজের মতো দিব্যি বসে রইল।

চারজন বৈঠা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল নৌকাটিকে। লেকের পানির ওপর দিয়ে কুয়াশা ভেসে রয়েছে। আকাশে চাঁদ। ঘোলা আলো চারদিকে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে সামনে কয়েক ফুটের বেশি দেখা যাচ্ছে না।

ইরিনের পিঠে হাত রাখল জর্ডান। অপ্রস্তুত ইরিন আঁতকে উঠল।

'দুঃখিত,' জর্ডান জানাল। 'নিচে দেখুন।'

নিজের কাছে থাকা ফ্ল্যাশলাইটটা কালো পানির দিকে তাক করল জর্ডান। লাইটের আলোতে দেখা গেল পানির নিচে একটা মানুষের অবয়ব ফুটে উঠছে। দম আটকে পানির কাছে মুখ নিল ইরিন। ভালো করে খেয়াল করে দেখল একজন ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে, ভাস্কর্য ওটা। একটা বিশাল ফোয়ারায় ভাস্কর্যটা শোভা পাচ্ছে।

বিস্মিত ইরিন নিজের টর্চলাইটটা বের করে পানিতে আলো ফেলে দেখতে শুরু করল। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর-বাড়ি দেখতে পেল ও।

'ব্রাদার লিওপোল্ডের মতে, স্থানীয় নাৎসিরা... অনেকটা অ্যানানার্বদের মতো ছিল তারা... নদীর দূরবর্তী প্রান্তে বাঁধ দিয়ে পানি আটকিয়ে এই গ্রামটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। এখানকার বাসিন্দা, যারা এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে গিয়েছিল তাদেরকেও ডুবিয়ে মারা হয়েছিল পানিতে। কোনো ছাড় দেয়া হয়নি।'

'নিশ্চয়ই বাঙ্কারে ঢোকার পথকে আড়াল করতেই তারা এমনটা করেছিল।' বলল জর্ডান।

BanglaBook.org

নিজের হাতে থাকা লাইটটা বন্ধ করে দিল ইরিন। যথেষ্ট দেখেছে। কতলোক মারা গেছে এই পানিতে ভাবতেই ওর শরীর কেঁপে উঠল।

'আচ্ছা, আপনারা দু'জন সাঁতার কাটতে জানেন আশা করি?' নাদিয়া প্রশ্ন করল।

মাথা নেড়ে সায় দিল ইরিন, জানে। কিন্তু ও খুব একটা দক্ষ সাঁতারু নয়। কলেজে পড়াকালীন সময়ে রুমমেটদের চাপে পড়ে কোনোমতে শিখেছিল। পানিকে ইরিন ঘৃণা করে। মোটেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না।

এদিকে জর্ডান সাঁতারে যথেষ্ট পারদর্শী, তা বলাই বাহুল্য। 'হাই স্কুলে আমি লাইফগার্ড হিসেবে কাজ করেছি। ট্রেইনিংও নিয়েছিলাম তখন। আশা করা যায়, আমার কোনো সমস্যা হবে না।'

বাঙ্কারটা পানির কত ফুট নিচে হতে পারে, এব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করল না ইরিন। এমনও তো হতে পারে, ওকে পানিতে নামতেই হলো না? নৌকায় অপেক্ষা করল। বাকিরা নামল পানিতে!

'থামো সবাই!' এতক্ষণে মুখ খুলল ইম্যানিউয়ল।

নৌকার সামনে থাকা কালো পানির দিকে নির্দেশ করল সে।

সামনে এগিয়ে এসে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল জর্ডান, একটা গোলাকৃতির খিলান দেখা যাচ্ছে পানির নিচে। ওটার ওপর শৈবালের স্তর জমে রয়েছে।

খুব আলতো করে পানিতে লোহার নোঙর ফেলল ইম্যানিউয়ল। এতটাই সাবধানী সে যে পানিতে 'ছলাৎ' শব্দ পর্যন্ত হলো না। তারপর টুপ করে নিজেও লাফ দিল পানিতে।

ওকে লক্ষ্য করল ইরিন। পানির গভীরতা বোঝার চেষ্টা করল। মোটামুটি ২০ ফুট হবে। এতটা গভীরে ও লাফ দিতে পারবে, কিন্তু তারপর? ওকে কি পানির নিচে থাকা বিভিন্ন টানেল ঘুরে দেখতে হবে?

ভাবনাটা মাথায় আসতেই ইরিনের দম বন্ধ হয়ে এল।

'আপনারা দু'জন এখানে অপেক্ষা করুন।' বললেন রান করজা। নাদিয়াকে পানিতে নামার সংকেত দিলেন।

লাফ দিল দুই স্যাঙ্গুইনিস্ট। তাদের লাফের ধাক্কায় নৌকায় দুলে উঠল। এখন ইরিন আর জর্ডান ছাড়া নৌকায় কেউ নেই। জর্ডানের সাথে এরকম একা থাকার সুযোগ পেয়ে ইরিন খুশি হলো।

'আপনি খুব ভালো সাঁতার জানেন না, তাই না?' হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল জর্ডান।

BanglaBook.org

'আপনি কীভাবে বুঝলেন?'

'আপনি যখন নার্ভাস হয়ে যান তখন আপনার কাঁধ দুটো ইঞ্চিখানেক উঁচু হয়ে কানের কাছে পৌঁছায়।'

বিষয়টা মাথায় গেঁথে নিল ইরিন। পরবর্তীতে নার্ভাস হলেও যেন কাঁধ উঁচু না হয় সেদিকে নজর রাখবে। 'আমি ওনাদের মতো সাঁতার কাটতে পারব না, নিশ্চিত।'

আলো ফেলে ইরিন দেখল পানিতে নামা তিনজন বিশালকৃতির একটা ধাতব হ্যাচ খোলার চেষ্টা করছে।

'ওনারা তো ফাঁকি দিচ্ছেন।' বলল জর্ডান। 'ওনাদের তো শ্বাস নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ভুলে গেছেন?'

'না, ভুলিনি। আচ্ছা, ওনারা মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন আবার চাইলে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে ছুটতে পারেন। এটা কীভাবে সম্ভব?'

'কে জানে! তবে এসবের জোরেই এরা মানুষ শিকার করতেও পটু!'

'স্যাঙ্গুইনিস্টরা মানুষ শিখার করে না।' জর্ডানকে মনে করিয়ে দিল ইরিন। 'এটা ওদের আইনে নিষেধ।'

'আইন থাকুক, কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি এদের মনে মানুষ শিকার করার বাসনা এখনও আছে।' ইরিনের দিকে ঝুঁকল জর্ডান। 'রান যেভাবে আপনার দিকে তাকায়, দেখে মনে হয় সে উন্মত্ত, ক্ষুধার্ত।'

'কী বলছেন এসব! থামুন! উনি এমন নন।'

একটু ঘুরে বসল ইরিন। কারণ জেরুজালেমে ভূগর্ভস্থ উপাসনালয়ে ফাদার করজার সেই দৃষ্টি ওর মনে এখন দাগ কেটে রয়েছে। জর্ডানের কথাটা ও চাইলেও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না।

'ওনার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।' জর্ডান সর্তক করে দিল।

আবার জর্ডানের দিকে ফিরল ইরিন। জর্ডান কি ঠিক বলছে? নাকি সে ঈর্ষান্বিত?

হঠাৎ ওদের নৌকার পাশে একটা মাথা ভেসে উঠল।

নাদিয়া।

'দরজাটা খুলেছে। কিন্তু বাঙ্কারটা এয়ার লক করা। তাই আমাদের সবাইকে একসাথে ঢুকতে হবে। আগে প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে, তারপর দরজাটা বন্ধ করে দ্বিতীয় দরজা খুলতে হবে।'

ওদের দু'জনকে পানিতে ঝাপ দেয়ার জন্য ইশারা করে সাঁতরে একটু

BanglaBook.org

দূরে সরল নাদিয়া।

নির্দেশ পাওয়া মাত্র অনুগত সৈনিকের মতো জর্ডান সাথে সাথে পানিতে লাফ দিল। তারপর পানির ওপর নিজের মাথা তুলে ইরিনের দিকে তাকিয়ে হাসল দাঁত বের করে।

'পানি বেশ ভালোই।' ঠাণ্ডার পানির কারণে ওর কণ্ঠ কেঁপে উঠল।

ইরিনের চেহারা দেখে নাদিয়া বুঝতে পারল সে ইতস্তত করছে। 'আপনি যদি ভয় পান তাহলে আসতে হবে না। নৌকাতেই অপেক্ষা করুন। সমস্যা নেই।'

ভয়ের কাঁথা পুড়ি!

সাত-পাঁচ না ভেবে পানিতে ঝাপ দিল ইরিন। বরফ শীতল পানির সংস্পর্শে আসামাত্রাই রীতিমতো চমকে উঠল। ওর সহজাত প্রবৃত্তি ওকে নৌকায় ফিরে যাওয়ার কথা বলল।

কিন্তু ইরিন বড় করে দম নিয়ে ডুব দিল পানির নিচে থাকা খোলা দরজার দিকে।

ভোর ৫টা ৫ মিনিট

লেকের একদম তলায় রয়েছেন ফাদার করজা। জর্ডান আর ইরিন পানিতে নামামাত্র তাদের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ তাঁর কানে আসতে শুরু করেছে। খিলান থেকে মাথা বের করে নিজের হাতে থাকা লাইটের আলো ওদের দিকে তাক করলেন তিনি। আলোর উৎসের দিকে সাঁতার কাটতে সুবিধা হবে।

জর্ডান বেশ মসৃণভাবে সাঁতার কাটছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে করজার কাছে এসে পৌছাবে। কিন্তু ইরিনের জন্য থামল সে।

খুব বাজেভাবে সাঁতার কাটছে ইরিন। হাত-পা ছুঁড়ছে প্রচুর কিন্তু কাজের কাজ খুব একটা হচ্ছে না। ওদিকে ওর দমও ফুরিয়ে আসছে।

ইরিনের এই সাহসী চেষ্টাকে মনে মনে তারিফ করলেন ফাদার করজা। পরনে গ্রেমওউফের ভারী কোটটা না থাকলে হয়তো আরও ভালো সাঁতার কাটতে পারত, ভাবলেন ফাদার।

ইরিন কাছাকাছি আসতেই রান করজা এগিয়ে দিয়ে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন। এক সেকেন্ড পরে নাদিয়া আর জর্ডানও এসে পৌঁছালো।

বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিল নাদিয়া আর জর্ডান।

BanglaBook.org

ফাদার করজার ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে দেখা গেল ওদের চারপাশে কনক্রিটের দেয়াল। এদিকে ইরিনের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে গেছে।

রান করজা উদ্বিগ্ন হলেন এই ভেবে যে, ইরিনের হৃৎপিণ্ড কখন যেন ফেটে যায়! খুব দ্রুত বিট করছে সেটা। তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। যত দ্রুত সম্ভব ইরিনকে শ্বাস নেয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। নইলে ও জ্ঞান হারাবে, ডুবে যাবে।

যদি বাঙ্কারের ওপাশেও পানিতে ভরা থাকে তাহলে সর্বনাশ! তখন ইরিনকে নিয়ে ফাদার করজাকে ওপরের দিকে দ্রুত সাঁতরে যেতে হবে।

ইম্যানিউয়ল দ্বিতীয় দরজাটা খোলার চেষ্টা করছে। হ্যাচটা মোচড় দিয়ে ঘুরাতেই দরজাটা খুলে গেল! ওয়াটার প্রেশারে পানি তড়িৎগতিতে ছুটতে শুরু করল খোলা দরজার দিকে। পানির সাথে খড়-কুটোর মতো ওরা পাঁচজনও ছুটল। গিয়ে পড়ল শুকনো নাৎসি বাঙ্কারে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

২৭ অক্টোবর,
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় ভোর ৫টা ৭ মিনিট
হার্মসফেল্ড লেকের নিচে, জার্মানি

উঠে দাঁড়াল ইরিন। ওর দাঁতের সাথে দাঁত বাড়ি খেতে শুরু করেছে।

বাকিরাও উঠে দাঁড়াল। হাতে আলো ও অস্ত্র। দেখল চারদিকে। স্যাটেলাইট ম্যাপ অনুসারে বর্তমানে ওদের সম্ভাব্য অবস্থান ওযাল রুনের ডান পায়ে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এখান থেকে ওরা কোথায় যাবে?

'এবার কী?' ইরিনের ভাবনাটাই মুখে উচ্চারণ করল জর্ডান। 'শুধু চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখব?'

'আমার মনে হয়, ওডাল রুনের ডান আর বাম পা যেঅংশে গিয়ে মিলিত হয়েছে ওখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন প্রতীক বা চিহ্নের সংযোগস্থলগুলোকে সাধারণত শক্তিশালী বস্তুর আধার হিসেবে ধরা হয়। সেই হিসেবে হীরার মতো দেখতে অংশটার নিচের দিকে বা ওপরের দিকটায় আমরা চেক করে দেখতে পারি।'

'সহমত।' বলল নাদিয়া। সামনে পা বাড়াল।

করজা আর ইম্যানিউয়লও যোগ দিল তার সাথে। ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল ত্রয়ী।

'আপনি আমার সামনে থাকুন।' জর্ডান বলল। 'আমি পেছনে চোখ রেখে এগোচ্ছি।'

ইরিন কোনো আপত্তি তুলল না।

স্যাঙ্গুইনিস্টদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে হিমশিম খেল ওরা। বিশেষ করে ইরিনকে বেশি বেগ পেতে হলো।

একটা দরজা পড়ল সামনে। ইম্যানিউয়ল হাতল ঘোরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু লকড্। সময় নষ্ট না করে এক টান দিয়ে আস্ত দরজাটাকে কব্জা থেকে খুলে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলল ইম্যানিউয়ল।

এরকম শক্তিশালী কাণ্ড দেখে জর্ডানের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কিন্তু

BanglaBook.org

মুখে কিছু বলল না।

দরজার ওপাশের অংশ পরীক্ষা করার জন্য ঢুকল ইম্যানিউয়ল আর নাদিয়া। ফাদার করজা ইরিন আর জর্ডানের সাথে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'নিরাপদ।' ভেতর থেকে নাদিয়ার কণ্ঠ ভেসে এল।

প্রথমে ইরিন আর জর্ডানকে ভেতরে পাঠিয়ে সবার শেষে ফাদার করজা ঢুকলেন ভেতরে।

ইরিনের টর্চলাইটের আলোতে দেখা গেলো একটা ডেস্কের ওপর পুরানো আমলের রেডিও বসানো রয়েছে। একটা কোড বই রয়েছে ওটার সামনে। ডেস্কের পাশে একটা চেয়ার। সেই চেয়ারে একজন নাৎসি সৈনিকের কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। মৃত্যুকালেও সে হয়তো কোনো তথ্য আদান-প্রদান করছিল।

কঙ্কালের শীর্ণ কাপড়ের ভাঁজ থেকে একটা অ্যানানার্ব পিন খুঁজে নিল জর্ডানের ফ্ল্যাশলাইট। মাসাডার সমাধিক্ষেত্রে পাওয়া নাৎসি মেডেলে থাকা ওডাল রুন আর এটা দেখতে হুবহু একরকম।

'দেখে মনে হচ্ছে, আমরা সঠিক জায়গায় এসেছি।' বলল জর্ডান।

ইরিন পেশাদারী ভঙ্গিতে কঙ্কালটাকে পরীক্ষা করতে শুরু করল।

কী হয়েছিল এখানে?

একটু পর আরও একটা কঙ্কাল দেখতে পেল ইরিন। আর একটু হলেই এই কঙ্কালের গায়ের ওপর পা দিয়ে ফেলতো ও।

স্যাঙ্গুইনিস্টরা অবশ্য কঙ্কালদের নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। তারা রেডিওর পাশে থাকা শেফফে তল্লাশি চালাচ্ছে।

'রাশিয়ান।' জর্ডান জানাল। 'পাঁচটা লাল তারকা দেখতে পাচ্ছেন পোশাকে? এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও পরিচয় বহন করে।'

'রাশিয়ান? তারা এখানে কী করছিল?' ইরিন জানতে চাইল। 'এখানে ঢুকেছিল কীভাবে?'

উত্তর জানার জন্য সৈনিকের পকেটগুলো হাতড়াতে শুরু করল জর্ডান। সিগারেটের প্যাকেট, ম্যাচবক্স, অফিসিয়াল ডকুমেন্ট, বর্ণমালার সিরিলিক, চিঠি আর একটা ছবি পেল।

ঝাপসা হয়ে যাওয়া সাদা-কালো ছবিটা মেলে ধরল জর্ডান। একজন রুশ নারীর কোলে হালকা গড়নের এক খুকিকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে।

সম্ভবত মৃত সৈনিকের স্ত্রী আর কন্যার ছবি এটা।

ফাদার করজার দিকে তাকাল ইরিন। 'ব্রাদার লিওপোল্ড এই সৈনিকের

BanglaBook.org

পরিবারকে ব্যাপারটা জানাতে পারবেন কোনোভাবে?'

না জানি কতদিন ধরে স্বামীর জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনেছে মহিলা। এতদিনে নিশ্চয়ই মারাও গেছে। তবে কোলের মেয়েটা এখনও বেঁচে থাকতে পারে।

'চিঠিটা নিন। লিওপোল্ডকে জানানো হবে। চেষ্টা করবে সে।' ছোট্ট করে জবাব দিলেন ফাদার।

নাদিয়া কয়েকটি কাগজ তুলে নিল।

'কী লেখা এতে?' জানতে চাইল জর্ডান।

'অর্ডারস। যুদ্ধের শেষ দিকে এই সৈনিকের দলকে সেইন্ট পিটার্সর্সবার্গ থেকে দক্ষিণ জার্মানিতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আমেরিকানরা বাঙ্কারে অভিযান চালানোর আগেই 'বিশেষ কিছু বস্তু,' উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল এদের।'

'সেইন্ট পিটার্সবার্গ থেকে?' রান করজা আবার প্রশ্ন করলেন।

নাদিয়া আর উনি একে অপরের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। দু'জনই চিন্তিত।

'আমাদের যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে। এগোনো যাক।' বলল নাদিয়া।

ইরিন ইতস্তত করল। 'হয়তো এখানে আরও কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে...'

'বিলিয়ালরা হদিস পাওয়ার আগেই যতদূর সম্ভব এখানকার সবগুলো রুম চেক করতে হবে আমাদেরকে।' জানালেন রান করজা। 'পরে সময় পাওয়া গেলে ব্রাদার লিওপোল্ড বড় পরিসরে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করবে এখানে।'

একে একে সবগুলো রুম পরীক্ষা করতে করতে এগোলো ওরা। রাশিয়ান সৈনিকদের কঙ্কাল পাওয়া গেল প্রায় রুমেই। বিভিন্ন ডেস্ক, ড্রয়ার থেকে ইরিন চিঠি সংগ্রহ করে নিজের পকেটে ভরল।

রুমগুলোর বিভিন্ন জিনিস ঘাঁটতে গিয়ে বেশ কিছু বইও পেল ওরা। অস্ত্র চালনার নির্দেশিকা, বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের উপায় সংক্রান্ত বই, জার্মান উপন্যাস ইত্যাদি পেলেও এমন কিছু পেল না যেটার সাথে দ্য ব্লাড গসপেলের যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব।

হঠাৎ করিডোর থেকে কীসের যেন শব্দ ভেসে এল। ঘাড়ের পেছনে থাকা চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল ইরিনের।

BanglaBook.org

'জর্ডান?'

'আমিও শুনেছি।' জর্ডান জবাব দিল। 'ইঁদুর নাকি?'

ওদের পেছনে রয়েছে নাদিয়া। 'না।'

কুকুরের মতো বাতাস শুঁকতে শুরু করল ইম্যানিউয়ল।

এখানেও গ্রিমওলফ হাজির?

বড় করে দম নিল ইরিন।

'জিনিসটা কী?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'*ইকারপস*' জবাব দিল নাদিয়া।

শব্দটা বিদেশি। জর্ডান এটার অর্থ জানে না।

'ইকারপস হচ্ছে একধরনের বাদুড়, যাদের স্বভাব-চরিত্র স্ট্রিগোয় রক্তের দ্বারা বদলে ফেলা হয়েছে।' ফাদার করজা বুঝিয়ে বললেন।

ইরিনের হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল।

মরুভূমিতে গ্রিমওলফের হামলার কথা ওর পরিষ্কার মনে আছে। দাঁত, পেশিবহুল শরীর, হিংস্র নিঃশ্বাস! তার সাথে এবার যোগ হয়েছে ডানা!

ইরিন কেঁপে উঠল।

'তো আমরা এগোবো কীভাবে?' নিজের অস্ত্র ঠিক করতে করতে জানতে চাইল জর্ডান।

'দ্রুত এবং নিঃশব্দে।' নাদিয়া জবাব দিল।

সামনে একটা টানেল। শব্দটা ওদিক থেকেই আসছে। ওরা সবাই টানেলের দিকে পা বাড়াল।

'বন্দুক দিয়ে কি ওদেরকে মারা যাবে?' ফিসফিস করে বলল ইরিন।

ইম্যানিউয়ল ঘোঁতঘোঁত করল।

'না যাবে না। এমনকি রুপার বুলেটও তাদেরকে খুন করতে পারে না। স্রেফ খেপিয়ে তুলতে পারে।' উত্তর দিল নাদিয়া। 'ওদেরকে মারা জন্য ছুরি ভালো কাজ করে।'

নিজের পায়ে থাকা খোপ থেকে ছুরি বের করল জর্ডান।

ইরিনও বের করল একটা।

'কিন্তু বিজাতীয় বাদুড়ের এতটা কাছে চলে আসাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। এতটাই কাছে আসবে যে ছুরি দিয়ে ওদেরকে খুন করতে হবে! তারচেয়ে বরং বলস্টিক মিসাইল ছুঁড়লেই বেশি কাজে দিত।

'যখন ওরা আসবে,' নিচু স্বরে সর্তক করল নাদিয়া। 'মেঝেতে শুয়ে পড়বেন আপনারা দু'জন। আমরা ওদেরকে সামলে নেব।'

BanglaBook.org

'না, তা হচ্ছে না।' নিজের হাতে থাকা ছুরি দোলালো জর্ডান। 'আমিও লড়ব। তবে প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ।'

নাদিয়া হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকাল।

ইরিনও জর্ডানের সাথে একমত। মেঝেতে শুয়ে বাদুড়ের কামড় খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে ছুরি দিয়ে ওদের ডানা কেটে দেয়া ভালো।

স্যাঙ্গুইনিস্ট তিনজন এখন খুব দ্রুত এগোচ্ছে। তাদের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে রীতিমতো দৌড় শুরু করতে হলো ইরিন আর জর্ডানকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা দুটো টানেলের সংযোগস্থলে এসে পৌঁছুল।

'আমাদেরকে অবশ্যই হীরার পাদদেশে যেতে হবে।' বলল ইরিন। ওর মাথায় ওডাল রুনের ছবিটা ঘুরছে। ওটাকে ম্যাপ হিসেবে ধরে নিয়ে কল্পনা করে নিল ওরা এখন ঠিক কোথায় আছে।

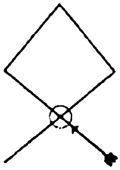

দুই টানেলের সংযোগস্থলকে দেখতে অনেকটা বিশালাকৃতির এক্স-এর মতো হওয়ার কথা। ইরিন প্রার্থনা করল এই এক্সটায় যেন বিশেষ কোনো কিছু থাকে।

'সামনে তিনটা করিডোর থাকবে। প্রতিটি করিডোরে অবস্থিত সবগুলো রুম আমাদেরকে চেক করতে হবে।' বলল জর্ডান।

আরও একটু সামনে এগোতেই কানফাটা কিঁচ কিঁচ আওয়াজ আসতে শুরু করল। তিনটা টানেল থেকেই।

পালানোর কোনো রাস্তা নেই।

BanglaBook.org

ভোর ৫টা ২৯ মিনিট

প্রথমে বিকট দুর্গন্ধ এসে ওদের নাকে ধাক্কা দিল। তারপর উদয় হলো পেশিবহুল বাদুড়ের দল আর তাদের শত শত ডানা।

বাদুড়ের ঝাপটার ভেতর গিয়ে টানেলের সংযোগস্থলে পৌঁছুলো ওরা। ইরিন ওর হাতের লাইট দিয়ে দ্রুত ডানে, বামে চোখ বুলালো। কোনো

দরজা চোখে পড়ল না।

কপাল মন্দ।

বাদুড়ের পরিমাণ এতটাই বেড়ে গেছে এখন যে টর্চের আলো একটু দূরে গিয়ে কোথায় পড়ছে তা দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ এক ঝাঁক বাদুড় মূল দল ছেড়ে আলাদা হলো। এগিয়ে এল স্যাঙ্গুইনিস্টদের মাথার ওপর দিয়ে। দেখে মনে হলো হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ বিহীন মানুষের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই।

ছুরি চালাচ্ছে সবাই। একের পর এক ডানা কাটা পড়ছে।

কালো রক্তের বন্যা বইছে চারপাশে।

বিশালাকৃতির দাঁতাল বাদুড়গুলো ডানা হারিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, ছটফট করে চিৎকার করছে। একেকটা বাদুড় বিড়ালের মতো বড়। ডানাগুলো প্রায় দুই মিটার চওড়া!

ওপরের দিকে লাইট ধরল ইরিন। আলোর রেখাপথ থেকে সরে গেল বাদুড়গুলো। সম্ভবত উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে পারে না এরা।

'ভেসপার বাদুড়। এর আগে আমি এই জাতের বাদুড় দেখেছি। কিন্তু আকৃতি সেগুলো ছিল এদের দশ ভাগের এক ভাগ।' বলল ইরিন।

'আপনি কীভাবে চেনেন...?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'আমি প্রচুর গুহায় কাজ করেছি।' হাতের লাইট এদিক ওদিক নাড়াল ইরিন। আলো বাদুড়ের চোখে লাগতেই আলোর পথ থেকে সরে গেল ওরা। 'তবে ওগুলো এদের মতো আক্রমণাত্মক ছিল না।'

'কারণ ওদেরকে এগুলোর মতো স্ট্রিগোয়দের রক্তে কলুষিত করা ছিল না।' বলল জর্ডান।

'ওরা খুব দ্রুত আবার এক জোট হচ্ছে। আলোর সাথে মানিয়ে নিচ্ছে নিজেদের।' উঁচু গলায় ইরিন ঘোষণা করল।

'আসতে দিন।' একটা রুপার চেইন বেল্ট বের করল নাদিয়া। 'আমার আর তড় সইছে না।'

'ধৈর্য ধরো।' বললেন রান। 'সামনের দিকে এগোনো যাক। একটা দরজা খুঁজে বের করা দরকার। হয়তো বাদুড়গুলো আর আক্রমণ করবে না।'

'তাহলে ডান দিকের করিডোর ধরে যেতে হবে। ওদিক দিয়ে গেলে হয়তো আমরা ওডাল রুনের কেন্দ্রে পৌঁছুতে পারব।'

ধীরে ধীরে ওরা পাঁচজন সামনে পা বাড়াল। ওদের মাথার ওপর

BanglaBook.org

বাদুড়ের ঝাঁক উড়ছে। সবার হাতে অস্ত্র প্রস্তুত। যদিও বাদুড়গুলো এখন আর আক্রমণ করছে না। ভাগ্য ভালো বলতে হবে...

আচমকা বাদুড়গুলো ধেয়ে এল ওদের দিকে।

প্রথমবারের মতো এবারও স্যাঙ্গুইনিস্টদের এড়িয়ে সরাসরি ইরিন আর জর্ডানের দিকে এল ওরা।

নাদিয়া তার হাতে থাকা চেইন বেল্টটা মাথার ওপরে তুলে বিপদজনক গতিতে ঘোরাতে শুরু করল। যে বাদুড়গুলো কাছে এসেছিল বেল্টের আঘাত কাটা পড়তে শুরু করল একের পর এক।

বিপদ টের পেয়ে আক্রমণে ভাটি দিল বাদুড়গুলো।

কিন্তু নাদিয়া তার বেল্টের ঘূর্ণন থামাল না। চালিয়ে গেল তাণ্ডব।

ওদিকে ফাদার করজা আর ইম্যানিউয়ল ছুরি দিয়ে বাদুড়ের ডানা কেটে চলেছে।

জর্ডানও ছুড়ি চালাচ্ছে যতদূর সম্ভব। বাদুড়ের চিৎকার, চেঁচামেচিতে ওর কানে তালা লাগার যোগাড়। শরীরে চামড়ার পোশাক থাকায় রক্ষা পেলেও হাত আর মুখে অজস্র আঁচড় লেগেছে।

একটা বাদুড় জর্ডানের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। হাতে থাকা ছুরিটা ওটার পেটে ঢুকিয়ে দিল ইরিন।

আরেকটা বাদুড় এসে জর্ডানের আঙুল কামড়ে ধরল। ওটার ধারাল দাঁত জর্ডানের মাংসে গেঁথে গেছে। জর্ডানের মনে হলো শুধু মাংস নয় যেন হাঁড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে দাঁতগুলো। ঝাঁকি দিয়ে বাদুড়কে ছাড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। অগত্যা কনক্রিটের দেয়ালের সাথে নিজের হাত বাড়ি দিল জর্ডান।

একবার...

দুইবার...

তিনবার...

কিন্তু বাদুড়ের দাঁত এখনও গেঁথে রয়েছে। রক্ত চুঁইয়ে চলে যাচ্ছে জর্ডানের কনুইয়ের দিকে।

এগিয়ে এল ইরিন। এক হাত দিয়ে বাদুড়ের কান ধরল। তারপর ছুরি চালিয়ে দিল গলা বরাবর। কালো রক্ত ছিটকে বেরোলো। জর্ডানের মাংস থেকে দাঁত খসল অবশেষে।

'সামনে এগোও সবাই!' এক পা সামনে থেকে নির্দেশ দিলেন ফাদার করজা। কিন্তু এই এক পা দূরত্ব পার হওয়াটাকে অসম্ভব বলে মনে হলো

BanglaBook.org

ওদের। ‘সামনে একটা দরজা দেখতে পাচ্ছি! ডান পাশে!’

ইম্যানিউয়েল সামনে এগোলো। বাদুড় এবার তাকেও ছাড়ছে না। মুখে, ঘাড়ে, হাতে কামড়ে একাকার করে দিয়েছে।

আরেক ঝাঁক বাদুড় হামলে পড়তে শুরু করেছে জর্ডানের ওপর। জখম হওয়ায় জায়গায় নতুন উদ্যমে দাঁত বসাচ্ছে তারা।

ফাদার করজা তড়িৎ গতিতে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছেন। বাদুড়গুলো ডানা কেটে দিচ্ছেন নির্বিকারভাবে।

কিন্তু বাদুড়গুলোর যেন তাতে কিছু আসে যায় না।

জর্ডানের হাত কাঁপছে, দুর্বল হয়ে গেছে।

বাদুড়গুলোর আক্রমণ থামার কোনো লক্ষণ নেই।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

২৭ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সকাল ৫টা ৩৯ মিনিট
হার্মসফেল্ড, জার্মানি

কুয়াশা-ঘেরা বাভারিয়ান লেকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে বাথোরি।

লেকের পাশ দিয়ে প্রশস্ত ও ভারি কোনো কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ দেখা যাচ্ছে, বাথোরি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। পানি এসে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো পাতা কিংবা প্রাণীর চিহ্ন নেই।

সোজা হয়ে বসল বাথোরি, ইশারায় সৈন্যদের পেছনে থাকতে বলল। পায়ের ছাপ গুনে দেখল সে। একজোড়া আমেরিকান মিলিটারি বুট, একজোড়া কনভার্স স্নিকার আর তিন জোড়া হাতে তৈরি বুট। এর মধ্যে আবার দুই জোড়া বড় আর একজোড়া ছোট।

পায়ের ছাপের গভীরতা পর্যবেক্ষণ করে সে বুঝতে পারল দুইজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ ছিল।

কিন্তু ধারনার ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে যাওয়া বাথোরির পছন্দ নয়।

পানির কিনারা ধরে পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগুতে লাগল সে।

ভ্রু কুঁচকে কুয়াশার মধ্য দিয়ে সামনে তাকানোর চেষ্টা করল বাথোরি, কিন্তু কয়েক গজের বেশি দেখতে পেল না। কুয়াশাকে অভিশাপ দিতে লাগল ও। এরআগেও রান ও তার সঙ্গীরা কুয়াশার ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেছে বলে বাথোরি তাদের ধরতে পারেনি।ততক্ষণে মোটরসাইকেল ইঞ্জিনের শব্দ তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।

সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের দিকে ফিরল বাথোরি, 'কিছু শুনতে পাচ্ছো, তারেক?'

ঘাড় কাত করে শোনার চেষ্টা করল তারেক, 'কোনো প্রাণের স্পন্দনই নেই।'

কিন্তু তারেক কি সত্য বলছে নাকি বাথোরি যেন বইয়ের খোঁজ না পায় সেজন্য মিথ্যা বলছে?

ম্যাগর? নিঃশব্দে ওর দিকে তাকাল বাথোরি।

BanglaBook.org

ম্যাগর পা দিয়ে মাটিতে আঁচড় কেটে মাথা নাড়তে লাগল। সেও কিছু শুনতে পায়নি। বাথোরি তার পিঠ চাপড়ে আদর করে দিল।

আবার লেকের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করল বাথোরি। দেখে মনে হচ্ছে, স্যাঙ্গুইনিস্টরা নৌকার ব্যবস্থা করে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে।

এটা একটা নতুন চ্যালেঞ্জ!

'তারেক, লেকের একটা ম্যাপ নিয়ে এসো।'

তারেক তার সেলফোনে স্যাটেলাইট এর ছবি বের করে বাথোরির হাতে দিল। এই লেকটার কোনো দ্বীপ নেই। তাহলে স্যাঙ্গুইনিস্টরা নৌকা কেন ব্যবহার করছে এখন? ওই পাড়ে যাওয়ার জন্য নাকি পানির নিচে কিছু খোঁজার জন্য? এখন সমস্যা হলো ওর কোনো নৌকা নেই। কোত্থেকে চুরি করে আনবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাও নেই।

খুঁজতে গেলে শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে।

তারেক রাগে চাপা শব্দে গোঁ গোঁ করছে। অধৈর্য হয়ে গেছে ও। স্ট্রিগোয়রা অপেক্ষা করতে পছন্দ করে না। অন্যেরা তার অবস্থা বুঝতে পারল, এগোতে লাগল সবাই।

তারেক শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বাথোরি। এরপর আদেশ দিল, 'মোটরসাইকেলগুলো নষ্ট করে দাও, আর শব্দ শুনতে পাও কিনা খেয়াল রেখো।'

ম্যাগর তার সামনেই শুয়ে পড়ল, উজ্জ্বল লাল চোখ মেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পানির দিকে। ম্যাগরের মাথায় হাত রেখে আবার স্ক্রিনের দিকে মন দিল বাথোরি। স্যাঙ্গুইনিস্টরা কেন এই জায়গা বেছে নিল তা বোঝার চেষ্টা করছে।

স্যাটেলাইটের ছবি জুম করে লেকের চারপাশের ভূখণ্ড দেখতে লাগল বাথোরি। এটা গ্রীষ্মকালে তোলা ছবি। গাঢ় সবুজ গাছপালায় ছেয়ে আছে এই এলাকা। গুরুপূর্ণ কিছু চোখে পড়ছে না।

কাজ শেষে তারেক জানাল বলল, 'বাইকগুলো আর চলবে না।'

'বেশ', বাথোরি উত্তর দিল।

তারা ফিরে আসতে আসতে স্যাঙ্গুইনিস্টরা সহজে পালিয়ে যেতে পারবে না।

ম্যাপটা আরও জুম করতেই লম্বা হালকা সবুজ কিছু রেখায় ওর চোখ আটকে গেল। এই জায়গার গাছগুলো কিছুটা ভিন্ন দেখাচ্ছে।

এগুলো কি পানি বোঝাচ্ছে?

BanglaBook.org

নাকি ছোট গাছ?

বাথোরি মনে মনে এই রেখাকে অন্য রেখার সাথে জুড়ে দিল, তারপর আবার অন্য এক রেখার সাথে জুড়ল সেটাকে, প্রায় অস্পষ্ট একটা রেখা তৈরি হলো এবার।

নিজের প্রতিভায় নিজেই হাসল বাথোরি। রেখাগুলোর প্যাটার্ন বুঝে গিয়েছে সে।

নাৎসি মেডেলে থাকা ডিজাইনের এক পাশ হলো এটা। বাকিটুকু সম্ভবত লেকের নিচে বিস্তৃত রয়েছে।

মনে মনে বাথোরি রুনের আকৃতি ঠিক করে ফেলেছে। স্ক্রিনে হীরক আকৃতির চারপাশে আঙুল বোলাল। কৌতূহলী হয়ে উঠল ও। রুনের দুই পায়ের একটি বিস্তৃত হয়ে লেকের তলদেশে গিয়ে শেষ হয়েছে আর অন্যটি মাটির নিচ দিয়ে চলে গিয়েছে, শেষ হয়েছে দূরের পাহাড়ে। ম্যাপ দেখে এলাকাটিকে ঘন গাছপালায় আচ্ছাদিত মনে হচ্ছে। মানুষ-নির্মিত কোনো স্থাপনা নেই, শুধু গাছ আর নুড়ি-পাথর। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, সেখানে কিছু লুকোনো নেই।

নিজের ছোট সেনাবাহিনীর দিকে এক পলক তাকাল বাথোরি। এরা কয়েক ঘণ্টা ক্লান্তিহীনভাবে খনন কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। একটা জুয়া খেলতে হবে বাথোরিকে। লেকের ওইপাশে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকাল ও।

যদি ওর আন্দাজ সঠিক হয়ে থাকে তাহলে ভূগর্ভস্থ বাঙ্কার থেকে পেছন দিয়ে বের হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই একটা ব্যাক ডোর আছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

২৭ অক্টোবর,
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় ভোর ৫টা ৪৮ মিনিট
হার্মসফেল্ড লেকের নিচে, জার্মানি

হাজার হাজার বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দের কারণে নিজের মনোযোগ স্থির করতে কষ্ট হচ্ছে ফাদার করজার। তবুও বাদুড়ের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। দড়াম করে একটা দরজা খোলার শব্দ এল। নাদিয়া খুলেছে সেটা।

সবাইকে নিয়ে দ্রুত দরজার ভেতরে চলে গেলেন ফাদার। তাড়াতাড়ি কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

ওদের পিছু পিছু কয়েকটা বাদুড়ও রুমে ঢুকে পড়েছিল। সেগুলোকে খতম করে দিল নাদিয়া।

ফাদার করজা টের পেলেন ইরিনের হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দ্রুতগতিতে স্পন্দিত হচ্ছে। জর্ডানেরও প্রায় একই অবস্থা। দু'জনই রক্তাক্ত।

করজা ওদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। রুমের দিকে তাকালেন তিনি। রুমটা বর্গাকার তবে আকৃতিতে ছোট। আপাতত বাদুড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই রুমটা যথেষ্ট। কিন্তু হাজার হাজার বাদুড় যেভাবে দরজায় আঁচড় কেটে চলছে তাতে দরজাটা কতক্ষণ টিকবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

'আপনার বেশি লেগেছে?' জর্ডানের পাশে এসে ইরিন জানতে চাইল।

মেঝেতে বসে পড়েছে জর্ডান। 'শরীরে নয়, লেগেছে গর্বের জায়গাটায়। এক মিনিট সময় দিন। ঠিক হয়ে যাবে।'

'এসবের পেছনে কি বিলিয়ালদের হাত আছে?' রান করজার দিকে ফিরে ইরিন প্রশ্ন করল।

রক্তের গন্ধ এসে লাগছে ফাদারের নাকে। ঢোক গিয়ে আরেক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি। কিছু বললেন না।

'উঁহুঁ, এতগুলো বাদুড়কে ইকারপসে রূপান্তরিত করতে হলে অনেক বছর সময় প্রয়োজন। মাসাডায় আপনাদের ওপর যারা হামলা করেছিল

BanglaBook.org

তারা আর ইকারপসের পেছনে থাকা ব্যক্তিরা ভিন্ন।' জবাব দিল নাদিয়া।

ফাদার করজা পা দিয়ে একটা মৃত বাদুড়ের শরীর সরিয়ে দিলেন। 'নাদিয়া ঠিকই বলেছে। কিছু ইকারপসের বয়স কয়েক দশকেরও বেশি।'

'আমরা এখানে একা নই।' গম্ভীর কণ্ঠে জানাল ইম্যানিউয়ল। 'এক বা একাধিক স্ট্রিগোয় এই স্থাপনাকে আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করছে।'

'দারুণ খবর!' ব্যঙ্গ করল জর্ডান। 'আচ্ছা, এই বাদুড়গুলোর কামড়ে আবার আমরা স্ট্রিগোয় হয়ে যাব না তো!?'

জর্ডানের জখম হওয়া হাতের দিকে তাকাতে চেয়েও দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করলেন ফাদার। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না। স্ট্রিগোয় হতে হলে প্রথমে স্ট্রিগোয় দ্বারা নিজ শরীরের রক্ত খোয়াতে হবে অর্থাৎ তাকে রক্ত পান করতে দিতে হবে। তারপর তার শরীর থেকে নিজে রক্ত পান করতে হবে। অতএব আপনারা আশংকা মুক্ত।'

নাদিয়া সার্জেন্ট জর্ডানের দিকে এগিয়ে গেল। 'আপনার জখমগুলো কি বেশি গুরুতর?'

ফ্ল্যাশলাইটের আলো জখমের ওপরে ধরল জর্ডান। 'প্রাথমিক চিকিৎসা নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আপনার কী অবস্থা, ইরিন?'

'আমার অবস্থা আপনার মতোই।' ইরিন ওর হাতের উল্টো পিঠে থাকা রক্ত নিজের জিন্স প্যান্টে মুছল। 'কিন্তু বাদুড়গুলো আমাদের দু'জনকেই কেন বেশি আক্রমণ করল?'

'কঠিন প্রশ্ন।' বলল ইম্যানিউয়ল। 'হয়তো আপনাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ওদেরকে আকৃষ্ট করেছে। কিংবা ওদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে মানুষের ওপর হামলা চালানোর জন্য।'

'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাদুড়!' ভ্রু কুঁচকে গেল জর্ডানের।

'কেন? গ্রিমওলফ হলে বুঝি ভালো হতো?' পকেট থেকে ফার্স্ট এইড কিট বের করতে করতে ইরিন প্রশ্ন করল।

'হুম। অন্তত বাদুড়ের চেয়ে ভালো।'

এদিকে রান করজার মাথায় ওদের রক্তের গন্ধ ঘুরপাক খাচ্ছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

'আপনার ওয়াইন খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।' নাদিয়া ফাদারকে মনে করিয়ে দিল।

উরুতে বেঁধে রাখা ওয়াইনের বোতলটা তুলে নিয়ে দ্রুত এক চুমুক পান করলেন ফাদার। সামলে নিলেন নিজেকে।

BanglaBook.org

জর্ডানের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করছে ইরিন। জর্ডানের বাঁ হাতে জখম হয়েছে। হাতে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে ওর মাথার পেছনটায় নজর দিল ডক্টর গ্রেঞ্জার। খুব যত্নের সাথে রক্ত মুছে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা দিল।

ফাদার করজা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন জর্ডানের প্রতি ইরিনের বাড়তি অনুভূতি কাজ করছে। জর্ডানকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সেবা করছে ইরিন। একটু বেশিই আন্তরিক।

ভাবনাগুলো ঝেড়ে ফেললেন ফাদার। এসব সমস্যার জন্যই স্যাঙ্গুইনিস্টদের অভিযানে কোনো মানুষকে আনতে নেই। স্যাঙ্গুইনিস্ট হলে বাদুড়রা এভাবে জখম করতে পারতো না। করলেও আপনা আপনি ক্ষত সেরে যেত।

'এবার আপনার পালা,' ইরিনকে বলল জর্ডান। ফার্স্ট-এইড কিটটা নিজের হাতে নিল সে। 'দেখি, আপনার কোথায় কোথায় লেগেছে?'

জর্ডানের ব্যান্ডেজ করা হাত ইরিনের মুখ আর মাথার দিকে এগোলো।

পিছিয়ে গেল ইরিন। ওর বুক ধুকপুকানি বেড়ে গেছে। 'ওরা শুধু আমার হাতেই কামড়েছে।'

মাথা নেড়ে ইরিনের ক্ষতস্থান পরিচর্যা শুরু করল জর্ডান।

'আপনাদের দু'জনের কাজ শেষ হলে...' বলল ইম্যানিউয়ল। ওদের এরকম রোমান্টিসিজম দেখে বিব্রত হচ্ছে। 'আমরা আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করতে পারি?'

ওদের পেছনে থাকা দরজায় বাদুড়রা ক্রমাগত আঁচড় কেটে যাচ্ছে।

দরজা ভেঙ্গে চলে আসবে।

ভোর ৫টা ৫৪ মিনিট

জর্ডান দেখতে পেল হাতের মুষ্ঠি সমান একটা ফাটল তৈরি হয়েছে দরজায়। একটা বাদুড় সেই ফাটল দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে রুমের ভেতরে উঁকি দিচ্ছে।

ইম্যানিউয়ল ওটার ঘাড়ে কোপ দিয়ে শরীর থেকে ধড় আলাদা করে ফেলল।

'দরজা ফাটিয়ে ভেতরে ঢোকার পায়তারা করছে হারামিগুলো। একেই বলে একাগ্রতা!' বলল জর্ডান।

রুমের পেছনে একটা ছায়াময় অন্ধকার জায়গা রয়েছে। ফাদার করজা বললেন, 'পেছনে একটা খোলা খিলান আছে। ওখানে আশ্রয় নেয়া যায় কিনা দেখা দরকার।'

BanglaBook.org

জর্ডান সেদিকে ফ্ল্যাশলাইট ধরল। খিলান দিয়ে এগোলে যে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে কে জানে!

'দ্রুত যান আপনার।' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইম্যানিউয়ল। দেখছে বাদুড়গুলোর আঁচড়ে ফাটল আরও বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে। নাদিয়া আর রান দরজার দিকে এগোলেন।

জর্ডান আর ইরিন ছুটল খিলানের দিকে।

খিলানের ওপাশে নতুন একটা রুমে হদিস পেল ওরা। রুমটা গোলাকৃতির। খালিই বলা যায়। রুমের দেয়াল জুড়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল জর্ডান।

দুঃসংবাদ।

রুম থেকে বের হওয়ার জন্য কোনো দরজা নেই।

ভোর ৫টা ৫৫ মিনিট

'এখান থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই!' রানের উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বলল ইরিন।

বাদুড়ের বিষ্ঠা থেকে সৃষ্ট অ্যামোনিয়ার দুর্গন্ধের কারণে ইরিনের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল।

জর্ডানের সাথে রুমের ভেতরে ঢুকল ইরিন। খেয়াল করে দেখল, এই রুমের আকৃতি আর মাসাডায় সমাধিক্ষেত্রের প্রকোষ্ঠের আকৃতি হুবহু এক।

ওডাল রুনের ছবিটা মাথায় রেখেছে। সেটার সাথে আরেকটা বিষয়ের যোগসূত্র খুঁজে পেল ইরিন।

'কী হয়েছে?' জর্ডান জানতে চাইল।

'আমার মনে হচ্ছে, এই চেম্বারটা ওডাল রুনের হীরক আকৃতি অংশের ঠিক মাঝখানে অবস্থান করছে।' উঁচু গলায় জবাব দিল ইরিন যেন ফাদার করজাও শুনতে পান।

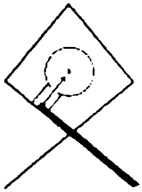

'বইটা খুঁজতে শুরু করুন। সময় চলে যাচ্ছে! আমরা যদি এই দরজা রক্ষা

BanglaBook.org

করতে না পারি তাহলে হয়তো আবার টানেলে ফিরে যেতে হবে অন্য কোনো আশ্রয়ের খোঁজে!'

ফাদার করজার কথা মতো রুমের ভেতরে চোখ বোলাল ইরিন। সবার আগে ওর চোখে যা পড়ল সেটা হচ্ছে: মার্বেল দিয়ে তৈরি যিশুর একটি ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি। বাস্তব মানুষের মতো বড় মূর্তিটা। খুব নিখুঁতভাবে খোঁদাই করা হয়েছে।

যিশুর মুখটা নিচ দিকে নোয়ানো। ইরিন খেয়াল করে দেখল মূর্তির পায়ের কাছে মেঝেতে একটা পাথরের স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভের ওপরের অংশটুকু চ্যাপ্টা। ইরিনের কাছে এটা পরিচিত। লিওপোল্ডের অফিসে একটা অ্যানানার্ব পিনে এটার ছবি দেখেছে ও।

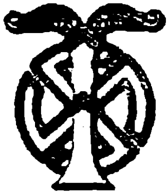

স্তম্ভের ওপরের অংশটা ইরিনের কাছ থেকে একটু দূরে রয়েছে। ওপরে কী আছে ইরিন দেখতে পাচ্ছে না। কে জানে, হয়তো কিছু থাকতেও পারে।

'আমাদের দরজার কাছাকাছি থাকা উচিত।' জর্ডান ইরিনকে সর্তক করল। 'যদি এখান থেকে পালাতে হয়, সুবিধা হবে।'

ইরিন আর সময় নষ্ট করল না। এগিয়ে গেল সামনে। ওকে দেখতেই হবে স্তম্ভের ওপরের অংশে কী আছে। হয়তো যিশুর নিজ হাতে লেখা গসপেল আছে ওখানে!

একটা ছয় ফুট চওড়া বেদির ওপর স্তম্ভটার অবস্থান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নাৎসিরা এখানে যিশুর এত বড় একটা মূর্তি কেন বসাতে গেল? পবিত্রতার নিদর্শন না তো?

ইরিনকে কারণটা জানতে হবে।

বেদির ওপর উঠল ইরিন। ভ্রু কুঁচকে গেল ওর। পাথরের ভাঙ্গা অংশ পায়ের নিচে পড়েছে। স্তম্ভের চারদিকে ঘুরল ইরিন।

আস্তে আস্তে হাতের টর্চের আলোটাকে স্তম্ভের চ্যাপ্টা অংশের ওপরে ফেলল। নিঃশ্বাস আটকে ফেলেছে নিজের অজান্তেই।

খালি!

BanglaBook.org

কিছু নেই!

'কী পেলেন?' বেদির নিচ থেকে প্রশ্ন করল জর্ডান।

চ্যাপ্টা অংশে কিছু একটা রাখা হয়েছিল সেটা ইরিন বেশ বুঝতে পারছে। খালি লেকটার্নের ওপর আঙুল বোলাল ইরিন।

'বইটা এখানে ছিল।' বিড়বিড় করে বলল ও।

'কী?' জর্ডানের প্রশ্ন।

নিজের ব্যর্থতা মেনে নিয়ে পিছু হটল ইরিন। হঠাৎ ওর গোড়ালীর নিচে কী যেন পড়ল। নিচে আলো ফেলে দেখল বেশ কয়েকটা ভাঙ্গা টুকরো। সবগুলো পাথর আর কনক্রিট। তবে ডিজাইন প্রাকৃতিক নয়, কৃত্রিম। ইরিন সবচেয়ে বড় টুকরোটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল।

রং- ধূসর। কনক্রিট। যদি খুব বেশি পুরানো হয়ে থাকে তাহলে লাইম আর ছাই হতে পারে এগুলো।

তাহলে এগুলো কী ব্লাড গসবেলের সময়কার হতে পারে? উত্তরটা জানতে হলে যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে। আপাতত সেটা সম্ভব নয়।

নখ দিয়ে টুকরোর গায়ে আঁচড় কাটলো ইরিন। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো।

পরিচিত ঝাঁঝালো একটা ঘ্রাণ এসে ধাক্কা দিল নাকে। ঝাঁঝে ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ার দশা।

কুন্দু। গাছ থেকে প্রাপ্ত রজন।

ইরিনের হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল। এই একই ঝাঁঝ মাসাডার সমাধিক্ষেত্রেও পাওয়া গিয়েছিল। প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে এই ঝাঁঝের অস্তিত্ব বিস্ময়কর নয়।

কিন্তু এই নাৎসি বাঙ্কারে মানাচ্ছে না।

নিজের গাধামি টের পেয়ে ইরিনের মেজাজ খিচড়ে গেল। ইচ্ছে করল নিজেই নিজেকে কষে একটা লাথি হাঁকায়। অনভিজ্ঞের মতো কোনোকিছু হিসেব না করে এই বেদিতে ওর লাফিয়ে ওঠা ঠিক হয়নি। নিজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এমন বোকামির জন্য কত বকেছে তার হিসেব নেই। অথচ আজ নিজেই সেই কাজ করে বসেছে!

হাতে থাকা টুকরোটা উল্টালো ইরিন। প্রায় ত্রিভুজাকৃতির টুকরো। মনে হচ্ছে কোনো বাক্সের কোনার অংশ এটা। পাথরের মতো জমে গেল ইরিন। পড়ে থাকা অন্য টুকরোগুলোর দিকে তাকাল। আরও তিনটা ত্রিভুজাকৃতির

BanglaBook.org

টুকরো পেল ইরিন।

যদি এই ত্রিভুজাকৃতিগুলো সত্যিই বাক্সের কোনা হয়?

তারমানে একটা বাক্সের অস্তিত্ব ছিল এখানে!

আর সেই বাক্সে হয়তো ছিল বইটা!

লেকটার্নের দিকে তাকাল ইরিন। তাহলে রাশিয়ানরা কী বাক্সে থাকা বইটার জন্যই এখানে এসেছিল? বাক্স ভেঙ্গে বইটা নিয়ে চলে গেছে?

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খেয়াল করল ওর হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে। হাতটা আলোতে তুলে দেখল একটা ভাঙ্গা টুকরোকে ও এতটাই শক্ত করে ধরেছিল যে চাপে ওর হাত কেটে গেছে।

অসমাপ্ত কাজে মনোযোগ দিল ইরিন। ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিজের পকেটে ভরতে শুরু করল। পরে এটার মর্মার্থ উদ্ধার করা যাবে।

জর্ডান ওকে সাহায্য করার জন্য বেদিতে উঠতে চাইল।

'না!' মানা করল ইরিন। ও চায় না রাশিয়ানদের ফেলে যাওয়া আরও কোনো সূত্র নষ্ট হয়ে যাক।

সময় নিয়ে ইরিন নিজেই হয়তো...

ফাদার করজার অসহায় কণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে। 'বাদুড়গুলো দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়ছে।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩৬

২৭ অক্টোবর,
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সকাল ৬টা ০৪ মিনিট
হার্মসফেল্ড লেকের নিচে, জার্মানি

দরজা ভেঙ্গে ঢুকতে শুরু করেছে বাদুড়গুলো। ফাদার করজা, নাদিয়া আর ইম্যানিউয়ল ছুটছে ভেতরে থাকা রুমের দিকে। ওদের শরীরে ডানার বাড়ি দিতে দিতে বাদুড়গুলোও রুমের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ফাদার দেখলেন ইরিন একটা বেঁদির ওপর থাকা লম্বা স্তম্ভের আড়ালে বসে রয়েছে। ওকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রেখেছে জর্ডান। বৃথা চেষ্টা। জর্ডান জানে ইকারপসদের সে ঠেকাতে পারবে না।

ওদের কারও সেই ক্ষমতা নেই।

সময় নষ্ট না করে বাদুড়ের দল সাঁই করে ধেয়ে এল জর্ডান আর ইরিনের দিকে।

'*অ্যারেটেজ...!*'

এই একটি শব্দ আক্রমণাত্মক বাদুড়গুলোর মতি বদলে দিল। ইরিন আর জর্ডানের কাছে এসে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল তারা। কোনো আঘাত করল না। উড়ে গেল পাশ দিয়ে। ছাদের কাছে গিয়ে উড়তে শুরু করল। তেলতেলে লালচে কালো চোখগুলোর দৃষ্টি নিচের দিকে।

ফাদার করজার নাকে পরিচিত একটা গন্ধ ভেসে এল।

রুমের চারদিকে তাকাল জর্ডান। 'কে চিৎকার করে বলল কথাটা?'

'ওদিকে দেখুন!' যিশুর মূর্তির দিকে নির্দেশ করে ইরিন বলল।

নড়ে উঠল ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি! নোয়ানো মাথাটা উঁচু হলো!

ফাদার করজার পাশে নাদিয়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওদিকে ইম্যানিউয়ল আস্তে করে এক পা পিছিয়ে গেল।

ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় কে রয়েছে সেটা বুঝে ওঠামাত্র ফাদার করজা সামনের দিকে ছুটলেন। তাঁর সাথে নাদিয়া ও ইম্যানিউয়লও যোগ দিল।

ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন স্যাঙ্গুইনিস্টদের অন্যতম শক্তিশালী পাদ্রি।

BanglaBook.org

যার তেজস্বী কণ্ঠই পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট।

ফাদার পিয়ার্স।

শত বছরের পুরানো বন্ধু।

এই গুণী ব্যক্তি ৭০ বছর আগে, ব্লাড গসপেল খোঁজার মিশনে নেমে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় চার্চ তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, নাথসিরা তাঁকে বন্দী করে এখানে ক্রুশবিদ্ধ করে রেখে দিয়েছে কয়েক দশক ধরে।

ফাদার পিয়ার্সের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল ইম্যানিউয়ল। অনুনয় করে বলল, 'ফাদার... কীভাবে হলো এসব...?'

বিবর্ণ দৃষ্টিতে আস্তে আস্তে ইম্যানিউয়লের দিকে তাকালেন ফাদার পিয়ার্স। '*মাইন স্যন?*' কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলার স্বর ভাঙা শোনাল। শব্দ গোছাতে কষ্ট হচ্ছে।

মাই সন।

ইম্যানিউয়লের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। ফাদার করজার মনে পড়ল এই ইম্যানিউয়লকে স্যাঙ্গুইনিস্টদের দলে জায়গা দিয়েছিলেন ফাদার পিয়ার্স। তাই ইম্যানিউয়লের কাছে ফাদার পিয়ার্সের অবস্থান অত্যন্ত সম্মানের, শ্রদ্ধার।

ক্রুশবিদ্ধ শরীরটাকে মুক্ত করার জন্য ইম্যানিউয়ল উঠে দাঁড়াল। ফাদার পিয়ার্সের হাতে, পায়ে পেরেক গাঁথা রয়েছে। শুকনো রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে ক্ষতস্থানে।

'সাবধানে।' নাদিয়া সর্তক করে দিল। 'ওনাকে কিন্তু রূপা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।'

ফাদার পিয়ার্সের পায়ে গাঁথা একটা মোটা পেরেক তুলে ফেলল ইম্যানিউয়ল। রূপার পেরেক হওয়ায় ইম্যানিউয়লের নিজের আঙুল পুড়ে গেল।

ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল নাদিয়া। 'থাক, বাদ দিন!'

নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হিঁসিয়ে উঠল ইম্যানিউয়ল। 'দেখুন, ওনার অবস্থা! আর কত কষ্ট ভোগ করতে হবে ওনাকে? এখনও কি যথেষ্ট হয়নি?'

'প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ওনাকে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে? কারা তাঁকে এভাবে ক্রুশবিদ্ধ করেছে? কেন করেছে?' শান্ত স্বরে বলল নাদিয়া।

'*লিব্রি... ভ্যারল্যাসেন...*' একেক সময় একেক ভাষায় কথা বলছেন

BanglaBook.org

ফাদার পিয়ার্স। নিজের মন ও মগজের সমন্বয় করে উঠতে পারছেন না।

'ওনাকে নামানো হোক।' বললেন করজা।

নাদিয়া আপত্তি তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু ফাদার করজা নিজেই এগিয়ে এলেন পিয়ার্সের পায়ের কাছে। ইম্যানিউয়ল ফাদার পিয়ার্সের আরেক পা থেকে পেরেক তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলল।

রুমে ছাদের দিকে তাকালেন পিয়ার্স। 'মাইন কিনডার... ওরা তোমাদেরকে নিয়ে এসেছে।' ওনার কণ্ঠে বিজয়ের সুর বেজে উঠল। 'আমাকে বাঁচানোর জন্য তোমাদেরকে নিয়ে এসেছে ওরা।'

নাদিয়ার চেহারা শক্ত হয়ে গেল। 'তার মানে এই অপবিত্র জানোয়ারগুলো ফাদার পিয়ার্সের তৈরি।'

ফাদারের হাত থেকে পেরেক খুলতে গিয়ে ইতস্তত করল ইম্যানিউয়ল। 'কিন্তু এটা তো নিষিদ্ধ কাজ।'

'ওনার কোনো উপায় ছিল না। কয়েক দশক ধরে বেঁচে থাকার জন্য, নিজের খাবারের জন্য এটা তিনি বাধ্য হয়ে করেছেন। বাদুড় ছাড়া কীইবা খেতে পারতেন তিনি?' ফাদার করজা প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

অনেক দিন আগে, ফাদার করজাও এরকম খাদ্যাভাবে পড়েছিলেন। তাই তিনি জানেন, এটার কষ্ট কতটা মারাত্মক।

'এখানে কত দিন ধরে আছেন তিনি?' ইরিনের মুখ সাদা হয়ে গেছে।

'নাৎসিরা ওখানে রেখে যাওয়ার পর থেকে বোধহয়।' নাদিয়া ফাদার পিয়ার্সকে সাহায্য করার জন্য এক চুলও নড়ল না।

'কী কারণে ওনাকে এভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল?' জর্ডান জানতে চাইল।

'খুবই যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন।' নাদিয়া ফাদার পিয়ার্সের সামনে গিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'আপনাকে কী কারণে এভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, ফাদার?'

মাসাডার কথা মনে পড়ল করজার। ওখানে একটা মেয়েকে এভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। আচ্ছা, পিয়ার্স কি নির্যাতনের মুখে সব বলে দিয়েছেন নাৎসিদের? নাৎসিরা কি ওনার কাছ থেকে জেনে গেছে বইটা কোথায় পাওয়া যাবে?

ফাদার পিয়ার্সের শরীর থেকে সর্বশেষ পেরেকটি মুক্ত করা হলো। ফাদার করজা পিয়ার্সকে নিজের কাঁধে নিলেন।

ইম্যানিউয়ল নিজের আলখাল্লা খুলে ফাদার পিয়ার্সের শরীর ঢেকে

BanglaBook.org

দিল। করজা ফাদার পিয়ার্সকে আস্তে করে মেঝেতে নামালেন। ইম্যানিউয়ল ওয়াইনের বোতল হাতে নিতে চাইল। কিন্তু বাধা দিল নাদিয়া।

'উনি আর পবিত্র নন,' বলল ও। 'ওয়াইন পান করলে ওনার উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।'

'আপনাকে কী করেছে ওরা?' ফাদার পিয়ার্সের হাত নিজের হাতে তুলে নিল ইম্যানিউয়ল।

'*ব্লাট অন্ড বোন*,' বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধ। '*লিব্রি।*'

'*লিব্রি?* গ্রিক ভাষায় লিব্রি মানে 'বই,'। ওনাকে এভাবে ক্রুশবিদ্ধ করার সাথে কি গসপেলের কোনো যোগসূত্র আছে?' ইরিন জানতে চাইল।

ফাদার করজা জানেন, যোগসূত্র আছে।

'আমি এই টুকরোগুলো পেয়েছি। কনক্রিটের প্রাচীন নিদর্শন এগুলো। এই স্তম্ভের আশেপাশে পড়েছিল। হয়তো এখানে বক্সে ব্লাড গসপেল রাখা ছিল। কেউ এসে বক্স ভেঙ্গে এই রুম থেকে ব্লাড গসপেল নিয়ে গেছে। মাসাডার ছোট মেয়েটির মতো ফাদার পিয়ার্সকে কি এখানে ব্লাড গসপেলের পাহারাদার হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল?' করজার হাতে ভাঙ্গা টুকরোগুলো দিয়ে প্রশ্ন করল ইরিন।

'এসবের জবাব একমাত্র তিনিই দিতে পারবেন।' করজা জবাব দিলেন। 'আমি জানি, কতটুকু মনে আছে ওনার।'

'তাহলে ওনাকে সুস্থ করুন।'

'এটা আমার সাধ্যের বাইরে। এমনকি চার্চেরও ক্ষমার বাইরে।'

ভাঙ্গা টুকরোগুলো ছুঁয়ে দেখলেন ফাদার করজা। হ্যাঁ, বইটা এখানে ছিল। কেউ সেটা খুঁজে বক্সটা ভেঙ্গে ফেলেছে। কিন্তু ওরা কি বইটা খুলতে পেরেছে?'

তা তো সম্ভব নয়। যদি তা-ই হতো, তাহলে এতদিনে তার প্রমাণ পাওয়া যেত। নরক গুলজার শুরু হয়ে যেত বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু ব্লাড গসপেল কারা নিয়েছে?

ওনাকে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। ইরিনের প্রশ্ন ঠিক আছে।

কেবলমাত্র একজন ব্যক্তিই এসবের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম।

'ফাদার পিয়ার্স?' দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন রান করজা। 'আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

আধবোজা অবস্থায় রয়েছে ফাদার পিয়ার্সের চোখ দুটো। 'গর্ব... লজ্জাজনক... গর্ব।'

BanglaBook.org

কী বলছেন পিয়ার্স? উনি কি নাৎসিদের অহংকার, গর্বের কথা বলছেন? নাকি তারচেয়েও খারাপ কিছু?'

'নাৎসিরা আপনাকে বন্দী করেছিল কীভাবে?' প্রশ্ন করলেন করজা। 'আপনি কি ওদেরকে বইয়ের ব্যাপারে বলে দিয়েছেন?

'*এস ইচ নক কেইন বাক*,' রক্তশূন্য ঠোঁট নাড়িয়ে বিড়বিড় করলেন পিয়ার্স।

'এটা বই নয়।' জর্ডান অনুবাদ করে শোনাল।

'ওরা নিশ্চয়ই ফাদাকে নির্যাতন করেছে, রান।' বলল ইম্যানিউয়ল। 'ঠিক যেমনটা আপনিও এখন করছেন। ওখানে প্রশ্ন করে বিরক্ত করার আগে আগে সুস্থ করে নিতে হবে।'

'এখনও নয়।' বললেন ফাদার পিয়ার্স।

মারবেলের তৈরি দেয়ালের দিকে তাকাল নাদিয়া। 'একটু পর ভোর হবে। আপনারা টের পাচ্ছেন সেটা?'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন রান করজা। ওনার শরীর ইতিমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেছে।

'সূর্য ওঠার কথা শুনে ভালো লাগল।' জর্ডান বলল।

'আমরা পিয়ার্সকে দিনের আলোতে নিতে পারব না।' জানাল নাদিয়া। 'তিনি আর যিশুর রক্তের দ্বারা আশির্বাদ পুষ্ট নন। সূর্যের আলোতে উনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।'

'তাহলে আমরা এখানেই অপেক্ষা করব।' ছাদের দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল জর্ডান। 'এটা যদিও কোনো ফাইভ-স্টার হোটেল নয়। তবে বাদুড়গুলো যতক্ষণ শান্ত আছে। আমরা মনে হয় এখানে অবস্থান করতে পারব...'

আরেক রাত আসার আগেই ফাদার পিয়ার্স মারা যাবেন।' বলল ইম্যানিউয়ল। 'যদি না ওনাকে ওই অভিশপ্ত জানোয়ারগুলো খেতে না দেয়া হয়।'

'আমি সেটা হতে দেব না।' নাদিয়া আপত্তি তুলল। 'এটা পাপ।'

'আর আমি ফাদার পিয়ার্সকে এভাবে মারা যেতে যেব না।' নিজের ছুরি বের করে নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে হুমকি দিল ইম্যানিউয়ল।

ওদের দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন রান করজা। 'এসব বাদ দাও। আমরা যদি দ্রুত এগোতে পারি তাহলে হয়তো হার্মেসফেল্ড চ্যাপেলে পৌঁছে যেতে পারব। সেখানে গিয়ে ফাদারকে পবিত্র করে নেব আমরা।

BanglaBook.org

এরপর তিনি আবার আগের মতো যিশুর রক্ত পান করতে পারবেন।'

'যদি ওনাকে আর পবিত্র করা সম্ভব ন হয়?' নাদিয়া গর্জে উঠল। 'যদি উনি নাৎসিদের দাবার ঘুঁটি হয়ে থাকেন...'

এক হাত উঁচু করে নাদিয়াকে থামার ইঙ্গিত দিলেন করজা।

'সেটা আমরা দেখবে।' করজা জানিয়ে দিলেন। পিয়ার্স নিজের বুদ্ধিভিত্তিক অহংকারকে সমুন্নত রাখার জন্য, মিশনে সফল হওয়ার জন্য নাৎসিদের সাথে হয়তো হাত মিলিয়ে ছিলেন।

'তৈরি হও সবাই।' নির্দেশ করলেন ফাদার করজা। 'সূর্য উদয়ের আগেই আমাদেরকে হামর্সফেল্ডে পৌঁছুতে হবে।'

ফাদার পিয়ার্সকে সাথে নিয়ে ওরা সবাই আবার টানেলে ফিরে এল।

'*ইক হেইন ইয়্যচ বেট্রেগেন,*' ফিসফিস করে বললেন পিয়ার্স। '*স্টোলজ, বাক।*'

'আমি তোমাদের সবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। গর্ব। বই।' জর্ডান অনুবাদ করে শোনাল সবাইকে।

ইম্যানিউয়ল থেমে দাঁড়িয়ে ফাদার পিয়ার্সের দিকে তাকাল। ওর চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। ফাদার করজা ইম্যানিউয়লের হাত স্পর্শ করে সান্ত্বনা দিলেন।

ব্লাড গসপেল হস্তাগত করার বাসনায় কি ফাদার পিয়ার্সকে অপবিত্র অ্যানানার্বদের সাথে হাত মেলাতে হয়েছিল? তারপর জার্মানরা ফাদারকে ধোঁকা দিয়েছে? প্রতারণা করেছে? কিন্তু করজার মনে পড়ল, পিয়ার্স বলেছেন, এটা বইয়ের ব্যাপার নয়। তার মানে, এখানে কি নাৎসিরা কোনোভাবে ব্যর্থ হয়েছিল? আর সেই ব্যর্থতার জেরে ফাদারকে ওভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে রেখে গিয়েছিল তারা?

সে যা-ই হোক, এখন ফাদার পিয়ার্সকে পবিত্র করে আবার স্যাঙ্গুইনিস্টে রূপান্তর করতে হবে।

টানেলের সংযোগস্থলে আসার পর ফাদার পিয়ার্স আস্তে করে তাঁর মাথা বাম দিকের করিডোরের দিকে নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, '*সোরটি*'

ফ্রেঞ্চ ভাষা। যারা অনুবাদ করলে দাঁড়াল 'বহির্গমন।'

ইরিন মাথার ইঙ্গিতটা বুঝতে না পারলেও ফ্রেঞ্চ ভাষা শুনে টের পেল পিয়ার্স ওদেরকে বাইরে যাওয়ার রাস্তা বাতলে দিচ্ছেন।

হাঁটু গেড়ে বসল ইরিন। মেঝেতে জমে থাকা ধূলোর ওপর আঙুল দিয়ে

BanglaBook.org

ওডাল রুনটা আঁকল ও। 'ফাদার পিয়ার্স, আপনি কি আমাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারবেন বের হওয়ার রাস্তাটা ঠিক কোথায়?'

জর্ডান ফাদার পিয়ার্সকে একটু নিচু করে ধরল। যেন তিনি রুনটা দেখতে পান। পিয়ার্স ওনার জীর্ণ আঙুল দিয়ে রুনের বাঁ পা টা দেখিয়ে দিলেন। জর্ডানরা এখানে ঢোকার সময় ডান পা দিয়ে ঢুকেছিল।

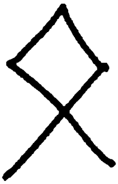

'যাক, বের হওয়ার জন্য ভিন্ন একটা রাস্তা পাওয়া গেল।' বলল ইরিন। 'ওদিক দিয়েই হয়তা এই বাদুড়গুলো আসা-যাওয়া করে থাকে।'

জর্ডানের কাঁধে মাথা রেখে পিয়ার্স চোখ বুজলেন।

'আমাদেরকে দ্রুত এগোতে হবে। তাহলে হয়তো সূর্যোদয়ের আগে হার্মসফেল্ড চ্যাপেলে পৌঁছুতে পারব।' আবার মনে করিয়ে দিলেন ফাদার করজা।

কিন্তু একটা চিন্তা ওনার ভেতরে ভয় জাগিয়ে দিল।

ফাদার পিয়ার্সের আত্মা রক্ষা করা যাবে তো?

খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি তো?

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৭

২৭ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সকাল ৬টা ৪৫ মিনিট
হার্মসফেল্ড মাউন্টেইন, জার্মানি

কালো পশমি কোট গায়ে জড়িয়ে অন্ধকার জঙ্গলে অপেক্ষা করছে বাথোরি। পূবের আকাশ এরমধ্যেই ধূসর হতে শুরু করেছে। বাথোরির অক্লান্ত সেনাবাহিনী তাকিয়ে আছে সেদিকে। সূর্যোদয়ের আগে তাদের হাতে কেবল ৪৫ মিনিট সময় বাকি আছে কাজ শেষ করার জন্য।

বাতাস দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে এল। আরও জমাট বাঁধা ঠাণ্ডায় পরিণত হতে শুরু করল রাতের শীতলতা।

গরম নিঃশ্বাস বের হচ্ছে বাথোরির ঠোঁট থেকে, পাশাপাশি বের হচ্ছে ওর নেকড়ের মুখ থেকেও। দেখতে সাদা ধোঁয়ার মতো। দলের বাকিদের কথা অবশ্য বলা যাচ্ছে না। তাদের অনেকেই শান্ত জঙ্গলটার মতো শান্ত, চুপচাপ রয়েছে।

'আমাদের অবশ্যই যাওয়া উচিত এখনই।' বলল তারেক। বিকৃত হয়ে আছে তার মুখ।

রফিক এখনও তারেকের পা জড়িয়ে ধরে বসে আছে। বাথোরির দেওয়া যন্ত্রণা এখনও ঠোঁটে বয়ে বেড়াচ্ছে সে।

মাথা নাড়ল বাথোরি। মোটরসাইকেলের পাশে অবস্থানরত ওর প্রহরীদের কাছ থেকে এখনও কোনো খবর আসেনি। স্যাঙ্গুইনিস্টরা ফেরেনি ওই পথে। অবশ্য বাথোরি এরকমটা আশাও করেনি। সে নিশ্চিত যে এখন এখান থেকেই তারা বের হবে।

'কোন প্রাণীকে ধরার জন্য তার গর্তে ঢোকা বোকামি। বরং তার বাইরে বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা ভালো।' বলল বাথোরি। বাংকারের দরজায় বাথোরির দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ম্যাগর কিছু পাথরের বোল্ডারের আড়াল খুঁদে কীসের যেন বাসা বের করেছে। তারেকের লোকদের তীক্ষ্ণ অনুভূতি গন্ধটার উৎস বের করে ফেলেছিল, সেই গন্ধ যা ম্যাগরকে উসকে দিয়েছে।

BanglaBook.org

ইকারপস।

কোন কিছু হয়তো নিচে আছে, তারা এই বড় ইকারপসদের দলটি তৈরি করেছে।

মাটির নিচে নাৎসি বাহিনীর লুকিয়ে রাখা দরজার ওপরের মাটি সরাতে শুরু করেছে বাথোরির লোকজন। গর্তটাকে আরও বড় করছে তারা। সরানো শেষ হয়ে গেলে তারা আবিষ্কার করল, রাত্রিকালীন আবাস খুঁজে নেওয়ার জন্য দরজার একপাশের পাথরের চারদিকে নখর দিয়ে আঁচড় কেটে রেখেছে ইকারপসরা।

পথ পরিষ্কার পরিষ্কার করে রাখলে ভেতর থেকে বাথোরির শিকাররা একটু ধাক্কা দিয়ে সহজেই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে।

'ওরা দরজা থেকে পা রাখা মাত্রই তাদের মেরে ফেলব আমরা', বাথোরি বলল।

'কিন্তু ওরা যদি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে?' পূর্বাকাশ প্রায় ধূসর হয়ে এসেছে, সেদিকে তাকিয়ে বলল তারেক।

'সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেখব, এরপর যদি তারা না বের হয় তবে বাঙ্কারের ভেতর ঢুকব আমরা। তবে সেটা একদম শেষ মুহূর্তে।' জোর দিয়ে বলল বাথোরি। বাঙ্কার দখল করতে হবে নয়তো মরতে হবে- এটা জানলে তার লোকজন তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে লড়াই করত অবশ্য।

তিনজন করে মোট ছয়জন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাথোরির দু'পাশে। তীর-ধনুক তাক করে রেখেছে সবাই।

তীরধনুক তাক করে বাথোরির দুই পাশের ছয়জন ক্রসধারী লোক দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মত। রূপার তৈরি তীর-ধনুক তাক করে রেখেছে তারা।

একটা ধনুকের সবচেয়ে বড় তীর সাধারণ বুলেটের চেয়েও মারাত্মক একটা রূপার বুলেট ছুঁড়ে দিতে পারে। এই তীরগুলো বুলেটের মতো নয়। জখম করে বেরিয়ে যাওয়ার চেয়ে বরং বিঁধে থাকতেই বেশি পছন্দ করে এগুলো।

করজাকে আর সুযোগ দেবে না বাথোরি।

তারেকের মাথা ঘুরে গেল দরজার দিকে। সৈনিকদের সবাই সতর্ক হয়ে গেল। বাথোরি কিছুই শুনেনি, কিন্তু সে জানত যে তারা আসবে। বাঙ্কারের দরজা সামনের দিকে ঠেলে ঠেলে তারা এগিয়ে আসতে শুরু করল।

BanglaBook.org

তিনজন স্যাঙ্গুইনিস্ট পা রাখলেন বনে। তাদের মধ্যে একজন হলেন রান করজা।

বাথোরি দেখল তাদের পেছনে আরও তিনজন, একজন আরেকজনকে ধরে এগোচ্ছে, প্রায় আহত তিনজন। বাথোরি কিছুই বুঝতে পারছে না, পাঁচজন অ্যাবি থেকে বের হলো আর পানির কিনারায় পাঁচটা পায়ের ছাপই দেখেছে ও।

ষষ্ঠ ব্যক্তি কে তাহলে?

করজা কি বাঙ্কারের ভেতরে জীবিত কাওকে পেয়েছে?

এরপর বাথোরির ইকারপসের কথা মনে পড়ল।

সেই ষষ্ঠ ব্যক্তিই কি বাঙ্কারের রহস্যময় অধিবাসী? ইকারপসের জনক?

হাত উঁচু করে সৈন্যদের ইশারা দিল বাথোরি। বাঙ্কার থেকে সবাই বের না হওয়া পর্যন্ত নিজের লোকদের অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিল সে।

কিন্তু পরের তিনজন বের হলো না।

অদ্ভুত রহস্যময় আচরণ!

করজা হাঁটু গেঁড়ে মাটিতে বসল, ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখল কোথায় বাথোরির লোকজন মাটি ঘেঁটেছে, খুঁড়েছে। আর কোন সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার আগেই সময় নষ্ট না করে বাথোরি তার হাত নামিয়ে আক্রমণে সংকেত দিল।

'টুং' শব্দ করে তীর বেরিয়ে গেল ধনুক থেকে। একজন স্যাঙ্গুইনিস্টকে আটকে ফেলল পুরনো পাইন গাছের গুঁড়ির সাথে। নিজেকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করল সে, কিন্তু এই শীতের রাতেও ইতিমধ্যে তার ক্ষত থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করেছে।

তীরন্দাজ আরেকবার তীর নিক্ষেপ করতেই তার বুক, গলা, পেট এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে গেল।

স্যাঙ্গুইনিস্ট কুয়াশার মধ্যে তার নিজের উত্তপ্ত রক্তের তাপ অনুভব করতে পারল।

এভাবে শেষ হলো একজন স্যাঙ্গুইনিস্ট পাদ্রির জীবন।

এবার করজার পালা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৮

২৭ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সকাল ৬ ৪৭ মিনিট।
হার্মসফেল্ড মাউন্টেইনস, জার্মানি।

'ভেতরে থাকো!' মরণঘাতী অজস্র রূপার আঘাতে চিৎকার করে উঠলেন রান।

একটা তীর এসে বিঁধল তাঁর বাহুতে, আটকে রইল। মাংসের গভীর পর্যন্ত পুড়ে যেতে লাগল বিষাক্ত রূপার স্পর্শে। দরজার নিচের মাটি দেখেই করজা বুঝতে পেরেছিলেন যে বিপদ ঘটতে চলেছে, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া দেখাননি।

কেউ একজন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল।

এমন কেউ, যে জানতো সে স্যাঙ্গুইনিস্টদের ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

তিনি একটা মোটা লিনডেন গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলেন। হাতে লেগে থাকা তীরটাকে বের করলেন হ্যাঁচকা টানে। ক্ষত থেকে মাত্রাতিরিক্ত রক্ত বের করে দিতে লাগলেন, শরীর থেকে বিষাক্ত রূপা বের করে দিতে চাচ্ছেন তিনি।

গাছের পেছনে থেকে বাম দিকে দৃষ্টি দিলেন।

যেমনটা আশা করেছিলেন, নাদিয়া ইতিমধ্যে দরজার পাশের একটা বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু ইম্যানিউয়ল নয়।

এক ডজন রূপার তীর ইম্যানিউয়লকে কয়েক গজ দূরের এক পাইন গাছের সাথে আটকে ফেলেছে।

ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওর ক্ষত থেকে, তীব্র ব্যাথায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে সে।

রান জানতেন তিনি ওর কাছে পৌঁছাতে পারবেন না, আর পারলেও তাঁর এককালের বন্ধু ও ভাই ইম্যানিউয়ল এরমধ্যেই মৃত্যুর গ্রাসে পরিণত

BanglaBook.org

হয়েছে।

ইম্যানিউয়ল ও জানত এটা, এক হাত উঁচু করে পেছনের বাঙ্কার দেখাল।

অন্ধকারে বলে উঠলেন পিয়ার্স, 'মাই সান!'

'আমি ক্ষমা করে দিয়েছি আপনাকে', ফিসফিস করে বলল ইম্যানিউয়ল।

রান আশা করলেন যে, পিয়ার্স ইম্যানিউয়েলের কথা শুনে তার জন্য নিরবে আশীর্বাদ করবেন। প্রার্থনা করবেন।

এরপর ধপ করে বসে পড়তে চাইল ইম্যানিউয়লের দেহ। কিন্তু নির্দয় তীরগুলো ওকে আটকে রাখল গাছের সাথে।

পাথরের দেয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল নাদিয়া।

রানের মত ওকে মেনে নিতে হলো, ইম্যানিউয়ল মারা যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের পাশাপাশি একটা আনন্দের বিষয় হল- একজন স্যাঙ্গুইনিস্টের সবচেয়ে সম্মানজনক শেষ পরিণতি দেখতে পাচ্ছে সে, আর তা হলো যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু।

ইম্যানিউয়লের আত্মা মুক্তি পেল।

প্রার্থনা শেষ করার সময় রানের মনে হলো তিনি জঙ্গলে কারও হৃৎস্পন্দন শুনতে পেলেন। আক্রমণকারী স্ট্রিগোয়দের মধ্যে কেউ একজন মানুষ আছে, যে আক্রমণকারীদের আসল চরিত্র প্রকাশ করছে।

বিলিয়াল।

কিন্তু তারা রান আর তার দলকে কীভাবে এখানে খুঁজে বের করল?

আর তাদের কতজনই বা বনে লুকিয়ে আছে?

তাদের পেছনে বাঙ্কার থেকে ইরিন ও জর্ডানের হৃৎস্পন্দন ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, সেখানে তাদের সাথে আশ্রয়ে নিয়েছেন পিয়ার্স। তারা অন্তত এক মুহূর্তে জন্য হলেও সেখানে নিরাপদ।

উরুতে বেঁধে রাখা ওয়াইনের বোতলটা তুলে নিলেন ফাদার, তিনি যা হারিয়েছেন এর ক্ষতিপূরণের জন্য যিশুর রক্ত দরকার, নয়তো তিনি যুদ্ধ করতে পারবেন না। কিন্তু এটা পান করলে তিনি অসহায়ভাবে অতীতে চলে যান। তারপরও ঝুঁকিটা নিলেন তিনি। আর কোনো পথ খোলা নেই।

উষ্ণতা তাঁকে পোড়াতে শুরু করল, আরও শক্তিশালী করে তুলল তাঁকে, রূপার ফলে তৈরি হওয়া ক্ষতগুলো যিশুর পবিত্র আগুনে বিশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, রক্তবর্ণ ধারণ করছে চোখ।

BanglaBook.org

অতীত অনুশোচনার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ফাদার। অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন।

ক্রুশবিদ্ধ হয়ে জ্বলতে থাকা হাতের প্রচণ্ড ব্যথা সত্ত্বেও তিনি বনের ভেতর মনোনিবেশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, স্ট্রিগোয়রা পালানোর জন্য বাঙ্কারের দিকে ছুটছে, গাছের পাতা আর ডালপালা ভাঙার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। রান প্রধান পথের দিকে তাকানোর ঝুঁকি নিলেন একবার, দ্রুত খেয়াল করলেন নড়াচড়াগুলো। কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে যেটা সম্ভব নয়।

ছয় থেকে দশ জন।

তিনি নিশ্চিত হতে পারলেন না।

জর্ডান আর ইরিন হয়তো তাদের বিরুদ্ধে লড়ার সুযোগই পাবে না।

কাঁপতে থাকা হাত দিয়ে ফায়ারিং পজিশনে বন্দুক তুলে নিলেন তিনি।

অতীতের স্মৃতি এসে তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এরমধ্যেই ফাদার লক্ষ্য স্থির করে গুলি করলেন, ডান পাশের দুইজন স্ট্রিগোয়ের হাঁটুতে আঘাত করল গুলি, আস্তে আস্তে পড়ে গেল তারা। নাদিয়া বাম পাশে আরও দুজনকে ফেলে দিল।

বাঙ্কারের দরজা থেকে সৈন্যরা আক্রমণ করতেই জর্ডানের সাবমেশিনগান গর্জে উঠল, ইরিনের পিস্তলও চুপ রইল না।

স্ট্রিগোয়দের প্রথম দলটা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ল, হামলা করার চেষ্টা চালাল তাদের চারপাশ থেকে।

তাদের পেছনে আরও অনেকে চলে এল। ফাদার গুণে দেখলেন, বার জনের মধ্যে চারজন আহত হয়েছে, অবশ্য গুরুতর আহত নয়। একজন রানের চেয়ে বয়সে বড়, বাকিরা বয়সে ছোট হলেও অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আবারও স্মৃতিরা তাঁকে অতীতে টেনে নিতে যেতে শুরু করল।

না প্রভু... দয়া করো...

তাঁর গালের পাশ দিয়ে একটা তীর ছুটে গেল, সহসা যেন বাস্তব সম্পর্কে সচেতন হলেন ফাদার। গাছের একদম কিনারা ঘেঁষে পেছনের মাটিতে গেঁথে গেল তীর।

তিনি বুঝলেন, তাঁর দলের কেউই এরকম খোলা জায়গায় নিরপদ নয়।

'সবাইকে নিয়ে আরও ভেতরে নিয়ে যাও।' হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার কাছে থাকা নাদিয়াকে বললেন ফাদার, 'আমি থামাচ্ছি ওদেরকে...'

'থামো!' এত পরিচিত একটা স্বর ডেকে উঠল যে রান আবার তার ক্রুস চেপে ধরলেন, সহসা বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি বর্তমানে নাকি

BanglaBook.org

অতীতে আছেন।

তিনি শুনলেন, কিন্তু জঙ্গল যেন একদম চুপ মেরে গেছে এখন।

এমনকি স্ট্রিগোয়রাও মাটির নিচে চলে গেছে। কিন্তু সূর্য কাছাকাছি চলে এলে তারা আর অপেক্ষা করবে না। যেকোন সময় দলবেঁধে আক্রমণ করতে পারে।

তাঁর মনে হলো তিনি কল্পনায় এ শব্দটা শুনেছেন, অতীতের এক টুকরো স্মৃতি বাস্তব হয়ে উঠল যেন। জোর করে বাদ দিতে চাইলেন এসব।

এরপর আবার শুনলেন, 'রান করজা!'

এই বাচনভঙ্গি, এই সুরের মূর্ছনা, এমনকি এর ভেতর লুকিয়ে থাকা ক্রোধটাও তার চেনা। বর্তমানে থাকার জন্য নিজের সাথেই লড়াই চালিয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর নাম ধরে ডাকায় আবার যেন অতীতে ফিরে গেলেন।

এলিজাবেটা যেন দুই হাত বাড়িয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

তিনিও সাড়া দিলেন।

হঠাৎ বন্দুকের গুলি এসে বিদীর্ণ করে দিল তাঁর বুক।

দুই হাত এলিজাবেটার দিকে বাড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

সে করজার সামনে অন্যরূপে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঘন কালো চুলে যেন আগুন লেগেছে, তার হৃৎস্পন্দন শুনতে পেলেন তিনি। যদিও ফাদার জানেন, এলিজা এখানে নেই, থাকার কথাও নয়, থাকতে পারে না!

কিছুটা দূরত্ব রেখে গাছের ছায়ায় দাঁড়াল এলিজাবেটা। এত দূর থেকেও তার গালের বক্রতা, উজ্জ্বল চোখের নাচন, কাঁধ বেয়ে নেমে আসা লম্বা চুল সবকিছু ঠিকই চিনতে পারছিলেন ফাদার। তার ঘ্রাণ ও ঠিক আগের মতই।

তাঁকে একসময় পাগল করে তোলা সেই গোলাপি ঠোঁটজোড়া হেসে বলল, 'আপনার কৃতকর্মই আমাদেরকে এখানে এনেছে ফাদার করজা, মনে রাখবেন।'

এরপর সে তার গ্লক পিস্তল তুলে গুলি করতে লাগল।

ফাদারের বুক ছিন্নভিন্ন করে দিল বুলেট।

রূপার বুলেট।

পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে এল চোখের সামনে, পড়ে গেলেন তিনি।

সকাল ৬টা ৫০ মিনিট

ফাদার ঢলে পড়তেই তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে গুলি চালাল জর্ডান।

BanglaBook.org

করজাকে গুলি করা লালচুলো মহিলা একটা গাছের পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

এই গর্দভ এরকম খোলা জায়গায় এভাবে কেন বেরিয়েছে?

রানকে দেখে মনে হচ্ছে উনি লুকোতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে হত-বিহ্বল হয়ে গেছেন। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত বাড়িয়ে রেখেছেন ওই নারীর দিকে।

জর্ডান তার 'হেকলার অ্যান্ড কচ' সাবমেশিনগান দিয়ে গোলাগুলি চালিয়ে যেতে লাগল, নাদিয়াকে কভার করার চেষ্টা করতে লাগল যেন সো ফাদারের কাছে পৌঁছাতে পারে।

স্ট্রিগোয়রা হামাগুড়ি দিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকে রূপার বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হতে চাচ্ছে না। জর্ডান আশা করল, তার ম্যাগাজিনে যথেষ্ট বুলেট আছে।

ইরিন তার অস্ত্র হাতে নিয়ে দরজার অপর পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসল।

ওর হাতে হয়তো জর্ডানের মত এত শক্তিশালী অস্ত্র নেই কিন্তু যা আছে সেটা দিয়েই চমকে দিচ্ছে শত্রুদের। পায়ে গুলি করেছে সে, প্রাণে না মেরে আহত করতে চেয়েছে, যেমনটা রান করেছিলেন। এই মুহূর্তে তাদেরকে না মেরে এভাবে তাদের গতি কমিয়ে দেওয়া সহজ মনে হচ্ছে।

নাদিয়ার উরুর পেছনের অংশে একটা তীর এসে বিঁধল। কিন্তু রানকে টেনে নিয়ে বাঙ্কারের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আঘাতের দিকে ভ্রুক্ষেপও করল না নাদিয়া।

'ইম্যানিউয়ল কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জর্ডান।

'নেই।' নাদিয়া দাঁতে দাঁত চেপে তীর ছুঁড়লসে। তার উরু থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, রক্ত ফুটছে টগবগ করে। পোড়া মাংসের গন্ধ কড়া ছড়াতে লাগল চারপাশে।

ইরিনের অবস্থা বুঝতে পারল জর্ডান।

'হাঁটতে পারবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল জর্ডান, 'চাইলে আমার এক কাঁধ ব্যবহার করতে পারেন-'

'হাঁটতে পারব।'

নাদিয়া ওদেরকে দ্রুত বাঙ্কারের দরজা থেকে সরিয়ে নিল, উরুতে বেঁধে রাখা ওয়াইনের বোতল থেকে এক চুমুক পান করল সাবধানে।

তাদের পেছনে বন্ধ থাকা দরজার ওপাশ থেকে জোরাল আওয়াজ ভেসে। কিছু একটা ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়।

পাত্তা দিল না নাদিয়া। একটু ভেতরে ঢুকে রানকে মেঝেতে নামাল।

BanglaBook.org

রানের উরু থেকে ক্যার‍্যামবিট ছুরিটা খুলে নিয়ে তাঁর বুকের ওপর থাকা চামড়ার বর্মটা ছিঁড়ে ফেলল নাদিয়া।

'আমাদেরকে দ্রুত কাজ করতে হবে। বিলিয়ালরা দরজা দিয়ে যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে।'

ইরিন তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল, 'আপনি কীভাবে জানেন, তারা আসবে?'

'ওরা আসবেই, কারণ ওরা স্ট্রিগোয়। স্ট্রিগোয়রা সূর্যের আলোতে মারা যাবে। লুকোনোর জায়গা দরকার হবে ওদের।'

নাদিয়া ক্যার‍্যামবিট ছুরির প্রান্ত দিয়ে রানের বুক চিরে একটা বুলেট বের করে আনল। বুলেটটা ফেটে ফুলের মতো ছড়িয়ে গেছে।

'গুলির ভেতরটা ফাঁপা ছিল!' বলে উঠল জর্ডান, দেখেই বুঝে ফেলেছে।

হামলাকারীরা ভালো করেই জানতো কাদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তারা।

নাদিয়া দ্রুত আরও ৬টা বিকৃত হয়ে যাওয়া বুলেটগুলো বের করল করজার শরীর থেকে। একজন মানুষ এতগুলো জখম নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, সম্ভবত কোন স্যাঙ্গুইনিস্ট ও পারে না।

রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল মেঝেতে।

রানের বুকে হাত রেখে ইরিন বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, ওনার রক্ত পড়া আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।'

জর্ডানের মনে পড়ে গেল, জেরুজালেমে রান তাঁর চিরে যাওয়া হাত নিয়ে কী দেখিয়েছিলেন।

নাদিয়া ইরিনের হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তাঁর রক্ত বেরিয়ে রূপার বিষাক্ত প্রভাব দূর করে দিচ্ছে। রক্ত বের না হলে উনি মারা যাবেন।'

'কিন্তু তাহলে এত রক্তক্ষরণে মারা যাবেন না তিনি?' জিজ্ঞেস করল ইরিন।

নাদিয়ার মুখ শক্ত হয়ে গেল, 'যেতে পারেন।' স্বীকার করে নিল সে, একপলক তাকাল দরজার দিকে।

স্ট্রিগোয়রা দরজায় আঘাত করা থামিয়ে দিয়েছে। জর্ডান বা নাদিয়া কেউই এই নীরবতাকে ভালোভাবে নিল না।

নাদিয়া দাঁড়াল, রানকে এক কাঁধে করে নিয়ে যাবে।

ইরিন তাকে সাহায্য করতে এল, 'কী করব আমরা? পানিপথে বেরিয়ে

BanglaBook.org

যাওয়ার চেষ্টা করব?’

‘ওটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ।’ তার খালি হাতের দিকে নির্দেশ করে বলল নাদিয়া, ‘আমাদের অবশ্যই সূর্যের আলোতে পৌঁছাতে হবে।’

দ্রুত দৌড়াতে লাগল ওরা।

জর্ডান পিয়ার্সকে বয়ে নিয়ে এগোতে শুরু করল। করজা নিয়ে কিন্তু নাদিয়া ওকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল সামনে।

ওরা যখন প্যাসেজওয়েয়ের মাঝামাঝি জায়গায়, ঠিক তখন পেছনে বজ্রধ্বনি তুলে বিস্ফোরণ ঘটল।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল জর্ডান।

শত্রুরা দরজার অপর পাশ থেকে বিস্ফোরক ব্যবহার করেছে।

ইরিনের কী অবস্থা সেটা দেখতে ঘাড় ফেরাল জর্ডান। র অনেক পেছনে রয়েছে ইরিন। দৌড়াচ্ছে। ক্রুদ্ধ গর্জন প্রতিধ্বনি হয়ে ভেসে আসছে টানেলের পেছনের অংশ থেকে।

দরজা উড়িয়ে জানোয়ারগুলো ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

এবং তারা ক্ষীপ্ত।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৯

২৭ অক্টোবর
অজানা সময়
অজ্ঞাত স্থান

নতুন বিছানায় পাশ ফিরে শুলো টমি। স্বস্তি পাচ্ছে না। ও কোথায় আছে, এখন কত বাজে, এসব ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই টমির। তবে এটাকে কোনো হাসপাতাল মনে হচ্ছে না। নতুন ঘরটাকে পরীক্ষা করে দেখল, ওর সন্দেহ, এটা একধরনের জেলখানা।বাজে চিন্তাগুলোকে আপাতত দূরে সরিয়ে রাখল টমি।

চারদিকে তাকাল সে।

জানালাবিহীন দেয়ালগুলোতে রূপালি রঙ করা, রুমে তিনটা বিভিন্ন ধরনের ভিডিও গেইম কনসোল আছে। আমেরিকান চ্যানেলসহ ফ্ল্যাট-স্ক্রিন টেলিভিশন রাখা আছে একটা।

ওর বিছানার শেষ প্রান্তের দিকে একটা দরজা আছে। ওটা দিয়ে বাথরুমে যাওয়া যায়। বাথরুমের ভেতরে নামীদামী ব্র্যান্ডের সাবান ও শ্যাম্পু রাখা।

রুমে আরেকটা দরজা আছে, ওটা গেছে করিডোরে। কিন্তু ওকে যখন এখানে আনা হয়েছিল, তখনও অজ্ঞান থাকা বলতে পারছে না ঠিক কখন ওকে আনা হয়েছে। আর ওই করিডোরটা কোথায় গিয়ে মিলেছে সেটাও ওর অজানা।

কিছু অপরিচিত ডাক্তার তার হাড়গুলো ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে, ক্ষত সারিয়ে দিয়েছে সেইসাথে ব্যথানাশক ঔষধও দিয়েছে ওকে। ঘাড় সেরে উঠছে ইতিমধ্যে। হাড়গুলোও জোড়া লেগে গেছে। মাসাডায় ওর সাথে যা হয়েছে তার ফলেই ওর ক্যান্সার সেরেছে, শুধু তাই নয়, ওর আরোগ্য ক্ষমতাও বেড়ে গেছে, অনেক দ্রুত সেরে উঠছে টমি।

সে জেগে উঠার পর থেকে যা খেতে চেয়েছে এখানকার লোকেরা ত-াই দিয়েছে - বার্গার, ফ্রাই, পিৎজা, আইসক্রিম! ওর ক্ষুধা বেড়ে গেছে অবিশ্বাস্য মাত্রায়। প্রচুর পরিমাণে খেতে হয়েছে ওকে। আর হয়তো এই

BanglaBook.org

খাবারগুলোই ওকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করেছে।

কেউ টমিকে বলেনি ও কোথায় আছে এখন অথবা এখানে সে কী করছে।

পুরো একঘণ্টা সময় কেঁদে নষ্ট করেছে ও, কিন্তু কেউই আসেনি এই সময়ে। হঠাৎ টমি বুঝতে পারল, সে কেঁদে শুধু সময়ই অপচয় করেছে। কান্না বাদ দিয়ে পালানোর চিন্তা করতে শুরু করল ও।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত টমি ভালোভাবে পরিকল্পনা করতে পারল না। দেয়ালগুলো কংক্রিটের তৈরি, তার মনে হতে লাগল যে দেয়ালে ক্যামেরা ফিট করে রাখা আছে।

গার্ডরা দরজায় থাকা ফাঁকা একটা অংশ দিয়ে ওর খাবার ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেছে। এই দরজা দিয়ে করিডোরে যাওয়া যাবে।

হঠাৎ খুলে গেল দরজা।

টমি উঠে বসল টমি। এখনও ভালোভাবে দাঁড়াতে পারে না।

একটা পরিচিত অবয়ব লম্বা পা ফেলে ভেতরে ঢুকল, ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল টমির ভেতর। এই ছেলেটাই ওকে হাসপাতাল থেকে কিডন্যাপ করেছিল। অদ্ভুত ছেলেটা হেঁটে ভেতরে এল, টমির কাছে এসে এমনভাবে বসল যেন তারা কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু!

ধূসর সিল্কের শার্ট আর দামী ধূসর প্যান্ট ছেলেটার পরনে।

সাধারণ কোন বাচ্চা ছেলের মত জামা কাপড় পরেনি ও।

'হ্যালো।' ছেলেটার দিকে ঘুরে টমি বলল। হাত বাড়িয়ে দিল, বুঝতে পারল না আর কী করবে, 'আমি টমি।'

'আমি জানি তুমি কে', ছেলেটির উচ্চারণ বেশ অদ্ভুত, কাঠখোট্টা।

তবে টমির সাথে সুন্দরভাবে হাত মেলাল। টমির মনে হলো ওর জীবনে ছোঁয়া সবচেয়ে ঠাণ্ডা হাত হলো এই ছেলেটার হাত।

ওকে কি উত্তরমেরুর দেশে নিয়ে আসা হয়েছে?

ছেলেটি ওর হাত ছাড়ল, 'আমরা তো এখন বন্ধু, তাই না? তুমি আমাকে অ্যালিওসা বলে ডাকতে পার।'

বন্ধু কখনও বন্ধুকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে না।

কিন্তু টমি এসব কিছু না বলে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করল।

'আমি এখানে কেন?'

'তোমার কি অন্য কোথাও থাকার কথা ছিল?'

'অন্য যেকোনো কোথাও থাকতে পারতাম', সে স্বীকার করল, 'এই

BanglaBook.org

জায়গাটা জেলখানার মত মনে হচ্ছে।'

ছেলেটা একটা মোটা স্বর্ণের আংটি নিজের সাদা আঙুলের ওপর ঘুরিয়ে বলল, 'হুম খাঁচার মতই অনেকটা, তবে এটা স্বর্ণের, ঠিক না?'

টমি কোন খাঁচায় থাকতে চায় না, সেটা স্বর্ণের হোক বা না হোক। কিন্তু ও ছেলেটাকে রাগিয়ে দিতে চায় না। সত্যি বলতে, টমি এই মুহূর্তে আবার একা হয়ে যেতে চাচ্ছে না। তাই, এখন এই অদ্ভুত ছেলেটার সঙ্গ দরকার, যদি এতে ও কিছু জানতে পারে!

'যখন তোমার বয়সী ছিলাম তখন আমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সোনার পাত দেয়া খাঁচাগুলোর একটায় থাকতাম।' , ছেলেটির শান্ত ধূসর চোখ রুমের চারদিক ঘুরে এল, 'কিন্তু এরপর আমি মুক্ত হয়ে গেলাম, তোমার মতো।'

'আমি এটাকে মুক্ত মনে করছি না।' , রুমের চারদিকে ইঙ্গিত করে বলল টমি।

'আমি তোমার রক্ত মাংসের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা বললাম।' ছেলেটা উঠে একটা গেইম কন্ট্রোলার তুলে নিল, 'অনেকেই এটা চায়।'

'তুমি কি মুক্ত?' টমি উঠে অপর কন্ট্রোলারটা তুলে নিল, দেখে মনে হলো কাজটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

ছেলেটা স্ক্রিনে একটা এক্স-বক্স গেইম খেলতে শুরু করল,

'একটা প্রথার পর।'

'মানে?'

স্ক্রিনে গেইমটা ভালোভাবে লোড হয়ে যাওয়ার পর অ্যালিওসা টমির দিকে তাকাল, 'তুমি অমর, ঠিক তো?'

টমি নিজের কন্ট্রোলার নিচে নামিয়ে বলল, 'কী?'

"গডস অভ ওয়ার" গেইমটা শুরু করার আগমুহূর্তে জবাব দিল অ্যালিওসা, 'তুমি এখন এটা এখনও জানো না? এটা বোঝানোর জন্যই তো তোমাকে মরুভূমিতে ওরকম অবস্থা করেছিলাম।'

টমি বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করল। ওদিকে ড্রামবিটের সাথে গেইমের থিম মিউজিক বাজতে শুরু করেছে।

'তুমি কি অমর, অ্যালিওসা?'

আমার জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে এমন অনেক উপায়ই আছে। কিন্তু ওগুলো এড়িয়ে চললে আমি চিরকালের জন্য বেঁচে থাকতে পারব। আর

BanglaBook.org

তাই আমরা অনেক লম্বা সময়ের জন্য বন্ধু হয়ে যেতে পারি।'

অ্যালিওসার কথায় টমি একাকীত্বের ছোঁয়া খুঁজে পেল।

সে হতাশার সুরে নরমভাবে বলল, 'তাহলে আমিও তোমার মত?'

অ্যালিওসা এমনভাবে নড়ল যেন এই প্রসঙ্গে কথা বলতে বিরক্ত হচ্ছে, 'নাহ তুমি আমার মত নয়। দীর্ঘদিনের ইতিহাস বলে, তোমার মত আর শুধুমাত্র *একজনই* আছে। বুঝতেই পারছো, বন্ধু, তুমি স্পেশাল।'

'অপরজন কি এখনও আছে আশেপাশে? '

'হ্যাঁ অবশ্যই আছে! তোমার মত তিনিও মারা যাবেন না বা নিজের জীবন নিজে হরণ করতে পারবেন না।'

'চিরকালের জন্য?'

'সময়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।'

রুমের চারপাশে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল টমি। চিরকালের জন্য কি এখানে সে বন্দী থাকবে?

এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে হাসি পাচ্ছিল ওর, কিন্তু টমির মনের কিছু অংশ বলছে অ্যালিওসা ওকে সত্য কথাই বলেছে, তবে এর বিশালতা সম্পর্কে বলেনি।

টমি আত্মউপলব্ধি করল।

অমরত্ব কোনো আশীর্বাদ নয়।

এটা অভিশাপ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪০

২৭ অক্টোবর,
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সকাল ৬টা ৫৫ মিনিট
হার্মসফেল্ড লেকের নিচে, জার্মানি

পিয়ার্সকে কাঁধে নিয়ে দৌড়াচ্ছে জর্ডান।

কংক্রিটের টানেলের পেছনের অংশ থেকে ভয়ংকর বুনো চিৎকার ভেসে আসছে। ওদেরকে ধাওয়া করছে স্ট্রিগোয়ের দল।

ইরিন এখনও বিশ গজ দূরে আছে, জর্ডান চিৎকার করে ডাকল, 'জলদি আসুন!'

'যেতে থাকুন আপনি', জবাব দিল ইরিন। ভয় পেয়েছে সে, অস্থির হয়ে আছে।

জাহান্নামে যাক।

নাদিয়া বাঙ্কারের দূরের পায়ের কাছে পৌঁছে গেছে, রূপার বিষে আক্রান্ত নিস্তেজ ফাদারকে নিয়ে এয়ারলকের দিকে ছুটছে সে। আস্তে ধীরে আসতে থাকা দুই মানব-মানবীর জন্য অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজনবোধ করছে না। আর পিয়ার্সকেও বোধহয় খুব একটা পছন্দ নয়। হয়তো ওদেরকে সাহায্য করার জন্য পেছনে ফিরবে না নাদিয়া।

পিয়ার্সকে কংক্রিটের ওপর নামিয়ে রেখে জর্ডান তার সাবমেশিনগান বের করল,

'দুঃখিত, ফাদার।'

ফ্যাকাশে হয়ে আসা নীল চোখ খুললেন পিয়ার্স, 'মাই চিলড্রেন।'

'ফিরে আসব আমি।' জর্ডান। আশা করল সে তার কথা রাখতে পারবে।

জর্ডান পুরোপুরি উঠে দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ড় তার হাত ধরে রাখলেন পিয়ার্স। পিয়ার্সের মুঠো এখনও অবিশ্বাস্য রকমের শক্ত! তাঁর হাত এখনও হাড় ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। '*ইকারপস। সিয়ে কম্মেন।* সাহায্য করার জন্য। আমি পাঠিয়েছি ওদের।' বললেন পিয়ার্স।

পাশের একটা কক্ষের ভাঙা দরজা দিয়ে বিশাল একখণ্ড কালো মেঘের

BanglaBook.org

মতো ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় ঢুকে পড়ল টানেলে, তাদের মাথার ওপর ক্রমাগত উড়ছে ওগুলো।

ওদের ডানার ঝাপটা থেকে রক্ষা পেতে মাথা নিচু করতে বাধ্য হলো জর্ডান, এদের দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে আসতে লাগল ওর। জর্ডাস পিয়ার্সকে নিয়ে দেয়ালের সাথে চেপে গেল।

ইরিনও প্রায় ওর কাছাকাছি চলে এসেছে। এক হাত মুখের সামনে ধরে বাদুড়ের ঝাপটা থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে সে।

কিন্তু এবার বাদুড়গুলো ওর ওপর চড়াও হলো না।

ওর পেছনে থাকা স্ট্রিগোয় দলের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল বাদুড়গুলো। ঝাঁক ঝাঁক বাদুড়ের আক্রমণে কালো রক্তের বন্যা বইতে শুরু করল টানেলের পেছনের অংশে।

গর্জে উঠল স্ট্রিগোয়রা।

ইরিনকে কাছে টেনে নিল জর্ডান। 'দ্রুত এয়ারলকের কাছে চলে যান। আমি আপনার পেছন পেছন আসছি!'

ইরিন মাথা নেড়ে সায় দিল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে।

পিয়ার্সকে তুলে নিয়ে ইরিনের পিছু পিছু ছুটল জর্ডান।

স্ট্রিগোয়দের সাথে লড়াইয়ে প্রচুর বাদুড় তথা ইকারপস মারা পড়ছে। জর্ডান আশা করল, বেঁচে থাকা ইকারপসগুলো স্ট্রিগোয়দের আটকে রেখে ওদের জন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকুর ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

যদিও এটা স্রেফ একটা আশা মাত্র।

এয়ারলকের দিকে ছুটছে ওরা।

সামনের অন্ধকার থেকে নাদিয়া বেরিয়ে এল, খালি হাতে। তার মানে, ফাদার করজাকে এয়ারলকের কাছে রেখে ওদেরকে সাহায্য করার জন্য ছুটে এসেছে সে। যাক, ওদেরকে ফেলে চলে যাওয়ার চিন্তা করেনি তাহলে!

'দ্রুত চলুন!' চিৎকার করল নাদিয়া। ইরিনকে উঁচুতে তুলে নিয়ে ছুটল সে।

পেছন থেকে রক্তহিম করা গর্জন ভেসে এল। একটা স্ট্রিগোয়- রক্তাক্ত, পুড়ে গেছে, একটা চোখ গায়েব, ওদের দিকে আক্রমণ করতে আসছে। খুব দ্রুত এগোচ্ছে ওটা।

এয়ারলকটা ওদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে এখন।

কিন্তু ওখানে পৌঁছুনোর সৌভাগ্য হবে না জর্ডানের।

BanglaBook.org

সকাল ৬টা ৫৭ মিনিট

নাদিয়ার বজ্রমুষ্টি থেকে নিজেকে জোর করে মুক্ত করে ইরিন। নিজের কাছে থাকা পিস্তলটা হাতে তুলে নিল। 'জর্ডান, নিচু হোন!'

বাধ্য ছেলের মতো নির্দেশ পালন করল জর্ডান।

জর্ডানের ওপর ঝাপিয়ে পড়ছে জানোয়ারটা, ঠিক সেইসময় দম বন্ধ রেখে, লক্ষ্য স্থির করে একটা গুলি ছুঁড়ল ইরিন।

জানোয়ারটা মাথার খুলিতে গিয়ে আঘাত করল সেটা। গতিবেগের কারণে জর্ডানের ওপর দিয়ে বিশাল বপুটা আছড়ে পড়ল টানেলের মেঝেতে। পিছলে চলে এল ইরিনের পায়ের কাছে।

ভয়ে ইরিন পিছিয়ে গেল, কিন্তু নাদিয়া আশ্বস্ত করল ওকে।

'মরে গেছে।'

পিয়ার্সকে তুলে নিল জর্ডান। 'দারুণ শ্যুটিং করলেন।' হাসল সার্জেন্ট।

ওরা সবাই এয়ারলকের কাছে পৌঁছে গেছে এখন। ফাদার করজা আর পিয়ার্সকে আগে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তারপর ঢুকল ইরিন। সবশেষে নাদিয়া আর জর্ডান এয়ারলকের হ্যাচটা দ্রুত বন্ধ করে দিল।

এরপর বাইরের হ্যাচটা খুলতে শুরু করল ওরা। পানি ঢুকতে শুরু করল এয়ারলকের ভেতরে। পানির লেভেল ভেতরে বাইরে সমান হওয়ার পর সাঁতরে এয়ারলক থেকে লেকে বেরিয়ে এল সবাই।

ইরিনের সাঁতরাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। এগোতে পারছে না। ওর পকেটে রয়েছে কনক্রিটের টুকরোগুলো।

পাশ দিয়ে সাঁতার কাটছিল জর্ডান। ইরিনের অবস্থা দেখে ওর জ্যাকেটের কলার ধরল সে। এক হাতে ইরিন আর অন্য হাতে ফাদার পিয়ার্সকে টেনে নিয়ে সাঁতরে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল।

পানির ভেতর দিয়ে সাঁতরে ওপরে ওঠার সময়টাকে অনন্তকাল বলে মনে হলো ইরিনের কাছে।

অবশেষে মুখ খুলে বাতাস নিতে পারল ইরিন। পানির ওপরে পৌঁছে গেছে ওরা।

ধূসর আলো ফুটতে শুরু করেছে আকাশে। সূর্য উঠছে। ফাদার পিয়ার্সের জন্য দুঃসংবাদ। ওরা হয়তো সূর্যের আলো চড়াও হওয়ার আগে হার্মসফেল্ডের চার্চে পৌঁছুতে পারবে না।

BanglaBook.org

রান করজাকে নিয়ে নাদিয়া ইতিমধ্যে নৌকায় উঠে পড়েছে। পিয়ার্সের অজ্ঞান দেহটাকে নৌকায় টেনে তুলতে সাহায্য করল সে। এরপর জর্ডানও উঠে বসল নৌকায়।

ইরিন নৌকার কাঠের কিনারা ধরে অপেক্ষা করছে। জর্ডান ওকে টেনে তুলল।

খুব শীত করছে ওর। জীবনে এত ঠাণ্ডা অনুভূতি কখনও হয়নি। রীতিমতো কাঁপছে। যাক, বেঁচে আছে। এটাই বেশি।

জর্ডান নিজের কোট খুলে ফাদার পিয়ার্সকে ঢেকে দিল।

'আপনার কোট!' ইরিনকে বলল নাদিয়া। 'দ্রুত দিন।'

জর্ডান ইরিনের শরীর থেকে দ্রুত কোটটা খুলে নিল।

নাদিয়া আর জর্ডান মিলে দুই আহত স্যাঙ্গুইনিস্টকে ঢেকে দিল কোট দুটো দিয়ে।

ইরিনের ভীষণ কাঁপুনি হচ্ছে এখন। কাঁপুনি ধাক্কায় নৌকা থেকে পড়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

করজা আর পিয়ার্সকে ঢেকে দেয়ার পর মাথা নিচু করে ধপ করে বসে পড়ল নাদিয়া।

'আপনি ঠিক আছেন?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, ঠিক হয়ে যাব।' ফিসফিস করে বলল নাদিয়া। তার ডান পায়ে বেশ বড় আকৃতির জখম হয়েছে। যদিও পানিতে পরিষ্কার হয়ে গেছে সেটা। কিন্তু তারপরও জখমটা যথেষ্ট গভীর। আহত হওয়া সত্ত্বেও ওদের সবার জীবন বাঁচিয়েছে নাদিয়া।

জর্ডান নোঙ্গর তুলে নৌকার ভেতরে রাখল।

ঠাণ্ডায় কাহিল ইরিন হাতে বৈঠা তুলে নিয়ে নৌকা বাইতে শুরু করল জর্ডানের সাথে।

দ্রুত লেকের তীরে পৌঁছুতে হবে।

হঠাৎ কোটের নিচ থেকে একটা দুর্বল কণ্ঠ ভেসে এল। 'প্লিজ, এটা সরিয়ে দাও।'

ফাদার পিয়ার্স।

'না, আপনি মারা যাবেন।' একটু রেগে জবাব দিল নাদিয়া।

'জানি, আমাকে মুক্তি দাও।'

নাদিয়া কোটের ওপরে হাত নিল। কিন্তু সরাল না। 'প্লিজ, ফাদার পিয়ার্স, জোর করবেন না।'

BanglaBook.org

'আমার পাপমোচনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাদিয়া। 'আমি এখনও পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিনি। ফাদার করজা পারতেন। কিন্তু উনার যা অবস্থা, এই মুহূর্তে উনিও পারবেন না। দুঃখিত, ফাদার।'

'নাদিয়া, তাহলে, এসো একসাথে প্রার্থনা করি।' কাকুতি জানালেন পিয়ার্স।

দুই স্যাঙ্গুইনিস্ট ল্যাটিন ভাষায় প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। ইরিন শব্দগুলোকে অনুবাদ করার চেষ্টা করল।

তীরের কাছাকাছি পৌঁছে আস্তে করে পিয়ার্সের ওপর থেকে কোটটা সরিয়ে নিল নাদিয়া। জড়িয়ে ধরল ফাদার পিয়ার্সের রোগা শরীরকে। এই প্রথম ওকে ভীত বলে মনে হলো।

আকাশে সূর্যের সোনালী আলোর রেশ দেখা যাচ্ছে। 'ঈশ্বরের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হচ্ছে আলো।'

নাদিয়ার গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। চোখের পানি মুছল না সে। পিয়ার্সের হাত শক্ত করে ধরল সে। 'আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।' ল্যাটিন ভাষায় বলল পিয়ার্সকে। 'আপনি পবিত্র।'

সূর্যের তাজা আলোর দিকে মুখ করলেন ফাদার পিয়ার্স। তাঁর শরীর কেঁপে উঠল, বাঁকা হয়ে গেল। হাত আর গলা পুড়তে শুরু করল আলোতে।

চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

নাদিয়া আবার প্রার্থনা করতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে স্থবির হয়ে গেলেন ফাদার।

নাদিয়ার প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর ইরিন একটা শব্দ উচ্চারণ করল। যেটা ও অনেক বছর ধরে উচ্চারণ করেনি। তবে আজ করল, মন থেকেই করল।

'আমিন।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪১

২৭ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সকাল ৭টা ০৭ মিনিট
হার্মসফেল্ড, জার্মানি

লেকের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে নৌকা এগিয়ে নিচ্ছে জর্ডান, সূর্যের দিকে তাকাল ও। জীবনের সবচেয়ে লম্বা রাতের পর আসা সকাল! অবশ্য সে এখনও বেঁচে আছে এটাই বড় কথা।

একে একে জর্ডান তার সাথীদের চেহারা মনে করার চেষ্টা করল, পিয়ার্স.. ইম্যানিউয়ল..

নৌকার এক কোণে পিয়ার্সের দেহ থেকে কোট খুলে নিয়ে ইরিনকে দিল নাদিয়া। পাদ্রির আর এর দরকার নেই, কিন্তু ইরিনের প্রয়োজন। ও এই শীতের সকালের ঠাণ্ডায় কাঁপছে।

নাদিয়া পিয়ার্সকে নৌকায় যতটা সম্ভব বাইরে এনে শোয়াল। তাঁর হাত ক্রসের মত করে ভাঁজ করে রাখল বুকের ওপর।

পিয়ার্সের হাত পায়ের ভয়ংকর জখমগুলোর ওপর নাদিয়ার আঙুল ঘোরাফেরা করল, কিন্ত স্পর্শ করল না।

ইম্যানিউয়লের আলখাল্লা দিয়ে তাঁর মৃত দেহ ঢেকে দিল নাদিয়া, এরপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা নত করল, একই কাজ করল জর্ডান।

এরপর নাদিয়ে ক্রসের মত চিহ্ন তৈরি করে, সূর্যের দিকে তাকিয়ে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিল। পিয়ার্সকে নৌকার কিনারে নিয়ে গেল, ধীরে ধীরে তাঁর দেহটাকে লেকের পানিতে নামিয়ে দিল সে। হ্রদের সবুজ পানিতে ডুবে গেল তাঁর দেহ, কালো আলখাল্লা থেকে বুদবুদ উঠতে লাগল।

ফাদার পিয়ার্সের এমন বিদায়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল ইরিন!

'এই পবিত্র ভূমিতে তিনি থাকতে পারবেন না, তাঁর দেহ ও খুঁজে পাওয়া যাবে না কখনও!' এই বলে বসে পড়ল নাদিয়া। একটা বৈঠা তুলে নিল। 'তিনি যেন তাঁর প্রিয় এই পার্বত্যভূমিতে চিরশান্তি খুঁজে পান, এই কামনা করি।'

শীতে কাঁপছে ইরিন, ওর ঠোঁট নীলবর্ণ ধারণ করে বেশ সংকুচিত হয়ে গেছে, এরপরও বৈঠা বাইছে সে।

BanglaBook.org

জর্ডান পেছনে তাকাল। কুয়াশায় ওদিকের তীর দেখা যাচ্ছে না। তবে ডান দিকের পাড়টা ঠিকই দেখতে পেল।

সামনের বনে দুইটা পাখি ডেকে উঠল, ভোরের শুভেচ্ছা বিনিময় করল যেন।

তীরে এসেও নৌকার গতি কমাল না জর্ডান। নৌকা যেন নিজের গতিতে কাদায় গিয়ে আটকে যায় সেই চেষ্টা করল।

'এখানে অপেক্ষা করুন।' সতর্ক করে দিল জর্ডান।

ইরিন মাথা নাড়ল, এখনও কাঁপছে।

নাদিয়া সাড়া দিল না।

জর্ডানের বুটের ভেতর কাদা ঢুকে গেছে। তবে সূর্যের আলোতে অবশেষে ডাঙায় আসতে পেরে ভালোই লাগছে ওর।

তাদের 'ডুকাটি' বাইকগুলো যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল সেদিকে জর্ডান তাড়াতাড়ি পা বাড়াল। সম্ভবত তারা এক ঘণ্টারও কম সময়ে অ্যাবিতে পৌঁছাতে পারবে। রানকে সুস্থ করে তোলার জন্য হয়তো ফাদার লিওপোল্ডের কাছে কোন ঔষধ আছে।

গাছের আড়ালে পৌঁছাতেই জর্ডান থেমে গেল! নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে তিনটা বাইক! চিন্তিত হয়ে পড়ল জর্ডান, আশেপাশে তাকাল।

স্ট্রিগোয়রা সূর্যের আলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য লুকিয়ে আছে কিন্তু জর্ডান জানে, বিলিয়ালরা তাদের দলে মানুষদেরকেও নিযুক্ত করেছে।

এই মুহূর্তে জর্ডান একটা ভয়ংকর সত্য অনুধাবন করল।

দিনের আলোতেও ওরা নিরাপদ নয়।

সকাল ৭টা ১২ মিনিট

কর্দমাক্ত তীরে দাঁড়িয়ে ইরিন তার লেদারের কোট ভালোভাবে গায়ে জড়িয়ে নিল। জর্ডান যে গাছগুলোর আড়ালে গিয়েছে সেদিকে তাকাল ইরিন, কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না ওইদিকে। ভয় পেয়ে গেল ও।

নাদিয়া তার উরুতে বেঁধে রাখা ওয়াইনের বোতল তুলে নিয়ে রানকে দিল। সূর্যের আলো থেকে রানকে এখনও দূরে রেখেছে নাদিয়া।

ইরিন একবার ভাবল রানের কী অবস্থা সেটা, কিন্তু নাদিয়ার ভয়ে আর সাহস করল না। কীভাবে রানের সেবা করতে হবে তা নাদিয়াই হয়তো ভাল জানে। সে হয়তো রানকে ইরিনের জন্মের আগে থেকেই চেনে।

বন থেকে বেরিয়ে এল জর্ডান, ইরিন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু বিমর্ষ জর্ডানকে দেখেই ইরিন বুঝে গেল খারাপ খবর আছে।

রানের ঢাকা মাথার ওপর এক হাত রেখে নাদিয়া বসে পড়ল।

BanglaBook.org

‘কেউ একজন বাইকগুলো নষ্ট করে দিয়েছে’, জর্ডান কথাটা এমনভাবে বলল যেন দোষটা ওর নিজের।

‘সবগুলোই নষ্ট করে দিয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল নাদিয়া।

মাথা নাড়ল জর্ডান, ‘হ্যাঁ, সময় আর যন্ত্রপাতি ছাড়া ঠিক করা যাবে না।’

‘দু’টোর কোনটাই আমাদের নেই,’ নিজের আহত পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল নাদিয়া। হঠাৎ ওর চেহারায় ভয়ের ছায়া পড়ল, ‘এখন যদি আমাদের হাঁটতে হয় তবে রানকে জীবিত অবস্থায় অ্যাবিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।’

‘তাহলে হার্মসফেল্ড গির্জায় নিয়ে গেলে কেমন হয়? আপনি বলেছিলেন ওখানে ফাদার পির্য়াস আশ্রয় পেতে পারতেন। এখন যদি রানকে সেখানে নিয়ে যাই?’ বলল ইরিন।

হেলান দিয়ে বসল নাদিয়া, রানকে ঢেকে রাখা কোটের ওপর হাত বোলাল।

‘আমাদের যা দরকার সেটার জন্য প্রার্থনা প্রয়োজন।’

সকাল ৭টা ১৪ মিনিট

সকালের সূর্যের আলোয় কুয়াশা দূর হয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ কুয়াশা দূরীভূত হয়ে গেলে ওদের পক্ষে আর লুকিয়ে থাকা সম্ভব হবে না। তিনজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ, চুরি করে আনা একটা ছোট নৌকা, সাথে একজন আহত লোক।

ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়!

নাদিয়া নৌকা থেকে নামল। অচেতন রানকে কাঁধে নিয়ে হার্মসফেল্ডের ছোট একটা গ্রামের দিকে যেতে শুরু করল সে।

জর্ডান বাধা দিল, ‘উনাকে আমার কাছে দিন প্লিজ।’

‘কেন? আমাকে কি দুর্বল মনে হচ্ছে?’ নাদিয়ার চোখ সরু হয়ে এল।

‘যদি কেউ দেখে যে আপনার মত ছোটখাটো একজন মহিলা মানুষ উনার মত পূর্ণবয়স্ক লোককে এত সহজে নিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে মনে।’

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রানকে জর্ডানের কাঁধে তুলে দিল নাদিয়া।

জর্ডানের কাঁধে রান একদম মৃতের মত স্থির হয়ে রইলেন।

এখন নাদিয়ার ওপর জর্ডানকে ভরসা করতে হবে।

নাদিয়া ওদেরকে বনের মধ্য দিয়ে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জর্ডানের এখন মনে হতে লাগল, নাদিয়া যদি গ্রামের ভেতর নিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত রানকে তার নিজের কাঁধে তুলে নিত, ভালোই হতো তাহলে!

BanglaBook.org

কিন্তু দশ মিনিটের ভেতরেই ওরা তুষারাবৃত মূল পাকা রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। নাদিয়া ওদেরকে একদম এলোমেলো ভাবে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে লোকজনের কথা শুনতে পেয়ে হাঁটা থামিয়ে দিচ্ছে। ইরিন ও জর্ডানের অনেক আগেই বহুদূর থেকে মানুষজনের কথা শুনতে পাচ্ছে নাদিয়া।

ইরিনের দিকে এক পলক তাকাল জর্ডান। শীতে একদম জমে গেছে ও। কিন্তু জর্ডানের মত কোন ভারী বোঝা ওকে বইতে হচ্ছে না বলে ওর একটু বেশিই ঠাণ্ডা লাগছে, ঠোঁট জোড়া নীল হয়ে গেছে, কাঁপছে।

অবশেষে ওরা গ্রামের গির্জায় এসে পৌঁছুল। এই শক্তপোক্ত ভবনটা কয়েক শতক আগে স্থানীয় পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে। এর নির্মাতারা ধনুকাকৃতির খিলানের সাথে দু'পাশে রঙিন কাচের জানালা তৈরি করেছিলেন। নাদিয়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে দ্বিমুখী দরজার কাছে গিয়ে খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু তালাবদ্ধ ওগুলো।

রানকে ভূমিতে নামিয়ে রাখল জর্ডান। হয়তো ও তালাটা খুলতে পারবে।

নাদিয়া কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়ে একটু গতি তুলে ছুটে এসে দরজায় লাথি বসিয়ে দিল। খুলে গেল কাঠের দরজা। নিঃশব্দে কাজটা করা যায়নি অবশ্য, তবে কাজ তো হয়েছে।

নাদিয়া ভেতরে ঢুকল। রানকে তুলে নিয়ে নাদিয়াকে অনুসরণ করল জর্ডান, ওর পেছনেই ইরিন। গির্জার দরজা ভেঙে একজন মৃত মানুষকে নিয়ে ভেতরে ঢুকছে- জর্ডান চাচ্ছে না কেউ তাদের এই অবস্থায় দেখে ফেলুক।

ইরিন ও একই ভয় পাচ্ছে। তাই দ্রুত দরজা লাগিয়ে দিল ও।

এরমধ্যে বেদিতে পৌঁছে গেছে নাদিয়া। চারপাশ তন্নতন্ন করে ফেলল,

'কোন পবিত্র ওয়াইন নেই!'

অসাবধানতাবশত তার কনুই লেগে একটা খালি পাত্র পাথরের মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল।

'একটু আস্তে শব্দ করলে ভালো হয়।' কথাটা জর্ডান নাদিয়াকে কষ্ট দেয়ার জন্য বলেনি।

নাদিয়া জবাবে কিছু একটা বলল, শুনে মনে হলো গালিগালাজ করছে, এরপর বেদির পেছনে কাঠের যিশুর মূর্তির দিকে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল।

ও গাছে খোদাই করা মূর্তিটার সাথে পিয়ার্সের অনেক মিল! অদ্ভুতুড়ে ব্যাপারটা দেখে লাফিয়ে পেছনে সরে গেল জর্ডান!

কী করতে চাচ্ছে নাদিয়া?

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪২

২৭ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সকাল ৭টা ৩১ মিনিট
হার্মসফেল্ড মাউন্টেইন, জার্মানি

মৃত স্যাঙ্গুইনিস্টের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাথোরি, তার দেহটা প্রাচীন পাইন গাছের সাথে এখনও তীরবিদ্ধ হয়ে আছে।

তীরের পালক লেগে থাকা প্রান্ত ধরে মৃত হাত থেকে তীর টেনে বের করে আনল বাথোরি, নিস্তেজ হয়ে যাওয়া হাতটি ভেঙে ঝুলছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের হাতের কাজ দেখতে লাগল সে।

উজ্জ্বল সূর্যের আলো এসে পড়ছে বনে। লিন্ডেন গাছের হলুদ পাতা থেকে বরফ গলে গলে পড়ছে।

যুদ্ধের ফলে ছোটখাটো একটা তাণ্ডব বয়ে গেছে এখানে: কিছু খুঁড়ে রাখা মাটি, গাছের গায়ে বিঁধে থাকা কয়েক রাউন্ড গুলি আর মাটিতে লেগে থাকা রক্তের কালচে ছোপ। ভালোভাবে বৃষ্টি হলে দুই সপ্তাহ পর আর কেউ বুঝতেই পারবে না এখানে কী হয়েছিল, শুধুমাত্র এই জঘন্য দেহটা গাছের সাথে না বিঁধে না থাকলেই হত!

আরেকটা তীর টেনে খুলে আনল বাথোরি, যদি তার কাজটা তারেকের ওপর চাপিয়ে দিতে পারত, ভালো হতো! কিন্তু সে পারবে না, অন্তত দিনের বেলায় নয়। এমনকি সূর্যের আলোতে ম্যাগরও অনেক কষ্ট করেছে, তার শরীর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। তাই বাথোরি ওকে অন্যদের সাথে বাংকারে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।

ধীরে ধীরে মৃতের শরীর থেকে সবগুলো তীর একটা একটা করে খুলে নিতে লাগল বাথোরি।

খারাপ খবর হলো করজা এখানে তীরবিদ্ধ হয়নি, কিন্তু ছয়টা রূপার স্লাগ তাঁর শরীরে ঢুকে যাওয়ার পর তিনি পড়ে গিয়েছিলেন- নিজ চোখে দেখেছে বাথোরি। এই অবস্থায় করজা আর খুব বেশি সময় টিকতে পারবেন না। তীর নিক্ষেপ করার সময় তাঁর মুখে বিস্ময়ের ছায়া দেখতে পেয়েছে বাথোরি। বাথোরিকে তিনি এলিজাবেটা ভাবছিলেন, যে কিনা

BanglaBook.org

অনেক আগেই মারা গেছে। হয়তো এটাই তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যথেষ্ট।

স্যাঙ্গুনিস্টের শরীর থেকে বাথোরি শেষ তীরটাও খুলে নিল। এই ব্যক্তি যদি স্ট্রিগোয় হয় তবে সূর্যের আলোতে সে ছাই হয়ে যাবে আর বাথোরিও রক্ষা পাবে ঝামেলা থেকে।

হাল ছেড়ে দেওয়ার আগেই বাথোরির মাথায় নতুন একটা বুদ্ধি এল।

বইটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে জানে এটা কোথায় পাওয়া যাবে।

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সে এটাও জানে, কে তাকে সাহায্য করতে পারবে!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৩

২৭ অক্টোবর,
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সকাল ৭টা ৩৪ মিনিট
হার্মসফেল্ড, জার্মানি

খুব যন্ত্রণা অনুভব করলেন ফাদার করজা। জ্ঞান ফিরলেও উনার মনে হলো, এই যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে বরং মরে যাওয়াই ভালো ছিল। নাদিয়া, ইরিন ওরা যদি ওনার জ্ঞান ফিরিয়ে না আনতো, ভালো হতো।

জঙ্গলে জখম হওয়ার কথা ভাবলেন তিনি। কাকে দেখেছিলেন তিনি? এলিজাবেটা?

নাহ, ওটা এলিজাবেটা নয়। তবে এলিজাবেটার চেহারার সাথে মিল আছে। তাহলে সে কি এলিজাবেটার কোনো বংশধর?

'রান,' একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন ফাদার। 'আপনাকে বাঁচতেই হবে।' ফাদার করজার চোখ ভারী হয়ে রয়েছে। খুলতে পারছেন না।

কণ্ঠটা এলিজার নয়। এই কণ্ঠে একই সাথে রাগ ও ভয় মিশে রয়েছে।

নাদিয়া?

কিন্তু নাদিয়া তো কোনোকিছুতে কখনও ভয় পায় না।

ফাদার করজা অনেক কষ্টে চোখের পাতা খুললেন। হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। ইরিন ও জর্ডান রয়েছে তাঁর কাছেপিঠে।

'রান...' আবার সেই কণ্ঠ। 'আমার জন্য হলেও আপনাকে কাজটা করতে হবে, ফাদার।' নাদিয়ার হিমশীতল আঙুলগুলো করজার গাল ছুঁয়ে দিল। 'আপনার ও আমার সব ওয়াইন আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন এটা আপনাকে পবিত্র করে শুদ্ধ করতেই হবে। নইলে আপনার সাথে আমিও মারা যাব, ফাদার। আর যদি আপনি কাজটা না করেন তাহলে বাঁচার জন্য আমাকে আমার ব্রত ভাঙতে হবে কিন্তু!'

ইরিন ভাবল একই ওয়াইন অথচ স্রেফ কিছু শব্দ আউড়িয়ে, ভার্স পড়ে, প্রার্থনা করে সেটাকে নাকি পবিত্র করা যায়! শুদ্ধ করা যায়! শুদ্ধ করে নিয়ে সেটা পান করলে স্যাঙ্গুইনিস্টদের ক্ষমতা পুনরায় উৎপাদন হয়! কিন্তু সাধারণ ওয়াইন পান করলে কাজ হয় না! এসব বিজ্ঞানের পরিপন্থী।

BanglaBook.org

আসলে পুরোটাই মনের ব্যাপার হয়তো। ওয়াইন পবিত্র করা হয়েছে এই বিশ্বাসটা মনের ভেতরে গেঁথে নেয়ার ফলেই হয়তো স্যাঙ্গুইনিস্টদের ওপর তথাকথিত পবিত্র ওয়াইন বা যিশুর রক্ত কাজ করে। এসব অলৌকিক বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়।

অলৌকিক জিনিসের ওপর বিশ্বাস যে কতটা নিষ্ঠুর ও একরোখা হতে পারে সেটার স্মৃতি ইরিনের মানসপটে খোদাই করা হয়ে গেছে অনেক আগেই। ওর ছোট বোন এমা গ্রেঞ্জার যখন জন্ম হয় ওর মা টানা কয়েকদিন প্রসব বেদনায় প্রচণ্ড কষ্ট পাওয়ার পরও ওর বাবা তার অন্ধবিশ্বাসের কারণে স্ত্রীকে কোনো হাসপাতালে নেননি বা বাসায় কোনো ডাক্তার-নার্সকেও ডাকেননি। অবর্ণনীয় প্রসব বেদনা ভোগ করার পর অবশেষে যখন এমা গ্রেঞ্জারের জন্ম হয় তখন ছোট্ট এমা এতটাই বিধ্বস্ত ছিল যে কাঁদছিল না পর্যন্ত! সদ্য ভূমিষ্ঠ বাচ্চাটির চিকিৎসা করানোর প্রয়োজনবোধ করেনি ইরিনের বাবা। ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসই ছিল তার একমাত্র ভরসা। তাই তিনি প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। তার ভাষ্য, ঈশ্বর যদি এই শিশুকে সুস্থ করাটাকে প্রয়োজনবোধ করেন তাহলে এই প্রার্থনায় খুশি হয়ে তিনি অলৌলিক উপায়ে সুস্থ করে দেবেন। আর যদি তিনি না চান, তাহলে তার জিনিস তিনি নিজের কাছে তুলে নেবেন!

ইরিনের বাবার সেই ঈশ্বর নবজাতিকা এমা গ্রেঞ্জারকে বাঁচানোর কোনো প্রয়োজনবোধ করেননি। জন্মের দুই দিন পর ধুকতে ধুকতে এমা গ্রেঞ্জার মারা যায়।

নাদিয়া ইরিনকে হেঁচকা টান মেরে নিজের কাছে নেয়ায় অতীত স্মৃতির রেলগাড়ি লাইনচ্যুত হয় ইরিনের।

'আমি এটা করতে বাধ্য হচ্ছি, ফাদার করজা।' হিংস্র গলায় বলল নাদিয়া। 'আপনি যদি এই ওয়াইন পবিত্র না করেন তাহলে আমি ইরিনের গলায় দাঁত বসাতে বাধ্য হব। নইলে মারা যাওয়া ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই সামনে।'

হাতে থাকা সাবমেশিন গান উঁচু করল জর্ডান।

'আমাকে গুলি করে লাভ হবে না, সার্জেন্ট! আপনি ভালো করেই জানেন, দ্বিতীয় বুলেটটা আমার গায়ে এসে আঘাত করা আগেই আমি ইরিনকে খুন করে ফেলার সামর্থ্য রাখি!' ফাদার করজার দিকে তাকাল সে। 'তো ফাদার, আপনি কি কাজটা করবেন?'

ফাদার করজার মনে হলো তাঁর চোখের পাতার ওপর যেন তরল

BanglaBook.org

সীসার প্রলেপ দেয়া হয়েছে। এতটাই ভারী মনে হচ্ছে দু'চোখের পাতা। তারপরও ইরিনের দিকে তাকালেন তিনি। বাঁচার আকুতি দেখতে পেলেন ডক্টর ইরিন গ্রেঞ্জারের চোখে।

নিজেকে তুলে ধরলেন ফাদার। ওয়াইনের বোতলটা বুকের কাছে নিয়ে প্রার্থনা বাক্য আউরাতে শুরু করলেন।

প্রার্থনা শেষে যেন একদম নেতিয়ে পড়লেন ফাদার। শরীরের সব শক্তি দিয়ে প্রার্থনাটুকু শেষ করেছেন তিনি। এখন তাঁর একটাই চাওয়া... বেহুঁশ। জ্ঞান হারাতে চান ফাদার। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চান।

কিন্তু নাদিয়া হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। পবিত্র হওয়া ওয়াইন নিয়ে ফাদার করজার জখমে ঢেলে দিতে শুরু করল নাদিয়া। কিছু ওয়াইন করজার মুখেও দিল। রান করজার শরীরে যেন আগুন ধরে গেল ওয়াইনের ছোঁয়ায়।

'না...' গুঙিয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু তাঁর কথা নাদিয়া কানে তুলল না। পবিত্র ওয়াইন ফাদার করজাকে নিয়ে গেল তাঁর অতীত স্মৃতিতে। যেখানে তাঁর জীবনের সবচেয়ে পাপটি অবস্থান করছে।

একজন ফাদার হিসেবে এলিজার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দিতে সেরাতে এলিজার কাছে গিয়েছিলেন রান করজা। কিন্তু এলিজা তার স্বামীর মৃত্যু খবর শুনে দুঃখিত না হয়ে উল্টো জানিয়েছিল তার কাঁধ থেকে নাকি বোঝা নেমে গেছে। তিনি নিজেকে মুক্ত ভাবছেন।

ফাদারের একটা হাত নিয়ে নিজের দু'হাতের ভেতরে নিয়েছিল এলিজা। মিষ্টি করে হেসেছিল। ফাদার করজা টের পাচ্ছিলেন যা হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। ওনার জন্য এসব নিষিদ্ধ কিন্তু তারপরও নিজের আরেক হাত এগিয়ে দিয়ে দু'জনের চারহাত এক হতে দিয়েছিলেন তিনি।

করজা টের পেয়েছিলেন এলিজার হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এর কারণ কী? ভয় নাকি অন্য কোনো অনুভূতি?

এলিজার গাল বেড়ে দু'ফোঁটা জল পড়েছিল তখন।

'রান,' ফিসফিস করে বলেছিল এলিজা। 'আমি এই মুহূর্তের জন্য বহুকাল ধরে অপেক্ষায় ছিলাম।'

সামনে এগিয়ে এসে ফাদারের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রেখেছিল এলিজা। প্রজাপতির মতো ছুঁয়েছিল ফাদারের ওষ্ঠধর।

করজা যেন তখন হারিয়ে গিয়েছিলেন অন্য কোনো দুনিয়ায়। স্যাঙ্গুইনিস্ট কিংবা পাদ্রি নন, স্রেফ একজন সাধারণ পুরুষ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পোশাকের সাথে শরীর থেকে খুলে ফেলেছিলেন চেইনে ঝোলানো

BanglaBook.org

ক্রসটাও।

এলিজাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ঠোঁট, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নিয়েছিলেন এলিজার। এরআগে কখনও কোনো নারীর সাথে এভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়া হয়নি করজার।

'হ্যাঁ, রান... এটাই চাই।' কোমল কণ্ঠে বলে উঠেছিল এলিজা।

ফাদার করজার ভেতরে কেমন যেন তোলপাড় হয়েছিল তখন। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। অন্য এক শক্তি। এমন শক্ত অনুভূতি এর আগে ফাদারের কখনও হয়নি। তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কেন অনেক পাদ্রি এই ব্রতজীবন ছেড়ে দিয়ে বিবাহিত জীবন বেছে নেয়। এই সুখ, এই অনুভূতি, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির চেয়েও বেশি গভীর, বেশি টানের, বেশি কাছের।

এলিজার সাথে মিশে গিয়েছিলেন করজা। তাদের দু'জনের শরীরের মাঝে চামড়া ছাড়া কোনো বাধা ছিল না। দু'জন দু'জনের ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন পরম তৃপ্তিতে।

করজার মনে হচ্ছিল অনন্তকাল যেন এভাবে চলতে থাকে। এই অনুভূতি ছিল কখনও বিলীন না হয়।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল রুঢ়। এই নিষিদ্ধ মিলনের ফলে তাদের দু'জনের আত্মা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেই রাতে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৪

২৭ অক্টোবর,
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সকাল ৮টা ০২ মিনিট
হার্মসফেল্ড, জার্মানি

'উনি জেগেছেন।' ফাদার করজার জ্ঞান অবশেষে ফেরার পর বলল নাদিয়া। 'ভাগ্যের সহায় হলে, উনি আমার সাথে ভ্রমণ করার জন্য সন্ধ্যা নামতে নামতে উপযুক্ত হয়ে যাবেন বলে আশা করি। তবে আগামী কয়েকদিন ওনার শরীর বেশ দুর্বল থাকবে। কারণ মানুষের রক্ত যতটা দ্রুত স্যাঙ্গুইনিস্টদেরকে সুস্থ করে তোলে যিশুর রক্ত বা পবিত্র ওয়াইন ততটা পারে না।'

'আচ্ছা, ওয়াইন খেতে ফাদার করজা বেশ কষ্ট হলেও স্যাঙ্গুইনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের তো তেমন কোনো কষ্ট হয় না। কারণ কী?' ইরিন প্রশ্ন করল।

'কারণ, উনার মতো কঠিন অতীত নেই আমাদের।'

সকাল ৮টা ২২ মিনিট

ওদের সবার জন্য হার্মফেল্ডের এক সরাইখানা ভাড়া নিয়েছে নাদিয়া। ফাদার করজাকে নিয়ে একটা রুমে গেল সে। ইরিন আর জর্ডান গেল অন্যরুমে।

রুমে ঢুকে প্রথমে ফ্রেশ হওয়ার জন্য গরম পানি দিয়ে গোসল সারতে গেল ইরিন। নাদিয়া ওদের রুমে এসে জর্ডানের হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে গেল। জর্ডান খুলে গেল প্যাকেটের ভেতরে দুই সেট পোশাক রয়েছে।

ইরিন বাথরুম থেকে একটা ঢিলা গাউন পরে বের হলো। জর্ডান কোনমতে নিজের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে গোসল করতে চলে গেল বাথরুমে।

এরইমধ্যে রুম সার্ভিস এসে ওদের দু'জনের জন্য নাস্তা দিয়ে গেছে।

বাথরুমে থেকে বেরিয়ে জর্ডান ও ইরিন একসাথে নাস্তা সেরে নিল। সারারাত অনেক ধকল গেছে ওদের ওপর দিয়ে। এখন না ঘুমোলে চলছে না।

'আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন। আমি নিচে ঘুমোচ্ছি।' বলল ইরিন।

BanglaBook.org

‘নাহ, আমাদের কাউকেই নিচে শুতে হবে না। বিছানাটা যথেষ্ট বড়। আপনি একপাশে শোবেন। আমি আরেকপাশে। মাঝখানে নিরাপদ দূরত্ব রেখে ঘুমোবো। আপনি আমার পাশে আসবেন না, কথা দিলে আমিও কথা দিচ্ছি আমিও আপনার পাশে যাব না।’ জর্ডান প্রস্তাব রাখল। ‘আর আমাদের মাঝখানে আমার এই কোটটা রেখে দিচ্ছি সীমানা হিসেবে। ব্যস, হয়ে গেল।’

ইরিন আর কথা বাড়াল না। দু’জন শুয়ে পড়ল বিছানায়। জর্ডান ভেবেছিল ইরিনের মতো সুন্দরী তরুণীর পাশে শুয়ে ওর হয়তো ঘুম আসবে না। অনেকক্ষণ চোখ বুজে ঘুমানোর অভিনয় করতে হবে। কিন্তু বিছানায় পিঠ ছোঁয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমিয়ে তলিয়ে গেল জর্ডান।

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কী ধড়মড় করে জর্ডান জেগে উঠে বিছানায় বসল। একহাতে পিস্তলটাও তুলে নিয়েছে বালিশের নিচ থেকে। রুমের ভেতরে চোখ বুলালো ও। দরজা বন্ধ, জানালাও বন্ধ। বাথরুম খালি। তাহলে ঘুমটা ভাঙল কেন?

ওর পাশে শোয়া ইরিনও একটু জেগে উঠেছে। তাকাচ্ছে চোখ পিটপিট করে। ‘স্যরি, আমি বোধহয় আপনার ঘুম ভেঙে দিয়েছি।’ বলল ডক্টর।

‘না, না। স্যরির কিছু নেই। কেন ঘুমটা ভাঙল বুঝতে পারছি না।’ বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল জর্ডান।

ইরিন চোখ বুজল। ইরিনের ঘুমন্ত চেহারা দেখে জর্ডানের ভেতরে কী যেন খেলে গেল। আস্তে করে ইরিনের গাল থেকে এক গোছা ভেজা চুল সরিয়ে দিল ও, বলল ‘ঘুমোন।’

জর্ডান একটা বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। ইরিন যদি এখন কোনো আপত্তি জানায় বা ইঙ্গিত দেয় তাহলে ওকে গুটিয়ে যেতে হবে। কোনো উপায় থাকবে না। কিন্তু ইরিন জর্ডানের হাতটা টেনে নিয়ে সেটার ওপর আলতো করে নিজের মাথা রাখল।

মাঝে থাকা কোটটা পেরিয়ে ইরিনের আরও কাছে গেল জর্ডান। চুমো খেল ঠোঁটে। কেন খেল, খাওয়াটা ঠিক হলো কিনা সেটা নিয়ে ভাবল না।

হালকা করে নিঃশ্বাস ফেলল ইরিন। দু’হাত দিয়ে জর্ডানের গলা জড়িয়ে ধরে নিজের কাছে টেনে নিল।

সকাল ১০টা ০৪ মিনিট

নিজের রুমে জেগে উঠলেন ফাদার করজা। দেখলেন একজন নারী তাঁর বিছানার পাশে মেঝেতে শুয়ে রয়েছে।

BanglaBook.org

নাদিয়া।

ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল তাঁর।

নাদিয়া, ইম্যানিউয়েল, বাঙ্কার, ফাদার পিয়ার্স...

দেয়ালের ওপাশ থেকে ইরিন আর জর্ডানের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। ওরা দু'জন ফিসফিস করে কথাও বলছে। এসব শুনে কিছুটা নির্ভার হলেন করজা। মানুষ দুটো সুস্থ আছে তাহলে।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ফাদার।

নাদিয়া নড়ে উঠল। বিড়ালের মতো আড়মোড়া ভেঙে জিজ্ঞাস করল, 'এখন ভালো লাগছে?'

'এই তো বেশ। তুমি কোথায় আঘাত পেয়েছিলে?' প্রশ্ন করলেন ফাদার রান করজা।

'একটা পায়ে।' নাদিয়া উঠে দাঁড়াল। 'দ্রুত সেরে যাবে। সমস্যা নেই।'

'বাকিরা কোথায়?'

'সার্জেন্ট আর ডক্টর অক্ষত আছে। পাশের রুমে।'

'ফাদার পিয়ার্স?'

'উনি আর বেঁচে নেই।' পুরো ঘটনা খুলে বলল নাদিয়া।

সব শোনার পর ফাদার করজা একটা প্রশ্ন করলেন। এই প্রশ্নটা ওনার মনের মধ্যে অনেক আগে থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে। 'বিলিয়ালরা আমাদের খবর কীভাবে জানল। আমাদেরকে একদম সঠিক জায়গায় আক্রমণটা করল কীভাবে? তথ্য পেল কোথায়?'

কারণ জেরুজালেম থেকে জার্মানিতে আসার ব্যাপারটা শুধুমাত্র কার্ডিনাল আর তাঁর নিকট সদস্যরা জানতেন। এই খবর বিলিয়ালদের কাছে কীভাবে পৌঁছাতে পারে?

নাদিয়ার কাছে এর কোনো জবাব নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'আমার মনে হয়, এবার আমাদেরকে একটা চাল চালতে হবে। ইম্যানিউয়েলের সাথে আপনি ও অন্যরাও মারা গেছেন, এই খবরটা চার্চের কাছে পাঠাতে হবে এখন। তাহলে চার্চে থাকা বিলিয়ালদের স্পাইদের কাছে আমরা মৃত বলে গণ্য হব। ফলে আমাদেরকে নিয়ে ওরা আর কোনো পরিকল্পনা সাজাবে না। আর এই সুযোগে নির্বিঘ্নে ব্লাড গসপেল খুঁজতে পারব আমরা। আর বাঙ্কারে যে রাশিয়ান আর্মির কঙ্কাল দেখতে পেয়েছি এটা চার্চকে জানানো যাবে না।'

BanglaBook.org

'কেন?'

'জানালে বড় আর্মি পাঠানো হবে রাশিয়ায়। বিশাল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে যাবে আবার। সেটার কোনো দরকার নেই। তারচে বরং জানানো হবে শুধু জার্মানি আর্মির কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল।

'আচ্ছা, তাহলে আমরা এখান থেকে একা পথ চলতে শুরু করল। কিন্তু মানুষ দুটোর কী হবে? ওদেরকে তো এখানে ফেলে রেখে যাওয়া সম্ভব না। বিলিয়ালের স্পাই যদি স্যাঙ্গুইনিস্টদের মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের চেয়েও ভয়ংকর বিপদে রয়েছে ওরা দু'জন।'

দেয়ালের ওপাশে থাকা দুটো হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ বেশ বেড়ে গেছে এখন। ফাদার করজা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন।

'তাহলে আরকী! ওদের দু'জনকেও সাথে নিয়ে যেতে হবে।' নাদিয়ার বিষয়টা অপছন্দ করলেও ফাদার করজার সম্মানে আর কোনো কথা বাড়াল না।

'আমাদের সবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দরকার।' বললেন রান করজা।

'ঠিক আছে। আমি গোপনে সবকিছুর ব্যবস্থা করছি।' দরজার দিকে এগোল নাদিয়া। 'সাথে আমি এমন একটা জিনিস এনে দেব আপনাকে যেটা আমাদের নিরাপদে চলতে সাহায্য করবে। সেইন্ট পিটার্সবার্গের শাসকের কাছে যেটা বেশ মূল্যবানও বটে।'

শাসকের নামটা এতটাই নিষিদ্ধ আর অভিশপ্ত যে নাদিয়া তার নামটা উচ্চারণ করল না।

এই শাসক একসময় স্যাঙ্গুইনিস্ট ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মারাত্মকভাবে চার্চের নিয়ম ভেঙে বিতাড়িত হন, নিষিদ্ধ হন। তার নামটা পর্যন্ত একটা নিষিদ্ধ শব্দে পরিণত হয়: ভিটেলিউস।

সকাল ১০টা ০৮ মিনিট

দীর্ঘ একটা চুমো শেষ করে ইরিনের ঠোঁট থেকে নিজের ঠোঁট তুলল জর্ডান। এবার ইরিনের গলায় চুমো খেতে শুরু করল। ইরিনের শরীরে থাকা গাউনের বন্ধনীটা অনেক আগেই খুলে ফেলেছে।

জর্ডানের চুমোগুলো গলায় নিতে নিতে আবেশে মাথা এপাশ ওপাশ করল ইরিন। বালিশের সাথে নিজের মাথাটা আরও শক্ত করে গুঁজে দিল। কিছু চুল এসে পড়ল ওর মুখের ওপর। কিন্তু ইরিন নিজের হাত দিয়ে

BanglaBook.org

চুলগুলো সরাতে নারাজ। জর্ডানের শরীরের ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাত দুটো সরাতে মন চাইছে না ওর।

জর্ডান চুমো খেতে খেতে ধীরে ধীরে নিচে নামছে। বুকের কাছাকাছি পৌঁছুনোর পর জর্ডান আস্তে করে বলল, 'ইরিন?'

ইরিন জানে জর্ডানের এই প্রশ্নের মানে কী? জানে, জর্ডান এখন কী করতে চাইছে। ইরিনের সেটা ভালোও লাগবে কিন্তু মুখে সেটা বলল না। 'দাঁড়াও!' আস্তে করে ইরিনের মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে গেল। সেইসাথে আপনি থেকে তুমিতে চলে এল ওদের সম্বোধন। 'এটা বেশি তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' জর্ডান বলল। 'বুঝতে পেরেছি।'

গাউনের বন্ধনীটা বেধে নিল ইরিন। ওর বুক ধুক্‌পুক্‌ করছে। জর্ডানের ছোঁয়া ওর খুব ভালো লাগছিল এতে সন্দেহ নেই কিন্তু এভাবে আর কত? এসবের প্রতি ইরিনের বিশ্বাস উঠে গেছে।

দরজায় থাবা মারল কে যেন।

একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওপাশ থেকে।

নাদিয়া।

'চলুন, আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৫

অক্টোবর ২৭
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সকাল ১০টা ১০ মিনিট
মিউনিখ, জার্মানি

উড়তে শুরু করেছে জেটপ্লেন। বাথোরি নিজের সিটে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অন্ধকারে ম্যাগরকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে ও। বেশ আরামেই আছে ম্যাগর, 'ঘুমাও সোনা। আমরা নিরাপদ এখন।'

বছরে এই প্রথমবার তার স্ট্রিগোয়দের ছাড়া দিনের বেলায় একা কোথাও যাচ্ছে বাথোরি। সে যেখানে যাচ্ছে সেখানে সূর্যের আলোর চেয়েও ভয়ংকর জিনিস অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। অনেক বিপদজনক একটা জায়গা, এরপরও স্ট্রিগোয়দের ছাড়াই নিরাপদ অনুভব করছে বাথোরি।

এই প্লেনটা চার্টাড করেছে ও। অনেক টাকা ভাড়া দিয়েছে। ওঠার সময় যখন গ্রাউন্ড ক্রুরা নেকড়েটাকে কার্গো হোল্ডে তুলছিল প্লেনের পাইলট কোন প্রশ্নই জিজ্ঞেস করেনি। একদম চুপ হয়ে ছিল, কিন্তু তারা হয়তো ঠিকই ম্যাগরের গন্ধ পেয়ে বুঝে গেছে সে অনেক বড় একটা জানোয়ার।

তবে মোটা অংকের অর্থ পাওয়ায় সবাই চুপ।

প্লেনের বেশ বড়সড় একটা সিটে আয়েশ করে বসেছে বাথোরি। এখন এটাকে ওর নিজের বলা চলে। সে ছাড়া শুধু ক্যাপ্টেন আর কো-পাইলট আছে এখানে।

কতকাল ধরে সে এরকম একা আছে? কতদিন ধরে *তাঁর* কাছ থেকে দূরে আছে? অনেক বছর হয়ে গেল!

আলতো করে সিটে হাত বোলাল একবার, জানালা খুলে দিল। সূর্যের আলোয় ভরে গেল কেবিন, রোদ এসে ওর পা স্পর্শ করল। দু'হাত আলোর দিকে বাড়িয়ে দিল, যেন মুঠোয় ধরে রাখতে চাইছে। বিরক্ত হয়ে গেল একসময়, নিচের উজ্জ্বল প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকাল।

মিউনিখ শহর জুড়ে থাকা বাড়িঘর, খামার, বন, ছোট ছোট পরিবারগুলো- সবকিছু দূরে সরে যাচ্ছে, পূবে এগিয়ে যাচ্ছে প্লেন। ঘরবাড়িগুলোতে হয়তো কেবল সকালের নাস্তা শেষ করে উঠছে সবাই,

BanglaBook.org

একজন বাবা সকালের চুমু দিয়ে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, স্কুলব্যাগ নিয়ে বের হলো তাদের ছোট শিশু। ঘরগুলো খালি হয়ে যাচ্ছে, রাতে আবার ভরে যাবে এগুলো।

তাদের কারও মাঝে বসবাস করতে পারলে কেমন হত? জন্ম থেকেই ওর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। ওর জীবন স্বামী-সন্তান আর পরিবারের জন্য নয়। সাধারণত এরকম সাদাসিধে জীবনযাপনকে একপ্রকার ঘৃণাই করে বাথোরি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যদি এরকম একটা জীবন ওর থাকত!

মাথা নাড়াল ও, যদি বাথোরি মুক্ত হয়েও যায়, তবুও শুধু মা আর স্ত্রী হিসেবে সাধারণ জীবনযাপনে আটকে থাকবে না। এর বদলে ম্যাগরকে নিয়ে শিকার করে বেড়াবে। তারা যেদিকে খুশি চলে যাবে, একা বাস করবে, *তাঁর* শাস্তির ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হবে না। তারেকের বহু প্রত্যাশিত প্রতিশোধের বলি হওয়ার ভয় থাকবে না ওর। আরেকটা নতুন দিনের সূর্য দেখার জন্য, একটু সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হবে না প্রতিদিন।

এসব ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল বাথোরি। কার্গো হোল্ডের ভেতর থাকা ম্যাগর নড়েচড়ে উঠল, বাথোরির উদ্বিগ্নতা টের পেয়ে গেছে সে।

'বিশ্রাম নাও', বাথোরি নিঃশব্দে দুটো শব্দ তার কাছে পাঠাতেই শান্ত হয়ে গেল ম্যাগর।

বাথোরি নিজের ঘাড়ে থাকা কালো চিহ্নটার ওপর হাত বোলাতে লাগল। এই প্রমাণটাই ওকে অন্যদের চেয়ে দূরে রেখেছে। এটা মুছে ফেলতে হলে, *তাঁর* কাছ থেকে মুক্তি পেতে হলে একটা অলৌকিক কিছু দরকার।

যদি গসপেলটা তাকে সেরকম অলৌকিক কিছু এনে দিতে পারে তো মন্দ কী?

BanglaBook.org

চতুর্থ খণ্ড

অধ্যায় ৪৬

২৭ অক্টোবর,
মস্কোর সময় অনুযায়ী বিকাল ৪টা ৪৫ মিনিট
সেইন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ক্যাব নিয়ে একটা পার্কের মতো খোলা জায়গা এসে নামল ফাদার করজা, ডক্টর ইরিন গ্রেঞ্জার ও সার্জেন্ট জর্ডান। চারদিকে বরফ পড়ছে। ভীষণ ঠাণ্ডা।

ইরিন ভেবে দেখল মাসাডা থেকে আজ এই রাশিয়া পর্যন্ত দীর্ঘপথ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চলে এসেছে। যা ওর কখনও কল্পনাতেও ছিল না। বিগত কয়েক ঘণ্টা জুড়ে কত ঘটনা ঘটে গেছে ওর জীবনে। মনে হচ্ছে অনেকদিন ধরে হয়েছে সেগুলো কিন্তু সময়ের হিসেবে হয়তো ৪৮ ঘণ্টাও হয়নি।

ফাদার করজা রয়েছেন সবার সামনে, হাঁটছেন। জর্ডান ইরিনের কাছাকাছি এগিয়ে এসে হাঁটতে শুরু করল। ইরিন টের পেল, জর্ডান হয়তো ওর হাত ধরতে চাইবে। তাই দ্রুত নিজের দুই হাত জ্যাকেটের পকেটের গভীরে ঢুকিয়ে দিল ও।

বিষয়টা দেখে জর্ডান কিছুটা মর্মাহত হলো। ইরিন সেটা বুঝলেও কিছু বলল না। কীইবা বলবে? জর্ডানের সাথে খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল জার্মানিতে। এমনিতেই ও জর্ডানকে মনে মনে অনেক পছন্দ করে ফেলেছে। তারপর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লে কী থেকে কী হয়ে যাবে কে বলতে পারে?

ইরিনের কাছে সাড়া না পেয়ে ফাদার করজার কাছে গেল জর্ডান। ‘আচ্ছা, ফাদার, আমরা এখানে এলাম কেন? এই ঠাণ্ডার মাঝে পার্কে আসার কারণ কী?’

ফাদার করজা কোনো জবাব দিলেন না।

ইরিন অবশ্য এখানে আসার আগে বাঙ্কার থেকে পাওয়া চিঠিগুলো নাদিয়ার কাছে দিয়ে দিয়েছে। যেন ওগুলো তাদের যথাযথ ঠিকানায় পৌঁছে যায়। নাদিয়া ওদের মৃত্যুর ভূয়া সংবাদ জানাতে চার্চ কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরে গেছে।

এখানে আসার ব্যাপারে ফাদার করজা ওদেরকে তেমন কোনো তথ্য

BanglaBook.org

দেননি। তাই জর্ডান ইরিন কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

'রান?' ইরিনও ফাদারকে প্রশ্ন করল।

'আমরা এখানে রাশিয়ান এলাকায় বইটা খোঁজার অনুমতি চাইতে এসেছি।' অবশেষে করজা নীরবতা ভাঙলেন।

'কেন?' বলল জর্ডান। 'আমি তো ভেবেছিলাম স্যাঙ্গুইনিস্টদের এসব কাজ করতে অনুমতি লাগে না।'

'এই পিটার্সবার্গ আমাদের অঞ্চল নয়।' ছোট্ট করে জবাব দিলেন করজা।

'তাহলে এটা কার?' জর্ডান জানতে চাইল। 'বার্লিন ওয়াল পতনের পর ক্যাথলিক চার্চ তো এখানে নতুন করে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল।'

'এই এলাকা ভিটেনডাস শাসন করে। আর তার চার্চের প্রতি কোনো ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। তার সামনে আমাদের মিশন বা নিজেদের পরিচয় দেবেন না আপনারা।'

'ভিটেনডাস কে?' জর্ডান জানতে চাইল।

এর উত্তর ইরিনের জানা আছে। 'এটা আসলে একটা উপাধি। চার্চের পক্ষ থেকে দেয়া সর্বোচ্চ শাস্তির খেতাব বলা যেতে পারে। চার্চ থেকে কেউ স্থায়ীভাবে বহিষ্কাকৃত হলে সে এই নামে ভূষিত হয়।'

'বাহ! উনার সাথে দেখা করার জন্য আমার আর তর সইছে না! খুব ভালো মানুষ হবেন নিশ্চয়ই!' কণ্ঠে শ্লেষাক্ত সুর এনে বলল জর্ডান। অস্ত্রের স্পর্শ পাওয়ার জন্য জর্ডান কোমরে হাত দিল কিন্তু সেখানটা ফাঁকা। নাদিয়ার সাহায্যে জাল কাগজপত্র তৈরি করে এখানে এসেছে ওরা। আসার আগে বাধ্য হয়ে জার্মানিতে নিজেদের অস্ত্রগুলো ওদের সবাইকে রেখে আসতে হয়েছে।

'এই ভিটেনডাস কী করে?' এবার প্রশ্ন করল ইরিন। 'তার কাজ কী? কে সে?'

'আপনারা তাকে গ্রিগোরি ইয়েফিমোভিচ রাসপুতিন নামে ভালো চেনেন।' করজা জবাব দিলেন।

BanglaBook.org

বিকেল ৪টা ৫২ মিনিট

১৯৪৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত রাশিয়া যতজন স্যাঙ্গুইনিস্টকে পাঠানো হয়েছে তাদের কেউই আর নিজ দেশে ফিরতে পারেননি। রান করজা প্রার্থনা করলেন তাদের কপালেও যেন একই দশা না জোটে।

নাদিয়া অবশ্য ফাদারের হাতে একটা টিউব ধরিয়ে দিয়েছে। বলেছে,

রাসপুতিনকে এটা সরাসরি পেশ করতে হবে। আগেই খুলে দেখা যাবে না। রান করজা আশা করছেন টিউবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান কিছু আছে। যেটা দিয়ে রাসপুতিনের মন গলানো সম্ভব হবে।

'রাসপুতিন?' ইরিনের কণ্ঠে উদ্বেগ। 'রাশিয়ার সেই পাগলা সন্ন্যাসী? রোমানোভের বিশ্বস্ত ব্যক্তি?'

'হ্যাঁ।' করজা সায় দিলেন।

রাসপুতিন সম্পর্কে ইতিহাসবিদরা যা জানেন সেটাকে সংক্ষেপে বললে এমনটা দাঁড়ায় যে, ১৯০০ সালের শুরুতে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের সময় তার আবির্ভাব ঘটে। শোনা যায়, এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধর সন্ন্যাসী নাকি রোগ সারিয়ে দিতে পারতেন। তার এই ক্ষমতার কথা শুনে সম্রাট তাকে রাজপরিবারে নিয়োগ দেন এবং নিজের হিমোফেলিয়া (রোগ জমাট না বাধা) রোগ সারানোর জন্য অনুরোধ জানান। শুধু তাই নয়, সন্তানদের রোগ দূর করার দায়িত্বও তিনি রাসপুতিনের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু রাসপুতিনের বিকারগ্রস্ত যৌনবাসনা ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দিকে নজর রাখতে ভুল করেছিলেন তিনি। অবশ্য পরবর্তীতে একজন ব্রিটিশ সিক্রেট-সার্ভিস এজেন্ট ও এক দল উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে রাসপুতিনকে হত্যা করা হয়েছিল।

কিংবা এমনটাই ভাবা হতো।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তো ভিন্ন। কারণ, রাসপুতিন এখনও রাশিয়া অবস্থান করছে!

ফাদার করজা আসল ঘটনা বেশ ভালো করেই জানেন।

'আমি ভেবেছিলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাসপুতিন মারা গেছেন?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'তাকে খুন করা হয়েছিল, সায়নাইড দিয়ে মারা হয়েছিল, চারবার গুলি করা হয়েছিল, পেটানো হয়েছিল মুগুর দিয়ে, কম্বলে পেঁচিয়ে বেঁধে ডুবোনো হয়েছিল নেভা নদীতে।'

'তারপরও উনি বেঁচে আছেন? উনি স্ট্রিগোয় নাকি?' একটু ব্যঙ্গ করে বলল জর্ডান।

মাথা নেড়ে ইরিন আপত্তি জানাল। 'দিনের বেলায় তোলা অনেক ছবি আছে তার।'

'তাহলে তিনি কী?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রান করজা। কারণ উত্তরটা শোনার পর ওরা চুপ মেরে যাবে। 'গ্রিগোরি একসময় স্যাঙ্গুইনিস্ট ছিল। সে, পিয়ার্স আর আমি ত্রয়ী হিসেবে অনেক বছর একসাথে কাজ করেছি। কিন্তু পরবর্তীতে

BanglaBook.org

অসদাচরণের জন্য তাকে বিতাড়িত করা হয়।'

ভ্রু কুঁচকাল জর্ডান। 'তারমানে চার্চ থেকে বহিষ্কার সেইসাথে দেশ থেকেও নির্বাসন?'

'তাহলে এই নির্বাসনের কারণে তিনি চার্চের প্রতি এত ক্ষেপা?' ইরিন প্রশ্ন করল।

'না। শুধু এই একটা কারণই নয়।' জবাব দিলেন করজা। নিজের গলায় ঝোলানো ক্রসটা ছুঁলেন ফাদার। চার্চকে ঘৃণা করার জন্য হাজার হাজার কারণ আছে গ্রিগোরির।

'আচ্ছা, তো উনাকে কেন বহিষ্কার করা হয়েছিল?' ইরিনের প্রশ্ন।

'আর একজন বিতারিত স্যাঙ্গুইনিস্টের জীবন কেমন হয়? সে কি এরপরও পবিত্র আচার-অর্চনা করতে পারে?' ইরিনের সাথে আরও দুটো প্রশ্ন যোগ করে ফাদারকে জিজ্ঞেস করল জর্ডান।

'যেহেতু তিনি পাদ্রি। সেহিসেবে আমার মনেহয়, তিনি ওয়াইন পবিত্র করতে সক্ষম। তাই না?' ইরিন জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, গ্রিগোরি ওয়াইন পবিত্র করতে পারে।' ক্লান্তস্বরে জবাব দিলেন ফাদার করজা। 'কিন্তু তার ওয়াইন তথা যিশুর রক্ত প্রকৃত ফাদারের মাধ্যমে পবিত্র হওয়া ওয়াইনের মতো ক্ষমতাশালী হয় না। তাই ভিটেনডাস সবসময় স্ট্রিগোয় আর স্যাঙ্গুইনিস্টদের মাঝামাঝি একটা অবস্থানে অভিশপ্ত অবস্থায় রয়ে যায়।'

'এরপরও সে দিনের আলোতে চলাচল করতে পারে?' জর্ডান জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, পারে।'

'তার অনুমতি নেয়াটা আমাদের জন্য জরুরি কেন বুঝতে পারছি না।'

'কারণ, বিগত কয়েক দশক ধরে রাশিয়ায় আগত একজন স্যাঙ্গুইনিস্টকেও সে জ্যান্ত ফিরতে দেয়নি। আমরা যে এখানে এসেছি সে ঠিকই জানে। সময় হলে নিজেই হাজির হয়ে যাবে।'

কথাটা শুনে রেগে গেল জর্ডান। 'মানে কী? এই কথা আমাদেরকে আগে জানাননি কেন? আমরা এখন কত বড় ঝুঁকির মধ্যে আছি তাহলে?'

'এত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। আশা করি, বাকিদের সাথে ভিটেনডাস যে আচরণ করেছে আমাদের সাথে সেরকম কিছু করবে না। আমি আর সে একসাথে অতীতে অনেক সময় কাটিয়েছি। আমাদের জানাশোনা আছে।' ফাদার করজা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন।

'আচ্ছা, তাহলে এয়ারপোর্ট থেকে এই পর্যন্ত কালো পোশাক পরিহিত

BanglaBook.org

একজন লোক আমাদেরকে ফলো করে আসছে... সে কি রাশিয়ান স্ট্রিগোয়ের লোক?'

জর্ডানের কথা শুনো ঝটকা মেরে মাথা ঘুরিয়ে পেছনের রাস্তা দেখল ইরিন। 'আমাদেরকে ফলো করা হচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ওটা রান করজার লোক।' জর্ডান বলল।

'আমার আর কোনো লোক নেই,' ফাদার করজা জানিয়ে দিলেন। 'চার্চের সাথে আমাদের আর কোনো যোগাযোগ নেই। তারা জানেও না আমরা এখন কোথায় আছি। নাদিয়া তাদের কাছে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছে আমরা সবাই মারা গেছে। মাসাডায় আর জার্মানির আক্রমণ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল স্যাঙ্গুইনিস্টদের ওপর মহলেই বিলিয়ালদের চর রয়েছে বোধহয়। তাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়।'

দাঁতের সাথে দাঁত চেপে ধরল জর্ডান। 'পরিস্থিতি ধীরে ধীরে কত যে মধুর হয়ে উঠছে!'

'কিন্তু এমনটা এখানে বড্ড বেমানান!' একটু নতুন কণ্ঠস্বর বলে উঠল। তামা দিয়ে নির্মিত এক স্ট্যাচুর চারপাশে হাঁটতে থাকা ব্যক্তি বলেছে কথাটা। তার পরনে কালো রঙের আলখাল্লা। দেখতে বেঁটে-খাটো। গলায় ক্রস ঝুলছে।

খানিকটা মাথা নুইয়ে নতুন আগন্তুককে অভিবাদন জানালেন ফাদার করজা। 'গ্রিগোরি!'

'বন্ধু রান!' একবার ইরিন ও জর্ডানের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন গ্রিগোরি। 'সাথে সঙ্গী-সাথী এনেছো দেখছি!'

ফাদার করজা ওদের পরিচয় দিলেন না। 'হ্যাঁ, তা তো এনেছি।'

'যা হোক, বরাবরের মতো তুমি দেখা করার জন্য সুন্দর একটা জায়গা নির্বাচন করেছ, বন্ধু! অন্য কোথাও হলে তো তোমাদেরকে এতক্ষণে মেরে ফেলতাম। কিন্তু এখানে রাস্তার দুই পাশে এত লোকজন সাথে কত হাড়গোড়! হা হা হা!'

জর্ডান অবাক হয়ে আশেপাশে তাকাল। হাড়গোড় খুঁজছে।

'রান তোমাদেরকে বলেনি কিছু, তাই না?' জিহ্বা দিয়ে 'টক্ক,' জাতীয় শব্দ করলেন গ্রিগোরি। 'এখানে ৫ লাখ রাশিয়ানের মৃতদেহ সমাহিত করা আছে। নাৎসিরা যে বছর এখানে আক্রমণ করেছিল তখন মারা গিয়েছিল এরা। আমরা সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু কেউ কি এসেছিল, রান?'

BanglaBook.org

ফাদার করজা কোনো জবাব দিলেন না। গ্রিগোরিকে অতীতের বেদনার কথা স্মরণ করিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে চান না তিনি।

'চার বছর ধরে চলেছিল সেই হত্যাযজ্ঞ। আজ পর্যন্ত তোমাদের কার্ডিনালের পক্ষ থেকে একটা শোকবার্তা এসেছে?' প্রশ্ন ছুঁড়লেন গ্রিগোরি।

'আমি দুঃখিত।' বলল ইরিন। 'খুব মর্মান্তিক ঘটনা।'

'দেখো, এই বাচ্চা মেয়েটা পর্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছে। আর তোমরা?' সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কালো গাড়ির দিকে নির্দেশ করলেন গ্রিগোরি। 'যা হোক, আমাদের এই দুই বেচারা অতিথিকে ঠাণ্ডার থেকে রক্ষা করা দরকার। চলো গাড়িতে উঠি।'

'আমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারবে?' ফাদার করজা জানতে চাইলেন।

'হা হা হা! অবশ্যই! কেন নয়? তোমাদের মরণ তো এখন আমার মর্জির ওপরে নির্ভর করছে!'

বিকেল ৫টা ১২ মিনিট

গাড়ির কাছে পৌঁছে জর্ডান আর ইরিনকে সামনে বসার ইঙ্গিত দিলেন গ্রিগোরি। ফাদার করজাকে নিয়ে তিনি বসলেন পেছনের অংশে।

গাড়ির দরজা খুলতেই সিগারেট আর ভদকার গন্ধ এসে জর্ডানের নাকে ধাক্কা মারল। ড্রাইভার আর ইরিনের মাঝে নিজের বসার জায়গা করে নিল সে।

হাত মেলানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ড্রাইভারকে দেখে মনে হচ্ছে তার বয়স বড়জোর ১৪ বছর হবে। তার সাথে হাত মেলাল জর্ডান। সাদা, ঠাণ্ডা শীতল হাত ড্রাইভারের।

'আমার নাম সেরগেই।' ড্রাইভার নিজের নাম বলল।

'বেশ। গাড়ি চালানোর বয়স হয়েছে তোমার?' জর্ডানের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা।

'আমার বয়স আপনার চেয়েও বেশি হবে, জনাব।' ছেলেটার উচ্চারণে রাশিয়ান টান। 'সম্ভবত আপনার মায়ের চেয়েও বয়সে বড় আমি।'

হঠাৎ করে জর্ডান ওর সাবমেশিন গান আর ছুরির অভাব অনুভব করল। ওর মনে হলো, আগের দিনগুলোই ভালো ছিল। ওর শত্রুরা *মানুষ* ছিল।

আর এখন...

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৭

২৭ অক্টোবর,
মস্কোর সময় অনুযায়ী বিকাল ৫টা ২৭ মিনিট
সেইন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া

‘চমৎকার না দেখতে?’ নিজের গির্জার ভেতরটা দেখিয়ে জানতে চাইলেন গ্রিগোরি।

গাড়ি থেকে নেমে ওরা সবাই এখন চমৎকার একটি গির্জার মধ্যে অবস্থান করছে।

‘দুর্দান্ত!’ গির্জার দেয়ালে আঁকা বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনার দৃশ্যাবলি দেখতে দেখতে ইরিন প্রশংসা করল।

‘তা তো বটেই!’ গ্রিগোরি রাসপুতিন হাত তালি দিলেন। শব্দ শুনে ড্রাইভারের মতো দেখতে আরও কয়েকজন অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে হাজির হলো।

এখানে গ্রিগোরির অনুসারী সংখ্যা সবমিলিয়ে ৫০ জন। নারী, পুরুষ, শিশু; সবাই আছে। এদেরকে নিজের কালো জগতের বাসিন্দা করেছেন গ্রিগোরি। এরা স্ট্রিগোয়দের মতো উগ কিংবা বুনো না হলেও স্যাঙ্গুইনিস্টদের মতো আর্শীবাদপুষ্টও নয়।

এরা হচ্ছে মাঝামাঝিতে অবস্থানরত একটি দল। যার স্রষ্টা গ্রিগোরি।

গির্জার ভেতরে বৈদ্যুতিক বাতি থাকলেও সেগুলো অফ করে রাখা আছে। মৌচাক থেকে প্রাপ্ত মোম দিয়ে তৈরি মোমবাতিতে আগুন ধরিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে এসেছে। মধুর ঘ্রাণে ম-ম করছে চারপাশ।

অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে গ্রিগোরি সামনে রাখা বেদিতে গিয়ে উঠলেন। বিশেষ নিয়মে প্রার্থনা শেষে সোনার পাত্র থেকে ওয়াইন নিয়ে এক এক করে ছেলেমেয়েদের মুখে ঢালতে শুরু করলেন তিনি।

পবিত্র ওয়াইন বাচ্চাদের ঠোঁটে পড়তেই ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। মনে হলো, ওদের ঠোঁট, মুখ যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, পুড়ে যাচ্ছে। গুঙিয়ে উঠল কয়েকজন। যিশুর রক্ত পান করার মতো পবিত্র নয় ওরা। তাই এতটা কষ্ট করতে হয়।

BanglaBook.org

এত ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে এভাবে কষ্ট পেতে দেখে ইরিনের খারাপ লাগল।

'এবার তোমার পালা, রান!' ডাকলেন গ্রিগোরি। 'তোমাকেও এটা পান করে আমার সাথে, আমার দলে যোগ দিতে হবে।'

'না, আমি যোগ দেব না।' ফাদার করজা মুখের ওপর না করে দিলেন।

আঙুল দিয়ে তুড়ি বাজালেন গ্রিগোরি। সাথে সাথে একদল শিষ্য এসে ফাদারের চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল।

'আমার সাহায্য নিতে চাইলে এতটুকু মূল্য তোমাকে দিতেই হবে, রান।' গির্জার ভেতরে গমগম করে উঠল গ্রিগোরির কণ্ঠস্বর। 'এই পবিত্র ওয়াইন পান করো। তারপর তোমার সব কথা শোনা যাবে।'

'যদি আমি রাজি না হই?'

'হা হা হা!'

গ্রিগোরির শিষ্যরা আরেকটু কাছে এগিয়ে এল ফাদারের।

ভয়ে ইরিনের বুক ধ্‌ক করে উঠল। হাতের মুষ্টি পাকালো জর্ডান।

এটা দেখে গ্রিগোরি ঠোঁটে ক্রুর হাসি ফুটে উঠল। 'রান, তোমার সঙ্গীরা লড়াই করবে, তাই না? হা হা, তবে ওদের মৃত্যুটা খুব আরামদায়ক হবে না। এই লোকটা আর্মির, তাই না? তারমানে তাকে এখানে *সাহসী পুরুষ* বলা যেতে পারে, হু?'

রান করজা এক পা পিছিয়ে গেলেন।

'আর এই নারী...' বলে যাচ্ছেন গ্রিগোরি। 'নিঃসন্দেহে সুন্দরী কিন্তু এখানে সম্ভবত তার পরিচয় হবে *জ্ঞানার্জনে আগ্রহী নারী*।'

বেদির দিতে তাকালেন রান করজা।

'হ্যাঁ, বন্ধু, আমি জানি সব।' হেসে উঠলেন গ্রিগোরি রাসপুতিন। 'তোমরা ব্লাড গসপেল খুঁজে বেড়াচ্ছো। ভবিষ্যৎবাণীর ওপর নির্ভর করেই এখানে হাজির হয়েছো তোমরা। নইলে আসতে না। এব্যাপারে আমিও হয়তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারব, কিন্তু উপযুক্ত মূল্য দিলে তবে সাহায্য পাবে। নইলে নয়।'

একটা কাপে পবিত্র ওয়াইন নিয়ে কাপটাকে ফাদার করজার দিকে তুলে ধরলেন গ্রিগোরি।

'এসো, রান, পান করো। এটা পান করো আর নিজের সঙ্গী দু'জনকে বাঁচাও। তাদের আত্মাকে রক্ষা করো।'

আর কোনো উপায় না দেখে অগত্যা বেদির দিকে পা বাড়ালেন করজা।

BanglaBook.org

সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন বেদিতে। গ্রিগোরি নিজ হাতে রান করজার মুখে পবিত্র ওয়াইন ঢেলে দিলেন।

অবাক করা ব্যাপার হলো, এই ওয়াইন পান করার সময় ফাদার করজার গলা, বুক একটুও জ্বালা করল না। অথচ অন্যসময় প্রতিবার যিশুর রক্ত হিসেবে পান করা এই পবিত্র ওয়াইন গলা দিয়ে নামাতে বেশ জ্বালাপোড়া করত। আর এখন উল্টো ওয়াইনটা আরও বেশি করে পান করতে ইচ্ছে করছে ফাদারের। অদ্ভুত ব্যাপার!

'তুমি এতে...' বলতে গিয়েও করজা থেমে গেলেন। ধপ করে বসে পড়লেন নিচে।

'হুম, আমি এই ওয়াইনের সাথে মানুষের রক্তও মিশিয়েছি।' জানালেন গ্রিগোরি। 'চার্চ থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর থেকে এভাবেই চলছে। আমরা তো আর তোমার মতো পবিত্র নই।'

মানুষের রক্তের কথা শুনে ফাদার করজার অতীত মনে পড়ে গেল। তিনি নিজে সর্বশেষ কবে মানুষের রক্ত পান করেছিলেন? চোখ বন্ধ করে ডুব দিলেন স্মৃতির গহ্বরে।

এলিজার সাথে সঙ্গম শেষ করার পর রক্তপিপাসা পেয়ে বসেছিল করজাকে। সেইরাতে তিনি নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। রক্তের নেশায় মত্ত হয়ে তীক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে দিয়েছিলেন এলিজার নরম গলায়। অনেক দিনের তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো প্রাণভরে এলিজার উষ্ণ রক্ত পান করেছিলেন তিনি!

কিন্তু তারপর?

করজার রক্তপিপাসা মিটে যাওয়ার পর করজা খেয়াল করেছিলেন তার শরীরের নিচে শুয়ে থাকা এলিজার অবস্থা ততক্ষণে করুণ। রক্তশূন্যতায় ভুগছিল এলিজা। যেকোনো সময় মারা যাবে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ফাদার করজা। ইতিমধ্যে নিজের ব্রতের গুরুত্বর সব নিয়ম ভঙ্গ করছিলেন। এখন আরও একটা নিয়ম ভঙ্গ করতে হবে।

একটা চাকু হাতে নিয়ে নিজের কব্জিতে পোচ দিয়েছিলেন করজা। আস্তে করে এলিজার ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ধরেছিলেন।

প্লিজ, প্রিয়তমা, পান করো। অনুনয় জানিয়েছিলেন কাতর কণ্ঠে।

আমার সাথে যোগ দাও।

'বন্ধু, নিজের প্রকৃত স্বভাবকে লুকিয়ে রেখো না।' ফাদার করজার পেছন থেকে

BanglaBook.org

ফিসফিস করে বললেন গ্রিগোরি। 'নিজের ভেতরকার জানোয়ারটাকে মুক্ত করে দাও। ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে হলে তোমাকে গুরুতর পাপ করতে হবে! পাপ থেকে জন্মাবে অনুশোচনা। আর সেই অনুশোচনাই তোমাকে ঈশ্বরের নৈকট্য মিলিয়ে দেবে! তাই অহেতুক নিজের প্রকৃত সত্ত্বাকে লুকিয়ে রেখে কষ্ট কোরো না।'

'না, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখব আমি।' ফাদার করজা কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন। তাঁর কানে 'ব্যাং,' শব্দ বেজে চলছে, ঘোলা হয়ে গেছে দৃষ্টিশক্তি, হাত দিয়ে নিজের গলায় ঝোলানো ক্রসটা আকড়ে ধরলেন তিনি।

'সবসময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো কি, রান?' হেসে উঠলেন গ্রিগোরি। 'আমার ওয়াইন পান করার পর কী ভেসে উঠল তোমার মনে? তোমার প্রিয়তমা এলিজাবেটার সেই নোংরা ঘটনা, তাই না?'

ফাদার করজার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। লাফিয়ে উঠে গ্রিগোরির ওপর ঝাপিয়ে পড়তে চাইলেন তিনি। কিন্তু গ্রিগোরির শিষ্যরা এসে করজাকে আগেই ধরে দূরে সরিয়ে নিল।

আবার হেসে উঠলেন গ্রিগোরি রাসপুতিন।

'ফাদার! এমন করবেন না!' করজাকে উদ্দেশ্য করে বলল ইরিন।

কথাটা ইরিন মন থেকে বলেছে। ভয়টা অনুভব করে বলেছে। সেটা রান করজা যেমন টের পেল তেমনি গ্রিগোরি রাসপুতিনও টের পেল।

'দেখো, রান! এই নারীও বিষয়টা বুঝতে পেরেছে! হয়তো এতে সে বেঁচে যাবে। তোমার প্রিয়তমা এলিবাটা বাথোরিির মতো দশা হবে না।'

ইরিনের মুখ দিয়ে বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল।

ফাদার করজা সেটা শুনতেও পেলেন। অবশেষে এই লজ্জাজনক অবস্থায় তাঁকে পড়তেই হলো। আক্রমণাত্মক ভঙ্গি বাদ দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন করজা।

গ্রিগোরির ঠোঁটে হাসি। 'তোমার সঙ্গীও দেখা যায় নামটা জানে! এমন এক নারী তোমার প্রিয়তমা, যাকে পৃথিবীর ইতিহাস মনে রাখবে হাঙ্গেরির ব্লাড কাউন্টেস হিসেবে। এক দানবী যার জন্ম হয়েছিল তোমার লাগামহীন ভালোবাসায়!'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৮

অক্টোবর ২৭
মাউন্টেইন স্ট্যান্ডার্ড টাইম বিকেল ৫টা ৫৭ মিনিট
সেইন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া

শীতল হাতগুলো ইরিনকে ধরে গির্জার পেছন দিকের আসনে নিয়ে গেল। নিস্তেজ দেহগুলো চারপাশ থেকে চাপ দিচ্ছে। শান্ত থাকার জন্য ইরিন নিজের ওপর জোর-প্রয়োগ করল, আতঙ্কিত হওয়া চলবে না। জর্ডান ওর কাছে ঝুঁকে এল, সে-ও ইরিনের মতো নার্ভাস হয়ে আছে।

পরবর্তী মুহূর্তই সবকিছু নির্ধারণ করে দেবে।

রানের চোখে চোখ রাখল ইরিন। দেখতে পেল, ওখানে ক্ষুধার আগুন জ্বলছে। খিঁচুনির কারণে তাঁর দেহে যন্ত্রণা হচ্ছে, তীক্ষ্ণ দাঁতের খোঁচা লেগে নিজের ঠোঁটই কেটে গেছে ফাদারের। নিজের রক্তপিপাসার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে তাঁকে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

রানের প্রতিক্রিয়া দেখে, ইরিন ধারণা করল রাসপুতিন তাঁর ওয়াইনে সম্ভবত মানুষের রক্ত মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

অবশেষে, রানের কাঁধ ঝুলে পড়ল। তিনি হাতজোড়া দিয়ে নাক ঢাকলেন। নিঃশব্দে ল্যাটিন ভাষায় প্রার্থনা করলেন।

রানের সাথে তাল মিলিয়ে ইরিনও ক্ষমা-লাভের জন্য ল্যাটিন ভাষায় প্রার্থনা শুরু করল।

পুরো সময়টা জুড়ে ইরিন চেয়ে রইল রানের চোখের দিকে।

শেষ দিকে, রান করজার মাথা নিচু হয়ে গেল... যখন তিনি আবার মাথা উঁচু করলেন, তার তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো মিলিয়ে গেছে।

তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি ব্যর্থ হয়েছ, গ্রিগোরি।' আর তোমার জয় হয়েছে, বন্ধু আমার।' রাসপুতিনকে হতাশ দেখাচ্ছে না। তবে তাঁর কণ্ঠস্বরে ভয় এবং শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে।

চলে যাওয়ার আগে জর্ডানের কাঁধ চাপড়ে দিল সেরগেই। 'হয়তো পরে কোনো এক সময়।'

BanglaBook.org

ইরিনের সাথে বলার সুযোগ পেতেই, জর্ডান ওর মুখোমুখি হলো। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

ইরিন হালকা করে মাথা নাড়ল।

ও দেখল রান ধীরে ধীরে পায়ের ওপর ভর দিচ্ছেন, এখনও টলমল করছেন যদিও।

যদি সে বুঝতে পারত রাসপুতিন আভাসে কী বোঝাতে চাচ্ছেন। তবে শুনে মনে হলো, এলিজাবেটা বাথোরিকে কলুষিত করেছিলেন রান করজা। এই নাম ইরিনের চেনা, হাঙ্গেরি আর রোমানিয়ায় এর নামে ভয়াবহ সব লোককাহিনী প্রচলিত আছে।

এলিজাবেটা বাথোরি, ব্লাড কাউন্টেস নামেও অনেকের কাছে পরিচিত, প্রায়ই তাকে সর্বকালের সবচেয়ে নিষ্ঠুর সিরিয়াল কিলার হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সপ্তদশ শতকে, এই ধনী এবং ক্ষমতাশালী হাঙ্গেরিয়ান কাউন্টেস অসংখ্য তরুণীকে অত্যাচার করে খুন করেছে। মৃত মেয়েদের সংখ্যা হবে প্রায় শ'খানেক। বলা হয়, চিরকালীন যৌবনে লাভের বাসনায় সে মেয়েদেরকে খুন করে তাদের রক্তে গোসল করতো।

সেই দানবকে কি রান নিজেই সৃষ্টি করেছিলেন? ওই তরুণী মেয়েদের রক্ত কি তার হাতে লেগে আছে?

একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজে ইরিনের মনোযোগ বর্তমানে ফিরে এল। 'তুমি একটা উপহারের কথা বলেছিলে,' রানের কাঁধে রাখা লেদারের টিউব দেখিয়ে রাসপুতিন বললেন। 'আমাকে এটা দেখতে দাও।'

রান তার তার পিঠ থেকে টিউবটা টেনে নামালেন।

রাসপুতিন উত্তেজিত স্কুল-বালকের মতো ইরিন আর জর্ডানের উদ্দেশ্যে হাতের ইশারা করলেন। 'এসো, আমরা সবাই মিলে দেখি।'

ওরা সবাই বেদির চারপাশে জড়ো হলো। রাসপুতিন লোভাতুর চোখে বাদামী লেদারের টিউব দেখছেন। 'আমাকে দেখাও,' হুকুম করলেন তিনি।

রান গুটিয়ে রাখা একটা পুরনো ক্যানভাস বের করে বেদিতে রাখলেন। সামনে ঝুঁকে এলেন রাসপুতিন, এরপর খুব যত্নের সাথে একে লম্বা করে মেলে ধরলেন।

ইরিন নিঃশ্বাস আটকে পেইন্টিং-এর দিকে চেয়ে রইল। দেখার সাথে সাথেই সে এই কাজ চিনতে পেরেছে। ডাচ শিল্পী রেমব্রান্ড ফন রেইনের দক্ষ হাতে আঁকা হয়েছে এই ছবি।

এটা একটা অরিজিনাল পেইন্টিং।

BanglaBook.org

এতে দেখানো হচ্ছে যিশু খ্রিস্ট তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী অলৌকিক মোজেজা দেখাচ্ছেন।

ল্যাজারাসকে মৃত অবস্থা থেকে পুনরায় জীবিত করে তোলা।

সন্ধ্যা ৬টা ০৪ মিনিট

রান একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ল্যাজারাসের চিত্রের দিকে।

সেই মুহূর্তটি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে এখানে, রেমব্রান্ডের জানা গুপ্ত-কথাটিই ফুটে উঠেছে এই চিত্রে।

তুলির আঁচড়ে, ল্যাজারাসকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন রেমব্রান্ড। ল্যাজারাসের পরনে তাঁর কবরের চাদর, সে উঠে আসছে গ্রানাইটের শবাধার থেকে। তার পাশে থাকা, পরিবারের সদস্যরা ভয়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে। দর্শকদের হাত উঁচু করে ধরা, যেন এক সময় যেই মানুষটাকে ওরা ভালোবাসতো তার কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চাইছে। ওদের কাছে, এটা মোটেও পুনরুজ্জীবনের আনন্দময় মুহূর্ত না। কারণ ল্যাজারাস কীভাবে খুন হয়েছিল সেটা ওদের জানা। প্রথম স্যাঙ্গুইনিস্ট।' ইরিন ফিসফিসিয়ে বলল।

হ্যাঁ, সমাধির পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাই ছিল অর্ডার অফ দ্য স্যাঙ্গুইন্স জন্মের প্রত্যক্ষদর্শী। ল্যাজারাসের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে স্ট্রিগোয়ে পরিণত করা হয়েছিল, কিন্তু পরিবার তাঁর খোঁজ পায় এবং তাঁকে একটা সমাধি-গৃহে আটকে রাখে যাতে সে কোনো মানুষকে শিকারে পরিণত করতে না পারে। সেখানে তাঁকে হয়তো এক পর্যায়ে না খেতে পেয়ে মৃত্যুবরণ করতে হত, কিন্তু যিশু এসে তাকে মুক্ত করে দেন। সেই দিন ল্যাজারাসকে নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নেয়ার জন্য একটা প্রস্তাব দেন যিশু, যা এর আগে কোনো স্ট্রিগোয়কে দেয়া হয়নি। ল্যাজারাস নিজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনে অক্ষম, কিন্তু এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য যিশু তাকে নিজের রক্ত আর ভালোবাসা দিয়েছিলেন।

সেই মুহূর্তের পর থেকে, ল্যাজারাস তার কাঁধে দায়িত্বের বোঝা তুলে নিয়েছিলেন এবং জন্ম দিয়েছিলেন অর্ডার অফ দ্য স্যাঙ্গুইন্সের। সমাধি-গৃহ থেকে বের হওয়ার পরে, তিনি কখনও মানুষের রক্তের স্বাদ গ্রহণ করেননি। তিনি সবসময় শুধু যিশুর রক্ত থেকে শক্তিলাভ করতেন। অন্য আরেকজন স্যাঙ্গুইনিস্ট, সময়ের শুরু থেকে, ল্যাজারাসের আদর্শ অনুসরণে প্রস্তুত হয়ে তাঁর পরবর্তী জীবন শুরু করেছিলেন।

BanglaBook.org

তিনি ছিলেন পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক।

ফাদার রান করজা।

বহু দিন, রান ছিলেন সেই স্যাঙ্গুইনিস্ট। তিনি নিজেকে ওই ভবিষ্যদ্বাণীর যোগ্য হিসেবে ভেবেছিলেন। নিজের ধার্মিকতায় তার বিশ্বাস ছিল। নিজের অর্জনের মাঝে তৃপ্তি খুঁজে পেতেন। যতক্ষণ না সেই দিন উপস্থিত হলো, যেদিন তিনি এলিজাবেটার রক্তের স্বাদ গ্রহণ করলেন। সেই দিন তাঁর হাতে একটা দানব সৃষ্টি হয়েছিল।

তিনি যে অবস্থায় পড়েছিলেন, শুধু একজনই তাকে অকলঙ্কিত রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

ল্যাজারাস।

ওদের সত্যিকার পিতা।

এমনকি গ্রিগোরিও বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি পেইন্টিঙে ল্যাজারাসের পবিত্র রূপ আবিষ্কার করলেন। ল্যাজারাসের ঠোঁটের কোণ থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

এই পেইন্টিং-এর দিকে তাকালেই তো রেমব্রান্ডের তুলে ধরা সত্য যে কারো কাছে প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার কথা। আতঙ্কিত দর্শক, ঠোঁটের রক্ত, দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা অস্ত্র। স্যাঙ্গুইনিস্টদের গুপ্ত-কথা সম্পর্কে রেমব্রান্ড অবগত ছিলেন, গির্জার বাইরের খুব অল্প কিছু মানুষকে বিশ্বাস করে এই জ্ঞানের সন্ধান দেয়া হয়েছিল। সেই বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য, তিনি আলো-ছায়ার এই মাষ্টারপিস সৃষ্টি করেছিলেন।

গ্রিগোরি পেইন্টিং থেকে চোখ সরিয়ে তাঁর নিজের গির্জার একটা মোজাইক চিত্রের দিকে তাকালেন, যেটা রাখা আছে প্রবেশপথের ওপরে। এতে দেখানো হচ্ছে ল্যাজারাস তার সমাধির দরজার সামনে জীবিত দাঁড়িয়ে আছেন, সূর্যালোক থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য হুড তুলে রাখা। যিশু তাঁর সম্মুখে দাঁড়ানো, তিনি তাঁর নতুন শিষ্যের দিকে হাত বাড়িয়ে রেখেছেন এবং তাঁর অনুসারীরা চোখে বিস্ময় নিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

রানের মুখোমুখি হওয়ার সময় গ্রিগোরির চোখ বেয়ে জল নেমে এল।বন্ধু, গসপেল খুঁজে পেতে আমি তোমাকে সাহায্য করব। আর, ঈশ্বর যদি না চায়, আমার এলাকার সীমানার ভেতরে থাকাবস্থায় কোনো ক্ষতি হতে দেব না তোমাদের।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৯

২৭ অক্টোবর

মস্কোর সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টা ০৮ মিনিট

সেইন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া

রাসপুতিনের কথা জর্ডান বিশ্বাস করল না। ইরিন ছাড়া এখানকার কাউকে বিশ্বাস করে না জর্ডান। এমনকি ফাদার করজাকেও নয়।

'এসো তোমরা।' বেদি থেকে নেমে পাশে রাখা একটা টেবিলের দিকে এগোলেন রাসপুতিন গ্রিগোরি। 'সবাই খেতে বসি।'

গ্রিগোরির এখানে থাকা অল্পবয়স্ক বাচ্চারা টেবিলে সাজিয়ে দিতে শুরু করল। এদের কাউকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এরা সাধারণ *মানুষ* নয়। গ্রিগোরি পরনে কালো গাউন আছে। কিন্তু এদের পরনে হাল ফ্যাশনের শার্ট, প্যান্ট। দেখলে মনে হয়, স্কুলে পড়ে এরা।

ইরিন, জর্ডান ও রান গিয়ে টেবিলের চারপাশে থাকা চেয়ারগুলোতে বসল।

'চা দেব?' রাসপুতিন প্রশ্ন করলেন।

'না, ধন্যবাদ।' বিড়বিড় করল জর্ডান।

রাসপুতিনের মতো লোকের হাতের ছোঁয়া থাকা কোনো খাবার খাওয়ার ইচ্ছে নেই জর্ডানের। এমনকি এখানকার বাতাসে শ্বাস নিতেও অস্বস্তি লাগছে।

ইরিনও কিছু নিল না। সোয়াটারের লম্বা হাতার ভেতরে নিজের আঙুলগুলো ঢুকিয়ে ফেলল।

'রান, তোমার সঙ্গীরা তো আমাকে বিশ্বাসই করে না।' ফাদার করজার দিকে তাকিয়ে এক ঝাঁক দাঁত বের করে বললেন গ্রিগোরি। 'যা হোক, তাহলে কাজের কথা আসা যাক। বলো, তোমাদের কেন মনে হলো গসপেলটা আমার শহরে রয়েছে?'

'আমাদের বিশ্বাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে রাশিয়ান সৈন্যরা বইটাকে এখানে নিয়ে এসেছে।' ফাদার করজা জবাব দিলেন।

BanglaBook.org

'এত পুরানো ঘটনা?'

'হ্যাঁ। বইটা কোথায় নেয়া হয়ে থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'সৈন্যরা যদি জেনে বুঝে বইটা নিয়ে আসতো, তাহলে অবশ্যই স্ট্যালিনের (জোসেফ স্ট্যালিন) কাছে পৌঁছে দিত। কিন্তু এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই। বইটাকে উল্লেখ্যযোগ্য কোথাও নেয়া হলে আমার নজরে আসতো সেটা। এখানকার সবকিছুই আমি জানি। আচ্ছা, ব্লাড গসপেলটা কবে ও কোন জায়গা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?'

সত্য কথাটা বলতে একটু ইতস্তত করলেন রান করজা। 'এ্যাটার অ্যাবির কাছে, দক্ষিণ জার্মানির এক বাঙ্কারে বইটা থাকার প্রমাণ পেয়েছি আমরা।'

'প্রমাণ?' করজার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন গ্রিগোরি।

ফাদার করজা চুপ করে রইলেন।

ইরিনের দিকে তাকালেন রাসপুতিন গ্রিগোরি। 'রাশিয়া একটা বিশাল জায়গা। তথ্য দিয়ে তোমরা যদি আমাকে সাহায্য না করো, আমিও তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারব না।

রান করজার দিকে তাকাল ইরিন।

'মারা যাওয়ার আগে পিয়ার্স আমাদেরকে জানিয়েছেন।' অবশেষে করজা বলে দিলেন।

'আচ্ছা, তাহলে সে নাৎসিদের সাথে শেষমেশ যোগ দিয়েছিল?' গ্রিগোরির প্রশ্ন।

করজা কোনো জবাব দিলেন না।

গ্রিগোরি নিজেই আবার বলতে শুরু করলেন। 'যুদ্ধের প্রথম দিকে সে এসেছিল আমার কাছে। কিন্তু এখন আমি যতটা বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করছি তখন এরকম ছিল না। তবে সামর্থ্য ছিল।'

কথাটা শুনে অবাক হলেন রান। 'তিনি কেন তোমার কাছে আসতে যাবেন?'

'তুমি, আমি আর পিয়ার্স একসাথে ত্রয়ী হিসেবে কাজ করতাম, ভুলে গেছ?' একই সাথে মর্মাহত ও রাগান্বিত হলেন রাসপুতিন। 'আমার কাছে না এলে কার কাছে যেত তখন? কার্ডিনাল তাকে হুমকি দিয়েছিল গসপেল খোঁজার কাজটা পিয়ার্স চালিয়ে গেলে ওকে বহিষ্কার করা হবে। পিয়ার্স

BanglaBook.org

চার্চের কাছে পাত্তা না পেয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমার কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে গিয়েছিল নাৎসিদের কাছে। গসপেল পাওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সে।'

'কার্ডিনাল বার্নার্ড পিয়ার্সকে বহিষ্কার করবেন? বিশ্বাস করি না। উনি নিশ্চয়ই এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না।' করজা মুখে কথাটা বললেও ভেতরে ভেতরে দুর্বলতাটা টের পেলেন।

'রান, তোমার শ্রদ্ধেয় কার্ডিনালকে এখনও ভালো করে চিনতে পারোনি। মনে রেখো, কে কিন্তু আমাকে বহিষ্কার করেছিল। অথচ তোমার পাপের চেয়ে আমার পাপের তীব্রতা অনেক কম হওয়ার পরও। আমি জীবন কেড়ে নেইনি, জীবন বাঁচিয়েছি।'

'আপনারা কী নিয়ে কথা বলছেন?' জর্ডান প্রশ্ন করল। ওর কাছে মনে সিনেমা চলাকালীন সময়ে হলে ঢুকেছে! কাহিনি বুঝতে পারছে না।

'আপনারা রোমান সম্রাটের ছোট ছেলের কথা বলছেন, তাই না? মুমূর্ষ অবস্থা হয়েছিল ছেলেটার।' ইরিন নিজের জানার আলোকে বলল।

মলিনভাবে হাসলেন রাসপুতিন। 'হ্যাঁ, অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের ফলে বাচ্চা ছেলেটা খুব কষ্ট পাচ্ছিল। মারাই যাচ্ছিল প্রায়। তো আমার আর কী করার ছিল?'

'তাকে প্রাকৃতিকভাবে মৃত্যু হতে দেয়া উচিত ছিল তোমার।' বললেন রান। 'ঈশ্বরের সন্তানকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তুমি তা করোনি। উপরন্তু, তোমার নিজের অন্যায়ের জন্য অনুশোচনাওবোধ করছ না। আর এজন্যই তোমাকে ক্ষমা করা হয়নি।'

'আমি ক্ষমা আশা করেছিলাম কে বলল তোমাকে? তোমার কার্ডিনালের ক্ষমা আমি চাইতেই যাইনি।'

'দেখুন, আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে আসছি বোধহয়।' বাগড়া দিল জর্ডান। 'গ্রিগোরি, আপনি আমাদেরকে বইটা খুঁজতে সাহায্য করবেন?'

'তার আগে আমি জানতে চাই, পিয়ার্স কীভাবে মারা গেছে?' ইরিনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন রাসপুতিন গ্রিগোরি।

ইরিন গ্রিগোরিকে বাঙ্কারে ও নৌকায় ঘটে যাওয়া সবকিছু খুলে বলল।

'জার্মান বাঙ্কারটা ছিল একদম দক্ষিণ দিকে। আপনারা বলতে পারবেন ঠিক কখন রাশিয়ান সৈনিকরা সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিল? যদি সময়টা জানতে পারতাম...'

'২৮ শে মে থেকে জুনের ২ তারিখের মধ্যে কোনো একটা সময়ে হবে

BanglaBook.org

সম্ভবত।' মনে মনে হিসেব-নিকেশ করে জানাল জর্ডান।

'আপনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে এতটা জানেন?' রাসপুতিন প্রশ্ন ছুঁড়লেন জর্ডানের দিকে।

'জি, আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর অনেক বই পড়েছি। তাছাড়া আমার দাদা যুদ্ধও করেছেন। আমি তাঁর মুখ থেকে অনেক গল্প শুনেছি।' জর্ডান জবাব দিল।

'বাহ, সার্জেন্ট! বেশ বেশ। কাজে দেবে তারিখগুলো। তবে এরপরও বইটা খুঁজে বের করতে সময় লাগবে।'

রাসপুতিনের কথা শুনে ইরিন বিস্মিত হলো। জর্ডানের পদবী সার্জেন্ট এটা গ্রিগোরি জানলেন কীভাবে? দুশ্চিন্তার বিষয়।

'তারিখগুলো কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ?' ইরিন জানতে চাইল।

'ডক্টর, তার আগে বলুন, আপনার কোটের ভেতরে কী লুকিয়ে রেখেছেন?'

তার মানে, ইরিনের ব্যাপারেও রাসপুতিন অবগত, ভাবল জর্ডান। কী জানেন না তিনি?

'আমি গন্ধ পাচ্ছি।' আবার বললেন রাসপুতিন।

করজার দিকে তাকাল ইরিন। মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন করজা। পকেটে হাত দিয়ে কনক্রিটের খণ্ড বের করল ডক্টর গ্রেঞ্জার। 'আমাদের বিশ্বাস, এটা গসপেলের কভার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।'

রাসপুতিন হাত বাড়িয়ে টুকরোটি নিলেন। ভালো করে দেখতে শুরু করলেন তিনি।

'যদি আমাকে একটা এক্সপ্লোসিভ সেন্সর এনে দেয়া হয় তাহলে আমি এই টুকরোটিকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে এরকম কেমিক্যালের উপস্থিতি আছে এমন কিছুর হদিস বের করে দিতে পারি। যদি এই কনক্রিট গসপেল ঢাকার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে আশা করা যায়, বইয়ের মূল কভারের ওপরেও একই কেমিক্যালের উপস্থিতি পাওয়া যাবে। ধরে নিচ্ছি, গসপেল বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায়নি।'

আতঙ্কিত হয়ে নিজের ক্রস চেপে ধরলেন রান করজা। গসপেল ধ্বংস হয়ে গেছে এমনটা ভাবতেও ভয় হয় তাঁর।

রাসপুতিন মাথা নেড়ে সেরগেইয়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'আমার ব্যক্তিগত সহকারীর সাথে যান। আপনার চাহিদামতো প্রয়োজনীয় জিনিস যোগাড় করে দেবে।'

BanglaBook.org

জর্ডান একচুলও নড়ল না। 'আমরা কেউ একা চলছি এই মিশনে।'

সন্ধ্যা ৬টা ১৭

রাসপুতিন প্রথমে ভ্রু কোঁচকালে পরে হেসে উঠলেন। তার হাসি শুনতে ঘৃণা করে ইরিন।

'আচ্ছা, বেশ।' রাসপুতিন বললেন। 'যা দরকার সেটা সেরগেইকে লিখে দিন।'

সেরগেই একটা নোটবুক আর পেন্সিল জর্ডানের হাতে দিল।

টেবিলের ওপর রাখা কনক্রিটের টুকরোটা ইরিন চট করে নিজের পকেটে তুলে নিল। ওর আশংকা, রাসপুতিন হয়তো সুযোগ পেলে টুকরোটা চুরি করতে পারেন! ইরিন এতটুকু বুঝতে পেরেছে, এই রাসপুতিন একজন সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি। সতর্ক থাকতে হবে। তার চোখে লোভ চকচক করতে দেখেছে ও। একটু আগে ওদের কাছ থেকে রাসপুতিন যা যা জেনে নিয়েছেন সেগুলোর মাধ্যমে হয়তো তিনি এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন গসপেলটা কোথায় আছে। অথচ বলছেন না।

রাসপুতিন ওদেরকে বাঁদর নাচ নাচাচ্ছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

'চলুন এই ফাঁকে, আপনাদেরকে গির্জার পেছনের অংশ দেখিয়ে আনি।' বললেন রাসপুতিন।

জর্ডান, ইরিন ও ফাদার করজা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এগোলেন রাসপুতিন গ্রিগোরির পিছু পিছু।

গির্জার পেছনের অংশে পৌঁছে আবার মুখ খুললেন গ্রিগোরি। 'ডক্টর, আপনি কি জানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এখানে কিন্তু শুধুমাত্র নাৎসিদের বোমাবর্ষণের কারণে এখানকার রাশিয়ানদের মৃত্যু হয়নি। এখানে স্ট্রিগোয়দের ভয়ংকর আক্রমণ হয়েছিল। জানা আছে, সবমিলিয়ে কতজন মারা গিয়েছিল?'

ইরিন মাথা নাড়ল। জানে না।

'২০ লাখ।'

'দুঃখিত।' আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করল ইরিন।

'চার্চের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম তখন। তারা তখন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। নিরপেক্ষ ভূমিকায় একদম চুপ করেছিল। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারিনি। আর আমার এই চুপ করে বসে না থাকার কারণেই চার্চ থেকে আমাকে বহিষ্কার করা হয়। আচ্ছা, ডক্টর, আপনিই বলুন, আমার

BanglaBook.org

জায়গায় আপনি থাকলে কী করতেন?' গ্রিগোরি প্রশ্ন করলেন।

'তুমি তাদেরকে বাঁচাওনি।' বলল রান। 'তুমি তাদেরকে দানবে রূপান্তর করেছ। তারচেয়ে বরং ঈশ্বরের কাছে তাদেরকে ফিরতে দেয়াই ভালো হতো।'

রাসপুতিন করজাকে পাত্তা দিলেন না। ইরিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'নিষ্পাপ শিশুদের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে আপনি তাদেরকে মারা যেতে দেবেন? আপনার সামনে তাদের হৃৎপিণ্ডের গতি থেমে যাচ্ছে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু করবেন না? নিষ্পাপ শিশুদের জীবন বাঁচাতে যদি ক্ষমতাকে কাজেই না লাগানো যায়, তাহলে ঈশ্বর কেন আমাকে সেই ক্ষমতার অধিকারী করেছেন?'

নিজের ছোটবোনের মৃত্যুর ঘটনা মনে পড়ল ইরিনের। রাসপুতিনের মতো ক্ষমতা যদি তখন ইরিনের থাকতো তাহলে সে কি নিজের বোনকে নিষিদ্ধ উপায়ে বাঁচাতো? বাবার মনে জমে থাকা কট্টর কুসংস্কারকে তার চোখে সামনে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিত?

'তুমি তাদেরকে দূষিত করেছ।' বললেন রান। ইরিনের হাতের কব্জিতে হাত রাখলেন তিনি। যেন ইরিনের মনে অবস্থা টের পেয়ে সান্ত্বনা দিলেন। 'তুমি বাচ্চাদেরকে বাঁচাওনি। তুমি তাদেরকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও শান্তি থেকে বঞ্চিত করেছ।'

'তুমি নিশ্চিত, বন্ধু? চার্চের যে এত সেবা করে আসছো, তুমি শান্তি পেয়েছ?' খোঁচা মারলেন গ্রিগোরি। 'তোমার পাপ আর আমার পাপ হিসেবে করে দেখো। কে ঈশ্বরের সামনে তুলনামূলক পরিষ্কার আত্মা নিয়ে দাঁড়াবে? প্রিয়তমাকে দানবীতে রূপান্তরিত করেছে সে? নাকি নিষ্পাপ শিশুদের জীবন বাঁচিয়েছে সে?'

ইরিনের দিকে তাকালেন রাসপুতিন গ্রিগোরি।

তার চোখের স্থিরদৃষ্টি দেখে শিউরে উঠল ইরিন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫০

২৭ অক্টোবর,
মস্কোর সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টা ৩৮ মিনিট
সেইন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া

জর্ডান সেরগেইকে যা আনতে বলেছিল সেটা এসে পড়েছে। জিনিসটা দেখতে অনেকটা অস্বাভাবিক বড় সাইজের রিমোটের মতো।

'এটা কীভাবে কাজ করে?' জানতে চাইল ইরিন।

'অ্যামপ্লিফাইং ফ্লুরেসেন্ট পলিমারস দিয়ে এটা ব্যবহার করে হবে। এই ডিটেকটর থেকে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ছুঁড়ে দেয়া হয়। তখন ফ্লুরেসেন্ট রেঞ্জের ভেতরে থাকা কোনো বস্তু আন্দোলিত হওয়ার পর কীরকম প্রতিক্রিয়া করে সেটা লক্ষ্য করে।' জর্ডান জবাব দিল।

এত টেকনিক্যাল কথা ইরিনের সম্ভবত বোধগম্য হলো না।

'এটা কি বিপদজনক?' সন্দেহ নিয়ে রান করজা প্রশ্ন করলেন।

'একদম না।' ডিভাইসের ভেতরে ব্যাটারি ঢোকাল জর্ডান। 'আমাকে ওই কনক্রিটের টুকরোটা দেয়া যাবে?'

পকেট থেকে টুকরোটা বের করে জর্ডানের হাতে দিল ইরিন।

'এটা দিয়ে কি আমাদের যথেষ্ট উপকার হবে?' করজার প্রশ্ন।

'হওয়া উচিত।' কথা বলতে বলতে ডিভাইসটি দিয়ে কনক্রিটের টুকরোর চারপাশ ভালো করে স্ক্যান করে নিল জর্ডান। এবার আমাদের ডিভাইস তৈরি। এই কনক্রিটকে বিস্ফোরিত করার জন্য সে বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা এখন ডিভাইসের সাহায্যে চিহ্নিত করতে পারব। সহজভাবে বলতে গেলে, এই ডিভাইসটা এখন একটা ইলেকট্রনিক ব্লাডহাউন্ড কুকুরে পরিণত হয়েছে!

সন্ধ্যা ৬টা ৪৬ মিনিট

'শুভ সন্ধ্যা!' ওদের দিকে এগিয়ে এলেন রাসপুতিন। কিছুক্ষণের জন্য এখানে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি। ফাদার করজা তাঁর বিশেষ ক্ষমতার সাহায্যে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন রাসপুতিন একটু আগে একজন মানুষের

BanglaBook.org

সাথে দেখা করে এসেছেন। দূর হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ ভেসে এসেছিল করজার কানে। 'সার্জেন্ট তুমি যা অর্ডার করেছিলে, আশা করি তা পেয়েছো? খুশি?'

'হ্যাঁ, একদম। আর এই যন্ত্রটাও তৈরি।' জর্ডান জবাব দিল।

'গুড। আমিও তৈরি।' নিজের দু'হাত ঘষলেন রাসপুতিন গ্রিগোরি। তাকে একই সাথে আনন্দিত ও লোভী দেখাচ্ছে।

'গসপেলের ব্যাপারে কোনো সূত্র পেয়েছেন আপনি?' জানতে চাইল ইরিন।

'সম্ভবত। আমি জানি, সার্জেন্ট যে সময়কালের কথা বলল, তখন বইটাকে সেইন্ট পিটার্সবার্গে আনা হয়ে থাকলে সেটাকে কোথায় রাখা হয়ে থাকতে পারে।'

রাসপুতিন ইরিনের কাছে এলেন। ওর পিঠে এক হাত রেখে চার্চের মাঝখানে এগিয়ে নিয়ে চললেন তিনি। ইরিন ওর হাত ব্যবহার করে রাসপুতিনের হাতটা নিজের পিঠ থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু রাসপুতিন তারপরও বাড়তি এক সেকেন্ড পাথরের মতো শক্ত করে হাতটা ওভাবেই পিঠের ওপর রাখলেন। তারপর সরিয়ে নিলেন আস্তে করে। ইরিনকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন, ইরিনের চেয়ে কতগুন শক্তিশালী তিনি। চাইলে অনেককিছুই করে বসতে পারেন।

ইরিনের সাথে রাসপুতিন গ্রিগোরির এমন আচরণ দেখে ডিভাইসটা হাতে নিয়ে ইরিনের কাছে এসে দাঁড়াল। এভাবে কাছে আসার পেছনে ঈর্ষা, উদ্বেগ দুটোই কাজ করতে পারে।

গির্জার মাঝখানের দিকে এগিয়ে গিয়ে মেঝে থাকা একটা মারভেল পাথরের ভারী টাইলস এক হাত দিয়ে সরালেন গ্রিগোরি। একটা কালো মই দেখা গেল। যেটা নিচে নেমে গেছে।

সবাইকে নিচে নামার জন্য ইঙ্গিত দিলেন তিনি।

প্রথমে ফাদার করজা, তারপর ইরিন মই দিয়ে নিচে নামতে শুরু করল। এরপর জর্ডান ওর ডিভাইসটা পকেটে ঢুকিয়ে পা রাখল মইয়ে। রাসপুতিন আর ইরিনের মাঝে থাকতে চায় ও।

সবার শেষে মইয়ে চড়লেন রাসপুতিন।

আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমে গেল ওরা।

নিচে পৌঁছানোর পর জর্ডান আর ইরিন ওদের কাছে থাকা টর্চলাইট জ্বালাল। করজা আর গ্রিগোরির দেখতে আলোর প্রয়োজন নেই তা বলাই

BanglaBook.org

বাহুল্য। এগোচ্ছে সবাই।

ইরিনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন গ্রিগোরি। 'এই আন্ডারগ্রাউন্ডটাকে সমাধি হিসেবে খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না, তাই না?'

মাথা নাড়ল ইরিন।

'এই জায়গাটাকে সমাধি হিসেবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে অবশ্য। প্রতি শীতকালে পথশিশুরা সেইন্ট পিটার্সবার্গের পয়ঃনিষ্কাশন পাইপে আশ্রয় নেয়। সংখ্যায় প্রায় ১০ হাজার জন। আমরা ওদেরকে গরম খাবার দিয়ে থাকি, যেন স্ট্রিগোয় ওদেরকে আক্রমণ করতে না পারে। কিন্তু তারপরও ঘাটতি থেকে যায়। বাচ্চারা মারা যায় স্ট্রিগোয়দের আক্রমণে। কিন্তু রান, এতেও তোমার মহামূল্যবান চার্চের কিছুই যায় আসে না!' গ্রিগোরি বললেন।

রান ঠোঁট এঁটে রইলেন। কোনো জবাব দিতে পারলেন না।

হাঁটতে হাঁটতে পাশে থাকা একটা টানেলে ঢুকে পড়লেন গ্রিগোরি। ওরা তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলো।

ফাদার করজা গন্ধটা আগেই টের পেলেও ইরিন মাত্র টের পেল।

ভাল্লুক।

জর্ডানও চিনল গন্ধটা। ইরিনের আঙুল শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সে।

সামনে দুটো টানেল দেখা যাচ্ছে।

অনেক বাঙ্কারের এর 'X' অংশের মতো দেখতে জায়গাটা।

দুই টানেলের সংযোগস্থলে একটা চেম্বার রয়েছে। প্রায় ৫০ ফুট, বর্গাকার দেখতে। বেশ অন্ধকার। চেম্বার থেকে চারটি টানেলে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ভারী লোহার শিক দিয়ে।

পঁচা মাংস আর পুরোনো রক্তের গন্ধ আসছে চেম্বার থেকে।

গ্রিগোরি লোহার শিকগুলোর ওপর দুই হাত রেখে হাঁক ছাড়লেন। 'আমার প্রিয় উরসা! জেগে ওঠো!'

অন্ধারের ভেতরে নড়ে উঠল বিশাল এক শরীর।

ওদের হাতে থাকা টর্চের আলোতে দেখতে পেল দানবাকৃতির একটা ভাল্লুক রয়েছে চেম্বারের ভেতরে। কাঁধ নুইয়ে রেখেছে প্রাণীটা। চেম্বারের ছাদের সাথে ঠেকে যাচ্ছে শরীর।

ইরিন আন্দাজ করল, ভাল্লুকটা যদি ঠিকভাবে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারতো তাহলে এটার উচ্চতা হতো ১৫ ফুট দীর্ঘ!

রাসপুতিন গ্রিগোরির কাছে এগিয়ে এল দানবাকৃতির ভাল্লুকটা। শিকের

BanglaBook.org

সাথে নিজের মাথা ঘষল। গ্রিগোরি ওটার কানে, ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

দানবটা মাথা ঘুরিয়ে ফাদার করজা দেখল। স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর চাপা গর্জন করল, লাল কুতকুতে চোখ দুটো দিয়ে দেখতে লাগল রান করজাকে।

'আহা! দেখেছ, রান! এত বছর পরেও উরসা তোমাকে এখনও চিনতে পেরেছে!' ভাল্লুকটার থুতনিতে হাত দিয়ে আদর করতে করতে বললেন গ্রিগোরি।

করজা নিজের পায়ে হাত দিলেন। 'আমি চিনতে পেরেছি। ভুলিনি।' সম্ভবত করজার সাথে এই দানবের অতীত স্মৃতি খুব একটা সুখকর নয়।

'তোমার পা তো সেরেই গেছে।' গ্রিগোরি মন্তব্য করলেন।

'ও এখানে কেন?' রান করজার কণ্ঠে রাগের ঝাঁঝ পরিষ্কার।

'শীতকালটা বাইরে ওর জন্য নিরাপদ নই। মানুষরা ওকে দেখে ফেলার আশংকা থাকে। তাছাড়া ওর অনেক বয়স হয়ে গেছে। খুব ধীরে নড়াচড়া করা। তাই ওর জীবনের শেষ সময়টা যেন নির্বিঘ্নে কাটাতে পারে তাই এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

ভাল্লুকের পায়ের ধাক্কার একটা বস্তু গড়িয়ে গড়িয়ে শিকের ভেতর দিয়ে ইরিনের পায়ের কাছে এল। ওটার দিকে টর্চ তাক করল ইরিন।

একটা মানুষের খুলি!

ভয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল ডক্টর গ্রেঞ্জার।

'যথেষ্ট হয়েছে! আমরা এখানে গসপেলের খোঁজে এসেছি। গসপেলটা নিয়ে চলে যাব। এসব দেখে সময় নষ্ট করার মানে হয় না।' ফাদার করজার কিছুটা কর্তৃত্বের সুর পাওয়া গেল।

'এত তাড়া?' ব্যঙ্গ করলে গ্রিগোরি। 'ঠিক আছে। চলো, যাই।' টানেলের ফিরতি পথ ধরলেন তিনি।

ফাদার করজারা পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল ইরিন। 'আচ্ছা, আপনার সাথে ওই ভাল্লুকের বিষয়টা কী?'

করজা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'উরসাকে একটা সময় সেইন্ট করবিনিয়ানের ভাল্লুক হিসেবে জানতো সবাই। আপনি সেই গল্পটা জানেন?'

মাথা নাড়ল ইরিন। জানে। ছোটবেলায় ওকে এসব ধর্মীয় কাহিনিগুলোকে জোর করে মুখস্ত করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আঠারশো শতাব্দীর কথা। সেইন্ট করবিনিয়ান রোমে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে এই ভাল্লুকটা তাঁর ওপর আক্রমণ করে ও তাঁর গাধাকে খেয়ে ফেলে। পরে

BanglaBook.org

সেইন্ট করবিনিয়ন ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে ভাল্লুকটাকে নিজের বাধ্য করেন। ও এটায় চড়ে ফিরে আসেন রোমে।

'কিন্তু ফাদার এই ভাল্লুক আর সেই গল্পের ভাল্লুক তো এক হতে পারে না? সে তো অনেক দিন আগের কথা।' ইরিন বলল।

'এই ভাল্লুক দূষিত, অপবিত্র। সেই সময় সেইন্ট করবিনিয়ন স্যাঙ্গুইনিস্ট ছিলেন। এরকম দূষিত প্রাণীরা স্যাঙ্গুইনিস্টদের বাধ্য হয় না। এটা এক বিরল ঘটনা।'

জর্ডান ঘাড় ঘুরিয়ে আরেকবার চেম্বারের দিকে তাকাল। 'ওই ভাল্লুকের পিঠে চড়াও তো চাট্টিখানি কথা নয়!'

'ফাদার, আপনার সাথে এই ভাল্লুকের দেখা হলো কীভাবে?' ইরিনের প্রশ্ন।

'৮০ বছর আগে খবর ছড়ায়, রাশিয়ায় বিশালাকৃতির কোনো এক ভাল্লুক বেশ তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। তখন আমি, পিয়ার্স ও গ্রিগোরি এটার একটা ব্যবস্থা করতে এখানে আসি।'

গ্রিগোরি কিছুটা সামনে এগিয়ে হাঁটছিলেন। ওদের কথা শুনে পিছিয়ে এসে আলোচনায় যোগ দিলেন তিনি। 'মিশনের মাঝপথে পিয়ার্স সরে গিয়েছিল। কিন্তু রান হাল ছাড়েনি। ভাল্লুকটার মুখোমুখি হয়েছিল ও। আর তখন আর একটু হলেই নিজের পা হারাতে বসেছিল উরসার কাছে।'

'পায়ের ক্ষত সারতে দশ বছরেরও বেশি সময় লেগেছে।' রান বললেন।

'রানকে উরসার হাত থেকে আমি আর পিয়ার্স কোনোমতে রক্ষা করেছিলাম তখন। বিপদের কথা শুনে পিয়ার্স ছুটে এসেছিল। কিন্তু উরসা জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল সেবার। আমরা আর ওর নাগাল পাইনি। পরে রোম থেকে আমাদের ডাক আসে।' বললেন গ্রিগোরি।

'কিন্তু এখন কীভাবে পেয়েছ?' ফাদার করজার প্রশ্ন।

'আমাকে ডেকেছিল ও।' বললেন গ্রিগোরি। 'স্যাঙ্গুইনিস্ট থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর এই অপবিত্র, দূষিত প্রাণীরা আমার সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেছিল।'

'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই!' রান করজা মন্তব্য করলেন।

'আমরা যা, আমরা তাই! কোনো ভণ্ডামি নেই আমাদের মধ্যে। তোমাদের মতো ভাল মানুষের মুখোশ পরে থাকি না আমরা। সততাই আমাদের শক্তি, এটাই আমাদের ক্ষমতা!' প্রতিবাদ জানালেন গ্রিগোরি।

BanglaBook.org

'আমার ক্ষমতার লোভ নেই। আমি আশীর্বাদ সন্ধানী।'

হাসলেন গ্রিগোরি। 'তো এতগুলো বছর ধরে মেকি মুখোশ পরে শেষপর্যন্ত আশীর্বাদ পেয়েছো কি? পাওনি। সুখ, শান্তি থাকে নিজের হৃদয়ে। চার্চের চার দেয়ালের মধ্যে নয়। খুঁজতে হলে নিজের ভেতরে খোঁজো। চার্চে খুঁজে লাভ নেই।'

দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইলেন করজা। কোনো জবাব দিলেন না।

কিছুক্ষণ পর টানেল ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা সবাই একটা লোহার মইয়ের কাছে এসে উপস্থিত হলো।

মইয়ের ওপরের দিকে টর্চের আলো ফেলল ইরিন। কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। ঘোর অন্ধকার।

কোনো বাড়তি কথা না বলে মই বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা। একটা কনক্রিটের শূন্য রুমে এসে পৌঁছুল একে একে।

রাসপুতিন মান্ধাতা আমলের চাবি ব্যবহার করে রুমে দরজা খুললেন। ১০ মিনিট ধরে বিভিন্ন হলরুম, সিঁড়ি, গোলক ধাঁধাঁর মতো করিডোর পেরিয়ে ওদেরকে নিয়ে অন্য একটি দরজার সামনে হাজির হলেন। তালা খুললেন চাবি দিয়ে।

কয়েক পা ভেতরে ঢুকে পুরানো একটা বাল্ব জ্বালালেন তিনি। স্বল্প আলো ছড়িয়ে পড়ল রুম জুড়ে। রুম ভর্তি বিভিন্ন জিনিস। স্টোর রুমের মতো লাগছে। বদ্ধ, স্যাঁতস্যাঁতে।

'চলে এসেছি আমরা!' রাসপুতিন ঘোষণা করলেন।

'কোথায় এসেছি?' জর্ডান জানতে চাইল।

'বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও বড় জাদুঘম হারমিটেজের নিচে।' জবাব দিলেন রাসপুতিন গ্রিগোরি।

'দেখে তো সেরকম মনে হচ্ছে না।'

'কারণ এটা জাদুঘরের স্টোররুম এরিয়া। এর ওপরে আসল জাদুঘর অবস্থিত। যেটা দেখতে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন।'

ইরিন মুখ খুলল এবার। 'এখানে এই অবস্থায় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাদের বাড়তি কালেকশনগুলো স্টোর করে রাখে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন গ্রিগোরি। যে কিনা শত শত বছর ধরে বেঁচে থাকে তার কাছে ইতিহাস আর জাদুঘরের কী এমন মূল্য আছে!

রুমের ভেতরে অযত্নে ফেলে রাখা কালেকশনগুলো দেখল ইরিন। 'এটা সঠিক জায়গা নয়।'

BanglaBook.org

জর্ডানের দিকে ফিরলেন রান করজা। 'আপনি এখানে ডিভাইসটা দিয়ে চেক করে দেখতে পারেন।'

জর্ডান পকেট থেকে ডিভাইসটা বের করে সেটিংস আরেকবার দেখে নিতে শুরু করল।

'আচ্ছা, এই রুমটাকেই কেন তোমার পছন্দ হলো, গ্রিগোরি?' প্রশ্ন করলেন করজা।

'সার্জেন্ট যে সময়কালের কথা বলেছিল। অর্থাৎ, মে মাসের শেষের দিক। তখন রাশিয়ান সৈনরা ইউরোপ থেকে যা যা পেয়েছিল সব এনে এখানে জমা করেছে।'

'এখানে কতগুলো রুম আছে?' ডিভাইস চালু করে প্রশ্ন করল জর্ডান।

'অনেকগুলো।' গ্রিগোরি জবাব দিলেন।

'সবগুলোরই এরকম অবস্থা?' মূল্যবান কালেকশনগুলোকে এভাবে অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখে ইরিনের খারাপ লাগছে।

'কয়েকটা রুমে এরচেয়ে জঘন্য অবস্থা।'

করিডোর ধরে সবগুলো রুমে খুঁজতে হবে ওদের। এতগুলো রুম আর রুমের ভেতরে থাকা এত এত জিনিসের মধ্যে থেকে বইয়ের মতো ছোট একটা বস্তু খুঁজে বের করার চেষ্টা করা আর খড়ের গাঁদায় সূঁচ খোঁজা একই কথা।

এক ঘণ্টা ধরে বেশ কয়েকটা রুম খুঁজে দেখল ওরা।

ফলাফল শূন্য।

ওদের খোঁজা অবস্থা থেমে নেই।

হঠাৎ জর্ডানের ডিভাইসটি 'বিপ', শব্দ করে উঠল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫১

২৭ অক্টোবর
মস্কোর সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিট
দ্য হারমিনেজ, রাশিয়া

শব্দ শুনে খুশি হয়ে উঠল জর্ডান। সিগন্যাল অনুসরণ করে এগিয়ে দেখল শব্দটা একটা কাঠের বাক্সকে নির্দেশ করছে। কিন্তু সেই কাঠের বাক্সের ওপরে রয়েছে একটা ভারী প্রপেলার। মিগ-৩ এর গোলাকৃতির পাখা।

'আমাদেরকে প্রপেলারটা সরাতে হবে।' রাসপুতিনের দিকে ইশারা করে বললেন করজা।

জর্ডান ঘাড় ফিরিয়ে ওনাদের দিকে তাকাল। এই ভারী প্রপেলারটাকে তুলতে কমপক্ষে ৬-৭ জন মানুষ প্রয়োজন। অবশ্য রান আর গ্রিগোরি তো *মানুষ* নয়!

স্টিলে তৈরি ভারী প্রপেলারটাকে উঁচু করে ধরলেন ফাদার করজা ও গ্রিগোরি রাসপুতিন। স্যাঙ্গুইনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তাদের মুখের পেশিগুলোও ভারের চোটে টানটান হয়ে গেল।

প্রপেলারটাকে উঁচু করে ধরার পর সেটার নিচ দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে বাক্সের ঢাকনা খুলল জর্ডান। কিন্তু বাক্সের ভেতরের দৃশ্য দেখতেই ওর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'কী কিছু পেলে?' জানতে চাইল ইরিন।

'সবাই চুপ!' জর্ডান চেঁচিয়ে উঠল। 'কেউ নড়বেন না!'

BanglaBook.org

সন্ধ্যা ৭টা ২২ মিনিট

জর্ডানের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ বেড়ে গেছে। এটা টের পেয়ে করজা ও গ্রিগোরি দু'জনই স্থির হয়ে গেলেন।

'ব্যাপার কী?' প্রশ্ন করল ইরিন। 'আমি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'না, সবাই স্থির হয়ে থাকুন।' আস্তে আস্তে মাথা বের করে দাঁড়াল জর্ডান। 'আপনারা প্রপেলারটা আর ওখানে রাখতে পারবেন না। বাক্সের

ভেতরে একটা সোভিয়েত এন্টিট্যাংক মিসাইল আছে। একদম তাজা। মিসাইলটার ওপরে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বাড়তি চাপ পড়লেই বিস্ফোরিত হবে। আমাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

দুই স্যাঙ্গুইনিস্ট প্রপেলারটাকে উঁচু করে পাশে থাকা অন্য একটা বাক্সের ওপর সাবধানে রেখে দিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখল কোনোকিছু ঘটে কিনা। এমনও তো হতে পারে এই বাক্সেও কোনো মিসাইল আছে!

তবে তেমন কিছু ঘটল না।

হাতে ডিভাইসটা দিয়ে আবার সার্চ করতে শুরু করল জর্ডান। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার 'বিপ,' শব্দ করে উঠল সেটা!

এবার আগের চেয়ে জোরালভাবে।

রাত ৮টা ৩১ মিনিট

সিগন্যালের সূত্র ধরে একটা বাস্কেটের কাছে গেল ইরিন। ওটার ভেতরে থাকা চাদরগুলো বের করে দেখল নিচে কী আছে।

এবং হতাশ হলো।

এক ফুট প্রস্থ ও প্রস্থের চেয়ে একটু বাড়তি দৈর্ঘ্যের ধূসর রঙের একটা ধাতব ব্লক দেখা যাচ্ছে নিচে। সাবধানে ওটাকে হাতে তুলে নিল ইরিন। বেশ ওজন। সীসার মতো ভারী।

ব্লকের ওপরে ডিভাইসটা নিল জর্ডান। 'এটার গায়ে একইরকম বিস্ফোরণের দাগ দেখা যাচ্ছে। কেমিক্যালও কাছাকাছি। তাই আমার যন্ত্র সিগন্যাল দিয়েছে। যন্ত্রের কোনো দোষ নেই।'

ইরিন ব্লকটাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করল। ওর মনে পড়ল ফাদার পিয়ার্স বলেছিলেন, *এটা বই নয়।* তাহলে তিনি কি এই ব্লকের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন?

ইরিন ওর পকেট থেকে কনক্রিটের টুকরোগুলো বের করল। ব্লকটাকে সাবধানে মেঝেতে রেখে কনক্রিটের দিকে অনেক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখল এবার।

'কনক্রিটের গায়ে থাকা ডিজাইনের সাথে এই ব্লকের ওপরে থাকা ডিজাইনের বেশ মিল আছে। যদিও ঝাপসা হয়ে গেছে অনেকটা।' বলল ইরিন।

সীসার ব্লকটার ওপরে হাতের তালু রেখে জর্ডান বলল, 'তাহলে এটাও

BanglaBook.org

কি আরেকটা বক্স? প্রথমে কনক্রিট এরপর এই সীসার বক্স। হয়তো এর ভেতরে গসপেলটা রয়েছে?'

রাত ৮টা ৪৭ মিনিট

'আমার তা মনে হয় না।' বলল ইরিন। 'এটাকে বক্স বলে মনে হচ্ছে না। একদম নিরেট মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, জার্মানরা বিশ্বাস করেছিল এর ভেতরে কিছু একটা আছে।' ব্লকের গায়ে থাকা বিস্ফোরণের দাগ দেখাল জর্ডান। 'দেখে মনে হচ্ছে বারবার এটার ওপর বিস্ফোরণ চালানো হয়েছিল। আর জন্যই আমার যন্ত্রটা এত জোরাল সিগন্যাল দিচ্ছিল এটার উদ্দেশে।

ব্লকটাকে হাতে নেয়ার জন্য এগোলেন গ্রিগোরি। কিন্তু রান তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফাদার করজা চান না গসপেলটা গ্রিগোরির হাতে পড়ুক।

'ভয় নেই, রান। আমি ভালো করেই জানি, ভবিষ্যৎবাণীতে আমার কোনো জায়গা নেই। আমার হাতে গসপেল খুলবেও না।' হেসে বললেন গ্রিগোরি। 'এক কাজ করো, তোমার তিনজন মিলে এই ব্লকের ওপর হাত রাখো। দেখো, অলৌকিকভাবে খুলে যায় কিনা!'

'এত সহজে হবে?' ব্লকের ওপর হাত রাখতে রাখতে বলল জর্ডান।

ইরিনও জর্ডানের পাশে হাত রাখল।

তবে করজা ইতস্তত করছেন গ্রিগোরির সামনে এরকম কাজ করতে।

আর ফাদার করজার মনের কথা টের পেয়েই বোধহয় গ্রিগোরি হাত নেড়ে ইশারা দিলেন। সাথে সাথে রুমের ভেতরে তার কয়েকজন অনুসারী উপস্থিত হয়ে গেল।

ওদের পিছু পিছু এসেছে এরা। এতক্ষণ গ্রিগোরির ইশারার অপেক্ষায় ছিল।

অগত্যা রান করজাও ব্লকের ওপর হাত রাখলেন।

রাত ৮টা ৫০ মিনিট

ইরিনের ভয় হচ্ছে। ওর হাতের একপাশ ছুঁয়ে আছে রান করজার হাত, অন্যপাশের উষ্ণ হাতটা জর্ডানের। ওর বিশ্বাস হচ্ছে না, একজন বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও এরকম একটা সম্ভাব্য অলৌকিক কাজে অংশগ্রহণ করেছে!

BanglaBook.org

ব্লকের ওপর হাতগুলো রেখে ওরা তিনজন অপেক্ষা করল অনেকক্ষণ। কিন্তু কিচ্ছু হলো না।

'বলেছিলাম, এত সহজ না।' ব্লকের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল জর্ডান।

'তা তো বটেই।' গ্রিগোরি তার ব্যক্তিগত সহরকারী সেরগেই-এর দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বাইরে বেরিয়ে যেতে বললেন।

'ঠিক আছে। চলুন, আমরা আমাদের রাস্তা মাপি।' এখান থেকে বের হওয়ার কথা বললেন করজা।

'যাবে কোথায়?' বের হওয়ার পথ আটকে গ্রিগোরি জানতে চাইলেন।

'তার মানে কী, গ্রিগোরি? তুমি তোমার কথার বরখেলাপ করবে? বইটা চুরি করে হত্যা করবে আমাদের?' করজা প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

'ঈশ্বর যদি তোমাদেরকেই নির্বাচন করে থাকেন, তাহলে আমি তো তোমাদেরকে আটকে রাখতে পারব না, তাই না?'

'বেশ!' গ্রিগোরির দিকে এগোল জর্ডান। 'আপনার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ...'

৫ জন অনুসারী জর্ডানকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল।

'গ্রিগোরি, বোকামি কোরো না।' বললেন করজা। 'তুমি ভালো করেই জানো গসবেল খোলার মতো যোগ্যতা তোমার নেই।'

'জানি, জানি।' গ্রিগোরি হাসলেন। 'তবে এই খেলায় তুমি আমি ছাড়া আরও খেলোয়ার আছে!'

সেরগেই ফিরে এসেছে।

তার পেছনে বিশালাকৃতির এক জানোয়ার হাজির।

গ্রিমওলফটা গর্জন করে উঠল।

রান করজা মরুভূমিতে এটার যমজটাকে হত্যা করেছিলেন। ওলফের পেছনে উদয় হলো এক নারী। হাত দিয়ে জানোয়ারটা শরীরে আদর করছে সে। জার্মানিতে একে দেখেছিলেন করজা।

এই নারীই ওনাকে জখম করেছিল!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫২

২৭ অক্টোবর
মস্কোর সময় অনুযায়ী রাত ৯টা ০১ মিনিট
দ্য হারমিনেজ, রাশিয়া

‘ফাদার করজা, বেশ সুস্থ হয়ে গেছেন দেখছি!’ বলল নারী আগন্তুক, বাথোরি। ‘আপনার সঙ্গী স্যাঙ্গুইনিস্টরা মারা গেল আর আপনি দিব্যি বেঁচে রয়েছেন। রহস্যটা কী?’

‘আমি শুধুমাত্র যিশুর রক্ত পানি করি।’ করজা জবাব দিলেন।

‘সবসময় নয়। অতীতে আপনি আমার বংশের এক নারীর রক্তপান করেছিলেন।’ বলল বাথোরি।

করজা অবাক হলেন। এজন্যই কি এলিজার সাথে এই নারীর চেহারার এত মিল? এই মেয়ে কি সত্যি এলিজার বংশের কেউ?

‘আমি আমাদের এই নতুন অতিথির গল্প শুনেছি, রান।’ রাসপুতিন বললেন। ‘তোমার সেই ঘটনার কারণে ওদের বংশে প্রত্যেক প্রজন্মের একজন নারীকে অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হয়। গলায় সেটার চিহ্নও থাকে। আর এই অভিশাপ ওদেরকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে বেড়াতে হবে।’

‘ও কথা ছাড়ুন।’ বলল বাথোরি। ‘কাজের কথায় আসা যাক, আমি ফাদার করজা ও বই; দুটোই নিতে চাই। আপনাকে দ্বিগুণ পেমেন্ট দিচ্ছি।’

করজার চোখ সরু হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন, এই নারী কার অধীনে কাজ করছে? কোন দলে? বিলিয়াল?

‘না, তা হয় না। রানের সাথে আমার বোঝাপড়া আছে। তুমি বরং এই দুই মানুষের মাঝ থেকে কাউকে বেছে নাও। আর বইতো রইলই।’ জানালেন রাসপুতিন গ্রিগোরি।

করজা বাগড়া দিলেন। ‘যদি কাউকে নিতেই হয়, আমাকেই নেয়া হোক!’

‘হ্যাঁ, আমি ওনাকে চাই।’ বাথোরি তাল মেলাল।

রাসপুতিন চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা তার ১০ জন্য স্ট্রিগোয় অনুসারীর

BanglaBook.org

দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এটা আমার এলাকা, আমার জায়গা। তাই আমার ধৈর্যের পরীক্ষা না নেয়াটাই ভালো হবে সবার জন্য।'

'গ্রিগোরি, তুমি আমাদেরকে কথা দিয়েছিলে আমাদেরকে নিরাপত্তা দেবে!' অভিযোগ করলেন করজা।

বাথোরি করজাকে পাত্তা দিল না। 'ফাদার করজা, আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনি যা বলবেন তা-ই হবে। কিন্তু এই দু'জনের মধ্যে থেকে কাকে নেব? কঠিন সিদ্ধান্ত।'

বাথোরির দিকে তাকিয়ে চোখ মারল জর্ডান। 'আমাকে নিন। আমি অনেক মজা দিতে পারব!'

'তা জানি।' বাথোরি ঠোঁট বাঁকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিল। 'কিন্তু আমি এই মহিলাকে নেব।'

বাথোরির দিকে ঝাপ দিলেন রান করজা। কিন্তু দুই কদম না এগোতেই স্ট্রিগোয়রা তাঁকে ধরে মেঝেতে শুইয়ে ফেলল। উপরন্তু জর্ডানকেও শুইয়ে দিল তিনজন মিলে।

'রান, আমি সবসময় আমার কথা রেখে এসেছি। চিন্তা কোরো না।' হেসে হেসে বললেন রাসপুতিন। তারপর ফিরলেন বাথোরির দিকে। 'দেখো বাথোরি, আমি ওদেরকে কথা দিয়েছিলাম, যতক্ষণ আমার এলাকা অর্থাৎ, রাশিয়া থাকছে ততক্ষণ আমি ওদের নিরাপত্তার বিষয়টা দেখব। কিন্তু এই কথাটা রাশিয়ার সীমানার বাইরে আর প্রযোজ্য হবে না। তাই সীমান্ত পার হওয়ার পর তুমি এই নারীর সাথে যা খুশি করতে পার!'

রাত ৯টা ০৪ মিনিট

ইরিনের দুই হাত সামনে নিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো। কুকুরের মতো বন্ধনী পরিয়ে দেয়া হলো ওর গলায়। বন্ধনীর ভেতরটা বেশ তীক্ষ্ণ ছিল। রক্ত গড়িয়ে পড়তে শুরু করল ইরিনের গলা বেয়ে। দাঁতে দাঁত চেপে কান্না আটকাল ইরিন।

রাসপুতিন সেই বন্ধনীর ভেতরে চামড়ার দড়ির এক প্রান্ত বাধলেন আর অন্য প্রান্ত দিলেন বাথোরির হাতে।

'ধন্যবাদ।' গ্রিগোরিকে বলল বাথোরি। তারপর ইরিনের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'বোঝাপড়ার সুবিধার্থে বলে রাখছি, রাশিয়া পার হওয়ার আগেই মৃত্যুর কাছাকাছি যাওয়ার অভিজ্ঞতা হবে আপনার। রাসপুতিনের দেয়া কথার বরখেলাপ হবে না, নিশ্চিত থাকুন!'

BanglaBook.org

বাথোরির ঠাণ্ডা চোখ আর লাল চুলের দিকে তাকাল ইরিন। ওর হাঁটু কাঁপছে।

'ফাদার করজা, আপনিও বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আশা করি।' এক ঝাঁক স্ট্রিগোয়ের শক্তির কাছে পরাস্থ হয়ে মেঝেতে শুয়ে রয়েছেন রান করজা। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল বাথোরি।

ইরিন আর কিছু দেখতে পেল না।

ওর চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

রাত ৯টা ০৬ মিনিট

'ইরিনকে ওই মহিলা কোথায় নিয়ে গেছে?' কিছুটা ঘোরলাগা অবস্থায় প্রশ্ন করল জর্ডান। স্ট্রিগোয়রা ওকে জখম করে ফেলেছে। কত রক্তক্ষরণ হয়েছে? কে জানে!

'দূরে কোথাও।' পাগলাটে হাসি দিলেন রাসপুতিন। 'যদি পথিমধ্যে ইরিনকে সে নাও মেরে ফেলে, তারপরও ইরিনের অবস্থা যে কতটা খারাপ হয়ে যাবে সেটা কল্পনা করতে পারছি।'

রক্তমিশ্রিত থুথু ফেললেন করজা। স্ট্রিগোয়রা জখম করেছে তাকেও। 'তুমি কেন বিলিয়ালদের হাতে ওই নারীকে তুলে দিলে? আর সাথে গসপেলটাও? ওরা ঈশ্বর মানে না। গসপেলটা যদি ওরা খুলতে পারে তাহলে কী অবস্থা দাঁড়াবে সেটা ভেবে দেখেছ?'

'স্যাঙ্গুইনিস্টদের হাতে বইটা পড়লে যে অবস্থা হবে তারচেয়ে বাজে কিছু হবে কি? তোমার চার্চ শুধু পারে ছড়ি ঘোরাতে আর নিজেদের গোপন কেচ্ছাকাহিনি লুকিয়ে রাখতে। তারা কখনও কাউকে সাহায্য করে না। আমাকেও করেনি।'

'গ্রিগোরি, এবার কিন্তু দুনিয়া ভুগবে। বিলিয়ালরা তাণ্ডব বাধিয়ে দেবে দুনিয়াজুড়ে।'

'দুনিয়া এখনই ভুগছে। আর তোমার ঈশ্বর কিছু করছে না। আঙুল চুষছে তোমার চার্চও। মানুষও যে যার মতো ব্যস্ত। সব ভণ্ড। তাই আমারও কিচ্ছু যায় না আসে না।'

রান করজার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। রাসুপুতিনের দিকে তেড়ে যেতে চাইলেন কিন্তু পাশে দাঁড়ানো গ্রিগোরির শিষ্যদের কারণে পারলেন না।

'যদি আপনার কিছু যায় না-ই আসে তাহলে আমাদেরকে ছেড়ে দিলেই পারেন।' বলল জর্ডান।

BanglaBook.org

গ্রিগোরি হাসলেন। ‘রান, তোমার সঙ্গীটা কিন্তু বেশ চালু!’

‘গ্রিগোরি, আমাদেরকে নিয়ে কী মতলব তোমার?’ করজা প্রশ্ন করলেন।

রুম থেকে বের হওয়ার জন্য ঘুরলেন রাসপুতিন গ্রিগোরি। তুড়ি বাজালেন আঙুল দিয়ে। তার অনুসারীরা জর্ডান আর রান করজাকে তুলে নিয়ে তাকে অনুসরণ করে আসতে শুরু করল। ‘খুব তো ঈশ্বরে ভক্তি করো। আমি দেখব এবার তোমার ঈশ্বর তোমাকে বাঁচাতে আসে কিনা। জীবনে অনেক প্রার্থনা করেছ না? দেখব, ঈশ্বর তোমাকে এবার এই বিপদ থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাইয়ে দেয়।’

রাত ৯টা ১২ মিনিট

‘আপনি রান করজাকে ঘৃণা করেন কেন?’ ইরিনকে কুকুরের মতো গলায় রশি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাথোরি। এরমধ্যেও বাথোরিকে প্রশ্নটা করল।

‘ওই জানোয়ারটা আমার পরিবারটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।’ বাথোরির জবাব।

‘আপনি তাহলে সত্যি এলিজাবেটার বংশধর? কিন্তু আপনাদের পুরো পরিবারকে করজা কীভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন?’

‘সে প্রথমে এলিজাবেটাকে হত্যা করেছিল, তারপর রূপান্তরিত করেছিল স্ট্রিগোয়তে। যার ফলে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে নিষিদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এলিজাবেটা। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি পবিত্র পথে চলে আসনে। কিন্তু হাঙ্গেরিয়ান রাজা তাঁর ধন-সম্পদের লোভে স্ট্রিগোয়ের অপবাদ দিয়ে চার্চকে লেলিয়ে দেয় এলিজাবেটার পেছনে। তখন থেকে...’ বলতে বলতে গলায় থাকা চিহ্নটায় হাত দিল বাথোরি।

আরও কয়েক পা সামনে এগিয়ে ইরিন মুখ খুলল, ‘তখন থেকে...?’

‘আমাদের অবস্থা পড়ে গেল। অর্থ বিত্ত, সহায়-সম্বল সব হারিয়ে পথে বসে গেল পুরো পরিবার। তারপর একজন আগন্তুক এসে বাঁচার পথ বাতলে দিলেন। হারানো সম্পদ উদ্ধার ও প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ বলে দিলেন তিনি। কিন্তু শর্ত দিলেন, এই পথের পথিক হলে একটা অভিশাপকে মাথা পেতে নিতে হবে। আর সেটা হালো আমাদের বংশের প্রতি প্রজন্মের একজন মেয়েকে বাধ্যতামূলক *তাঁর* আনুগত্য করতে হবে। এই প্রজন্মে আমিই একমাত্র মেয়ে। তাই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অভিশাপটা এবার আমিই বইছি।’

BanglaBook.org

ইরিন আর কিছু বলল না। চুপচাপ এগোল বাথোরির সাথে।

কিছুক্ষণ পর বাথোরি একটা বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। সামনে একটা সিঁড়ি। পকেট থেকে লাইট বের করে সিঁড়ির ওপরের দিকে তাক করল বাথোরি। ইরিনও সেই সুযোগে ওপরের দৃশ্যটা দেখে নিল।

দীর্ঘ সিঁড়ি, কয়েক তলা পাড়ি দিতে হবে।

'আসুন।' বাথোরি বলল।

ইরিনকে টেনে নিয়ে সিঁড়িতে পা রাখল বাথোরি। সমার সামনে এগোচ্ছে বাথোরির গ্রিমওলফ ম্যাগর।

মনে মনে ইরিন একটা ফন্দি এঁটে ফেলেছে। সুযোগ খুঁজছে এখন।

সিঁড়ি বেয়ে প্রথম তলায় পৌঁছুনো মাত্রই ইরিন বড় করে শ্বাস নিল। নিচু হয়ে দুই হাত দিয়ে বাথোরির পা টেনে ধরে সিঁড়ির ওপর ফেলে দিল হঠাৎ। বাথোরির হাত থেকে রশিটা মুক্ত করে হুমমুড় করে নিচের দিকে রওনা দিল।

ওর প্ল্যান হচ্ছে, কোনোমতে যদি নিচের দরজা দিয়ে বের হয়ে বাইরে দিয়ে সেটাকে আটকে দিতে পারে তাহলে আপাতত বাথোরি আর তার পোষা জানোয়ারের হাত থেকে মুক্তি মিলবে।

সিঁড়ির ওপর থেকে গুঙিয়ে উঠল ম্যাগর। বাথোরি আঘাত পাওয়াতে কষ্ট পেয়েছে। কুতকুতে লাল চোখ তাক করল নিচে থাকা ইরিনের দিকে।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ইরিন। হাতকড়া পরা হাত দিয়েই দরজার নব ঘোরানোর চেষ্টা করল ও।

লক্‌ড!

রাত ৯টা ১৬ মিনিট

ফাদার রান করজা আর সার্জেন্ট জর্ডানকে নিয়ে আবার সেই ভাল্লুকের খাঁচার কাছে ফিরে এসেছেন রাসপুতিন। শিষ্যদের সহায়তায় ওদের দু'জনকে ঠেলে একদম খাঁচার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। খাঁচার লোহার শিকের সাথে শরীর ঠেকে গেল ওদের।

শিকের ওপর হাতের তালু রেখে আওয়াজ করে সংকেত দিলেন রাসপুতিন।

উরসা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। এতটাই ধীরে যে মনে হলো সে অনেক ক্লান্ত।

কিন্তু এখন তার সামনে ডিনার হাজির!

BanglaBook.org

রাত ৯টা ১৮ মিনিট

ইরিনের ধাক্কা খেয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে বাথোরি। অবস্থা বুঝতে পেরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে গুরুতর আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ও।

শুনতে পেল ওপর থেকে দুইবার থপ থপ শব্দ করে নেমে আসছে ম্যাগর। বলাই বাহুল্য ওটা ইরিনকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

'আস্তে!' নির্দেশ দিল বাথোরি। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে উঠে দাঁড়াল। একটু কেটে ছড়ে গেছে চামড়ার এখানে ওখানে। ব্যাপার না।

ম্যাগর ইতিমধ্যে ইরিনকে মেঝেতে শুইয়ে ফেলেছে। দুই থাবা দিয়ে কাঁধের দুই পাশ চেপে ধরেছে, আর দাঁত নিয়ে রেখেছে গলার কাছে। কামড় দিতে প্রস্তুত।

ইরিন চোখ বড় বড় করে দেখছে ম্যাগরকে। যেকোনো মুহূর্তে আতঙ্কের চাপে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

'এখুনি না, ম্যাগর।' ইরিনের গলায় থাকা বন্ধনীর রশিটা নিজের হাতে তুলে নিল বাথোরি। 'সময় আসুক, তখন ওর সাথে যেভাবে খুশি, যত ইচ্ছে খেলো। আপাতত ছেড়ে দাও।'

ইরিনের শরীরের ওপর থেকে থাবা সরাল ম্যাগর।

বাথোরি ইরিনকে আবার টেনে নিয়ে চলল ওপর দিকে।

'একদম বোকার মতো কাজ। কী ভেবেছিলেন? ভবিষ্যৎবাণীতে আপনার কথা বলা আছে বলে আপনার জীবন অনেক মূল্যবান হয়ে গেছে?' ভর্ৎসনা করল বাথোরি।

আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ফাঁকা রাস্তায় চলে এসেছে ওরা।

বাথোরি ইরিনের গলা থেকে রশি খুলে দিল।

'কোন ভবিষ্যৎবাণীর কথা বলছেন আপনি?' ইরিন না জানার অভিনয় করল।

মিথ্যা বলা একটা আর্ট। আর এটায় চট করে দক্ষ হওয়া যায় না। সময় ও চর্চা দরকার। কিন্তু এই ডক্টরের যে সেটা নেই, বিষয়টা বাথোরি খুব সহজেই বুঝে ফেলল।

ইরিনের কাঁধ করে রাস্তার পাশে পার্ক করা একটা গাড়ির গায়ে আছড়ে ফেলল বাথোরি।

ম্যাগরও তাল মিলিয়ে গর্জন করে উঠল।

BanglaBook.org

'আমার সাথে মিথ্যে বলার চেষ্টাও করবেন না। আমি গর্দভ নই। ওইসব ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাসও করি। তাই হাজার বছরের পুরানো কোনো কবিতায় থাকা ভবিষ্যৎবাণীর ফলে আপনার জীবনের মূল্য বেড়ে গেছে এমনটা ভাবলে ভুল করবেন।'

কাঁধ ধরে ইরিনকে উঁচু করল বাথোরি।

ইরিন চিৎকার করে উঠল।

বাথোরি রাস্তার দু'পাশে তাকিয়ে দেখল কেউ আছে কিনা।

নেই।

চাইলে এই ডক্টরকে এখানেই খুন করা যায়। কিন্তু বাথোরি জানে রাশিয়ার মাটিতে কাজটা করলে রাসপুতিনের কানে ঠিকই পৌঁছে যাবে। চিন্তাটা বাদ দিল বাথোরি।

'যদি কার্ডিনাল আপনাকে বিশেষ কেউ ভেবে থাকে তাহলে অবশ্য আপনাকে খেলার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাপারটা মন্দ নয়।'

'আমার মনে হয় না, কার্ডিনাল আমাকে তেমন কোনো গুরুত্ব দেন।' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল ইরিন।

'তাহলে আপনি এই কার্ডিনালকে ভালো করে চেনন না।' বাথোরি হাসল। 'যা হোক, ভবিষ্যৎবাণীতে কখনও নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি গসপেলটা খোলার সময় আপনার অবস্থাটা ঠিক কেমন থাকবে।'

ইরিনের চোখে ভয় জমতে দেখল বাথোরি।

স্মার্ট।

জ্ঞানার্জনে আগ্রহী নারী বলে কথা!

'আমরা হয়তো আপনাকে জীবিত নিয়ে যাব, নিহত করব না। কিন্তু আহত করতে কোনো মানা আছে?'

মাথা নেড়ে হাসল বাথোরি।

নেই।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৩

২৭ অক্টোবর
মস্কোর সময় অনুযায়ী রাত ৯টা ২০ মিনিট
সেইন্ট পিটার্সবার্গের নিচে, রাশিয়া

লোহার গেট খুলে ফাদার করজাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। জর্ডান অবশ্য ফাদার করজার কাঁধে হাত রেখে চোখের ইশারায় জানতে চেয়েছিল রাসপুতিন আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে লড়াই শুরু করবে কিনা। কিন্তু ফাদার করজা সম্মতি দেননি। কারণ তিনি জানেন, লড়াইয়ে ওরা দু'জন রাসপুতিন আর তার দলবলের সাথে পেরে উঠবে না।, বেশ সুস্থ হয়ে গেছেন দেখছি!' বলল নারী আগন্তুক, বাথোরি। 'আপনার সঙ্গী স্যাঙ্গুইনিস্টরা মারা গেল আর আপনি দিব্যি বেঁচে রয়েছেন। রহস্যটা কী?'

ফাদার করজা ভেতরে ঢুকতেই উরসা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

'নাও, সোনামণি,' হাঁক ছাড়ল গ্রিগোরি। 'করজার সাথে যেভাবে খুশি খেলা করো!'

খানিকটা নিচু হয়ে সতর্কভঙ্গিতে বৃত্তাকারে রুমের ভেতরে হাঁটতে শুরু করলেন রান। রুমটা বেশ বড় বলা যায়। ৫০ বাই ৫০ ফিট। তবে উরসার জন্য যথেষ্ট নয়। ওটার কাঁধ ছাদের সাথে ঠেকে যাচ্ছে।

হঠাৎ থাবা মারল উরসা। করজা প্রস্তুত ছিলেন। থাবার নিচ দিয়ে শরীরটা গড়িয়ে দিলেন তিনি। দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন।

পায়ের নিচে একটা বিশেষ ফ্লাস্ক দেখতে পেলেন করজা। এরকম ফ্লাস্ক স্যাঙ্গুইনিস্টরা ব্যবহার করে থাকে। তার মানে, এখানে অতীতে স্যাঙ্গুইনিস্টদের কেউ খুন হয়েছে। শুধু তাই নয়. আশেপাশে তাকিয়ে দেখলেন ক্রস, রূপার তৈরি জপমালা (তসবিহ) এবং কালো আলখাল্লার একটা টুকরো।

'ঈশ্বর তোমাকে সঠিক বুঝ দান করুক।' করজা ভেতর থেকে বললেন।

'হ্যাঁ, সেটা তিনি অনেক আগেই দান করে দিয়েছেন!' জবাব দিলেন রাসপুতিন।

করজার মুখোমুখি হলো উরসা নামের ভাল্লুকটা।

BanglaBook.org

এদিকে ফাদার করজা দ্রুত এদিক ওদিক চোখ বোলাচ্ছেন। যদি আগের স্যাঙ্গুইনিস্টদের কাছে কোনো অস্ত্র থাকতো তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও আছে! ওটা পেলে...

ফাদারের দিকে ছুটে আসতে লাগল উরসা!

করজা আস্তে করে ভাল্লুকটার শরীরের মাঝ বরাবর সটান শুয়ে পড়লেন। তাঁর মুখের ইঞ্চিখানেক ওপর দিয়ে ভাল্লুকের লোমশ শরীরটা চলে যাওয়ার মূহূর্তে, নিজের কাছে থাকা ক্রসটা দিয়ে জানোয়ারটার পেটে খোঁচা মেরে দিলেন করজা।

তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠল উরসা।

ভাল্লুকটাকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে চাইলেই মশার মতো পিষে মেরে ফেলতে পারবে না।

শিকের বাইরে থেকে জর্ডান উল্লাসধ্বনি দিল।

ফাদার করজা মেঝে হাতড়াচ্ছেন। নিহত স্যাঙ্গুইনিস্টের জিনিসগুলো হাতে পেতে চাইছেন তিনি।

কাঠের তৈরি দুটো জিনিস মেঝেতে পড়ে রয়েছে। এটা একটা বিশেষ ধরনের অস্ত্র। করজার পরিচিত। কাঠের টুকরো দুটোর ডগায় রূপা দেয়া আছে। আর এই অস্ত্রটা ব্যবহার করতে ফাদার করজার সহকর্মী জিয়াং। অর্থাৎ, জিয়াঙের মৃত্যু হয়েছে এখানে!

এই অস্ত্র দিয়ে জিয়াংকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করতে দেখেছেন ফাদার। তখন ওনারা সবাই রোমের বৃহৎ সমাধিক্ষেত্রে থাকতেন।

গ্রিগোরির কাছ থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী লোহার গেটের দিকে দৌড় দিলেন করজা। একটা প্ল্যান করেছেন!

ফাদারকে ছুটতে দেখে উরসাও তাঁর পিছু পিছু ধেয়ে গেল। গেটের একদম কাছে গিয়ে শেষমুহূর্তে গতি বদলে লাফ দিয়ে সরে গেলেন ফাদার। কাঠের একটা টুকরো গুঁজে দিলেন উরসার নাকে।

নিজের গতি সামলাতে না পেরে লোহার গেটের সাথে বেমক্কা বাড়ি খেল উরসা।

বিশালাকৃতির জানোয়ারটার ধাক্কা খেয়ে গেটটার একপাশের কিছু অংশ বাঁকা হয়ে গেল। তবে ফাদার চাইলেও ওইটুকু ফাঁক দিয়ে পালাতে পারবেন না। অবশ্যই তাঁর এরকম কোনো ইচ্ছাও নেই।

এবার করজা ছুটতে শুরু করল গ্রিগোরি আর জর্ডান যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে; সেই প্রান্তের দিকে! আবারও একই কৌশল ব্যবহার করলেন। কিন্তু উরসা বুদ্ধিমতী! তাই আগেই নিজের গতিতে নিয়ন্ত্রণ করে লোহার শিকের

BanglaBook.org

সাথে বাড়ি খাওয়ার এক ইঞ্চি আগে থেমে গেল সে। থাবা মারল করজাকে উদ্দেশ্য করে।

করজা লাফিয়ে সরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তারপরও উরসার ধারাল থাবা তাঁর পরনে থাকা চামড়ার পোশাক ভেদ করে পিঠের মাংসে জখম করে দিল।

প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করলেন তিনি।

থাবার নখে লেগে থাকা রক্তটুকু আয়েশ করে চেটে খেল উরসা।

করজা এই সুযোগে সেই বাঁকা হয়ে যাওয়া গেটের কাছে চলে গেলেন। বেঁচে থাকা সর্বশেষ কাঠের টুকরোটাকে হাঁটুর সাহায্যে ভেঙ্গে ছোট ছোট দুটো টুকরো করে নিলেন। এরপর হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসলেন তিনি।

ইতিমধ্যে উরসা তাঁর দিকে ছুটে আসতে শুরু করেছে।

একদম শেষমূহূর্তে লাফিয়ে উঠে নিজের পিঠকে ছাদের সাথে ঠেকিয়ে ফেললেন করজা! যেন ছাদের সাথে পিঠ লাগিয়ে শুয়ে আছেন! একজন স্যাঙ্গুইনিস্টের পক্ষেই এরকম অতিমানবীয় লাফ দেয়া সম্ভব!

উরসা ছুটে এসে আবার গেটের সাথে ধাক্কা খেয়েছে। এবার প্রায় এক ফুটেও বেশি জায়গা বাঁকা হয়ে গেছে এবার। জর্ডানকে ফেলে রেখে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে করজা এক্ষুনি এই ফাঁকা অংশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে অন্য একটা টানেল ধরে দৌড় দিতে পারতেন।

তা না করে, উরসার শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। ওটার দুই হাতে কাঠের দুটো ভাঙ্গা টুকরো ঢুকিয়ে দিলেন সময় নষ্ট না করে।

রূপার তৈরি কাঠের টুকরো উরসার শরীরে ভেতরে ঢুকতেই ওটা আবার গুঙিয়ে উঠল। এমনিতেই বয়সের ভারে উরসা দুর্বল। তার ওপর এরকম একাধিক ধাক্কা ও আক্রমণের ফলে ধীরে ধীরে ওটার হৃৎপিণ্ডের গতি কমতে শুরু করল।

করজা টের পেলেন উরসার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল আস্তে আস্তে।

মৃত জানোয়ারটার শরীরের ওপর হাতের ইশারায় ক্রস চিহ্ন এঁকে প্রার্থনা করলেন করজা। শত শত বছর নিষিদ্ধ জীবন-যাপন করার পর অবশেষে প্রাণীটার আত্মা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে পারল।

এরপর চেহারায় বিজয়ীর তৃপ্তি ও অবজ্ঞা নিয়ে রাসপুতিনের দিকে তাকালেন করজা।

রাত ৯টা ৩৩ মিনিট

'ঈশ্বর সত্যি তোমাকে পছন্দ করে, রান।' করজা খাঁচার ভেতর থেকে

BanglaBook.org

বাইরে আসার পর বললেন রাসপুতিন গ্রিগোরি। 'তুমি তাঁর নির্বাচিত বিশেষ একজন।'

মুখে প্রশংসা করলেও ফাদার করজার চেহারার অগ্নিমূর্তি দেখে ভাল করেই টের পাচ্ছেন করজা তাকে কত ঘৃণা করছে এখন। এক পা পিছিয়ে গেলেন গ্রিগোরি। তার দেখাদেখি সাঙ্গপাঙ্গরাও একটু পিছিয়ে গেল।

'ইরিনকে বাথোরি কোথায় নিয়ে গেছে?' দাঁতে দাঁত পিষে জানতে চাইলেন করজা।

'রোম। গ্রিগোরির জবাব।

'তো ঈশ্বরের সাথে চ্যালেঞ্জ করা শেষ তোমার? নাকি আরও কিছু করতে চাও, গ্রিগোরি?'

রাসপুতিন মাথা নাড়লেন। চান না। 'আমার সাথে এভাবে কথা বলছ কেন, রান? দোষটা কিন্তু তোমার কার্ডিনালের। অতীতেও তিনি এই ভবিষ্যৎবাণীর ওপর ভিত্তি করে তোমার সাথে এলিজাবেটাকে পাঠিয়েছিলেন। তার ফলাফল কী হয়েছে তা তো জেনে গেছ ইতিমধ্যে। তাই আজকে আমি সেই ভবিষ্যৎবাণীটাকে একটু বাজিয়ে দেখলাম আরকি!'

'আশা করি, প্রমাণ পেয়ে গেছ। আমি এখন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। চার্চকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে ঈশ্বরকে এভাবে চ্যালেঞ্জ করে তুমি ঠিক করোনি, গ্রিগোরি।'

'ভুল বললে। আমি শুধুমাত্র তোমাকে চ্যালেঞ্জ করেছি। দেখতে চেয়েছি, তুমিই সেই ব্যক্তিটা কিনা।'

ঘুরে দাঁড়ালেন রাসপুতিন। হাতের ইশারার নিজের অনুসারীদেরকে পথ ছেড়ে দিতে বললেন। যেন জর্ডান ও করজা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

দুরুদুরু মনে করজার সাথে জর্ডান এগিয়ে চলল। আশংকা করল পেছন থেকে রাসপুতিন বা তার চ্যালাচামুণ্ডারা হয়তো আক্রমণ করবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

কিন্তু না। কেউ হামলা করল না।

'তোমার সাথে থাকা সেই মহিলাকে খুঁজে বের করো, রান।' পেছন থেকে বললেন গ্রিগোরি। 'প্রমাণ করে দাও, চার্চ সঠিক ব্যক্তিদেরকেই দায়িত্ব দিয়েছে।'

টানেল ধরে এগোচ্ছে জর্ডান ও ফাদার রান করজা। কিন্তু ফাদার একবারের জন্যেও খেয়াল করলেন না উরসার দেয়া জখম থেকে রক্ত ঝরে মেঝেতে টপ টপ করে পড়ছে।

BanglaBook.org

পঞ্চম খণ্ড

অধ্যায় ৫৪

২৮ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় দুপুর ২টা ৫৫ মিনিট
রোম, ইটালি

ইরিন জেগে উঠল, দুঃস্বপ্ন তাড়া করেছিল ওকে। ঘুম থেকে জেগেই দেখল একটা ঘরে আটকে আছে ও। ঘরটা ভীষণ অন্ধকার। ওর মাথায় একটা চিন্তা ভর করল।

কতক্ষণ যাবত ঘুমিয়ে আছি আমি?

ওর মনে পড়ে গেল গতরাতে সেইন্ট পিটার্সবার্গ থেকে ব্যক্তিগত বিমানে করে ওকে নিয়ে আসা হয়েছে। ওরা পুরোটা সময় ওর মাথা ঢেকে রেখেছিল, তবে ওদের কথা শুনে বুঝতে পেরেছে ওকে রোমে নিয়ে যাওয়া হবে। এই যাত্রায় প্রায় চার ঘণ্টা লেগেছে। ল্যান্ড করার পরে, শহরে আসতে লেগেছে আরও এক ঘণ্টা। ইরিনের কানে এল গাড়ির হর্ণের আওয়াজ আর ইটালিয়ান ভাষায় গালাগালি। শহরের অন্যতম বড় সেতু পার হওয়ার সময় টাইবার নদীর গন্ধ পেল নাকে।

যদি ওর ভুল না হয়, ওরা ভ্যাটিকান সিটির দিকে চলছে।

বাথোরি কী পরিকল্পনা করছে?

সে আমার কাছে কী চায়?

যেই এসইউভি গাড়ি ওদেরকে প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপ থেকে নিয়ে আসে সেটা অবশেষে থামল। ইরিনকে টেনে বের করে নামানো হলো, ওর মাথায় তখনও হুড দেয়া। বাইরের আবহাওয়া ঠান্ডা। মাথায় হুড দেয়ার পরেও বোঝা যাচ্ছে সূর্য এখনও ওঠেনি।

এরপর সিঁড়ি, টানেল, মই ব্যবহার করে ওরা আন্ডারগ্রাউন্ডে ঢুকে পড়ল। রোমের পাতাল দুনিয়ায় ওদেরকে পুরো এক ঘণ্টা কাটাতে হলো ওদের।

এই যাত্রার শেষ কোথায়?

অবশেষে, ইরিনকে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো, ওর গলায় তখনও একটা কলার লাগানো। ও দশ মিনিট ধরে

BanglaBook.org

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে রইল। এরপর যখন বুঝল সবাই চলে গেছে, মাথার ওপর থেকে হুড ফেলে দিয়ে আবিষ্কার করল ওর কলারে তালা দেয়া নেই। ইরিন ওটাকে সরিয়ে একপাশে ফেলে দেয়। নিশ্চয়ই ও ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ওর দেহ-ঘড়ি ওকে জানান দিল, ওপরের দুনিয়ায় এখন খুব সম্ভবত মধ্য-দুপুর।

কান খাড়া করতেই শুনতে পেল টিপ টিপ করে পানি পড়ছে কোথাও, এই প্রতিধ্বনি থেকেই আন্দাজ করা যায় এই কারা-কক্ষের বাইরেটা গুহার মতো। বাতাসে পশুর মূত্রের গন্ধ।

মেঝেতে হাত রাখতেই বুঝল সেটা পাথরের। আঙুলের ডগায় বাটালির চিহ্ন অনুভব করল।

একটা সমাধিক্ষেত্র?

জ্যাকেটের পকেট হাতড়াতেই ইরিন সেখানে তোষকের টুকরা খুঁজে পেল। ওটা দিয়ে মেঝেতে ঝাড়া দিতেই ধূলার ঝড় উঠল। একটু পরেই হাতে একটা গোলাকৃতির জিনিস ঠেকল।

হাড়।

চোখে দেখতে না পাওয়ায় আঙুল দিয়ে ওটাকে অনুভব করতে চাইল ও। একটি খুলি। ঢোক গিলল ইরিন।

তবে এটা মানুষের খুলি নয়। এমনকি স্ট্রিগোয়ের-ও নয়।

এটা একটা বড় বিড়ালের। সিংহ সম্ভবত।

ইরিন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। সে নিশ্চয়ই কোনো এক প্রকার রোমান সার্কাসের (চারদিকে ঘের দেয়া বৃত্তাকার ক্রীয়াভূমি) ভেতরে আছে, এমন জায়গা যেখানে গ্ল্যাডিয়েটর আর ক্রীতদাসেরা একে অপরের এবং বন্য জন্তুদের সাথে লড়াই

করে। কিন্তু এই খুলির মালিক জন্তুটিকে এর প্রদর্শনীর ভগ্নাবশেষের সাথে দাফন করা হয়েছে আর এখানেই এটা তার জীবন হারিয়েছিল।

সে এই তথ্য মেলানোর চেষ্টা করল।

ভ্যাটিকান সিটির এই এলাকায় এরকম সার্কাস শুধু একটিই আছে।

নিরোর সার্কাস।

প্রায় দুই হাজার বছর আগে, ক্যালিগুলার শুরু করা সার্কাস সম্পূর্ণ করেছিলেন নিরো। জনতাকে এই নিষ্ঠুর খেলা দেখানোর জন্য তিনি বিশালাকৃতির আসন-ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন। প্রথমদিকে জনতাকে আনন্দদানের জন্য তিনি সিংহ আর ভালুক উৎসর্গ করতেন। কিন্তু প্রাণী

BanglaBook.org

হত্যা প্রাচীন রোমানদের নিকট যথেষ্ট ছিল না, তাই তারা

গ্ল্যাডিয়েটরদের দিকে সরে যায়।

আর সবশেষে আনে খ্রিষ্টানদের।

খ্রিষ্টান শহীদের রক্তে শীঘ্রই মাটি ভিজে ওঠে। ওদেরকে যে শুধু গ্ল্যাডিয়েটর এবং জন্তুরা ছিন্নভিন্ন করতো তা নয়, অনেক খ্রিষ্টানকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। সেইন্ট পিটারকে পর্যন্ত এখানে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছিল।

এই সার্কাস সেই সাথে ভূগর্ভস্থ টানেলের নেটওয়ার্কের জন্য বিখ্যাত। এই

টানেল দিয়ে কয়েদী, জন্তু আর গ্ল্যাডিয়েটরদের এদিক ওদিক নেয়া হত। এর নির্মাতা লিফট-ও বানিয়েছিলেন, যাতে বন্য জন্তু আর যোদ্ধাদের সরাসরি ওপরে পাঠানো যায়।

ইরিন উঠে বসল, কল্পনা করছে কীভাবে সেইন্ট পিটারের ব্যাসিলিকা এই অভিশপ্ত জায়গার চূড়ায় বসে আছে। রোমে স্নাতকোত্তর করার সময়, সে এক শতাব্দী আগের একটি লেখা পড়েছিল, রোডোলফো ল্যান্সিয়ানির লেখা পেইগান অ্যান্ড ক্রিশ্চিয়ান রোম। এতে একটা মানচিত্র দেখানো হয়েছিল।

অন্ধকারের মাঝে, সেই চিত্র তার মানসপটে ফুটে উঠল।

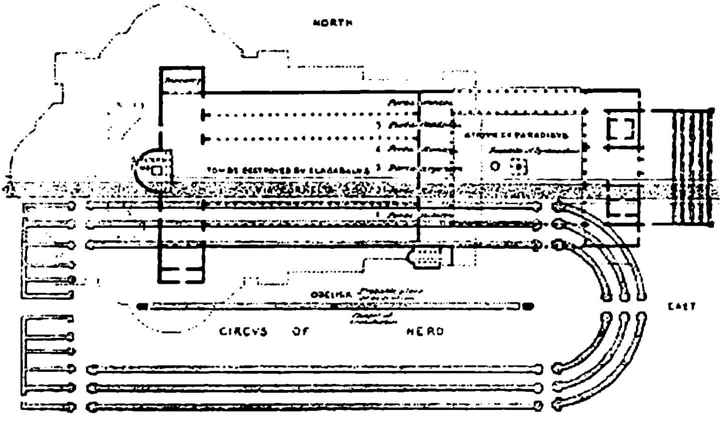

BanglaBook.org

যদি ইরিন এই কারা-কক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে ওপরে উঠে করে বাইরে পৌঁছুতে পারে, তাহলে সে অবশ্যই সেইন্ট পিটারের ব্যাসিলিকার কাছাকাছি যেতে পারবে।

আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ইরিন রুমটির কোণাগুলো ঘুরে দেখল। এই কক্ষ

আট ফুট বাই দশ ফুট দৈর্ঘ্যের, সামনের দিকে আধুনিক ইস্পাতের দরজা স্থাপন করা হয়েছে।

কোনো দুর্বলতা চিহ্নিত করা গেল না।

ওর সাহায্য দরকার। রান আর জর্ডানের কথা মনে পড়ল।

কেমন আছে ওরা?

ইরিন এই চিন্তা জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিল।

যেন অনন্তকাল পার হয়ে গিয়েছে, এরপর ইরিন লক্ষ করল একটা আলো এগিয়ে আসছে। গরাদের সাথে মুখ ঠেকাল ও। চারজন মানুষের অবয়ব আর বিশালাকৃতির একটি কুকুর তার কারা-কক্ষের দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হলো। একজনের হাত ফ্ল্যাশলাইট। কুকুরটা লম্বা চুলো এক মহিলার পাশে পাশে হাঁটছে।

বাথোরি আর তার গ্রিমওলফ।

ওদের পেছনে, দুজন লম্বা মানুষ যাদের দেখে মনে হয় দুই ভাই। তারা তৃতীয় একজনকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। লোকটির হাত দু'জনের কাঁধের ওপর ঝুলছে। এই দৃশ্য দেখে, ইরিন অবাক হয়ে ভাবল। ওটা কে জর্ডান? নাকি রান?

কারা-কক্ষের কাছে পৌঁছেই, বাথোরি দরজার তালা খুলল।

ইরিন ভাবল হামলা করে বাইরে বেরিয়ে যাবে কিনা, কিন্তু এই অচেনা টানেল ধরে ও বেশিদূর যেতে পারবে না।

নেকড়েটাকে সাথে নিয়ে বাথোরি আর অন্য দুইজন ভেতরে প্রবেশ করল। দুই ভাই-ই স্ট্রিগোয়।

মানুষটাকে মেঝেতে আছড়ে ফেলল ওরা। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল আর্তনাদ। লোকটার চেহারায় প্রচুর আঘাতের চিহ্ন। মারের চোটে চোখ ফুলে গেছে, জামা আর প্যান্টে শুকিয়ে যাওয়া রক্ত লেগে আছে।প্রফেসর গ্রেঞ্জার?' ভাঙা, পরিচিত কণ্ঠে একজন জানতে চাইল।

ইরিন হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসল। 'ন্যাট? তুমি ঠিক আছ তো, তুমি এখানে কেন?'

নিজের বোকামির কথা ভেবে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে। ইরিন কখনও ভাবেনি বিলিয়ালরা ওর নিরীহ ছাত্রদের পেছনে লাগবে। ওর ছাত্ররা কী জানে? এরপরই ব্যাপারটা ও বুঝতে পারল।

ইরিন নাৎসি মেডেল আর সমাধিক্ষেত্রের কিছু ছবি পাঠিয়েছিল। বাথোরি ওদের দলের খোঁজ বের করতে পেরেছে এতে অবাক হওয়ার কিছু

BanglaBook.org

নেই।

*এ আমি কী করেছি?*অ্যামির কী অবস্থা?' ইরিন অস্ফুট-স্বরে বলল।

ন্যাটের চোখ পানিতে টলমল করছে। 'আমি... আমি ওকে নিরাপদে রাখতে পারিনি।'

ইরিনের মনে হলো কেউ যেন চড় মারল ওকে। ও দেখল ন্যাট কান্না লুকানোর চেষ্টা করছে।এতে তোমার কোনো দোষ নেই, ন্যাট।'

এটা ইরিনের নিজের দোষ। ছাত্রদেরকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব তো তার কাঁধেই অর্পণ করা হয়েছিল।

ন্যাটের কণ্ঠ কর্কশ। 'আমার জানা নেই এখানে আমাকে কেন আনা হয়েছে।'

এই টেক্সাস বালকের জন্য ইরিনের হৃদয়ে মমতা উথলে উঠল। ন্যাটের হাতে আলতো করে চাপ দিল ডক্টর ইরিন গ্রেঞ্জার।এখানে ড্রামা চলছে নাকি!' বাথোরি নাক সিঁটকাল।কেন আপনারা ওকে ধরে এনেছেন?' ইরিন বাথোরির দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। 'ধরে নিচ্ছি, আপনাদের কাছে ওই ছবিগুলো আছে। কিন্তু ন্যাট আর কিছু জানে না। এর কোনো কিছুর সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নেই।' কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়' বাথোরি বলল। 'ওর সাথে আপনার একটা

সম্পর্ক আছে।'

অপরাধ-বোধ ইরিনকে জাপটে ধরল। 'আপনি কী চান?'তথ্য চাই।' বাথোরি দাঁত বের করে হাসল।ওই ফালতু ভবিষ্যদ্বাণী আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না,' ইরিন মন থেকে এই কথা বিশ্বাস করে।আহ, কিন্তু অন্যরা বিশ্বাস করে।' বাথোরি গ্রিমওলফের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। 'আমাদেরকে সাহায্য করুন। না।' ওই বই খোলার কাজে সহায়তা করার আগে ইরিন দরকার হলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবে।

বাথোরি আঙুল দিয়ে ইশারা করতেই গ্রিমওলফটা ন্যাটকে মেঝের সাথে চেপে ধরল।

ন্যাটের গলার কাছে নেকড়ের মুখ।

বাথোরি ওর ফ্ল্যাশলাইট ন্যাটের দিকে ঘোরাল। ইরিন চেষ্টা করল সেদিকে না তাকাতে। কিন্তু ওর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ন্যাট চোখ বন্ধ করে রেখেছে, ভয়ে কাঁপছে।কী জানতে চান?' ইরিন বাথোরিকে জিজ্ঞেস করল।বইটাকে যেই সীসার আবরণ ধরে রেখেছে, সেটা খোলার উপায় সম্বন্ধে আপনার ভাবনা কী?' বাথোরি কোমরে হাত রাখল।আমার জানা

BanglaBook.org

নেই।'

গ্রিমওলফ তার মাথা ন্যাটের গলার দিকে নিয়ে গরগর আওয়াজ তুলল।কিন্তু আমরা হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে পারি, আপনি আর আমি।' তাড়াহুড়ো করে বলল ইরিন। 'কিন্তু প্রথমে, নেকড়েটাকে সরে যেতে বলুন।'

যেন ওর মালকিনের কাছ থেকে নির্বাক হুকুম পেয়েছে, নেকড়েটা ওর মাথা তুলল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ন্যাট।

এই মহিলাকে কিছু তথ্য দিতেই হবে ইরিনকে। 'এর ওপরে একটা নকশা আঁকা আছে। একটা কঙ্কাল আর একজন পুরুষকে দড়ি দিয়ে একত্রে বেঁধে রাখা হয়েছে।' হ্যাঁ। আমরা জানি। সেই সাথে আছে আলফা আর ওমেগা প্রতীক।'

বাথোরি দুই ভাইয়ের মাঝে লম্বা-জনের দিকে ঘুরল। একটা ভারী আর্টিফ্যাক্ট বের করে ইরিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।আপনি আর কী দেখতে পাচ্ছ?' বাথোরি জানতে চাইল।

ইরিন শীতল ধাতব জিনিসটা ধরল, সাবধান থাকল যাতে স্ট্রিগোয়ের আঙুলের সাথে ছোঁয়া না লেগে যায়। ইরিন চাইছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা যোগ করতে। এই বই সম্পর্কে সে কী জানে? বইয়ের সামনে খোদাই করা দুটো মানব-মূর্তির ওপর সে হাত বোলাল। মানুষের কঙ্কাল আর নগ্ন পুরুষ, কোণাকুণি-ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ, দুজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

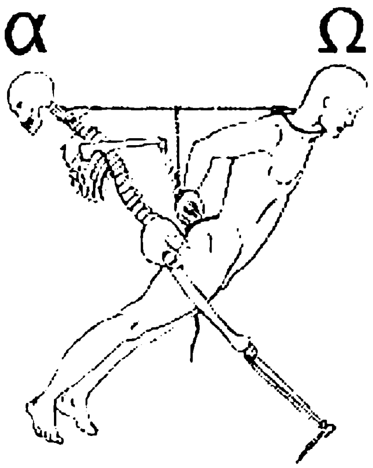

BanglaBook.org

চিত্রশিল্পী ট্রিশ ক্র্যামব্রেটের আঁকা।এই বইটা মির‍্যাকল নিয়ে লেখা,' ইরিন শুরু করল। 'যিশুর অলৌলিক মোজেজা নিয়ে। কীভাবে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা সংরক্ষণ করেছিলেন তা আছে এখানে।' আমরা সেটা জানি,' বাথোরি বলল। 'আমরা এটা কীভাবে খুলব?'

ইরিন ওর কথায় কান না দিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করল। 'মির‍্যাকল। যেমন পানিকে ওয়াইনে পরিণত করা। মৃত মানুষকে জীবন-দান করা...,'

ইরিন থেমে গেল, বিস্মিত।

বাথোরিও বুঝতে পারল বিষয়টা। 'সকল গুরুত্বপূর্ণ মির‍্যাকলই রূপান্তরের সাথে সম্পর্কিত।' ঠিক তাই!' বাথোরি এত দ্রুত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে দেখে ইরিন

বিস্ময়বোধ করল। 'যেমন ট্র্যানসাবস্টেইনশিয়েশন, ওয়াইনকে যিশুর রক্তে পরিণত করা।' তাহলে, হয়তো সীসার এই প্রতিবন্ধকটিই প্রকৃত বই।' বাথোরি তার পাশে এসে বসল। অ্যালকেমিস্টরা সবসময় সীসাকে সোনায় রূপান্তর করার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করে আসছে।'

ইরিন সায় দিল। 'হয়তো ওই অনুসন্ধানের শিকড় এই কাহিনীতে পাওয়া যাবে।'

বাথোরি ইরিনের চোখে চোখ রাখল। 'হয়তো এই গসপেলেরও একইভাবে রূপান্তরিত হওয়া দরকার। ধরুন, মূল্যহীন সীসা থেকে বইয়ের স্বর্ণালি মহিমা হয়ে ওঠা?'

বাঙ্কারে থাকার সময় পিয়ার্সের একটা কথা ইরিনের আচমকা মনে পড়ে গেল।

ওটা বই নয়। এখনও নয়।

ফাদার কি এর রহস্যের সমাধান করতে পেরেছিলেন?

ইরিন নড করল। 'আমার মনে হয় আপনি ঠিক বলছেন।' এটা একটা চমকপ্রদ আইডিয়া। কিন্তু এই রূপান্তর ঘটানোর জন্য কী কী রাসায়নিক উপাদান দরকার?' বাথোরি কঙ্কাল-চিত্রের ওপরে টোকা দিল। 'আমার ধারণা এর উত্তর হয়তো আমাদের এখানকার হাড় জিরজিরে বন্ধুটির মাঝে রাখা আছে।' কিন্তু এর মাথার ওপরের আলফা প্রতীকের মানে কী? এটা অবশ্যই রহস্য সমাধানের কোনো সূত্র।' ইরিন আলফা প্রতীকের নিচে থাকা কঙ্কালের দিকে চেয়ে রইল, এরপর তাকাল নগ্ন পুরুষ আর তার মাথার ওপরের প্রতীকটির দিকে। 'আর ওই ওমেগা প্রতীকেরই বা মানে কী?'আলফা কঙ্কাল, ওমেগা পুরুষ।' বাথোরি সীসার ব্লকের ওপরের দুটো

BanglaBook.org

ছোট গর্তে আঙুল রাখল।

ইরিন আগে ওগুলো দেখেনি। ওদেরকে ছোট্ট পাত্রের মতো দেখাচ্ছে। হয়তো বাথোরি যেসব রাসায়নিক উপাদানের কথা বলেছিল সেগুলোর কিছু একটা। ইরিন ওগুলো আরও ভালো করে দেখার চেষ্টা করল।

সেটা করার আগেই, বাথোরি চট করে পায়ের ওপর খাড়া হলো। কিছু একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছে সে। সে ইরিনের হাত থেকে সীসার ব্লকটা কেড়ে নিল। কী ব্যাপার?' ইরিন প্রশ্ন করল। 'আপনি কী দেখতে পেয়েছেন?'

বাথোরির ইশারা পেতেই নেকড়েটা ন্যাটকে ছেড়ে চলে এল।

ইরিনের দিকে চেয়ে হাস বাথোরিল। 'সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

এই কথা বলেই, সে আর স্ট্রিগোয় ভাইয়েরা কারা-কক্ষ ত্যাগ করল। দরজায় তালা দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে। ইরিন সেদিকে চেয়ে রইল। বাথোরি কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা।

ন্যাট কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল। 'সে আবার ফিরে আসবে।'

ইরিন একমত হয়ে যোগ করল, 'কিন্তু আমরা তখন এখানে থাকব না।'

বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিট

কালো হুড দিয়ে চোখ ঢেকে রোমের সেইন্ট পিটার চত্বরে দাঁড়িয়ে আছেন রান। জর্ডানকে পাশে নিয়ে অপেক্ষা করছেন তিনি। চত্বরে যেন পর্যটকদের মেলা বসেছে।

জিন্স, দেহের সাথে আঁটসাঁট লেগে থাকা কালচে জামা, সানগ্লাস পরা একজন নারীকে দেখা গেল। তাকে দেখতে পর্যটকের মতো লাগলেও, আসলে তা নয়।

BanglaBook.org

নাদিয়া।

অবশেষে।

রান অপেক্ষা করলেন, নাদিয়ার কাছ থেকে নিরাপত্তার সঙ্কেত না পেলে তিনি এই চত্বর পার হওয়ার ঝুঁকি নেবেন না।

তাদের হাতে সূর্যাস্তের আগে দুই ঘণ্টার কিছু কম সময় আছে। বিলিয়ালরা যদি রোমে স্ট্রিগোয় রাখে, ওরা অবশ্যই তাদের আগে কাজে নামবে।ওই নারী কোথায়?' নাদিয়া তাঁর পাশে এসে থামল।ইরিন,' জর্ডান

বলল। 'ওই নারীর নাম ইরিন।' ওকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেই সাথে গসপেলও।' রাশিয়াতে কী কী ঘটেছিল সে সম্বন্ধে রান নাদিয়াকে সব জানালেন। কথা শেষ হলে তিনি নাদিয়ার হাতে জিয়াং-এর জপমালা আর ফ্লাস্ক ধরিয়ে দিলেন। সে ইচ্ছে করলে ওগুলো সেইন্ট পিটারের ব্যাসিলিকার কবরস্থানের নিচের উপাসনালয়ে নিয়ে আসতে পারে, যেখানে অর্ডার অফ দ্য স্যাঙ্গুইন তাদের আস্তানা গেড়েছে।

নাদিয়া ফ্লাস্কটি ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে রাখল। 'কার্ডিনাল জেরুজালেম থেকে রোমে ফিরেছেন। আপনার মৃত্যুর কথা শুনে তিনি নিজেকে দুনিয়া থেকে আলাদা

করে ফেলেছেন তিনি। প্রার্থনা করছেন।'

এ-কথা শুনে অপরাধবোধে ভুগলেন রান করজা। বার্নার্ডের সাথে মিথ্যে বলাটাকে তিনি ঘৃণা করেন।

নাদিয়া তাঁকে করজার মৃত্যুর কথা বলেছে, বার্নার্ড অবশ্যই এই খবর পেয়ে শোক প্রকাশ করবেন। তবে রান আর নাদিয়া তাকে ধোঁকা দিয়েছে জানতে পারলেন রেগে যাবেন তিনি। কিন্তু বিলিয়াল গুপ্তচরদের কাছ থেকে নিজেদের কর্মপদ্ধতি লুকিয়ে রাখার খাতিরে এটা করা ছাড়া উপায় ছিল না। তবুও, বার্নার্ডের মুখোমুখি হওয়া সহজ হবে না।তুমি কি আমাদেরকে বার্নার্ডের কাছে নিয়ে যেতে পারো? এখন কথা গোপন করে কোনো লাভ নেই, যেহেতু গসপেল এখন বিলিয়ালদের হাতে।' রান বললেন।আর ইরিন,' জর্ডান যোগ করল। 'তাদের হাতে ইরিনও বন্দী।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৫

২৮ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় বিকাল ৩টা ৪০ মিনিট
নিরোর সার্কাস, রোম, ইটালি

আমরা এখানে থাকব না মানে?' ন্যাট জানতে চাইল।

অন্ধকার উপেক্ষা করে ওর কাছে গেল ইরিন। 'আমরা দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠব।' কী বললেন? কীভাবে?'

ওকে বুঝিয়ে বলল ইরিন।

একটু আগে, বাথোরি যখন ওর ফ্ল্যাশলাইট কারা-কক্ষের চারপাশে ঘুরাচ্ছিল, ইরিন তখন পালানোর সম্ভাব্য একটা রাস্তা দেখতে পেয়েছে। ওরা কোনোভাবেই পাথরের দেয়ালে ফাটল ধরাতে পারবে না। ইস্পাতের গরাদটা বেশ শক্তপোক্ত, আর মেঝেও পাথর থেকে খোদাই করা হয়েছে। ওসব পথ দিয়ে পালানোর যাবে না।

কিন্তু সিলিং তো আছে!

বাথোরির ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ও লক্ষ করেছে, কারা-কক্ষটির ছাদ বলতে কিছু নেই। এটা স্রেফ দেয়াল-সর্বস্ব একটা খাদ যা শুধু ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে।

ইরিন জানে এর মানে কী। প্রাচীন কালে, রোমান দাসেরা লম্বা খুঁটি ব্যবহার করতো যাতে খাঁচায় আবদ্ধ প্রাণীদের পাথরের টানেলে ঠেলে ফেলে দেয়া যায়। ওই জন্তুগুলোকে যুদ্ধের মাঠে দেখানোর কথা, কিন্তু তার আগে ওদের খাঁচাকে সেই সব কারা-কক্ষে ঠেলে দেয়া হত যেখানে ইরিন আর ন্যাটকে এখন আটকে রাখা হয়েছে।

সংকেত পাওয়া মাত্র দাসেরা পুলি টেনে জানোয়ার ভরা খাঁচাগুলোকে নিচ থেকে ওপরের যুদ্ধের মাঠে ঠেলে দিত।

অবশ্য একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে কারা-কক্ষের পাথুরে মেঝেকে ঢেকে রাখা হত সেই সময়।

ইরিন আর ন্যাটকে আশা করতে হবে, এই পথ ওদেরকে কারা-কক্ষের তুলনায় নিরাপদ কোনো জায়গায় পৌঁছে দেবে।এদিকে এসো,' ইরিন

BanglaBook.org

ন্যাটের হাত ধরল। 'আমরা ইস্পাতের গেইট বেয়ে খাদের ওপরে পৌঁছাতে পারব।'

ইরিন ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। ন্যাট কাঁপছে। আহত শরীর এবং পেটে তেমন খাবার না পড়ায় ন্যাট খুবই দুর্বল।

ইরিন ওকে ধরে রাখল। 'আমি দেখেছি যে দেয়ালের গায়ে খাঁজ কাটা আছে। ভাগ্য ভালো হলে এই খাঁজ বেয়ে আমরা ওপরে উঠে যেতে পারব। আমি আগে যাচ্ছি, তুমি আমার পেছনে পেছনে আসো।' ইয়েস, ম্যাম।' ন্যাটের কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর।

ইরিন আঙুল দিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই খাঁজ খুঁজে পেল। ঠেস দিয়ে চাপ দেয়ার জন্য যথেষ্ট চওড়া : পা থাকবে একপাশে, পিঠ অন্যপাশে। ওপরে চড়ার এই কৌশলের নাম হচ্ছে চিমনিইং।

এই পদ্ধতিতে ইরিন এক ফুট এগোলো, এরপর আরও এক ফুট। 'ওকে, ন্যাট। তোমার পালা।'

অন্ধকারের মাঝে সে শুনতে পেল ন্যাট গরাদ বেয়ে পায়ের ওপরে খাড়া হওয়ার চেষ্টা করছে, এরপর হঠাৎ পাথুরে মেঝেতে ধপ করে পড়ে গেল সে।

ইরিন লাফিয়ে নিচে নামল। 'তুমি কি আহত?'আমি ঠিক আছি।' ওর গলা শুনে মনে হচ্ছে না যে ও সুস্থ আছে।এইবার, তুমি আগে যাবে।'

ইরিন ওর হাত ধরে ওকে গরাদের দিকে নিয়ে গেল। ন্যাট আবারও চড়তে চেষ্টা করল, এবং আবারও পড়ে গেল।আমাকে এখানে রেখে যান,' সে বলল। 'আমি পারব না।' তুমি বলতে চাও তোমার মতো একটা শক্তপোক্ত টেক্সাস বালকের, আমার মতো একজন চিকন মহিলাকে হারিয়ে ওপরে উঠার সাহস নেই?'এটা সাহসের ব্যাপার না।' ওর কণ্ঠে পরাজয়ের ছাপ।

ওকে খোঁচা মারতে ইরিনের খারাপ লাগছে, তবুও সে তা করল। 'আসলে এটাই হচ্ছে ব্যাপার। ঘ্যানঘ্যানানি থামাও, আর খাদ বেয়ে ওপরে উঠতে থাকো। আমি তোমার ছোট্ট বোনকে বলতে পারব না যে তুমি এখানে মারা গেছ কারণ খাঁজ বেয়ে ওপরে উঠতে বলায় তোমার ওপর আলস্য ভর করেছিল।'

ন্যাট উঠে দাঁড়াল।তুমি ওপরে উঠো।' বলল ইরিন।

এবার ইরিন ওর পা ঠেলে ওকে ওপরে তোলায় সাহায্য করল। খাঁজে পা রাখতেই, ওকে আর আহত হাত ব্যবহার করার ঝক্কি পোহাতে হলো না,

BanglaBook.org

শুধু পিঠ আর পা। ইরিনও উঠছে ন্যাটের সাথে। বেশ কিছুক্ষণ ওঠার পর ইরিন প্রশ্ন করল।কী অবস্থা, ন্যাট?' দারুন!' সে আরও কয়েক ইঞ্চি ওপরে উঠল।

ইরিন হাসল। কথাটা হয়তো সত্যি।

আর কয়েকটা ফুট যাওয়ার পরে, ওর পা পিছলে গেল।

ইরিন ওকে ধরে কোনমতে ওর পতন ঠেকাল। ন্যাটও সর্বোচ্চ চেষ্টা করলন নিচে না পড়ে যায়। ইরিনের বুকে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। সে আর ন্যাট আরেকটু হলেই নিচে কারা-কক্ষে গিয়ে পড়ত। নিচে পড়ার সাথে সাথে মারা পড়তো, কপাল ভালো হলে। আর তা না হলে, গ্রিমওলফ ওদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিত সেটা বলাই বাহুল্য।

যা হোক, সান্ত্বনা হিসেবে এতটুকু পেত, চেষ্টা করতে গিয়ে মারা পড়েছে।

হঠাৎ আলোর ক্ষীণ রেখা দেখতে পেল ওরা।

কেউ একজন আসছে।

বিকাল ৪টা ০৫ মিনিট

প্রাচীন এক প্রাসাদের ব্যক্তিগত কক্ষে, জর্ডান ওর দাঁতে দাঁত চাপল।

নাদিয়া নার্সের ভূমিকা পালন করছে, মুছে দিচ্ছে ওর হাত এবং পিঠের ক্ষতস্থান।উল্কিটা অদ্ভুত,' জর্ডানে শরীরের দিকে তাকিয়ে বলল নাদিয়া।আমি জানি,' জর্ডান যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বলল। 'এরকম একটা উল্কি পেতে হলে আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।'

কিছু গোপন প্রবেশপথ পাড়ি দিয়ে ফাদার রুন ও জর্ডানকে নিয়ে সেইন্ট পিটারের চত্বর থেকে এই প্রাসাদে ফিরে এসেছে নাদিয়া। এই প্রাসাদে এককালে পোপ থাকতেন। নাদিয়া তাড়িঘড়ি করে ওদেরকে এই কক্ষে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই কক্ষে আছে একটি পুরনো আমলের কাঠের টেবিল, ছয়টি ভারী চেয়ার এবং দেয়ালে ঝোলানো আছে একটি ভয়ংকর-দর্শন ক্রুশবিদ্ধ যিশু-মূর্তি। পিয়ার্সের সাথে সাক্ষাতের পর থেকে জর্ডান ক্রুশবিদ্ধ কোনো যিশু-মূর্তি দেখলে অস্বস্তিবোধ করে।

তার বদলে, সে কম্বলের দিকে চোখ রাখল। এটার থেকে ভেজা ভেড়ার মতো গন্ধ আসছে।

নাদিয়া বেসিনের পানিতে একটা বাদামী তোয়ালে মোচড়াল, জর্ডানের রক্ত লেগে থাকায় এর থেকে ফ্যাকাশে গোলাপি পানি বেরোচ্ছে।বার্নার্ড

BanglaBook.org

কোথায়?' রান পায়চারি করছেন, জানালা দিয়ে নিচের কোর্ট-ইয়ার্ডে তাকানোর জন্য শুধু কিছুক্ষণ থামলেন।আমি খবর পাঠিয়েছি।' নাদিয়া আবারও জর্ডানকে খোঁচা দিল।

আউচ। নাদিয়া এখন দুষ্টামি করে জর্ডানকে ব্যথা দিচ্ছে।

নাদিয়া ওর ব্যাকপ্যাক থেকে একটা কাঁচের বোতল বের করল। 'এবার জ্বালাপোড়া করতে পারে।' আপনার তো এটা বলার কথা না,' জর্ডান রেগে গেল। 'মিথ্যা বলার কথা ছিল।' মিথ্যা বলা পাপ।' যেমন কার্ডিনালকে বলা যে আমরা মারা গেছি।'

নাদিয়া একটা বোতল খুলল, যার ভেতর থেকে ঘোড়ার বিষ্ঠার সাথে আলকাতরা মেশালে যেমন গন্ধ বেরোয়, তেমন গন্ধ আসছে।ওটা কী জিনিস?' প্রসঙ্গ পালটে জর্ডান জিজ্ঞেস করল।

নাদিয়া তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে আঠালো জিনিসটা তুলে আনল। 'আপনার সেটা না জানাই ভালো।'

জোরাজুরি করার জন্য জর্ডান মুখ খুলল কিন্তু কী ভেবে আবার বন্ধ করে ফেলল।

নাদিয়া মলম নিয়ে ওর পিঠের ক্ষতস্থানে ডলে দিল। জর্ডানের মনে হলো ওর পিঠে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

জর্ডান জোরে জোরে শ্বাস নিল। ওর চেহারায় ফোটায় ফোটায় ঘাম। 'নাপামের মতো লাগছে।' আমি জানি।' দ্রুত কাজ করছে নাদিয়া, আটকে দিচ্ছে প্রতিটি ক্ষতস্থান।

জর্ডানের হাতের ক্ষতস্থান পরখ করে দেখল সে। ওরা রাশিয়া ছাড়ার পর থেকে ওখান থেকে রক্ত ঝরেই যাচ্ছে, কিন্তু ওই দুর্গন্ধযুক্ত মলমটা রক্ত পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। জর্ডান বড় করে শ্বাস ফেলল, আশা করছে জ্বলুনি ভাবটা কমে যাবে। 'ইরিনকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা?'

রান পায়চারি করেই যাচ্ছেন। 'কার্ডিনাল এলেই, আমরা ওর এবং বইয়ের খোঁজ বের করার জন্য একটা দল গঠন করব। স্যাঙ্গুইনিস্টদের অনেক বড় নেটওয়ার্ক চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বিশেষ করে রোমে। আমরা ওদেরকে খুঁজে বের করবই।'

জর্ডান যদ্দূর জানে, স্যাঙ্গুইনিস্টদের ইনফর্মারেরা এখন পর্যন্ত তেমন কোনো কাজ দেখাতে পারেনি। কিন্তু একথা বলে লাভ হবে না। তাই জর্ডান চুপ করে রইল। অন্যদিকে দয়ামায়াহীন ভঙ্গিতে ওর ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ পরাতে লাগল নাদিয়া। নার্স হিসেবে এই মহিলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

BanglaBook.org

নাদিয়া ওর দিকে ধূসর রঙের একটটা টি-শার্ট ছুড়ে মারল। জর্ডান চটজলদি সেটা পরে নিল। স্ট্রিগোয় হামলায় বেঁচে যাওয়া একজন আহত ব্যক্তি ছাপটা দূর হয়ে গেছে, এখন ওকে স্বাভাবিক একজন বলে মনে হচ্ছে।

উন্নতি।

কেউ একজন দরজায় টোকা দিল। কিন্তু দরজার কাছে কেউ পৌঁছানোর আগেই, ঝট করে খুলে গেল সেটা।

কার্ডিনাল দাঁড়িয়ে আছেন দরজার সামনে।

তাঁকে ঘিরে থাকা মানুষদের পরনে নীল প্যান্টালুন, কাল লেদার বুট, সাদা কলারের নীলাভ লম্বা-হাতা শার্ট, সাদা গ্লাভস এবং কালচে টুপি। তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে যেন অন্য কোনো শতাব্দী থেকে টাইম মেশিনে চড়ে এখানে এসেছেন।

যদিও তাদের হাতের অস্ত্রগুলো বেশ আধুনিক।

বিকাল ৪টা ১২ মিনিট

নিচের আলোর উজ্জ্বলতা বাড়ছে দেখে ইরিনের ভয় হতে লাগল।

এই কারা-কক্ষ থেকে বের হওয়ার একটাই পথ। এবং সে আর ন্যাট ওতে আটকে আছে, প্রায় দশ ফুট ওপরে। স্ট্রিগোয়রা হৃৎস্পন্দন শুনতে পায়, তাই লুকিয়ে থাকা অর্থহীন। ওপরে উঠতে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ইরিনের ওপরে থাকা ন্যাট আরও দ্রুত উঠছে এখন। ওর কষ্ট করে শ্বাস নেয়ার আওয়াজ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে কতটা যন্ত্রণা হচ্ছে ওর। আর যেহেতু, ইরিন বা ন্যাট দুজনের কেউই জানে না এই খাদের দৈর্ঘ্য কত, তাই ওদের কোনো ধারণাই নেই এভাবে উঠতে থাকলে আদৌ ওপরে পৌঁছাবে কিনা। ইরিন নিজেকে ন্যাটের কাছাকাছি রাখল, অলৌকিক কিছুর আশা করছে।

গর্জন করে উঠল গ্রিমওলফ।

এই আওয়াজ পাথরের গায়ে ধ্বনিত হলো, মনে হচ্ছে যেন এক দল নেকড়ে ওদেরকে ধরার জন্য ধেয়ে আসছে।

ন্যাট পিছলে গেল।

খাঁজের গায়ে নিজেকে শক্ত করে সেঁটে রাখল ইরিন

লাভ হলো না।

BanglaBook.org

ন্যাটের দেহের পতন ইরিনের অবস্থানকে নাড়িয়ে দিল। সে আর ন্যাট সশব্দে নিচে আছড়ে পড়ল।

ইরিনেরপিঠ পাথুরে মেঝেতে আঘাত না হেনে একজন মানুষের ওপর আছড়ে পড়েছে।

এক মহিলা কুৎসিত গালি দিয়ে ইরিনকে কনুই দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল। ইরিন গড়ান দিয়ে সরে গেল বাথোরির দেহ থেকে। বাথোরিকে আঘাত করতে পারায় ওর মনে আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে।

একটা বিশাল স্ট্রিগোয় বাম হাত দিয়ে ইরিনকে তুলে নিল, ন্যাটকে তুলল ডান হাত দিয়ে। স্ট্রিগোয়টারর উচ্চতা হবে সাত ফুট, মাথা কামানো, গোলগাল চোখ। ওর দেহের ঊর্ধ্বাংশে কোনো অস্ত্র নেই। ইরিন নিচে তাকাল। কোমরে লাগানো বেল্টের খোপে একটা ড্যাগার দেখা যাচ্ছে।

স্ট্রিগোয় ন্যাটকে দেয়ালের দিকে ছুড়ে মারল, এরপর এক হাত বাড়িয়ে দিল বাথোরিকে সাহায্য করার জন্য।

কিন্তু থেমে গেল।

ফিরিয়ে নিল হাত।

বাথোরির হাতের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। একটা নোংরা সাদা ব্যান্ডেজ ওর কনুই থেকে সরে গিয়েছে। ইরিন ওর ওপর আছড়ে পড়ায় নিশ্চয়ই আঘাতটা লেগেছে। বাথোরি সেদিকে তাকিয়ে গালি দিল। তারপর ব্যান্ডেজটাকে আবার বসিয়ে দিল জায়গা মতো।

গ্রিমওলফ বাথোরির পায়ের নাক দিয়ে ঘষা দিয়ে কেউ-কেউ আওয়াজ করল।পিছিয়ে যাও।' বাথোরি ক্রুদ্ধ স্বরে নেকড়েটাকে সরে যেতে বলল।

এক পা পিছিয়ে বসে পড়ল জন্তুটা।

ইরিনের চোখ সরু হয়ে গেল। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।

বাথোরি কারও সাহায্য না নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর হাত থেকে এক ফোঁটা রক্ত পড়ল মেঝেতে। এর রঙটা অদ্ভুত ধরনের, কিন্তু স্ট্রিগোয় শক্ত করে ওর হাত ধরে থাকায় ইরিন সেটি ভালো করে দেখার সুযোগ পেল না।আপনাদের দুঃসাহস আমাকে অবাক করে দিচ্ছে।' বাথোরি ওর প্যান্ট থেকে ধূলা ঝাড়ল।একজন কয়েদীর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে পালানো,' ইরিন বলল।

চোখ বড় বড় করে স্ট্রিগোয়টা বাথোরির আহত হাতের দিকে চেয়ে রইল।

ইরিন কখনও দেখেনি যে একটা স্ট্রিগোয় উত্তেজিত হওয়ার বদলে রক্ত

BanglaBook.org

দেখে ভয় পাচ্ছে।আমি এই ক্ষতস্থানটা ঠিক করে ফিরে আসছি।' বাথোরি ওর ফ্ল্যাশলাইট তুলে নিল।

এরপর কী হবে?

যে স্ট্রিগোয় ইরিনকে ধরে আছে বাথোরি তার দিকে ফিরল। 'মিহির, এখানে থেকে ওদের ওপর নজর রাখো। ওরা যেন পালানোর কথা চিন্তাও না করতে পারে।'

মিহির বাউ করল।

গ্রিমওলফের উদ্দেশ্যে শিস দিয়ে বাথোরি টানেলের দিকে যেতে শুরু করল বাথোরি। আরেকজন স্ট্রিগোয় বাইরে অপেক্ষা করছে। সে দরজা বন্ধ করে দিল।

ইরিন আবারও কারা-কক্ষে বন্দী, কিন্তু এবার বাড়তি একজন সঙ্গী পেয়েছে। সে একজন স্ট্রিগোয়।

মিহির ওর ফ্ল্যাশলাইট কারা-কক্ষের চারিদিকে ঘোরাল, ইরিন আর ন্যাট একটু আগে যেই খাঁজ থেকে পড়েছে সেটা পরখ করে দেখছে।

ইরিন ন্যাটের দিকে ঝুঁকল। 'তুমি ঠিক আছ?'

চোখ মেলে তাকাল ন্যাট। 'আছি আর কী।'

ইরিন হাসল। 'এখান থেকে বেরোতে পারলে, কথা দিচ্ছি তোমার নামে দুর্দান্ত একটা সুপারিশপত্র লিখে দেব।'

মিহির বলল। 'আর কোনো কথা চলবে না!'

ইরিনের গলা বেয়ে নেমে আসা রক্তের দিকে মিহিরের চোখ ঘোরাফেরা করতে থাকল। ওপর থেকে পড়ার আঘাতে ইরিনের ক্ষতস্থান থেকেও রক্ত ঝরছে। ইরিন দেখতে পাচ্ছে মিহিরের চোখে ক্ষুধা জেগে উঠেছে।

ইরিন ওর চোয়াল শক্ত করল। ঠিক করেছে ভয় পাবে না। যদিও ওর মন পুরোপুরি ভয়মুক্ত হতে পারল না। ভয় পাক বা না পাক, ইরিন এই স্ট্রিগোয়ের রক্তপিপাসাকে নিজের সুবিধার জন্য কাজে লাগাবে।

পিছিয়ে যাওয়ার বদলে সে মিহিরের দিকে এগিয়ে গেল। গলাটা তার দিকে কাত করে রাখল। জানে, স্ট্রিগোয় ওর রক্তের গন্ধ পাচ্ছে। রক্ত দেখলে ফাদার রান করজা পর্যন্তনিজেকে সামলাতে হিমশিম খান। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, লোভ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মিহির ফাদার করজার চেয়ে দুর্বল।

মিহিরের চোখ ইরিনের গলার ওপরে নিবদ্ধ। ইরিন ওর হাত নিচু করে রাখল। ভাগ্য ভালো হলে, ও শুধু একবারই সুযোগ পাবে।

BanglaBook.org

মিহির নিজের ঠোঁট চাটল, কিন্তু সামনে এগোল না।

ওর আরও ভালো নিমন্ত্রণ প্রয়োজন। নিজেকে শক্ত করে, ইরিন ওর আঙুল দিয়ে আহত গলায় টান দিল। এরপর মিহিরের ওপর থেকে নজর না সরিয়ে, ইরিন তার রক্তাক্ত আঙুলের ডগা স্ট্রিগোয়টির ঠোঁটে বুলিয়ে দিল।

ঝড়ো গতিতে, মেয়েটির গলার দিকে হাত বাড়াল মিহির। ন্যাট সতর্ক করার জন্য চিৎকার করে উঠল, দানবটার মনোযোগ এক মুহূর্তের জন্য সরে গেল অন্যদিকে।

এক মুহূর্ত যথেষ্ট সময়।

ইরিন এক হাঁটুতে ভর দিয়ে নিচু হলো, ঝাঁকি মেরে স্ট্রিগোয়ের বেল্টের খাপ থেকে ড্যাগারটি খুলে নিল, এরপর চালিয়ে দিল সেটা স্ট্রিগোয়ের বুকের নিচ বরাবর।

টলে উঠল স্ট্রিগোয়। রক্তে ওর শার্ট ভিজে গিয়েছে।

ন্যাট ইরিনকে ঠেলে সরিয়ে দিল। সে হ্যাঁচকা টান মেরে মিহিরের দেহ থেকে ছুরিটা খুলে নিল এবং চোখের পলকে ওটা দিয়ে গলা চিড়ে দিল সে। মিহির মেঝেতে আছড়ে পড়ল, কালচে রক্ত ফোয়ারার মতো ছিটকে বেরোচ্ছে। সেই রক্ত থেকে ধোঁয়া বের করতে দেখল ইরিন।

ন্যাট অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ওর পুরো শরীর কাঁপছে।

মিহিরের চোখ থেকে প্রাণের চিহ্ন উধাও হয়ে গেল। মারা গেছে।ন্যাট?'

ন্যাট ছুরি উঁচিয়ে ওর দিকে ঘুরল।ন্যাট,' ইরিন ওকে শান্ত করার ভঙ্গিতে বলল। 'আমি ইরিন, তুমি ঠিক আছো তো?'

ন্যাট ড্যাগার নিচে নামাল। 'দুঃখিত। সে আমার সাথে যা করেছি তার দাঁত দিয়ে...,'আমি জানি,' মেয়েটি বলল। যদিও আসলে ইরিন জানে না। কিন্তু ওর কথা ন্যাটের কানে যাওয়া দরকার। ওই ডাইনিটা ফিরে আসার আগেই চলো খাদ বেয়ে ওপরে উঠে যাই।

এবার ইরিন আগে আগে গেল, মিহিরের ফ্ল্যাশলাইটের আলো দেয়ালে ফেলছে। ন্যাট রক্তাক্ত ছুরিটা কোমরে রেখে আগের চেয়ে বেশি শক্তিতে ইরিনকে অনুসরণ করল, কিছুক্ষণ আগের লড়াইয়ে ওর শরীরের জোর যেন কিছুটা বেড়েছে।

ইরিন ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ওপরটা আলোকিত করল। ও আশা করেছিল, এই খাদ ওদেরকে মাঠে নিয়ে যাবে। কিন্তু এটার শেষ প্রান্তকে একটা ধাতব প্লেটের মতো দেখাচ্ছে, ভেতর থেকে ফাঁদে আটকে রেখেছে

BanglaBook.org

ওদের। ওরা সরাসরি দেয়াল বেয়ে বাইরে বেরোতে পারবে না।

ইরিন খাদের দেয়ালটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল। দেখতে পেল অন্য পাশে আরেকটা মধ্যবর্তী খাদ আছে। এটাকে হয়তো জন্তুর খাঁচার দ্বিতীয় স্তর হিসেবে ব্যবহার করা হত। হয়তো ওটা ওদেরকে কোনও এক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবে।

নিচের কারা-কক্ষে বন্দী থাকার চেয়ে এরকম আশার পেছনে ছোটা অনেক ভাল।ন্যাট!' চিৎকার করল ইরিন, ফ্ল্যাশলাইটের বীম মধ্যবর্তী খাদের দিকে তাক করল। 'দেখো!'

ন্যাট হাসল। 'চলুন, এগোই।'

ওরা খাঁজ বেয়ে ওপরে উঠে পাশের প্যাসেজে পৌঁছে গেল। এটাকে খাদের চেয়ে বরং ছোট একটা অভ্যর্থনা-কক্ষের মতো লাগছে।

ইরিন কক্ষটার চারিদিকে আলো ঘোরাল। গরাদ দিয়ে একসময় বাইরে যাওয়ার পথ আটকে রাখা হত, কিন্তু এখন মরিচার স্তূপ ছাড়া আর কিছু নেই।

ইরিন পরবর্তী প্যাসেজের উদ্দেশ্যে আরোহণ করতে থাকল।

পথ অন্ধকার করার জন্য ফ্ল্যাশলাইটের বীম হাত দিয়ে ঢাকল ইরিন।

সামনে, অনেক দূরে, হলদে আলো দেখা যাচ্ছে।

বাইরে বেরোনোর রাস্তা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৬

অক্টোবর ২৮
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট
ভ্যাটিকান সিটি, ইটালি

কার্ডিনাল বার্নার্ড ঝড়ের বেগে হাঁটছেন প্রাসাদের হলো দিয়ে।

তাঁর পেছনে রয়েছেন রান করজা। সাথে রয়েছে আছে এক দল সুইস গার্ড। নাদিয়া হাঁটছে করজার বামে, আপাতদৃষ্টিতে নিরুদ্বেগ; জর্ডান আছে তাঁর ডানে, চেহারায় দুশ্চিন্তায় চেয়ে রাগের পরিমাণ বেশি। ওদের দুজন পাশে থাকায় ফাদার রান ভরসা পাচ্ছেন।

কার্ডিনাল বার্নার্ডের ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে তিনি রেগে আছেন। রানের মৃত্যুর ব্যাপারে নাদিয়া তাঁকে মিথ্যা বলেছিল।

রান সুইস প্রহরীদের পেছনের সারির দিকে তাকালেন। লাইনের শেষ প্রান্ত ধরে হাঁটছেন ফাদার অ্যামব্রোস, নিজের হাসি-খুশি ভাব লুকানোর কোনো প্রচেষ্টাই তার মাঝে নেই।

নাদিয়ার সাহায্য নিয়ে, রান সহজেই এদের সবাইকে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর পালানোর কোনো ইচ্ছে নেই। বার্নার্ডকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিতে এবং ইরিন আর বই উদ্ধারে বার্নার্ডের সহায়তা পেতে চাচ্ছেন তিনি। করজা প্রার্থনা করলেন খুব বেশি দেরি যেন না হয়ে যায়।

বার্নার্ড ওদেরকে নিয়ে একটা ঘরে প্রবেশ করলেন। ভারী শরীর নিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন কার্ডিনাল, রানকেও ইশারা করলেন তার ডানে বসার জন্য। রান বসলেন। মনে আশা.. হয়তো তাঁর রাগ পড়ে গেছে।রান।' বার্নার্ডের কণ্ঠস্বরের কঠোরতা তাঁর সেই আশার বেলুন চুপসে দিল। 'তুমি আমার সাথে মিথ্যা বলেছ! আমার সাথে! 'আমি আপনার সাথে মিথ্যা বলেছি,' নাদিয়া শুধরে দিল। 'দায়টা আমার।'

বার্নার্ড হাতের ইশারা দিয়ে ওর কথা উড়িয়ে দিলেন। 'সে অনুমতি দিয়েছে।' জি, দিয়েছি।' রান মাথা নত করলেন। 'আমি এই মিথ্যার সম্পূর্ণ দায় নিচ্ছি।'

নাদিয়া ওর দুই হাত ভাঁজ করল। 'ঠিক আছে তবে। এখানে যদি আমার কোনো দায় না থাকে, আমি কি যেতে পারি?'পরিস্থিতির

BanglaBook.org

সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দিয়ে এখান থেকে কেউ নড়তে পারবে না।' আপনি কি আমাদের কাছে স্বীকারোক্তি চাইছেন?' রান জিজ্ঞেস করল। 'কিন্তু এসবের কিছুতেই আর কিছু যায় আসে না। বই এখন বিলিয়ালদের হাতে।'

বার্নার্ড তাঁর চেয়ারে হেলান দিলেন। 'বুঝলাম।' বিলিয়ালরা এখন রোমে।' রান উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গি করলেন। 'আমাদের অবশ্যই ওদের খোঁজ করতে হবে।' এখানেই থাকো,' বার্নার্ড হুকুম করলেন। 'প্রথমে, আমাকে বলো এমন অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি হলো?'

রান রাগান্বিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিজেকে শান্ত করে এরপর রাশিয়াতে ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো বলতে শুরু করলেন। দ্রুতগতিতে কথা বলতে চাইলেন তিনি। কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বার্নার্ড তাঁর কথা বলার গতি ধীর করে দিলেন। তিনি গল্পের মাঝে ভুল ধরার চেষ্টা করছেন। বুঝতে চাইছেন তাঁকে আবারও মিথ্যা বলা হচ্ছে কিনা।

ওদিকে সময় ফুরিয়ে আসছে।

অস্থির বোধ করায় রান পায়চারি শুরু করলেন। জানালার দিকে ফিরে অন্ধকারাচ্ছন্ন চত্বরে চোখ বোলালেন। সূর্যাস্তের সময় এগিয়ে আসছে, আর আধাঘণ্টার মতো বাকি; স্ট্রিগোয়রা এরপর মুক্ত হয়ে যাবে। প্রতি সেকেন্ড পার হওয়ার সাথে সাথে ইরিন এবং বই ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা কমে আসছে। তবুও, কার্ডিনাল তাঁকে চাপ দিয়েই যাচ্ছেনআপনি দেখছি জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে সারাদিন পার করে দেবেন,' জর্ডান নিজেকে সামলে রাখতে পারল না, 'ইরিন আর বইয়ের খোঁজ পাওয়ার জন্য একটা দল পাঠালে ভালো হয় না? আমরা নিশ্চয় এতোটা পথ আপনাকে স্রেফ গল্প বলার জন্য আসিনি?'আপনি কার্ডিনালের সাথে এভাবে কথা বলতে পারেন না!' অ্যামব্রোস রাগান্বিত চোখে তাকালেন।তাই নাকি?' জর্ডান মারমুখি ভঙ্গি করল, নাদিয়াও সিটে নড়েচড়ে বসেছে। ফাদার রান যদি অনুমতি দেন, সে আর জর্ডান দুজনেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

রান ওদেরকে সংযত হতে বললেন। 'শান্ত হোন। আমরা...,'

দরজায় কে যেন টোকা দিল।

রান কান পেতে শুনলেন। পাঁচজন পুরুষ আর একজন মহিলা। একজনের হৃৎস্পন্দন চিনতে পেরে তাঁর চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।

নাদিয়াও শুনতে পেয়েছে।

জর্ডান বিভ্রান্ত চোখে ওদের দিকে তাকাল।

অ্যামব্রোস উদ্ধত ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

ভেতরে প্রবেশ করল ইরিন।

ওর গলায় শুকনো রক্ত লেগে আছে। হাত আর চেহারা নোংরা। ওকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওর পিছু পিছু যে তরুণ রুমে ঢুকল তার অবস্থা আরও খারাপ।

যাক, ইরিন অন্তত বেঁচে আছে।

বিকেল ৪টা ৪০ মিনিট

জর্ডান ছুটে গিয়ে ইরিনকে বুকে টেনে নিল। চোখ বন্ধ করে ওর বুকে নিজেকে সঁপে দিল ইরিন।আপনি এখানে এলেন কীভাবে?' রান মুখ খুললেন। 'আপনার সাথের সঙ্গীটি কে?'

ইরিন জর্ডানের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল। 'ওর নাম ন্যাট। সে ক্যাসেরিয়াতে আমার টিমে ছিল। বাথোরি ওকে আটক করে রোমে নিয়ে আসে।'

চোখে হিংসা আর সন্দেহ নিয়ে ন্যাট জর্ডানের সাথে হাত মেলাল। জর্ডান একটু আগে ইরিনের সাথে যে উষ্ণ আলিঙ্গনে লিপ্ত হয়েছিল তাতে ওর মনে এমন অনুভূতির জন্ম হয়েছে।

জর্ডান সেটা লক্ষ করেছে বলে মনে হলো না, চেহারায় হাসি হাসি ভাব ধরে রেখেছে। সে ইরিনের দিক থেকে নজর ফেরাচ্ছে না, ইরিন-ও চেহারায় হাসি ফুটিয়ে রেখেছে।

জর্ডান দ্রুত ওকে গত কয়েক ঘণ্টায় কী কী হয়েছে তা সংক্ষেপে জানাল।

এর বিনিময়ে, ইরিনও ওর কাছে ব্যাখ্যা করল কীভাবে ওরা নিরোর সার্কাস থেকে পালিয়ে ভ্যাটিকান সিটিতে হাজির হয়েছে। এখানে এসেই, ও কার্ডিনাল বার্নার্ডের সাথে দেখা করার অনুরোধ জানায়, যার ফলে সুইস প্রহরীরা ওদেরকে এখানে নিয়ে আসে। ওই সার্কাসের ধ্বংসাবশেষ!' রান বললেন। 'অবশ্যই। বিলিয়ালদের জন্য ওই অভিশপ্ত জায়গার চেয়ে ভালো আশ্রয় আর কিছু হতে পারে না।' কেন?' জর্ডান জানতে চাইল।ওটা মাটির নিচে, আলো সেখানে পৌঁছাতে পারে না। তাই বাথোরির স্ট্রিগোয়রা দিনের বেলায়ও মুক্তভাবে ওখানে ঘুরে বেড়াতে পারে,' রান বললেন। 'কিন্তু তারচেয়েও বড় কথা, ওই সার্কাস হচ্ছে রোমের সবচেয়ে অপবিত্র জায়গা। এর মাটি শহীদ হওয়া খ্রীষ্টানের রক্তে দূষিত হয়ে আছে। এই অপবিত্রতা ওদেরকে শক্তিশালী করেছে আর আমাদেরকে করেছে দুর্বল।'

BanglaBook.org

কার্ডিনাল বার্নার্ড প্রহরীদের একজন আর অ্যামব্রোসের দিকে ইশারা করলেন। 'সার্কাসে স্যাঙ্গুইনিস্ট আর সৈনিক পাঠাও। ওরা সেখানে খোঁজ চালিয়ে বইটা উদ্ধার করবে। আর মাননীয় পোপকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে অবহিত কর।'

ওই প্রহরী আর যাজক নড করে চলে গেলেন।

কার্ডিনাল এরপর ইরিন আর ন্যাটকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। এতে বেশ খানিকটা সময় ব্যয় হলো, কিন্তু শেষে গিয়ে মনে হলো তিনি ওদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করছেন।বইটা আবারও আমার কাছে বর্ণণা কর।' কার্ডিনাল ইরিনকে বললেন।যদি আপনাকে এঁকে দেখাই তাহলে ভাল হয়,' ইরিন এ কথা বলে কলম আর কাগজ আনার জন্য ইশারা করল।

সায় দিয়ে, কার্ডিনাল মেয়েটির দিকে পোপের ব্যবহার্য কাগজ আর কলম এগিয়ে দিলেন। ইরিন দ্রুত বইয়ের ওপরের অংশটার ছবি আঁকতে শুরু করে দিল।এটা সীসার একটা ব্লক যার আকার হবে প্রায় গুটেনবার্গ বাইবেলের সমান,' ইরিন এতে আঁকা অদ্ভুত চিত্রের কথাও বর্ণণা করল : মানুষের কঙ্কাল আর নগ্ন পুরুষ, কোণাকুণিভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ, দুজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। সেই সাথে কালির দোয়াতের মতো গর্ত এবং গ্রীক প্রতীক।*আলফা অ্যান্ড ওমেগা*,' মেয়েটি কথা শেষ করতেই কার্ডিনাল বিড়বিড় করলেন। 'অবশ্যই এর মানে যিশু।' আমি অতোটা নিশ্চিত নই।' ইরিন তর্ক করতে পছন্দ করে না, কিন্তু ওর মন বলছে, কার্ডিনালের ধারণা ভুল।অবশ্যই সম্পর্কিত! *আমি হচ্ছি আলফা এবং ওমেগা, প্রথম এবং শেষ*। বুক অফ রেভেলেশনে এটা বলা হয়েছে।' কার্ডিনালের চোখে রাগের আভাস।কিন্তু আলফা আর ওমেগা সেই সাথে গ্রিক বর্ণমালার প্রথম এবং শেষ অক্ষর।' কিছু একটা ইরিনের মনে উঁকি দিয়েও মিলিয়ে যাচ্ছে। 'প্রথম এবং শেষ।'

অঙ্কনের কাজ শেষ হতেই, মনে হলো ওখানে কিছু একটা অসঙ্গতি আছে—এরপর হঠাৎ করেই উত্তরটা ওর কাছে ধরা দিল। এই প্রাসাদের অনেক স্থানে বইয়ে আঁকা ছবির মতো সাদৃশ্যপূর্ণ চিত্র ইরিন দেখেছে। এই প্রতীক চিহ্ন সব জায়গায় পাওয়া যায়—এমনকি ও হাতে যেই কাগজ ধরে রেখেছে তার ওপরদিকেও আছে।

ইরিন চোখ বড় বড় করে অন্যদের দিকে তাকাল। 'আমার মনে হয়,'

ঠিক তখন, ওকে চমকে দিয়ে একজন সুইস প্রহরী ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করল। সে দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছে, চেহারায় আতঙ্ক। 'মহামান্য কার্ডিনাল, কেউ একজন নেক্রোপলিসে পোপদের সমাধিতে হামলা চালিয়েছে!'

BanglaBook.org

ইরিন গার্ডের চোখে চোখ রাখল। 'আর ওরা সেইন্ট পিটারের হাড় নিয়ে কিছু একটা করেছে, তাই না?'

গার্ড বিস্মিত হয়ে এক পা পিছিয়ে গেল। 'কে...কেউ একজন ওগুলো চুরি করেছে।'

কার্ডিনালের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে রান এবং নাদিয়া লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।অবশ্যই বিলিয়ালরা চুরি করেছে!' ইরিন চিৎকার করতে থাকল, ওর হৃৎপিন্ডে হাতুড়ি বাজছে। 'সন্দেহ নেই!'

সবাই জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল।আমি জানি কীভাবে ওই বই খুলতে হবে!' ইরিন চিৎকার করে বলল।

ওর মনে পড়ে গেল বাথোরির চেহারায় কী খেলা করছিল যখন ওরা বইয়ের রূপান্তরের ব্যাপারে সাধারণ সীসা থেকে কীভাবে স্বর্ণে পরিণত করা যেতে পারে, কাজটা করতে কী কী রাসায়নিক উপাদান প্রয়োজন হতে পারে ইত্যাদি নিয়ে কথা বলছিল।

বাথোরি ইতোমধ্যে আলফা এবং ওমেগার ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছে।

সবকয়টা চোখ ইরিনের দিকে ঘুরে গেল।বলতে থাকো,' জর্ডান বলল।এই বই খোলার রহস্যের সূত্র রাখা আছে বইয়ের কভারে।' ওর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। 'আর বাথোরি সেই রহস্যের সমাধান করেছে।' ব্যাখ্যার কাজটা তোমার আরও দ্রুত করা উচিত,' জর্ডান বলল।

ইরিন কাগজের দিকে ঝুঁকে এর ওপরের পোপের সীলটির চারিদিকে বৃত্ত আঁকল।

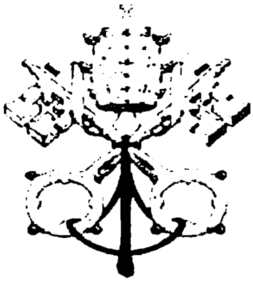

এতে দুটো চাবি দেখানো হয়েছে–সেইন্ট পিটারের স্বর্ণ আর রূপার চাবি। পোপের সীল আর বইয়ের চিত্রের মাঝে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু চাবি দিয়ে পোপকে উপস্থাপন করার বদলে, ওই বইটি দু'জন মানবমূর্তিকে একই ভঙ্গিতে আড়াআড়ি ছেদ করেছে।

ইরিন ব্যাখ্যা করল : 'সেইন্ট পিটার দুই হাজার বছর আগে এই বই

লুকিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই গসপেলের ওপরের নকশাটি দেখেছিলেন, এই নকশা শতাব্দী পার হওয়ার সাথে সাথে আরও বেশি করে সবার কাছে পরিচিত হতে শুরু করে– দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো সময় এটি সবাই চিনতে শুরু করে কারণ এই চিত্র পোপের অভিজাত প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু এই নকশার উৎপত্তি নিশ্চয়ই ব্লাড গসপেলে খোদাই করা চিত্র থেকে এর চিত্রকর সেইন্ট পিটার স্বয়ং।

ইরিন পোপের সীলে টোকা দিল। 'এই চাবি পোপের শাসনকালকে উপস্থাপন করছে। কঙ্কাল আর পুরুষ।' চেহারা থেকে চুল সরাল ও। 'আলফা মানে হচ্ছে প্রথম। এর ঠিক নিচেই আছে কঙ্কালটির ছবি।' আর?' রান কাছাকাছি হলেন।ওই প্রতীক প্রথম পোপের হাড়কে নির্দেশ করছে।' সেইন্ট পিটার!' কার্ডিনাল বললেন। 'সেই কারণেই ওরা তাঁর হাড় চুরি করেছে।' বই খোলার প্রথম উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। আমার বিশ্বাস সেইন্ট পিটারের হাড় দিয়ে কভারে থাকা গর্ত ভরাট করতে হবে।'

জর্ডান বলল। 'পিয়ার্স হয়তো জার্মানিতে আমাদেরকে এটাই বলার চেষ্টা করছিলেন। 'বই' আর 'হাড়'।' ঠিক তাই।' ইরিন চিত্রের অন্য অংশে টোকা দিল। 'এই জীবিত পুরুষের চিত্রটি উপস্থাপন করছে বর্তমান পোপকে। ওমেগা পোপ। মানে, বর্তমান পোপ।' তাহলে ওদের বর্তমান পোপের রক্তও প্রয়োজন?' জর্ডান জানতে চাইল, ওকে নার্ভাস দেখাচ্ছে।

ইরিন মাথা ঝাঁকাল।এরপর ওদের আর কী কী লাগবে?' রান জিজ্ঞেস করলেন।একজন মানুষের আর কী আছে যা একটা কঙ্কালের নেই?' তালিকা বানানো শুরু করল ইরিন। 'জীবন। মাংস। রক্ত।' রক্ত?' জর্ডান মাঝপথে বলল। 'পিয়ার্স সেটার কথাও বলেছিল, কিন্তু জার্মান ভাষায়। *ব্লাট*।' দ্বিতীয় উপকরণ...' পুরো ব্যাপারটা আন্দাজ করতেই ইরিনের হাত জমে বরফ হয়ে গেল। অন্যদের দিকে তাকাল উত্তর গ্রেঞ্জার 'ওদের বর্তমান পোপের রক্ত দরকার!'

BanglaBook.org

বিকেল ৪টা ৪৮ মিনিট

রান আর নাদিয়া বার্নার্ডের পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে, যতটা দ্রুত পারা যায়।

রান মাননীয় পোপের শয়নকক্ষের দিকে দৌড় দিলেন। বৃদ্ধ মানুষটির জীবন এখন ঝুঁকির মুখে।

পোপের শয়নকক্ষের দরজা হা অবস্থায় রয়েছে। খোলা।

ভেতরে ছায়ার নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে।

কোনো টোকা না দিয়েই বার্নার্ড রুমে ঢুকে পড়লেন। রক্তের গন্ধ তাঁর

ইন্দ্রিয়ে হামলে পড়ল। তাঁরা আসতে অনেক দেরি করে ফেলেছেন।

মাননীয় পোপ মেঝেতে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। গলা থেকে রক্ত নির্গত হয়ে তার সাদা জামা ভিজিয়ে দিয়েছে। তাঁর দেহের পাশেই একটু ক্ষুর রাখা, সম্ভবত নিজেরই।

অ্যামব্রোস তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। তাঁর হাত রক্তে ভেজা। রক্তের প্রবাহ আটকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তিনি।

বার্নার্ডও অ্যামব্রোসের সাথে মেঝেতে বসে পড়লেন। নাদিয়া পাশের বাথরুম চেক করতে পা বাড়াল। রান সতর্ক চোখে দেখলেন শয়নকক্ষে আরও কোনো বিপদ অপেক্ষা করছে কিনা। কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না।

তাঁরা পোপকে মেঝে থেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

রান চোখ বন্ধ করে তাঁর অন্যসব ইন্দ্রিয় জাগ্রত করলেন। এই ঘর থেকে আসা একমাত্র হৃৎস্পন্দনের উৎস হচ্ছে অ্যামব্রোস এবং মাননীয় পোপ। গন্ধগুলোও পরিচিত : অ্যামব্রোস, মাননীয় পোপ, অন্য স্যাঙ্গুইনিস্ট, কাগজ, ধূলা এবং সামান্য ধূপ। আর সব গন্ধ ছাড়িয়ে পাওয়া যাচ্ছে পোপের রক্তের গন্ধ।

তিনি নিজের মনোযোগ পোপের দিকে ফিরিয়ে আনলেন। তার চেহারার রং সরে গিয়ে ফ্যাকাশে রূপ ধারণ করেছে।আমি তাঁকে বলতে এসেছিলাম যে তিনি... তিনি...' অ্যামব্রোস তোতলাতে লাগল। 'ওনার একজন ডাক্তার দরকার। ডাক্তার নিয়ে আসুন কেউ!'

বার্নার্ড পোপের ক্ষতস্থানে হাত রাখলেন। নাদিয়া কার্ডিনালকে ইশারায় জানাল বাথরুমে কেউ লুকিয়ে নেই, এরপর ও ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অ্যামব্রোস তাঁর জামায় রক্ত মুছলেন। আতঙ্ক এবং বিস্ময়ে তার হৃৎপিন্ড ধুকপুক করছে। এতটাই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে যে তাকে দেখে রানের করুণা হলো।

রান বার্নার্ডের কাঁধে হাত রাখলেন। 'ওনাকে সার্জারিতে নিতে হবে আমাদের। তাঁর ডাক্তার হয়তো সাহায্য করতে পারবেন।'

বার্নার্ড অবাক চোখে তার দিকে তাকালেন।বার্নার্ড!' তিনি তীক্ষ্ম স্বরে বললেন।

কার্ডিনালের চোখ পরিষ্কার হয়ে এল। 'অবশ্যই, অবশ্যই।'

বার্নার্ড এক হাত দিয়ে শক্ত করে পোপের গলার ক্ষত আটকালেন আর অন্য হাত গলিয়ে দিলেন তাঁর কাঁধের নিচে। রানও পোপের দেহের তলায় হাত রাখলেন। এই অল্প ওজন বহন করতে তাদের কোনো বেগ পেতে

BanglaBook.org

হলো না। বুড়ো মানুষটির হৃৎপিন্ড খুব দুর্বলভাবে ধুকপুক করছে। চিকিৎসা না পেলে তিনি বেশিক্ষণ বাঁচবেন না।

রান আর বার্নার্ড আহত পোপকে তুলে ইমার্জেন্সি সার্জারির দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। নাদিয়া ওখানে ডাক্তারদের প্রস্তুত করে রাখবে।

সুইস প্রহরীরা হলরুমে এসে জড়ো হয়েছে। ইরিন, জর্ডান আর ন্যাটও হাজির।মাননীয় পোপ মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন।' বার্নার্ড যেন এখনও আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

প্রহরীরা ওদের যাওয়ার জন্য পথ করে দিল।

রান যেমনটা আশা করেছিলেন, নাদিয়া তাদের জন্য সার্জারিতে অপেক্ষা করছে। সাদা কোট পরিহিত একজন উদভ্রান্ড় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে নাদিয়ার পাশে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র তাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে এনেছে নাদিয়া।

পোপকে দেখে তার চেহারা থেকে রঙ সরে গেল।

রান আর বার্নার্ড আলতো করে মাননীয় পোপকে সার্জারি রুমের পরিষ্কার সাদা বিছানায় শুইয়ে দিলেন। বার্নার্ড এখনও হাত দিয়ে তার ক্ষতস্থান বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করছেন। 'ক্ষুর দিয়ে এই কাজ করা হয়েছে,' তিনি ব্যাখ্যা করলেন।

দ্বিতীয় একজন ডাক্তার তড়িঘড়ি করে রুমে প্রবেশ করলেন।সবাইকে চলে যেতে হবে,' প্রথম ডাক্তার বললেন। 'শুধু মেডিক্যাল স্টাফ থাকতে পারবে।'

চিকিৎসকেরা মাননীয় পোপের দেখভাল শুরু করলেন। রান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন ওরা যেন তাকে বাঁচানোর একটা উপায় খুঁজে পায়। প্রার্থনার চেয়ে বেশি কিছু করার সামর্থ্য এই মুহূর্তে স্যাঙ্গুইনিস্টদের নেই।

তিনি হলে পা রাখলেন। পোপের রক্তে কাঠের মেঝেতে লাল রঙের ছোপ ছোপ দাগ পড়েছে। 'নাদিয়া কোথায় গেল?'সে কয়েকজন প্রহরীকে সাথে নিয়ে হলরুমের পেছন দিকে গেছে,' জর্ডান বলল। 'যে ব্যক্তি এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখতে।'

হামলাকারীকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, নাদিয়া তাকে খুঁজে বের করবেই।আচ্ছা, ইরিন, এতে বাথোরির সম্পর্কটা কোথায়? মানে কী?' জর্ডান জিজ্ঞেস করল।

যা জানার দরকার ইরিনের চোখ ফাদার রানকে তা জানিয়ে দিল। 'এর মানে হচ্ছে, গসপেল খোলার জন্য যে দুটো উপকরণ দরকার, সেই দুটোই এখন বাথোরির কাছে আছে।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৭

২৮ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় বিকেল ৫টা ০৫ মিনিট
ভ্যাটিকান সিটি, ইটালি

সার্জারি রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ইরিন, ভাল কোনো খবর পাওয়ার আশা করছে। বই এখন বিলিয়ালদের হাতে আর ওরা জানে কীভাবে এটা খুলতে হবে। ব্লকটাকে গসপেলে রূপান্তরিত করতে ওদের জন্য কি এটুকুই যথেষ্ট? অশুভ শক্তি কি এরই মাঝে জিতে গেছে?

ন্যাট ক্লান্তভঙ্গিতে মেঝেতে বসে পড়ল। তাজা রক্তে ওর প্যান্ট ভেজা। ইরিন ওকে এর আগে এত ফ্যাকাশে দেখেনি। হেলান দিয়ে দেয়ালে মাথা ঠেকাল ন্যাট।

জর্ডান কোটের পকেট থেকে একটা পানির বোতল বের করে ন্যাটের হাতে ধরিয়ে দিল।

এক ঢোকে সবটুকু পেটে চালান করে দিল ন্যাট। কতদিন ধরে যাবত ও পানির স্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিল? ওর পানির পিপাসা লেগেছে কিনা এটা জিজ্ঞেস করার কথা ইরিনের মনেই হয়নি, আর সত্যি বলতে ন্যাটকে কারা-কক্ষে ঢোকানোর পর থেকে ইরিন ওকে দৌড়ের ওপর রেখেছে।

সুইস প্রহরীর চোখে চোখ রাখল বার্নার্ড, ন্যাটের দিকে আঙুল তাক করা। 'এই ছেলেটাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। সাথে এই মহিলাটিকেও।' এখন ন্যাটকে নিয়ে যাও,' ইরিন বলল। 'আমি মিনিট-খানেক পরে আসছি।'

বার্নার্ড প্রথমে দ্বিধা করলেও পরে রাজি হয়ে গেল। প্রহরী ন্যাটকে পায়ের ওপর খাড়া হতে সাহায্য করল।আমি ঠিক আছি।' ন্যাট নিজেকে সোজা রেখে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ওর শরীর টলমল করছিল।অবশ্যই তুমি ঠিক আছ,' ইরিন বলল। 'আমিও ঠিক আছি। কিন্তু এখনকার মতো ওদের কথামতো চলো। আমি ঠিক তোমার পেছনেই আছি।'

ন্যাট সন্দেহের ভঙ্গিতে ভ্রু উঁচু করলেও একথার প্রতিবাদ করল না। দুই প্রহরীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে রওনা দিল।তো এর পরে কী ঘটতে যাচ্ছে?' জর্ডানের নীলচে চোখ ইরিনের ওপর নিবদ্ধ।

BanglaBook.org

ইরিন অবাক হয়ে তাকাল। 'এর পরে মানে?'বাথোরি এখন কী করবে? সে কোথায় গিয়ে বইটা খোলার চেষ্টা করবে?' জর্ডান যে ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করছে, মনে হচ্ছে, ইরিন এই প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে জেনে বসে আছে।

ইরিন বলল, 'বইটা নিজের সম্বন্ধে সচেতন। তাকে কোথায় খোলা হবে এবং কীভাবে খোলা হবে এ ব্যাপারে তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ আছে।' তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, বইটার যেন একজন মানুষ!' জর্ডান ওর গলার কাছ থেকে চুল সরিয়ে দিল।

ইরিন ওর স্পর্শ পেয়ে কেঁপে উঠল। আর এই কাঁপুনিটাকে আড়াল করার জন্য নিজের শরীরের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে সরাল ও। 'আমার মনে হয় বইটার নির্মাতার সাথে এর একটা বন্ধন রয়েই গেছে। সচেতনতার ব্যাপারটাও একারণেই এসেছে।' আমি একমত।' বার্নার্ড বলল। 'আর বইটি অবশ্যই রোমেই খোলা হবে। কিন্তু রোমের কোথায়?'যদি স্যাঙ্গুইনিস্টদের কাছে পবিত্র ভূমি গুরুত্বপূর্ণ হয়,' গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলতে যাচ্ছে ও, 'বইয়ের ক্ষেত্রেও এটা খাটে। রোমের সবচেয়ে পবিত্র জায়গা কোনটি? সেইন্ট পিটারের সমাধি।' ইরিন চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল। 'কিন্তু বিলিয়ালরা যদি বইটাকে এখানে খুলতে চাইতো তাহলে তারা প্রথমে পোপের রক্ত নিতো আর এরপর হাড় নিতে যেত। যেন হাড়গুলো যেখানে আছে ঠিক সেখানেই বইটা খুলতে পারে।' হুম, যুক্তি আছে,' জর্ডান বলল। 'দুই বার প্রবেশ করার কী দরকার, একবার হাড় চুরির জন্য তো আরেকবার বই খোলার জন্য?'

ঘণ্টা বেজে উঠল। রান আর বার্নার্ড দ্রুত পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।এর মানে কী?' জর্ডান টান দিয়ে একটা পাকানো সুতা বের করল।সুইস গার্ডরা এই অ্যালার্ম বাজিয়েছে,' বার্নার্ড উত্তর দিলেন। 'ভ্যাটিকান সিটি থেকে পর্যটকদের সরিয়ে নিচ্ছে ওরা।' তাহলে বাথোরির হাতে বেশি সময় নেই।' ওই ডাইনি কোথায় থাকতে পারে সেটা যদি আন্দাজ করার কোনো উপায় থাকত। হঠাৎ ইরিন আশার আলো দেখতে পেল। 'দাঁড়ান! ওই ব্যাসিলিকা। ওটা পিটারের সমাধির ওপরে বানানো হয়েছে। রোমের সবচেয়ে পবিত্র গির্জার সবচেয়ে পবিত্র অংশ!'

ওর কথা শেষ না হতেই হয়নি, রান আর বার্নার্ড ওদের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেলেন! স্যাঙ্গুইনিস্টদের অতিমানবীয় ক্ষমতার বলে দুর্দান্ত গতিতে দৌড়াতে পারেন তাঁরা।

জর্ডান ইরিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার সাথে এসো।'

BanglaBook.org

যাওয়ার পথে হেকলার অ্যান্ড কচ সাব-মেশিনগান আর কোল্ট পিস্তল তুলে নিল জর্ডান। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করল, একবারে দুই ধাপ করে। এরপর ওরা হলরুমে প্রবেশ করল। সামনে আছে ব্রোঞ্জের দরজা, এটা পার হলেই পড়বে সেইন্ট পিটারের চত্বর।

সামনে দুই সুইস প্রহরী রান আর কার্ডিনালের জন্য দরজা খুলে দিল।

জর্ডান গতি বাড়াল, ওদেরকে ধরার চেষ্টা করছে।আমরা ওই দুজনের সাথে আছি!' জর্ডান চিৎকার করল।ওদেরকে আসতে দাও,' কার্ডিনাল চিৎকার করে গার্ডদের নির্দেশ দিলেন, ইতোমধ্যে চত্বরে চলে গেছেন তিনি।

ইরিন-জর্ডানকে যেতে দেয়ার জন্য প্রহরীরা দরজা থেকে সরে দাঁড়াল।

ওরা ঢোকার পর ওদের পেছনে, জোরালো আওয়াজ সৃষ্টি করে দরজা লাগিয়ে দেয়া হলো। এখন কেউ সহজেই আর ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

ওরা চত্বরে পা রাখল, তবে বাধ্য হয়ে থেমে যেতে হলো জর্ডানকে।

চত্বর লোকে লোকারণ্য। ব্যাসিলিকা থেকে মানুষের ঢল নেমেছে, তারা সবাই বাইরে গিয়ে রাস্তায় যাবে। ঘণ্টা বেজে গেছে।

সুইস প্রহরীরা কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে ওদের সামনে এগিয়ে দিচ্ছে, যেন পর্যটকরা গবাদি পশুর ঝাঁক।

মানুষের স্রোতের বিপরীতে এগোচ্ছেন বলে বার্নার্ড আর রানের চলার গতি ধীর হয়ে গেছে।

ইরিন আর জর্ডান ব্যাসিলিকায় যাওয়ার জন্য দৌড় দিল। জর্ডান আগেভাগে পৌঁছে গেলেও ইরিনের দেরী হয়ে গেছে।

জর্ডান লক্ষ করেনি যে ইরিন ওর পাশে নেই। ইরিনকে তখন সুইস প্রহরীরা দরজায় আটকে ফেলেছে, ভেতরে ঢুকতে দিতে চাচ্ছে না।

জর্ডান এরই মাঝে ভেতরে ঢুকে পড়েছে, সে ফিরে তাকাল।এগিয়ে যাও!' চিৎকার করল ইরিন। বাথোরিকে ওর চেয়ে জর্ডানই ভালোভাবে সামলাতে পারবে।

জর্ডান ওর কথায় নড করে দ্রুতবেগে ব্যাসিলিকার গভীরে ঢুকে গেল।মিস, বিল্ডিং থেকে লোকজন সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।' প্রহরী ভদ্রভাবে কথা বললেও ইরিনের হাত এমনভাবে চেপে ধরল যে ওর হাত ব্যথা করতে শুরু করল। 'দুঃখের সাথে আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি...'

হঠাৎ ব্যাসিলিকার ভেতর থেকে স্বর্ণালি আভা বিচ্ছুরিত হলো। সুপারনোভার মতো ব্যাপক আলো! সেই সাথে ভেসে এল মিষ্টি একটা

BanglaBook.org

গন্ধ, আর হালকা একটা সুর।

প্রহরী ইরিনের হাত নামিয়ে ভেতরে কী হচ্ছে দেখার জন্য ঘুরল।

এটা তাহলে ঘটছে...

ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখার জন্য, ইরিন প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে চৌকাঠের ভেতরে পা রাখল। ঢুকল ব্যাসিলিকায়। কোনোকিছু চিন্তা না করে, আলোর দিকে দৌড়ে গেল ও। বিপরীত দিকে থেকে আসা পথভ্রষ্ট পর্যটকদের পাশ কাটাতে হলো ওকে। কিন্তু ইতোমধ্যে ব্যাসিলিকার বেশির ভাগ অংশ জনশূন্য করা হয়েছে, পথ এখন উন্মুক্ত।

ইরিনের মনে হলো ও যেন ফুটবলে মাঠের মাঝ দিয়ে দৌড় দিচ্ছে। মাঠের সাথে পার্থক্য হলো, ওর মাথার ওপরে একটা ছাদ আছে। ও জানে, সেইন্ট পিটারের ব্যাসিলিকার ভেতরের অংশের আয়তন দুনিয়ার যেকোনো গির্জার চেয়ে বড়। সে অনেকবার এখানে এসেছে, কিন্তু কখনও দৌড়ানোর প্রয়োজন হয়নি।

একটু পরেই দেখতে পেল, ব্যাসিলিকার একদম কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে বাথোরি।

ওর হাতে ধরা আছে গসপেল। সীসা রূপান্তরিত ব্লক থেকে স্বর্ণালী বইয়ে পরিণত হয়েছে।

ট্রান্সফিগারেশন, ইরিন ভাবল।

তাহলে আমার ধারণাই ঠিক ছিল।

দৌড়ে জর্ডানের কাছে গেল ইরিন।

ওদের সামনে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছেন রান আর বার্নার্ড, তাঁরা যেন বরফে জমে গেছেন।

এমন এক পবিত্রতার সামনে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন যে তাঁদের ভেতরটা ভয়ে ছেয়ে গেল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৮

অক্টোবর ২৮
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় বিকেল ৫টা ১১ মিনিট
ভ্যাটিকান সিটি, ইটালি

বাথোরিরি রক্ত আনন্দে নেচে উঠল, স্বর্ণালি আলোয় সিক্ত হয়েছে ওর দেহ। অনুভব করল, ওর গলার কালচে দাগ মুছে যাচ্ছে, উজ্জ্বল আলো ধুয়ে নিয়ে গেছে একে। এই আলোর সামনে অন্ধকার টিকবে কী করে?

সীসার ব্লক ওর হাতের তালু গরম করে রেখেছে। হৃৎপিন্ডের ধুকপুকানির মতো কাঁপছে এটা। যেন এর নিজস্ব জীবন আছে। প্রতি সেকেন্ডের সাথে সাথে, এর ওজন কমছে তো কমছেই। এক পর্যায়ে মনে হলো স্রেফ ওর আঙুলের ওপরে ভেসে আছে এটা।

ওর হাতে থাকা সীসা বদলে গিয়ে সেখানে স্থান করে নিয়েছে বিশুদ্ধ স্বর্ণালি আলো।

আলোর এই বিচ্ছুরণ ওর মনকে আবেশে ভরিয়ে দিল। ওর মনে হলো, ক্লান্তিহীনভাবে আজীবন এর দিকে সে চেয়ে থাকতে পারবে।

কিন্তু এই আনন্দের অনুভূতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হওয়ার নয়।

ইরিন গ্রেঞ্জার এবং জর্ডান স্টোন ওকে লক্ষ্য করে ছুটে এল। যিশুর বীরেরা ঘিরে ধরল চারপাশ থেকে। সুইস প্রহরী বাহিনী-ও জড়ো হয়েছে। ওরা ওকে খুন করবে, বইয়ের ওপরে ওর রক্ত ঝরাবে, এই আলো কেড়ে নেবে ওর কাছ থেকে।

ওর আতঙ্ক বুঝতে পেরেই কিনা, আলোর আভা কমতে কমতে একসময় ম্লান হয়ে এল। হাতে পড়ে রইল নিষ্প্রভ গসপেল।

অবাক হয়ে বইটির দিকে চেয়ে রইল বাথোরি।

মোটাসোটা বইটি ভেড়ার চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা, এর উপরিভাগে কোনো অলঙ্করণ নেই।

এমন সাধারণ একটা বস্তু থেকে এমন উজ্জ্বল আলোর আভা কীভাবে বেরোয়?

এরপর ও এর উত্তর খুঁজে পেল।

BanglaBook.org

মানসপটে ফুটে উঠল যিশুর চেহারা... একজন সাধারণ মানুষের চেহারা, বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না মানুষটি কী পরিমাণ ঐশ্বরিক ক্ষমতা অধিকারী।

গাল বেয়ে অশ্রু নেমে এল বাথোরির, সেই সাথে কিছুটা যন্ত্রণাও অনুভূত হলো।

গলা স্পর্শ না করেই, বাথোরি বুঝতে পারল সেই কালচে দাগটি আবার ফেরত এসেছে।

ও মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চাইল। এখন মনোযোগ হারালে চলবে না। এখান থেকে বের হওয়ার একটা উপায় বের করতে হবে।

বাথোরি লাফ দিয়ে বেদি থেকে দূরে সরে গেল। এরপর পকেটে হাত বাড়িয়ে বের করল লুকিয়ে রাখা ট্রান্সমিটার। চাপ দিল ডেটোনেটর বোতামে।

গুরুগম্ভীর শব্দে একটা বিস্ফোরণ হলো। পায়ের তলার মেঝে কেঁপে উঠেছে। বাথোরি নিচের কবরস্থানে বিস্ফোরক পুঁতে রেখেছিল, বেদির যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার নিচেই।

বাথোরি সন্তুষ্টচিত্তে দেখতে পেল ওর সামনের মার্বেল পাথরের মেঝে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

ওর বিস্ফোরক কাজ করেছে, একদম নিখুঁতভাবে।

বামদিকে থাকা স্যাঙ্গুইনিস্টরা ভীতু সিংহের মতো লাফিয়ে পিছনে সরে গেল। ডক্টর ইরিন আর সার্জেন্ট জর্ডান আড়াল নিল ডান পাশে। আরও সুইস প্রহরী ঝড়োবেগে বিস্ফোরণের এলাকায় আসতে শুরু করেছে।

নেক্রোপলিসে অবস্থানরত স্ট্রিগোয় বাহিনি অপেক্ষা করতে রাজি নয়। সূর্যাস্ত হয়ে যাওয়ায় ওরা দলে দলে বেরিয়ে আসতে লাগল। গির্জার পবিত্র পরিবেশে ওদের শক্তি কিছুটা দুর্বল হয়েছে যদিও, তবে বাথোরিকে পালানোর জন্য কিছু সময় পাইয়ে দেয়ায় সাহায্য করতে ওরা প্রস্তুত।

BanglaBook.org

বাথোরি পালানোর পরিকল্পনা আগে থেকেই নিখুঁতভাবে তৈরি করে রেখেছে। শার্টের ভেতরে বইটা ঢুকিয়ে লাফিয়ে নিচে নামল ও। সবার হতভম্ব অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাসিলিকার নিচে থাকা টানেলে চলে গেল।

পোষা গ্রিমওলফটি ওখানে আগে থেকেই ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

বাথোরি হাসল, অনুভব করছে, গসপেল ওর বুকের কাছেই রাখা।

গ্রিমওলফকে সাথে নিয়ে ছুটল বাথোরি। রোম থেকে পালাবে ওরা। হয়তো *তাঁর* খপ্পর থেকেও...

অধ্যায় ৫৯

অক্টোবর ২৮
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় বিকেল ৫টা ১৫ মিনিট
ভ্যাটিকান সিটি, ইটালি

জর্ডান ইরিনের অবস্থা দেখার চেষ্টা করল। সে কি ওকে আহত করেছে? বিস্ফোরণ ঘটার সময় ইরিনকে জোরালোভাবে মেঝের দিকে সরিয়ে দিয়েছিল জর্ডান।ইরিন?'

ইরিন ওর পেছন দিকে আঙুল তাক করল।

একটা মেঘের ধূলা ওর পেছনের বেশির ভাগ ঝাপসা করে রেখেছে, কিন্তু জর্ডান ওর কোট থেকে হেকলার অ্যান্ড কোচ সাবমেশিন-গান বের করে দ্রুতবেগে সেদিকে ঘোরাল। একবার গুলি করল, তাতেই একটা স্ট্রিগোয়-এর গায়ে গুলি লাগাতে সক্ষম হলো ও। কালচে রক্ত বেরিয়ে এল ক্ষতস্থান থেকে।

এরপর বাম হাত দিয়ে ইরিনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ও। কোল্ট পিস্তল ধরিয়ে দিল ইরিনের হাতে।

ইরিনের চোখ তখনও স্ট্রিগোয়টির ওপর নিবদ্ধ। 'এদেরকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে, মাথা গুলিয়ে গেছে মনে হয়।' নিশ্চয়ই পবিত্র ভূমি ওদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে।' জর্ডান ওর সাবমেশিন-গান উঁচিয়েই রাখল, গুলি করতে প্রস্তুত। 'বিভ্রান্ত হোক বা না হোক, এরা আমাদের বাইরে যাওয়ার পথ আটকে রেখেছে।' আমরা এখন কী করব?'

জর্ডান ইরিনকে ওর সাথে যাওয়ার জন্য টানল। 'চলো একটা কোণার দিকে যাই যেখানে কেউ আমাদেরকে পিছু নেবে না।'

ইরিন তা মানতে চাইল না। 'না, বাথোরিকে অনুসরণ করতে হবে। ওকে গসপেল নিয়ে পালাতে দেয়া যাবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জর্ডান, হাল ছেড়ে দিয়েছে। জানে, ও যতই বাধা দিক ইরিন ওই মহিলাকে সে তাড়া করবেই। 'আচ্ছা, তুমিই বস।'

ওর বলার ভঙ্গিতে ইরিনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হওয়া ধূলোকে আড়াল হিসেবে কাজে লাগিয়ে

BanglaBook.org

গর্ত্রের ধারে এগিয়ে গেল ওরা। ইরিন থাকল এক পা পিছনে, হাতের পিস্তল উঁচিয়ে রেখেছে ও।

স্ট্রিগোয়দের বেশির ভাগেরই মনোযোগ সুইস প্রহরীদের ওপর, গার্ডরা গুলি করতে করতে ব্যাসিলিকার দিকে ছুটে আসছে। ওদের সাবধানতার অভাব থেকে ধরে নেয়া যায় যে এখান থেকে বেসামরিক লোকদেরকে ইতোমধ্যে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

ডানদিকের ধূলোয় ঘূর্ণি পাকাল, কালচে আলখাল্লা পরিহিত দুই মানব-মূর্তিকে দেখা যাচ্ছে।

রান এবং কার্ডিনাল বার্নার্ড।ওই মহিলাকে সেইন্ট পিটারের সমাধি থেকে বের করুন,' বার্নার্ড আদেশ দিলেন।আপনি নিজেই ওকে কথাটা বলার চেষ্টা করে দেখুন,' ইরিনকে দেখিয়ে বলল জর্ডান।*ওই মহিলাকে,'* শব্দটাকে ভালভাবে নেয়নি ইরিন। প্রতিবাদ স্বরূপ, লাফ দিয়ে ব্রোঞ্জের শামিয়ানায় নামল।

জর্ডান আর রানও একই সময়ে লাফ দিয়েছেন, ওরা ইরিনের দুই পাশে নেমে ভূমি স্পর্শ করল। কার্ডিনাল নিজেও একটু পর ওদের সাথে যোগ দিলেন।যদি আপনি অনুসরণ করতেই চান,' রান সতর্ক গলায় বললেন, 'তাহলে আমার পেছনে থাকুন।'

প্রতি উত্তর শোনার তোয়াক্কা না করেই, তিনি শামিয়ানার এক পাশ ধরে নিচে নেমে গেলেন।

ইরিন সরে যাওয়ার আগেই জর্ডান ওর কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। 'কিনারার কাছাকাছি গেলেই, কলামের ভেতরে ঢুকে যাবে। গোলাগুলি শুরু হলে এটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে তুমি। আড়াল পাবে।'

ইরিন সামনে ঝুঁকে জর্ডানের ঠোঁটে চুমু খেল... এরপর কিনারার কাছে পৌঁছে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ও চলে যেতেই, জর্ডান কয়েক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মনে ভাবনার ঝড় বইছে। এরপর ইরিনের পিছু নিল সে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ইরিনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ওর দায়িত্ব।

কিনারার কাছাকাছি গিয়ে ও নিচে নামতে লাগল। একটু পরেই ইরিনের মাথা দেখতে পেল জর্ডান। ইরিন ওর উপদেশ মোতাবেক কলামের ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

জর্ডান কলামের খাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। এরপর একটা কালচে ছায়া, ঈষৎ লাল রঙে রঞ্জিত, ঝড়োবেগে ওর পাশ দিয়ে

BanglaBook.org

বেরিয়ে গেল।

কার্ডিনাল।আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি!’ বার্নার্ড ওকে চিৎকার করে বললেন। ‘শত্রুপক্ষ কিন্তু সবদিকে ছড়িয়ে আছে!’

দারুণ খবর!

কয়েক মুহূর্ত পরে, জর্ডানের বুট পাথরের মেঝেতে আঘাত করল। মেশিন পিস্তলের সাথে থাকা ফ্ল্যাশলাইট চালু করল ও। চারপাশ থেকে কালচে আকৃতির মানব মূর্তি ওর দিকে ধেয়ে আসছে।

ডান দিকে তাকাতেই বাথোরির দেখা পেল সে, বিশালাকৃতির গ্রিমওলফটা আছে তার পাশেই। দুজনে একটা কালচে টানেলে উধাও হয়ে গেল।ওই তো ওখানে ওরা!’ জর্ডান চিৎকার করে সেদিকে আঙুল তাক করল।

রান এবং কার্ডিনাল একত্রে এগিয়ে গেলেন। জর্ডান নিল বাম পাশ। নিরাপত্তার স্বার্থে ইরিনকে ওর এবং রানের মাঝখানে রাখা হয়েছে। ইরিন পিস্তল উঁচিয়ে অন্ধকারের দিকে গুলি ছুড়ল।

মেশিন পিস্তল হাতে নিয়ে সেদিকে তাকাল জর্ডান।

পাথুরে দেয়ালে কালচে রক্ত ছিটকে পড়েছে।

সামনে কার্ডিনাল তিনটা স্ট্রিগোয়ের সাথে হাতাহাতি লড়াইয়ে লিপ্ত, প্রমাণ করছেন নিজের ক্ষিপ্রতা।

কিন্তু এই গতি বজায় থাকলে, ওরা কখনোই টানেলে পৌছাতে পারবে না।

এরপর একটা কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠল, মনে হলো যেন ভুতুড়ে কিছু একটা।আমি সাথে করে বাড়তি সেনা এনেছি।’

সেদিকে ঘুরতেই জর্ডান আবিষ্কার করল সুদর্শন, চশমা পরিহিত লিওপোল্ড তার কাঁধের কাছে দাঁড়ানো। ওর সাথে আছে বিশ জন শক্ত-পোক্ত স্যাঙ্গুইনিস্ট মঙ্ক। ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে মেঝেতে পা স্পর্শ করার আগেই লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে গেল সদ্য আগত স্যাঙ্গুইনিস্টরা।

লিওপোল্ড জর্ডানের সাথে লড়াইয়ে যোগ দিল। একটা স্ট্রিগোয় ততক্ষণে ওকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। তলোয়ারের ঝিলিকটাই ছিল একমাত্র আগমনী-বার্তা।

জর্ডান স্রেফ প্রবৃত্তির বশে প্রতিক্রিয়া দেখাল। সে মেশিন পিস্তল উঁচু করে তলোয়ারের ফলা মাঝপথে আটকে দিল, তা নাহলে এটা লিওপোল্ডের গলা চিড়ে দিত।

স্ট্রিগোয়টা রেগে গিয়ে জর্ডানের দিকে ঘুরল। ওটা বিশালাকৃতির

BanglaBook.org

দেহের অধিকারী, চামড়ার রঙ কালচে, গায়ে উল্কি আছে, নাকে আর কানে অলঙ্কারের ফুটো। জর্ডানের মন পড়ল এই লোককে সে জার্মানিতে দেখেছে, বাথোরির পাশে। সে বুঝতে পারল এই স্ট্রিগোয় বিলিয়ালদের লেফটেন্যান্ট জাতীয় কিছু একটা হবে। তার মানে হয়তো মাসাডায় জর্ডানের লোকদের ওপর হামলার পরিকল্পনায় এই স্ট্রিগোয়ের হাত ছিল।

দাঁত কেলিয়ে হাসল জানোয়ারটা।পিছিয়ে যান, লিওপোল্ড,' জর্ডান সতর্ক করল, বেজন্মাটাকে শায়েস্তা করতে প্রস্তুত। হারামজাদা এখনও হেসেই যাচ্ছে।

জর্ডানের পেছনের দিকে চোখ পড়তেই লিওপোল্ডের চোখের আকার বড় বড় হয়ে গেল।

লিওপোল্ডের চশমার প্রতিফলনে, জর্ডান নড়াচড়া দেখতে পেল।

সে ওদিকে দেহ ঘোরাল, হাতে শোভা পাচ্ছে আমেরিকান ছুরি।

একটা রোগা, কঙ্কালসার স্ট্রিগোয় ওকে লক্ষ্য করে আকস্মিক ঝাঁপ দিল, ওর গলা ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাচ্ছে।

তবে জর্ডান ক্ষিপ্রগতিতে ছুরি চালিয়ে ওর গলা ফাঁক করে দিল। আর্তনাদ করে উঠল জন্তুটা। ক্ষতস্থান থেকে বেরিয়ে এল ধোঁয়া আর ধোঁয় উঠতে থাকা রক্ত।

শরীরটা মেঝে স্পর্শ করল, ইতোমধ্যে মারা গেছে।

পেছন থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ গর্জন। 'রফিক!'

পাশবিক, বিষাদে ভরা চোখ নিবদ্ধ হলো জর্ডানের ওপর।

জর্ডান চাপা গলায় বলল। 'ভালোবাসার কাউকে হারিয়ে ফেললে খারাপ লাগে, তাই না?'

স্ট্রিগোয়টি জর্ডানকে লক্ষ্য করে উড়াল দিল। তার পরনে থাকা আলখাল্লাটা ছড়িয়ে গেল বাতাসে। দেখে মনে হলো বিশালাকৃতির ইকারপস সে।

জর্ডান হাঁটু গেড়ে বসল, সাবমেশিন-গানের ট্রিগারে চাপ দিয়ে একের পর এক বিশুদ্ধ রূপার বুলেট ঢুকিয়ে দিল দানবটার বুকে। 'এটা হচ্ছে মাসাডায় আমার লোকদেরকে হত্যা করার প্রতিশোধ!'

স্ট্রিগোয় লেফটেন্যান্ট পাথরে পতিত হলো, ওটার দেহ থেকে বাষ্প বের হচ্ছে। তবে সে এখনও জীবিত, যন্ত্রণা-কাতর চেহারায় নিজেকে টেনে টেনে রফিকের কাছে নিয়ে যাচ্ছে সে।

লিওপোল্ড স্ট্রিগোয়ের ফেলে দেয়া তলোয়ার তুলে নিল, এই অস্ত্র

BanglaBook.org

আরেকটু হলেই তাকে খুন করে ফেলত। কাতরাতে থাকা স্ট্রিগোয়ের দিকে ছুটে গেল লিও।

রফিকের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে লেফটেন্যান্ট, বাড়িয়ে দিয়েছে তার রক্তাক্ত হাত, ওর আঙুল মেঝেতে আঁচড় কাটছে রফিকের আরও কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য, ওকে শেষবারের মতো স্পর্শ করতে চায় সে।

কোনো রকম দয়া-মায়া না দেখিয়ে, লিওপোল্ড তার তলোয়ার চালিয়ে দিল।

স্ট্রিগোয়ের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন হয়ে গেল। বাড়িয়ে দেয়া হাতটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল মেঝেতে।

আঙুলের নড়াচড়া থেমে গেল, কখনও আর রফিককে ছোঁয়া হবে না ওটার। তারেক আর রফিক আজীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

মুখ ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকাল লিওপোল্ড, তাকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। 'বাকিরা গেল কোথায়?'

জর্ডান ঝট করে ঘুরল, আধা মিনিট আগেও ইরিন যেখানটায় ছিল সেখানে নজর দিলেন।

কিন্তু ইরিন সেখানে নেই।

ফাদার রান করজাও অনুপস্থিত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৬০

২৮ অক্টোবর,
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় বিকেল ৫টা ৩৪ মিনিট
সেইন্ট পিটার্সবার্গ ব্যাসিলিকার নিচে নেক্রোপলিস, ইটালি

স্ট্রিগোয়ের ছুরিটা নিজের দিকে আসতেই শরীরকে ঘুরিয়ে নিল ইরিন।

করজা কাছেই ছিলেন। ইরিনকে প্রায় শূন্যে তুলে নিজের আড়ালে রাখলেন তিনি। ঝড়ো গতিতে স্ট্রিগোয়টার কাছে গিয়ে হাতে থাকা ব্লেডটা ঢুকিয়ে দিলেন ওটার গলার ভেতর।

চারপাশে চোখ বোলালো ইরিন। ওরা দু'জন থাকা এখন এই টানেলে কেউ নেই। বাথোরি একটু আগে এদিক দিয়েই পালিয়ে গেছে। পেছন দিকে তাকাল ইরিন। মূল নেক্রোপলিস (বৃহৎ সমাধিক্ষেত্র)-এ কলাম বেয়ে একে একে স্যাঙ্গুইনিস্টরা নামছে। নিচের যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য।

'অবস্থা নিরাপদ বুঝলে জর্ডানের কাছে ফিরে যাবেন।' খুব রূক্ষভাবে বললেন করজা। 'আমি বাথোরিকে ধরতে যাচ্ছি।' কথাটুকু বলেই ঝড়ের বেগে ছুটে গেলে অন্ধকার টানেল ধরে।

অন্য কোনো পথ খোলা না থাকায় ইরিন আবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাল। চিৎকার, আর্তনাদ, রক্তের গন্ধ ভেসে আসছে ওদিক থেকে। ওখানে যাওয়াটা বোকামি হবে। বাঁচা কঠিন হয়ে যাবে ওর জন্য।

রান করজা যে টানেল ধরে চলে গেছেন ইরিনও সেদিকে রওনা হলো। যুদ্ধের চেয়ে এই টানেলে হাঁটা নিরাপদ।

একটু এগোতেই সামনে থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

সামনে টানেলটা বাঁকে হয়ে চলে গেছে। ধূসর আলো দেখা যাচ্ছে ওখানে। শব্দটা ওদিক থেকেই এসেছে।

দ্রুত এগোল ইরিন। জর্ডানের কোল্ট পিস্তলটা ওর কাছেই আছে, রূপার গুলি ভরা আছে এতে।

টানেলের বাঁকটা কাছে আসতেই আবার গুলির শব্দ হওয়ায় চমকে উঠল ইরিন।

উঁকি দিয়ে দেখল, একটা গ্রিমওলফের পাশ দিয়ে অস্বাভাবিক গতিতে

BanglaBook.org

চলে যাচ্ছেন ফাদার করজা। জানোয়ারটাকে অতিক্রম হয়ে বাথোরিকে ধরার জন্য ছুটবেন তিনি। কিন্তু একটু এগাতেই থেমে দাঁড়ালেন। নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন পেছনে।

গ্রিমওলফটাকে ছাড়িয়ে ইরিনের ওপর চোখ তাঁর। ইরিনের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

তবে সেটা আরও একজন শুনেছে!

গ্রিমওলফটা তড়াক করে ইরিনের দিকে ঘুরল। ওটার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

'ইরিন, পালান!'

গ্রিমওলফের কান দুটো পেছনে থাকা করজার কথা শুনে একটু খাড়া হলো ঠিকই কিন্তু ইরিনের ওপর থেকে ওটার চোখ সরল না।

উপায় না দেখে, আবার উল্টোদিকে ছুটে এলেন করজা। নিজের পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়লেন।

গ্রিমওলফটা এবার দিক পরিবর্তন করল, গর্জন করে ছুটল রান করজার দিকে।

জানোয়ারটার শরীরের কারণে করজাকে আর দেখতে পাচ্ছে না ইরিন।

আরও কয়েকটা গুলি ছুঁড়লেন করজা। আওয়াজ হলো।

ইরিন ওর কোল্টটা তাক করল কিন্তু গুলি করল না। যদি ভুলক্রমে রূপার গুলি করজার গায়ে লেগে যায়?

মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে করজাকে টানেলের দেয়ালের গায়ে খেলনা পুতুলের মতো ছুঁড়ে ফেলল গ্রিমউলফ। ফাদারের হাত থেকে পিস্তল ছুটে গেলে। ছুরি হাতড়াতে শুরু করলেন তিনি।

এবার ইরিন গুলি করতে শুরু করল। গ্রিমওলফটার কাঁধে একের পর একে গুলি করা সত্ত্বেও একটু গর্জন করা ছাড়া ওটার তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বরং করজার গলা কামড়ে ধরল ওটা।

ফাদার করজা স্থির হয়ে পড়ে রয়েছেন। কোনো প্রতিবাদ করছেন না।

তাঁর কাছে ছুটে আসতে চাইল ইরিন। ঠিক সেসময় তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ ভেসে এল সামনে থেকে।

বাথোরি।

গ্রিমওলফটা করজাকে ফেলে সেদিকে ছুটে গেল।

দ্রুত করজার কাছে এসে ফ্ল্যাশলাইট অন করল ইরিন। তাঁর গলার দুই পাশে ক্ষত হয়েছে। মুখ দিয়ে রক্তমিশ্রিত বুদবুদ বেরোচ্ছে করজার।

BanglaBook.org

ফাদারের মাথাটা নিজের কোলে নিল ইরিন। হাত দিয়ে জখমের অংশটুকু চেপে ধরল। রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

করজা কেঁশে উঠলেন। 'ফিরে যান।'

'আপনার রক্ত পড়া বন্ধ হোক।' ইরিন জবাব দিল।

করজা চোখ বন্ধ করলেন। ধীরে ধীরে নিজের স্যাঙ্গুইনিস্ট ক্ষমতা ব্যবহার করে রক্তক্ষরণ হওয়ার পরিমাণ বেশ কমিয়ে আনলেন। কিন্তু একেবারে থামাতে পারলেন না।

'এই তো... হচ্ছে রান... হচ্ছে।' করজার উরুতে থাকা ওয়াইনের পাত্রটা বের করে নিল ইরিন।

'কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়...' করজা বিড়বিড় করলেন।

ইরিনের হাত রক্তে ভেজা থাকায় পাত্রটা পিছলে পড়ে গেল। তিনবারের চেষ্টায় পাত্রের ছিপি খুলতে পারল ইরিন।

এবার কী করবে এই ওয়াইন রানকে পান করতে দেবে? নাকি জখম হওয়া অংশে ঢেলে দেবে? নাদিয়াকে ও জখমের অংশে ঢালতে দেখেছিল। তাই ইরিনও এবার সেটাই করল।

কিন্তু ওয়াইন ঢাকা মাত্র গুঙিয়ে উঠলেন করজা। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন।

ইরিন ফাদারের কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। 'বলুন, করজা, আমি এখন কী করব?'

করজা জবাব দিলেন না। চোখের পাতা অর্ধেকটা খুললেন, কিন্তু তাতে কোনো দৃষ্টি নেই।

রাশিয়ায় রাসপুতিন করজার সাথে কী করেছিল সেটা মনে পড়ল ইরিনের।

ইরিন বুঝে ফেলল এখন ফাদারের কী দরকার।

ওয়াইন নয়।

করজার প্রয়োজন মানব রক্ত।

নিজের গলা হাত দিয়ে স্পর্শ করল ইরিন। বাথোরি ওকে কুকুরের মতো টেনে নেয়ার সময় গলায় বেশ কিছু জখম হয়েছিল। রক্ত জমে সেই জখমের ওপরে পাতলা একটা স্তর পড়ে গেছে এখন।

টানেলের দিকে তাকাল ইরিন। বাথোরি আর তার গ্রিমওলফের কোনো খবর নেই। কে জানে, তারা এরমধ্যে কতদূর চলে গেছে। ইরিনের পক্ষে তাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। গসপেলটাকে যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে সেই ব্যক্তি হলেন ফাদার করজা।

BanglaBook.org

এখন ইরিন কী করবে? বাথোরি গসপেলটা নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলে পৃথিবীর হাল বদলে যাবে পুরোপুরি।

বিগত দুই দিনে অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখেছে ইরিন। ওর বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে সেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারছে না। তাই উড়িয়েও দিতে পারছে না ঘটনাগুলোকে।

বিশ্বাসবিরোধী মনটা বিদ্রোহ করে উঠছে। ওর রক্তের প্রতিটি ফোঁটা ওকে মানা করছে এসব জিনিসে বিশ্বাস করতে। ওর বৈজ্ঞানিক সত্ত্বাও বিরোধীতা করছে।

কিন্তু ইরিন ঝুঁকিটা নেবে। এসব অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করবে ও।

ফাদার করজার দিকে তাকাল ইরিন।

নিজের গলাটা করজার ঠাণ্ডার ঠোঁটের সাথে স্পর্শ করাল।

কিন্তু ফাদার স্থির।

নখ দিয়ে জখমে জমা পাতলা স্তরটা তুলে ফেলল ইরিন। রক্ত গড়াতে শুরু করল ওর গলা থেকে।

করজা নড়ে উঠলেন। রক্ত পান করতে চাচ্ছেন না।

'আপনাকে পান করতে হবে।' বলল ইরিন।

করজা কিছুটা ফিসফিস করে ঘোরলাগা অবস্থায় বললেন, 'একবার শুরু করলে, আর হয়তো...'

আর হয়তো থামতে পারব না... বাক্যটা নিজে নিজে পূর্ণ করল ইরিন।

করজার মুখে নিজের গলাটা ভাল করে চেপে ধরল [illegible], যদিও ভয় পাচ্ছে। হাজার হোক মানুষের মন।

কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ার পর করজাকে দেখল ইরিন। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁটে লেগে থাকা রক্তটুকু চেটে খেলেন তিনি। আস্তে করে ইরিনকে নিজের কাছে টেনে নিলেন।

ইরিনের একবার ইচ্ছে করল এখান থেকে ছুটে পালায়। কিন্তু না। আজ ও বিশ্বাসের ওপর ভর করে দেখতে চায়।

ইরিনকে পাথুরে মেঝেতে শোয়ালেন করজা। এক কনুইয়ের ওপর ভরে দিয়ে নিজের মাথাটা একটু উঁচু করলেন। ইতস্তত করছেন তিনি।

'ইরিন...' করজা 'ন,' টা একটু টেনে বললেন। 'তারপরও সম্ভব না।'

'আমার পক্ষে বাথোরি আর তার গ্রিমওলফকে ধরা সম্ভব না। এখন একমাত্র আপনিই গসপেল বাঁচাতে পারেন।' আকুতি জানাল ইরিন।

'কিন্তু...'

BanglaBook.org

‘আমি জানি।’ ইরিন বাধা দিল। ‘কিন্তু তারপরও আপনাকে এটা করতেই হবে।’

ইরিনের ঠোঁটের কাছে ধীরে ধীরে করজার ঠোঁট এগিয়ে যাচ্ছে। তবুও থেমে গেলেন তিনি। ‘না... আপনাকে সম্ভব না।’

‘নিয়ম কানুন মেনে চলার চেয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে গসপেলটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’ করজার চেহারা ভাল করে খেয়াল করল ইরিন। এই পাদ্রির আড়ালে কী রয়েছে?

একটা মানুষ।

পুরুষ মানুষ।

করজা তাঁর ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে ইরিনের মুখের ওপরে থাকা এক ফালি চুল খুব আস্তে করে সরিয়ে দিলেন। ইরিনের গালে নিজের হাতের তালু ছোঁয়ালেন তিনি।

একজন পাদ্রিকে তাঁর কঠোর নিয়ম-কানুন থেকে বিচ্যুত করার মতো কথা ইরিনের জানা নেই।

একজন স্যাঙ্গুইনিস্টকে কীভাবে টলানো যায় সেটাও ওর অজানা।

কিন্তু একজন পুরুষ মানুষকে কীভাবে মানাতে হয় সেটা ও জানে।

একজন নারীর পক্ষেই সেটা সম্ভব।

আর ইরিন আর্কিওলজিস্ট হলেও জাতে নারী।

ফাদারের চুলের ভেতরে আঙুল দিয়ে নিজের ঠোঁটের সাথে তাঁর ঠোট চেপে ধরল ইরিন। করজার মুখে থাকা রক্তের নোনতা স্বাদ পেল ও।

করজার ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হলো, সাথে ইরিনের ঠোঁটও।

ভোরে ফুল ফোটার মতো প্রাকৃতিকভাবেই যেন হলো সেটা।

ইরিন টের পেল, ওর ভেতরে আর কোনো দ্বিধা কাজ করছে না। নিজেকে বাঁধনহীন মুক্ত মনে হচ্ছে।

করজা ইরিনের শরীরের ওপর উঠে এলেন। তাঁর শরীর ঠাণ্ডা হলেও ইরিনের শরীর এখন অনেক উষ্ণ হয়ে উঠেছে। সেই উষ্ণতা তাদের দু’জনের শরীর গরম হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

করজার জিহ্বা খুঁজে নিজের জিহ্বা ছোঁয়াল ইরিন। জিহ্বা দিয়ে জিহ্বা ছুঁয়ে ফাদারকে আহ্বান করল আরও কাছে আসার জন্য।

দুই জোড়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে করজা আবেশে একটু গুঙিয়ে উঠলেন যেন। কিংবা আওয়াজটা ইরিনও করতে পারে। ঠিক বোঝা গেল না।

ইরিন ওর মুখের ভেতরে টের পেল করজার দাঁত বড় হচ্ছে। তীক্ষ্ণ হয়ে

BanglaBook.org

বেরিয়ে আসছে দুটো দাঁত।

ইরিনের জিহ্বা গিয়ে দাঁতগুলোর তীক্ষ্ণ ডগায় আঘাত করতেই রক্ত বেরোতে শুরু করল। ইরিনের রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল দু'জনের মুখ।

রক্ত বের হলেও ইরিনের সেদিকে বিকার নেই। ওর ভেতরে অন্যরকম ভাললাগা কাজ করছে। মিষ্টি এক মাদকতা। ঐশ্বরিক অনুভূতি হয়তো একেই বলে। করজাকে আরও চাচ্ছে ওর শরীর।

ফাদারকে নিজের সাথে আরও শক্ত করে চেপে ধরল ইরিন।

ফাদার করজাও সাড়া দিলেন। মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেন দু'জন।

একটু পর ইরিনের ঠোঁট থেকে নিজের ঠোঁট তুললেন ফাদার। দু'জনের ঠোঁট অবশ্য এখনও খুব কাছেই রয়েছে। তারপরও এতটুকু ফাঁক ইরিনের কাছে অনেক বেশি মনে হলো।

দু'জন দু'জনার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। ইরিন ওর গলা বাড়িয়ে দিল করজার দিকে। রক্তপান করার আহ্বান জানাল।

ফাদার সাড়া দিলেন।

ইরিনের গলার গভীরে দাঁত ঢুকিয়ে রক্ত চুষে পান করতে শুরু করলেন তিনি।

অন্যরকম এক ঘোরলাগা আবেশে ইরিন সেটা উপভোগ করতে লাগল।

প্রশান্তি।

ধীরে ধীরে ওর চারপাশে নরম আলোয় ছেয়ে যেতে শুরু করল। ইরিন দেখল, আলোয় ভরা এক টানেলে ওর মা দাঁড়িয়ে আছে। তার সাথে রয়েছে ইরিনের ছোট্ট বোন। বাবাকেও তাদের সাথে দেখতে পেল ইরিন।

এই প্রথমবারের মতো বাবাকে দেখে ওর মনে রাগ জাগল না।

ইরিন ওদের দিকে একহাত বাড়িয়ে দিল। বাবা ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। ইরিনও হাসল আস্তে করে।

বাবাকে ক্ষমা করে দিল ইরিন, ক্ষমা করল নিজেকেও।

বাবা তার বিশ্বাস নিয়ে অন্ধ ছিল আর ইরিন বন্দী ছিল ওর যুক্তির বেড়াজালে।

আজ ওরা দু'জনই দুই সীমাবদ্ধতার বাইরে এসেছে।

অতঃপর শীতল অন্ধকার নেমে এল ইরিনের সামনে।

কিছুক্ষণ পর ইরিন চোখ খুলল। করজা ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। হাতের

BanglaBook.org

উল্টো পিঠ দিয়ে নিজের ঠোঁটে লেগে থাকা রক্ত মুছছেন তিনি।

ইরিনের রক্ত।

চোখ খুলতে দেখে ইরিনের কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলেন। 'ইরিন...'

অনেক কষ্টে ইরিন মুখ খুলল। 'যান...'

ইরিনের হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন করজা।

'যান...' তাগাদা দিল ডক্টর ইরিন গ্রেঞ্জার।

'আপনি ঠিক থাকবেন?' করজা ইরিনের অনিয়মিতভাবে চলা হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। তিনি জানেন, কিছুই ঠিক থাকবে না।'

'আমার রক্তকে অপচয় হতে দেবেন না, রান।' বলল ইরিন।

'আমি দুঃখিত। আমি পারিনি...'

'আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।' ইরিনের মুখ থেকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। 'এবার যান।'

নিজের গলায় থাকা ক্রসটা খুলে ইরিনের বুকের ওপর রাখলেন ফাদার। ক্রসটা ইরিনের কাছে উষ্ণ অনুভূত হলো।

'আমি তো আপনাকে রক্ষা করতে পারলাম না।' ফিসফিস করে বললেন রান। 'ঈশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।'

ইরিনের মাথাটা আস্তে করে পাথুরে মেঝেতে রেখে, গায়ের আলখাল্লা দিয়ে ঢেকে দিলেন করজা।

ছুটলেন টানেল ধরে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬১

২৮ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় বিকেল ৫টা ৪৪ মিনিট
সেইন্ট পিটার্সবার্গের ব্যাসিলিকার নিচে নেক্রোপলিস, ইটালি

দুর্বার গতিতে ছুটছেন ফাদার রান করজা। ইরিনের তাজা রক্ত তাঁকে যেন নতুন করে জন্ম দিয়েছে। এতটাই দ্রুত ছুটছেন যে তাঁর পায়ের জুতো পাথুরে মেঝেতে স্পর্শই করছে না বলা যায়।

এরকম ছুটন্ত অবস্থাতেও ইরিনের কথা মনে পড়ল তাঁর। গসপেলের জন্য বেচারি নিজের সবকিছু উজার করে দিয়েছে।

ইরিনের এই উৎসর্গ করজা অপচয় হতে দেবেন না।

গ্রিমওলফের শরীরের গন্ধ বাতাসে ভেসে রয়েছে। করজা সেটা স্পষ্ট টের পাচ্ছেন। সেই সাথে জানোয়ারটার শরীর থেকে পড়া রক্তের ফোঁটা তো মেঝেতে রয়েছেই। যদিও দূরত্ব বাড়ার সাথে রক্তের পরিমাণ কমে গেছে। হালকা জখম, সেটাকে কাটিয়ে উঠছে গ্রিমওলফ।

তবে ফাদার করজার নাগালের বাইরে ওটা যেতে পারবে না।

গ্রিমওলফ আর তার মনিব; দুটোই খুঁজে বের করবেন তিনি। গসপেলটাও দখলে নেবেন। এভাবেই ইরিনের আত্মত্যাগের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো সম্ভব হবে।

ইরিনকে ভোলা যাবে না কখনও। অন্তত ফাদার যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তো অবশ্যই নয়।

বিকেল ৫টা ৫৫ মিনিট

প্রথম ধাক্কায় আসা স্ট্রিগোয়দের সাথে লড়াই করে কোনমতে পথ বের করেছে জর্ডান। করজা, ইরিন আর বাথোরি যে টানেলে ঢুকেছিল সে-ও এখন সেই টানেল ধরে দৌড়াচ্ছে। জর্ডানের সাথে রয়েছে লিওপোল্ড।

এই হাঙ্গামা শেষ হলেই বাড়ি ফিরবে জর্ডান।

আর বাড়ির কথা মনে হলেই কেন যেন ইরিনের চেহারাটা ওর মানসপটে ভেসে ওঠে।

BanglaBook.org

‘ওখানে দেখুন!’ টানেল ধরে এগোতে এগোতে হঠাৎ লিওপোল্ড বলে উঠল।

সামনে একটা মানুষের শরীর পড়ে রয়েছে। কাপড় দিয়ে ঢাকা।

ওটা যেন ইরিন না হয়! ওটা যেন ইরিন না হয়!

মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে সেদিকে ছুটল জর্ডান। স্যাঙ্গুইনিস্ট লিওপোল্ডকে পেছনে ফেলে পৌঁছে গেল সে।

না...

ইরিনের পাশে ধপ করে বসে পড়ল জর্ডান। দ্রুত ওর গলায় হাত দিয়ে পালস্ চেক করল। ইরিনের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু দূর্বলভাবে হৃৎপিণ্ড সচল আছে এখনও।

‘এখনও বেঁচে আছে।’ লিওপোল্ডকে জানাল জর্ডান।

‘কোনমতে।’ লিওপোল্ড বলল।

ইরিনের পরনে থাকা ভারী জ্যাকেটটা ছিঁড়ে ফেলল লিওপোল্ড। গলা থেকে রক্ত বেরিয়ে ওর সাদা শার্ট ভিজে গেছে। চলে গেছে কোমর পর্যন্ত।

পকেট থেকে ছোট সাইজের একটা ফার্স্ট-এইড কিট বের করল লিও। সেখান থেকে একটা মলম বের করে প্রার্থনা করতে করতে ইরিনের গলার জখমে লাগিয়ে দিল সেটা।

এতে কাজ হবে?

জর্ডান খেয়াল করল মলম লাগানোর পরে রক্তপাত অনেক কমে গেছে। তবে একেবারে থেমে যায়নি।

ইরিনের পুরো শরীর পরীক্ষা করল লিও। ‘শুধু গলায় জখম করেছে।’

শীত নিবারণ করার জন্য নিজের কোটটা খুলে ইরিনের শরীরের ওপর দিল জর্ডান। ইরিনের হাত নিয়ে ঘষতে শুরু করল। ‘ইরিন?’

আস্তে আস্তে ইরিনের চোখ খুলল। ‘জর্ডান?’

‘এই তো আমি।’ ইরিনের গালে হাত বুলিয়ে দিল সার্জেন্ট। ‘তুমি ঠিক হয়ে যাবে।’

‘মিথ্যুক।’

‘আমি মিথ্যে বলি না। ঈগল স্কাউট আমি। মনে আছে?’

জর্ডানে হাত স্পর্শ করল লিও। একটা অংশ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। ফাদার পিয়ার্সের ইকারপসের কামড়ে জখম হয়েছিল হাতটা। আর একটু আগে স্ট্রিগোয়দের সাথে লড়াই করতে গিয়ে সেই জখমের মুখ খুলে গেছে এখন।

BanglaBook.org

‘আপনার রক্তের গ্রুপ?’ লিও জিজ্ঞেস করল জর্ডানকে।

‘ও নেগেটিভ। ইউনিভার্সাল ডোনার। সবাইকে রক্তদান করতে পারি। আমার শরীর থেকে ইরিনের শরীরে সরাসরি রক্ত সঞ্চালন করতে পারবেন আপনি?’ লিওকে প্রশ্ন করল জর্ডান।

ফার্স্ট এইড কিট থেকে সিরিঞ্জ, টিউব বের করল লিও। দু’জনের শরীরে সংযোগ করে দিল টিউব দিয়ে।

‘এবার আপনি আর কোনো শব্দ করবেন না, জর্ডান।’ সিরিয়াসভঙ্গিতে বলল লিও। ‘আমি আপনাদের দুজনের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনে পরিমাপ করব রক্তের আদান-প্রদানের পরিমাণটা ঠিক আছে কিনা। এই রক্ত দেয়া নেয়া করতে গিয়ে আপনাদের কেউ জীবন হারাক, তা চাই না।’

সবকিছু চেক করে রক্ত ট্রান্সফার করতে শুরু করল লিও।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেল। দু’জনকে প্রয়োজনমতো ব্যান্ডেজ করে দিল লিওপোল্ড।

‘আমাদের ভাগ্য ভাল। জখমটা গুরুতর ছিল না। স্ট্রিগোয়রা সাধারণ এত সাবধানে, কম জখম করে রক্তপান করে না।’ লিও জানাল জর্ডানকে।

স্ট্রিগোয় ইরিনের গলায় দাঁত বসাচ্ছে ভাবতেই জর্ডান কেঁপে উঠল।

একটু পর চোখ মেলল ইরিন। কয়েক মিনিট আগে রক্তশূন্য ইরিন আর এখনকার ইরিনের মাঝে অনেক পার্থক্য। ‘হেই।’

‘জীবনযাত্রায় স্বাগতম।’ হাসিমুখে জবাব দিল জর্ডান।

‘ওনার পালস্ বেশ জোরালো। একটু বিশ্রাম নিলেই সুস্থ হয়ে যাবেন।’ লিও জানাল ওদের।

‘আচ্ছা, তোমার এই হাল কে করেছে?’ জর্ডান ইরিনের কাছে জানতে চাইল।

ইরিন চোখ বন্ধ করে ফেলল, জবাব দিতে চাচ্ছে না।

ওর শরীরের ওপর একটা ক্রস পেয়েছিল জর্ডান। সেটা দেখিয়ে বলল, ‘রান?’

বিস্ময়ে চোখ কুঁচকে ফেলল লিও।

‘ইরিন?’ নিজের রাগটাকে যতটা সম্ভব চেপে জর্ডান প্রশ্ন করল। ‘রান তোমার এই অবস্থা করেছে?’

‘উনি করতে বাধ্য হয়েছেন।’ গলার ব্যান্ডেজটা স্পর্শ করে বলল ইরিন। ‘আমিই ওনাকে কাজটা করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম।’

রাগে জর্ডানের শরীরে যেন আগুন ধরে গেল।

BanglaBook.org

হারামজাদা রান ইরিনের রক্ত চুষে এখানে মরে যাওয়ার জন্য বেচারিকে ফেলে রেখে গেছে!

'আমরা এটা করতে বাধ্য হয়েছি, জর্ডান। এছাড়া করজাকে সুস্থ করা সম্ভব ছিল না। আর ওনাকে ছাড়া বাথোরির কাছ থেকে গসপেলটা উদ্ধার করাও অসম্ভব। করজা কিন্তু প্রায় মরতে বসেছিলেন।' ব্যাখ্যা করল ইরিন।

জর্ডান আর কিছু না বলে ইরিনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ওর কাঁধে মাথা রাখল ডক্টর গ্রেঞ্জার।

ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে তাকাল লিওপোল্ড। চোখ রাখল টানেলে।

নিজেকে সামলে নিয়ে জর্ডান প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার?'

'আরও স্ট্রিগোয় আসছে এখানে। খেলা এখনও শেষ হয়নি।'

সন্ধ্যা ৬টা ২৪ মিনিট

আস্তে করে ইরিনকে ধরে দাঁড় করাল ব্রাদার লিওপোল্ড। এরপর জর্ডানকেও এক টানে দাঁড় করিয়ে ফেলল। মনে হলো জর্ডান যেন একটা পুতুল। কাজটা কোন ওজনই যেন অনুভব করল না লিও।

'সামনে এগোতে শুরু করুন।' ওদের দুজনকে লিও নির্দেশ দিল।

জর্ডানের কাঁধে হাত রেখে এগোচ্ছে ইরিন। জর্ডান এক হাত দিয়ে ইরিনের কোমর জড়িয়ে ধরেছে। অন্যসময় হলে, ইরিন নিজেই কষ্ট করে হাঁটতে চেষ্টা করত। জর্ডানের সাহায্য নিত না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। মিথ্যে অহংকার করার সময় নয় এটা।

'সামনে আরও একটা বাঁক দেখা যাচ্ছে। আমরা চাইলে ওখানে দিয়ে স্ট্রিগোয়দের মুখোমুখি হতে পারি।' বলল জর্ডান।

'না, আপনারা যান। আমি এখানে থেকে ওদেরকে আটকে রাখার চেষ্টা করব।' লিও জবাব দিল।

আপত্তি তুলল জর্ডান। 'না।'

'ভবিষ্যৎবাণীতে বর্ণিত ত্রয়ী তো আপনারা। আমার কাজ আপনাদের সেবা করা। আর গসপেল উদ্ধার করার দায়িত্বটা আপনাদের। তাই আপনাদের দু'জনকে যেতেই হবে।'

দাঁতে দাঁত চাপল জর্ডান। লিওপোল্ডকে কোনো উপযুক্ত প্রতিউত্তর দিতে পারল না।

'ঈশ্বরের নাম নিয়ে রওনা হোন।' উল্টো দিকে ঘুরল লিও। রূপার তৈরি তরবারি নিয়ে স্ট্রিগোয়দের আটকানোর জন্য প্রস্তুত।

BanglaBook.org

অগত্যা আর দেরি না করে টর্চ জ্বালিয়ে জর্ডান ও ইরিন রওনা হয়ে গেল। লিওপোল্ড স্ট্রিগোয়দের কতক্ষণ আটকে রাখতে হবে বলা যাচ্ছে না।

বেশ কিছুদূর এগোনোর পর ওরা হালকা আলোর আভাস দেখতে পেল সামনে।

ইরিনকে নিয়ে সেদিকে এগোল জর্ডান। ধীরে ধীরে আলোটা উজ্জ্বল হতে শুরু করল।

ফ্ল্যাশলাইটের আলো। একটা পিস্তলের সাথে সেটা সংযুক্ত অবস্থায় রয়েছে। উজ্জ্বল আলোকে ছাপিয়ে ওরা বাথোরির অবয়বটা ঠিকই চিনতে পারল। কারণ বাথোরি ওদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাতের অস্ত্রটা তাক করে রেখেছে করজার দিকে।

কয়েক ফুট সামনে গ্রিমওলফের থাবার নিজে পরাস্থ হয়ে পড়ে রয়েছেন করজা। সংকেত পাওয়া মাত্র ফাদারের গলা ছিঁড়ে ফেলবে জানোয়ারটা।

ইরিন আর জর্ডান যে পেছনে উদয় হয়েছে এটা বাথোরি এখনও টের পায়নি।

নিজের দুর্বল শরীর নিয়ে জর্ডানের দিকে আকুতি নিয়ে তাকাল ইরিন। নিঃশব্দে ইশারা করে জানাল- *ফাদারকে সাহায্য করো!*

কিন্তু জর্ডান নির্বিকার। অস্ত্রের দিকে হাত পর্যন্ত বাড়াল না।

বাধ্য হয়ে জর্ডানের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ইরিন ওর কোল্ট পিস্তলটা বের করে হাতে নিল। কিছুক্ষণ আগে গ্রিমওলফটাকে অনেকগুলো গুলি করেছিল ও। হয়তো ম্যাগাজিনটা খালিই হয়ে গেছে। দেখা যাক।

বাথোরি করজার দিকে এগিয়ে গেল। তাঁর দিকে অস্ত্র তাক করে বলল, 'এবার আমি আর ও মুক্ত হয়ে যাব।'

আর দেরি করল না ইরিন। দুই হাত দিয়ে পিস্তলটাকে স্থির করল।

গুলিটা কোন রেখা ধরে আঘাত করে সেটা হিসেব করে টেনে দিল ট্রিগার।

বদ্ধ টানেলে বিকট আওয়াজ হলো।

গুলির আঘাতে সামনের দিকে ঝুঁকে গেল ইরিন, গর্জন করে উঠল গ্রিমওলফ।

ইরিনের চোখ এখনও বাথোরির ওপর। আবার ট্রিগার টেনে দিল।

দুটো গুলি বাথোরির শরীরের ভেতর দিয়ে গ্রিমওলফের শরীরে গিয়ে বিঁধেছে।

রানকে ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল গ্রিমওলফ। চক্রাকারে হাঁটতে শুরু

BanglaBook.org

করল। ওটার শরীর থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করেছে। বাথোরির রক্ত স্ট্রিগোয়দের জন্য মারণাস্ত্রের মতো।

বাথোরির রক্ত নিয়ে বুলেটটা গিয়ে গ্রিমওলফের শরীরে ঢুকেছে।

যদিও ইরিন রক্তের বিষয়টা জানতো না। ও স্রেফ একসাথে দু'জনকে আঘাত করার জন্য করেছে কাজটা।

পাঁই করে জর্ডান আর ইরিনের দিকে ঘুরল বাথোরি। ক্রোধে ওর ঠোঁট বেঁকে গেল। হাতের পিস্তলটা আস্তে আস্তে তুলতে শুরু করল ওদের দিকে।

কিন্তু ইরিন তাকে আর কোনো সুযোগ দিল না। আরও তিনবার ট্রিগারে চাপ দিল ও। গ্রিমওলফ আর বাথোরি সেইমুহূর্তে একই সরল রেখায় অবস্থান করায় এই বুলেটগুলোয় বাথোরিকে ভেদ করে গ্রিমওলফের শরীরে গিয়ে মুখ গুঁজল।

ভূপাতিত হলো বাথোরি। চোখে অবিশ্বাস।

বিশাল বপু নিয়ে গ্রিমওলফটাও ঢলে পড়ল মেঝেতে। ধোঁয়া ওঠা রক্ত বেরিয়ে আসছে ওটার মুখ থেকে। শরীরের পশম থেকেও ধোঁয়া বের হচ্ছে।

এরকম গুরুতর অবস্থায় শেষ আশ্রয় হিসেবে বাথোরির কাছে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল জানোয়ারটা। ওর মাথাটা বাথোরির কোলের ওপর তুলে দিল। বাথোরি আদর করে ওটার মাথা জড়িয়ে ধরল দুই হাত দিয়ে।

ওদিকে ফাদার করজা বাথোরির পড়ে থাকা অস্ত্রটা তুলে নিয়ে ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

ইরিনের দিকে তাকালেন তিনি। ইরিনকে দেখে তাঁর ঠোঁটে হালকা করে একটা হাসি খেলে গেল। ফাদারের এই হাসিটাকে ইরিনের কাছে প্রথমবারের মতো সৎ ও আসল বলে মনে হলো।

ফাদারকে এখন খানিকটা তরুণ দেখাচ্ছে। একদম সাধারণ মানুষের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

তাঁর দিকে পা বাড়াল ইরিন।

কিন্তু জর্ডান ইরিনের হাত টেনে ধরল। 'আর কাছে যাওয়া যাবে না।'

ফাদার করজার দিকে নিজের অস্ত্র তাকল করল জর্ডান।

করজার মুখ থেকে হাসি গায়েব হয়ে গেল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬২

২৮ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৫৪ মিনিট
সেইন্ট পিটার্সবার্গের ব্যাসিলিকার নিচে নেক্রোপলিস, ইটালি
ম্যাগর...

গ্রিমওলফের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বিড়বিড় করল বাথোরি। ম্যাগরের যন্ত্রণটা বাথোরি অনুভব করতে পারছে। ওর নিজের রক্তের কারণেই ম্যাগরের এই অবস্থা।

বাথোরির বুক বেয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছে। সেই রক্ত এসে পুড়িয়ে দিচ্ছে ম্যাগরের নাক, মুখ।

চলে যা... এভাবে মরিস না এখানে...

নিঃশব্দে নির্দেশ দিল বাথোরি। কিন্তু ম্যাগর শুনল না। সে তার মনিবের কাছ থেকে সরতে নারাজ। মনিবের কষ্টটা সেও নিতে চায়। ম্যাগর বাথোরির রক্তের ধারায় নিজের মুখ এগিয়ে দিল।

ম্যাগরকে সরিয়ে দেয়ার মতো শক্তি নেই বাথোরির শরীরে। তাই আর চেষ্টা করল না। ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে শুরু করল জানোয়ারটাকে।

এই গানের কোনো ভাষা নেই। সব ভাষাকে ছাপিয়ে শুধু ভালবাসা আর স্নেহই এই নিঃশব্দ গানের উপাদান।

বাথোরি খেয়াল করল ম্যাগরের চোখ থেকে টকটকে লাল ভাবটা চলে গিয়ে ধীরে ধীরে সাধারণ নেকড়ের মতো সোনালী হয়ে গেল। মৃত্যুকালে অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছে ম্যাগর।

বাথোরির রক্ত আর তাকে আগের মতো যন্ত্রণা দিচ্ছে না।

দু'জন যেন আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে কোনো এক অন্ধকার গহ্বরে।

অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে বাথোরি শেষবারের মতো ম্যাগরকে নিঃশব্দে একটা কথা বলল।

চল, হ্যানরকে খুঁজে বের করি...

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৩

২৮ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৫৭ মিনিট
সেইন্ট পিটার্সবার্গের ব্যাসিলিকার নিচে নেক্রোপলিস, ইটালি

হাঁটু গেড়ে বসে এলিজাবেটার আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করলেন ফাদার করজা।

এলিজার বংশধরের দিকে কারা নজর দিয়েছিল? বিলিয়াল? কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই শুধুমাত্র করজাকে কষ্ট দেয়ার জন্য নয়? কিন্তু করজা আর কিছু দেখতে পারছেন না, কী মিস করছেন তিনি? এলিজাবেটা বাথোরির এই অবস্থা হওয়ার পেছনের গল্পটা কী ছিল?

বাথোরির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রার্থনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ফাদার করজা। নিজের হাতে থাকা পবিত্র বইটার দিকে তাকালেন। বাথোরির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

নিজের জীবনটা যতই জঘন্য হোক না কেন, অন্তত পৃথিবীর জন্য একটা পবিত্র কাজ করতে পেরে তৃপ্তি বোধ করছেন ফাদার। হয়তো এই গসপেলের ভেতরে নিজেকে আবার পুনরায় *মানুষ* করার উপায় বাতলে দেয়া আছে! যদিও বিষয়টা ভাবতেই ফাদারের ভয় হলো।

ইরিন এগিয়ে এল তাঁর দিকে। জর্ডান এখনও অস্ত্র তাক করে রেখেছে। অবশ্য ইরিনের সাথে তিনি যা করেছেন, তারপর জর্ডানকে আর দোষ দিতে পারছেন না ফাদার।

'বইটা খুলবেন না?' ইরিন প্রশ্ন করল।

করজা গসপেলটাকে ওদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। যেন সবাই ভেতরের লেখা পড়তে পারে। 'অবশ্যই।'

প্রথম পৃষ্ঠা মাত্র একটা প্যারাগ্রাফ লেখা রয়েছে। বাকি পৃষ্ঠাগুলো অংশটুকু ফাঁকা। কিন্তু এই অনুচ্ছেদই ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

'মানে কী? এত কষ্ট করলাম মাত্র এই একটা প্যারাগ্রাফের জন্য?'

BanglaBook.org

জর্ডান বলে উঠল।

ইরিন অনুচ্ছেদটা পড়তে শুরু করল। গ্রিক ভাষায় লেখা। অনুবাদ করে শোনাল ও। *'স্বর্গের এক মহান যুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছে। ন্যায়ের অনুসারীদিগকে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে এই গ্রন্থের আলোকে একখানা হাতিয়ার সংগ্রহ করিতে হইবে। গ্রন্থখানি আমার নিজ রক্তে লিখিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎবাণীতে বর্ণিত ত্রয়ী অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সর্বাগ্রে প্রথম দেবদূতের কাছে লইয়া যাইবে এবং তাহার আশীর্বাদ লইবে। তবেই তাহারা বিশ্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে সক্ষম হইবে।'*

'আপনি তো পাদ্রি।' বলল জর্ডান। 'যদি এই বইয়ের আশীর্বাদ দরকার হয় তাহলে করে দিন আশীর্বাদ। ব্যস, মিটে গেল।'

'আমি *প্রথম দেবদূত* নই। এই বইয়ের জন্য *প্রথম* দেবদূতের আশীর্বাদ প্রয়োজন। যার হৃদয় ও কর্মে কোনো পাপ নেই। সেটা সম্ভব হলেই বই থেকে আরও কিছু জানা যাবে।' করজা জবাব দিলেন।

'তারমানে আপনার পাপ আছে?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'জর্ডান!' বাধা দিল ইরিন।

'উনি ভুল বলেননি।' বইটা ইরিনের হাতে তুলে দিলেন রান। 'আমি বিশুদ্ধ নই। এমনকি আমার আজকের কর্মকাণ্ডতেও সেটা প্রমাণ হয়েছে।'

'যদি আমরা সেটা না করতাম তাহলে এই বইটা আর পাওয়া যেত না।' বলল ইরিন।

করজা দেখলেন কথাটা বলার পর ইরিনের গাল লাল হয়ে গেল। তিনি শুনতে পেলেন ইরিনের হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে।

'ইরিন যা করেছে সেটাতে আমি সম্মত নই।' করজার দিকে তাকিয়ে বলল জর্ডান।

'ওটা তোমার বিষয় নয়।' বইটা নিজের বুকের সাথে চেপে ধরল ইরিন। 'আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল।'

টানেলের ফিরতি পথ ধরল ডক্টর ইরিন গ্রেঞ্জার। এক হাত দেয়ালে রেখে রেখে এগোল ও। নইলে পড়ে যেতে পারে। শরীর এখনও দুর্বল।

করজার ইচ্ছে হলো ইরিনকে গিয়ে সাহায্য করবেন। কিন্তু ওকে ছোঁয়ার জন্য নিজেকে আর বিশ্বাস করেন না তিনি।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা ৭টা ০৪ মিনিট

করজাকে গুলি করার ইচ্ছাটা অনেক কষ্টে দমন করল জর্ডান।

‘আমাদের দু’জনকে ওনার প্রয়োজন।’ করজা বললেন।

হারামজাদা ঠিকই বলেছে। ভাবল জর্ডান। ইরিন আর ওর এখান থেকে বের হওয়ার জন্য করজাকে প্রয়োজন। জর্ডানের একার পক্ষে ইরিনকে এখান থেকে নিরাপদে বের করা সম্ভব না।

অস্ত্র নিচে নামাল সার্জেন্ট। ‘হ্যাঁ, তবে এটা সাময়িক।’

করজা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ‘উনি যখন নিরাপদ হয়ে যাবেন, তারপর আপনারা আপনাদের মতো করে সিদ্ধান্ত নেবেন। সমস্যা নেই।’

ইরিনের দিকে পা বাড়াল জর্ডান। ইরিনের একটা হাত নিয়ে নিজের হাত ওপর রাখল। আর কোমর জড়িয়ে ধরল আরেক হাত দিয়ে।

জর্ডানের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ইরিন। রাগ হয়েছে।

এই মেয়ে আমার ওপর রাগ দেখায় কেন? আমি কি ওর রক্ত খেয়ে মরার জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিলাম?

রাগ হলো জর্ডানের। তারপরও ইরিনকে ছাড়ল না।

ইরিনও হাল ছেড়ে নিজের শরীরের ভার জর্ডানের ওপর ছেড়ে দিল। কারণ ওর শরীরটা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ওদেরকে পেরিয়ে দ্রুত এগোতে শুরু করলেন করজা। তাকে বেশ চনমনে দেখাচ্ছে। একদল স্ট্রিগোয়কে নিজেই শুইয়ে ফেলতে পারবেন। ইরিনের টাটকা রক্ত তাঁকে প্রচুর শক্তি দিয়েছে, সন্দেহ নেই।

জর্ডানের মাথা দপদপ করছে। ইরিনকে রক্ত দেয়ার পর থেকে আগের মতো শক্তি নেই ওর শরীরে।

করজা তাঁর গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন। এতটাই সামনে চলে গেলেন যে জর্ডান আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না। করজার এই অতিমানবীয় গতিকে উদ্দেশ্য করে অভিশাপ দিল জর্ডান।

টানেলের বাঁকে এসে জর্ডান বুঝল, কেন করজা এত দ্রুত ছুটছিলেন।

ব্রাদার লিওপোল্ড।

গুরুতর জখম হয়ে লিওপোল্ডের মারাত্মক অবস্থা। তবে এখনও জীবিত আছে।

করজা লিওপোল্ডের মাথা উঁচু করে ধরলেন।

‘গসপেল?’ লিও জানতে চাইল।

‘নিরাপদ।’ করজা জবাব দিলেন।

কথাটা শোনার পরপরই জ্ঞান হারাল ব্রাদার লিওপোল্ড।

BanglaBook.org

করজা তার দেহটাকে কোলে তুলে নিয়ে টানেল ধরে নেক্রোপলিসের দিকে এগোলেন।

প্রচুর রক্ত ও লাশের দেখা পেল ওরা। স্ট্রিগোয়, স্যাঙ্গুইনিস্ট দুই পক্ষেরই প্রচুর সদস্য মারা গেছে।

টানেলের শেষপ্রান্তে এসে ওরা দেখল অনেকজন স্যাঙ্গুইনিস্ট ঘটনাস্থল তদারকি করছে। তবে যুদ্ধ শেষ। স্ট্রিগোয় যেগুলো এসেছিল সব মারা পড়েছে।

ইরিনের হাতে থাকা বইটার জন্য এত ক্ষয়-ক্ষতি!

বইটা কি এতটাই আহামরি কিছু?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জর্ডান। ইরিনকে আরও শক্ত করে ধরে কাছে টেনে নিল। জর্ডানের গালে এসে স্পর্শ করল ইরিনের গলায় থাকা ব্যান্ডেজটা।

এটার জন্য রান করজাকে কখনও ক্ষমা করবে না জর্ডান।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৪

২৯ অক্টোবর
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় ভোর ৫টা ৪৪ মিনিট
সেইন্ট পিটার্সবার্গের ব্যাসিলিকার নিচে অবস্থিত স্যাঙ্কচুয়ারি, ইটালি

জর্ডান আর করজাকে দু'পাশে রেখে হাঁটছে ইরিন। নেক্রোপলিস থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা।

রাতে ওরা সবাই ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে। ইরিনের পরনে পরিষ্কার পোশাক। জর্ডানকেও চনমনে দেখাচ্ছে। আর করজা তো গতরাত থেকেই ফিট আছেন।

ভূ-গর্ভস্থ স্যাঙ্কচুয়ারি (গির্জা বা পুণ্যস্থান) দিয়ে এগিয়ে চলছে ওরা তিনজন।

হঠাৎ ইরিনের হাতে থাকা গসপেল থেকে হালকা হালকা সোনালী দ্যুতি বেরোতে শুরু করল। যত গভীরে এগোল, দ্যুতির তত বাড়তে থাকল দ্যুতির উজ্জ্বলতা।

ওরা কি পরম পবিত্র কোনো স্থান বা স্থাপনার কাছে চলে এসেছে? গসপেল এরকম প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে সেজন্য?

এখন ক্যাথেড্রালের আরও গভীরে এগোচ্ছে ওরা।

'আমাদের হয়তো বাইরের দিকেই থাকা উচিত।' সামনে অন্ধকার দেখে জর্ডান চিন্তিত।

জর্ডানের দিকে তাকাল ইরিন। লিওপোল্ড মারা যাওয়ার পর থেকে করজার সাথে জর্ডানকে কথা বলতে দেখেনি ও। তবে জর্ডানের এই কথাকে পাত্তা দিল না।

'আমি প্রথম দেবদূত সম্পর্কে জানতে চাই। এজন্যই আমরা এখানে এসেছি। ঠিক তো?' ইরিন করজাকে করল প্রশ্নটা।

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন করজা। 'আমরা সবচেয়ে পুরানো ব্যক্তিকে খুঁজছি। একমাত্র তিনিই এই বইয়ে আশীর্বাদ দিতে পারবেন। পুনরায় জীবন ফিরে পেয়েছিলেন যিনি।'

কথাটা শুনে ইরিন বেশ ধাক্কা খেল। এমনকি জর্ডানও বিস্মিত।

পুনরায় জীবন ফিরে পেয়েছিলেন যিনি?

BanglaBook.org

তার মানে ওরা তাঁর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে যাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার তিন দিন পর জীবিত করা হয়েছিল?

ভোর ৫টা ৫২ মিনিট

জপমালা দিয়ে প্রার্থনা করলেন করজা। নিজের মনকে শান্ত করলেন। যিনি পুনরায় জীবন ফিরে পেয়েছিলেন অর্থাৎ দ্য রাইজেন ওয়ানের প্রতি বাড়তি শ্রদ্ধা অনুভব করেন করজা। তাঁর (রান করজা) মতো অনেক দূষিত ব্যক্তিকে ক্ষমা পাওয়ার রাস্তা বাতলে দিয়েছেন তিনি। স্যাঙ্গুইনিস্টদের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি না থাকলে রান করজা গ্রিমওলফের মতো একটা দূষিত, ঘৃণ্য জানোয়ারের জীবন যাপন করতো।

স্যাঙ্কচুয়ারির ভেতরে ঢুকলেন করজা।

জর্ডান দেখল, ভেতরে থাকা স্ট্যাচুগুলো নড়ছে! 'মূর্তিগুলো জীবন্ত! ফাদার পিয়ার্সের মতো!'

'না।' মাথা নাড়লেন করজা। 'পিয়ার্সের মতো ফাঁদে আটকা পড়ে বা কষ্ট পাচ্ছেন না এরা। ইনারা এভাবে স্থির থেকে স্যাঙ্কচুয়ারির দেখভাল করে থাকেন।'

'কেন?' ইরিন প্রশ্ন করল।

'বহু বছর ধরে দায়িত্ব পালন করার পর অনেকে এখানে এভাবে অবস্থান করে নিজেকে অবসরে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন।' করজা জবাব দিলেন। যদিও তিনি জানেন, এখানকার কয়েকটি মূর্তি সহস্রাব্দ ধরে রয়েছে। খানিকটা সাংস্কারিক ওয়াইন ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন না তাঁরা।

করজা কথা শুনে ভ্রু উঁচু করল জর্ডান।

হাসলেন করজা। 'আমিও এভাবে অবসর নেব বলে ঠিক করেছিলাম।'

'তো নিলেন না কেন?' করজার ওপর জর্ডান যে কতটা ক্ষীপ্ত সেটা এরকম প্রশ্ন শুনলেই টের পাওয়া যায়।

'কার্ডিনাল বার্নার্ড কাজের জন্য ডেকে পাঠালেন। তাই আর সম্ভব হয়নি।' কার্ডিনালের ডাকে সাড়া দিয়ে করজা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন। গসপেলটা উদ্ধার করতে পেরেছেন! হয়তো এই বইয়ের সাহায্যে নিজের ওপরে থাকা অভিশাপটুকু কাটাতে পারবেন। আট-দশটা স্বাভাবিক মানুষের মতো হাঁটতে পারবেন সূর্যের আলোতে। স্বাভাবিক খাবার-দাবার খেতে পারবেন। একজন রক্ত-মাংসের পাদ্রির জীবন পেয়ে যাবেন হয়তো।

ইরিনকে দেখলেন তিনি। হয়তো পাদ্রিও নয়। একজন সাধারণ পুরুষ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করার সুযোগ মিলে যাবে তাঁর।

BanglaBook.org

ইরিনের হাতে থাকা বইটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বইটার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য মাথা নিচু করলেন করজা।

হঠাৎ সামনের অন্ধকার অংশ থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল।

ওদের সেই বিশেষ ব্যক্তিটি এসে পড়েছেন।

ভোর ৫টা ৫৩ মিনিট

মাথা নিচু করে করজা হাঁটু গেড়ে বসলেন। ইরিনও তাঁকে অনুসরণ করল। জর্ডানও বসল দেখাদেখি। ইরিনের হাতের ভেতরে কেঁপে উঠল বইটা।

'ওঠো।' কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ এল ওদের জন্য।

উঠে দাঁড়াল সবাই। মাথা এখনও নিচু।

'বইখানা নিয়ে এসেছো, রান?'

'জি, ইলেয়জার।'

ইরিনের দম আটকে যাবার দশা হলো। *ইলিয়েজার?* এই নামটা ওর কাছে পরিচিত। মাসাডায় বইটি যিনি প্রথম লুকিয়েছিলেন তাঁর নাম ইলিয়েজার। যদিও তাঁকে কখনও যিশু মৃত্যু থেকে জীবিত করেননি। তাঁর সাথে অন্য একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইরিনের দিকে তাকাল জর্ডান। সামনে কে এসে দাঁড়িয়েছে সেব্যাপারে ওর কোনো ধারণা নেই।

তবে ইরিনের আছে। *ইলিয়েজার* শব্দটা আসলে একধরনের নাম যেটাকে বর্তমান *ল্যাজারাস* হিসেবে অনুবাদ করা হয়ে থাকে।

ক্যাথোলিক চার্চের মানব শাখার আধ্যাত্মিক নেতাকে বলা হয় পোপ। তেমনি ক্যাথোলিক চার্চের স্যাঙ্গুইনিস্ট শাখার আধ্যাত্মিক নেতাকে বলা হয় ইলিয়েজার বা ল্যাজারাস।

মাথা নিচু রেখেই হাতে থাকা গসপেল ল্যাজারাসের দিকে বাড়িয়ে দিল ইরিন। ল্যাজারাস সেটা গ্রহণ করলেন।

'এবার তোমার মাথা তুলে দেখতে পারো।'

অনুমতি পাওয়ার পরও ইরিন ভয়ে ভয়ে মাথা তুলল। সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি জর্ডানের চেয়ে লম্বা। সাদা রঙের লম্বা চুল নেমে এসেছে তাঁর মাথা থেকে। তাঁর চোখ দুটো গাঢ় বাদামী। ইরিনকে দেখে তাঁর কঠোর চেহারায় মুচকি হাসি দেখা দিল।

তিনি বইটাকে এমনভাবে ধরলেন যেন সবাই দেখতে পায়।

সোনালী দ্যুতি বেরোচ্ছে পৃষ্ঠা থেকে। তবে অক্ষরগুলো টকটকে লাল রঙের। যিশুর নিজের রক্তে, প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা। পড়তে কোনো কষ্ট

BanglaBook.org

হবে না। ইরিন ইতিমধ্যে অনুচ্ছেদটা মুখস্ত করে ফেলেছে।

ল্যাজারাস অনুচ্ছেদটা পড়া শেষে বললেন, 'দেখতেই পাচ্ছো, বইখানি এখন নিরাপদ। খুব ভাল কাজ করেছো তোমরা। যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছ। এই বিজয় না হলে কোনো আশা অবশিষ্ট থাকতো না।'

'শুনে ভাল লাগল।' বলল জর্ডান।

'যদি যুদ্ধ একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। পরবর্তী যুদ্ধে সফলতা পেতে হলে প্রথম দেবদূতের কাছে যেতে হবে তোমাদের।'

ল্যাজারাসের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল ইরিন।

'আপনি *তিনি* নন?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

'না।' ল্যাজারাস জবাব দিলেন। 'আমি নই।'

আশেপাশে থাকা বিশাল জায়গায় চোখ বোলাল ইরিন। 'তাহলে কে প্রথম দেবদূত?'

অজানা সময়

অজ্ঞাত স্থান

জুতো ফিতে বাঁধল টমি। অ্যালিওসা কথা দিয়েছে, আজ ওকে বাইরে নিয়ে যাবে। গত কয়েকদিন ওকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে যেন আজীবন বন্দী রয়েছে। আকাশ দেখতে চায় টমি, বাতাস অনুভব করতে চায়। পালাতে চায় এখান থেকে।

কয়েক দিন আগের কথা। টমি আর অ্যালিওসা ভিডিও গেম খেলছিল। তখন অ্যালিওসার পকেট থেকে মুক্তার হাতলঅলা একটা ছুরি পড়ে যায়। টমি আস্তে করে একটা বালিশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল সেটা। তারপর ম্যাট্রেসের নিচে লুকিয়ে ফেলেছিল। ওটা এখন টমি নিজের পকেটে রেখেছে। ও অবশ্য জানে না, কাউকে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে পারবে কিনা। স্কুলে কখনও কারও সাথে মারামারি করেনি।

ওর বাবা-মা সবসময় উগ্রতা, হিংস্রতা এড়িয়ে চলা শিখিয়েছেন। অবশ্য এখানে নরম কথায় কাজ হয় না। তাই প্রয়োজন পড়লে টমি আজ উগ্র হতে বাধ্য হবে।

ওর রুমের দরজা খুলে গেল। অ্যালিওসা এসেছে। তার হাতে একটা বরফ-সাদা পশমী কোট। যদিও এই ঠাণ্ডার মধ্যে অ্যালিওসার পরনে রয়েছে একটা প্যান্ট আর পাতলা শার্ট। একটা জ্যাকেটও পরেনি।

টমি কোটটা গায়ে চড়াল। 'এটা কী দিয়ে তৈরি?'

'এরমিন। বেশ উষ্ণতা পাবে।'

BanglaBook.org

কোটটার সামনের অংশে আঙুল বোলাল টমি। এত নরম কিছু ও জীবনেও স্পর্শ করেনি। না জানি, এই কোট বানাতে কতগুলো প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছে!

টমিকে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে, নিচে হলো পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল অ্যালিওসা।

বাইরে বেরিয়ে চারপাশ দেখল টমি। শহর মনে হচ্ছে। একটা পার্কিং লটে রয়েছে ও। তবে কোনো গাড়ি নেই এখানে। চারদিকে বরফ পড়ছে।

এটাই সুযোগ! দৌড় দিল টমি। কিন্তু অ্যালিওসা এসে ওর সামনে দাঁড়াল! ডানে ঘুরল টমি। ভাবল অ্যালিওসাকে পাশ কাটিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু একটু এগোতেই আবার সামনে এসে দাঁড়াল অ্যালিওসা। এবার বামে পাশ কাটাল টমি।

অ্যালিওসা ওকে আবার থামিয়ে দিল।

বাধ্য হয়ে পকেটে থাকা ছুরিটা বের করল টমি। 'সরে যাও সামনে থাকে!'

ভয় না পেয়ে উল্টো হাসতে শুরু করল অ্যালিওসা।

টমি আবার দৌড় দিল। কিন্তু তুষারের কারণে পিছলে পড়ে গেল বেচারা। অ্যালিওসা আসলে ওর সাথে খেলছে। টমির পক্ষে কখনও এখান থেকে পালানো সম্ভব নয়। আজীবন এই নির্দয় ছেলেটার সাথে থাকতে হবে ওকে।

'আমি যেতে দেবে না তুমি, তাই না?' টমি প্রশ্ন করল।

'ও তোমাকে যেতে দিতে পারবে না।' একটা জোরাল কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওদের পেছন থেকে।

এক হাত দিয়ে টমিকে ধরে টেনে নিয়ে চলল অ্যালিওসা।

কালো আলখাল্লা পরিহিত এক পাদ্রি তুষার মাড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। টমি প্রথমে ভেবেছিল উনি বোধহয় সেই মাসাডার পাদ্রি (ফাদার করজা)। দু'জনের পোশাক একই। কিন্তু ওর ধারণা ভুল। এই পাদ্রিকে ও এরআগে দেখেনি। আগেরজনের চেয়ে এর কাঁধ আরও চওড়া আর উচ্চতায়ও লম্বা। চোখ দুটো বাদামী, কিন্তু আগেরজনের চোখের রং ছিল নীল।

'আমি তোমার জন্য অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করছি, টমি।' বললেন পাদ্রি।

'আপনিই কি তিনি? অ্যালিওসা যার কথা বলে? আমার মতো আপনি?' টমি প্রশ্ন করল।

'অ্যালিওসা?' ভ্রু কুঁচকে গেল পাদ্রির। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে উঠলেন।

BanglaBook.org

'হা, হা, হা! তোমরা আমেরিকানরা নামটা এভাবে বলো? নাম ছোট করতে গিয়ে গালি বানিয়ে ফেলো তোমরা! ওর পুরো নাম- অ্যালেক্সি নিকোলেভিচ রোমানোভ, রাশিয়ার প্রিন্স ও ।রাশিয়ান সাম্রাজ্যের প্রকৃত দাবীদার।'

এবার টমির ভ্রু কুঁচকানোর পালা। ভাবল পাদ্রি হয়তো ওর সাথে মজা করছেন। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি।'

পাদ্রি হেসে উঠলেন। তাঁর হাসি শুনে টমির শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল শিহরণ বয়ে গেল। 'উত্তর দেয়া উচিত ছিল। উঁহুঁ কাজটা মোটেও ঠিক করিনি। আচ্ছা, এখন বলছি, না, আমি *তোমার* মতো নই। আমি *অ্যালিওসার* মতো।'

'কে আপনি?'

'আমি গ্রিগোরি ইয়েফিমোভিচ রাসপুতিন। আর আমাদের মধ্যে সামনে দারুণ বন্ধুত্ব হতে যাচ্ছে!'

পাদ্রির মাথার ওপরে, বাতাসে এক ঝাঁক ঘুঘু উড়তে দেখল টমি। ওর মনে পড়ল এরকম একটা ঘুঘুকে ও মাসাডায় ডানা ভাঙ্গা অবস্থায় পেয়েছিল। সাহায্য করেছিল পাখিটাকে। আর তারপরেই তো সব ধসে গিয়েছিল।

ওর সেই দয়া দেখানোটা কি ভুল হয়েছিল? দয়া দেখাতে যাওয়ার কারণেই কি ওর আজ এই দশা?

একটা সাদা ঘুঘু বেশ নিচে নেমে এল। টমির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় একবার এক চোখ দিয়ে তারপর আরেক চোখ দিয়ে দেখল পাখিটা।

দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠল টমি।

এই পাখির চোখ দুটো সবুজ! মাসাডার সেই পাখিটার মতো!

এটা কীভাবে সম্ভব?

টমির মনে হলো, এসবই দুঃস্বপ্ন। যেকোনো মুহূর্তে ও ঘুম ভেঙে উঠে দেখবে হাসপাতালের রুমে শুয়ে রয়েছে।

কিন্তু এটা বাস্তব।

'আমি আমার পুরানো বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে চাই।' একদম ছোট্ট বাচ্চার মতো কাকুতি করল টমি।

'সামনের দীর্ঘ জীবনে তুমি অনেক দারুণ দারুণ নতুন বন্ধু তৈরি করে নিতে পারবে।' বললেন রাসপুতিন। 'এটাই তোমার নিয়তি।'

পাখিগুলোর দিকে তাকাল। ওর পাখি হতে ইচ্ছে করল, উড়তে ইচ্ছে করল ওদের সাথে। ওটা কেন ওর নিয়তি হতে পারে না?

ডানাঅলা জীবন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৫

২৯ অক্টোবর,
কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় ভোর ৫টা ৪৪ মিনিট
সেইন্ট পিটার্সবার্গের ব্যাসিলিকার নিচে অবস্থিত স্যাঙ্কচুয়ারি, ইটালি

ইলিয়েজার আরেকবার গসপেলের ভেতরটা পড়লেন। দেখলেন অর্থটা ঠিকঠাক বুঝেছেন কিনা। কোনো ভুল করেছেন কিনা। কিন্তু না, ঠিকই আছে।

'তাহলে আমরা প্রথম যুদ্ধটা জিতেছি।' বলল জর্ডান।

'কিন্তু *স্বর্গের যুদ্ধ* আর *প্রথম দেবদূত* মানে কী?' ইরিন বলল।

'আমরা বইটা খুঁজে পেয়েছি। এবার দেবদূতকে খুঁজে বের করতে হবে। বইয়ের চেয়ে একজন দেবদূত নিশ্চয়ই বড় কিছু। বইটা খুঁজে বের করতেই যে পরিশ্রম করতে হয়েছে, এবার দেবদূতকে খুঁজে পেতে কতটা কষ্ট করতে হবে ভাবো?' পাল্টা প্রশ্ন করল জর্ডান।

ইরিন হেসে উঠল। 'ঠিক।'

সার্জেন্ট ঠিকই বলেছে। ইলিয়জারের দিকে তাকালেন রুন। 'আমরা কোথা থেকে শুরু করব?'

ভ্রু কুঁচকালেন ইলিয়েজার। 'ভবিষ্যৎবাণী। সেখান থেকেই শুরু করতে হবে।'

ইলিয়েজার নিজেই ভবিষ্যৎবাণীটা মুখস্থ বলতে শুরু করলেন, *'আদমের পুত্র এবং হাওয়ার কন্যা সন্তানদের প্রয়োজনে ব্যবহারের নিমিত্তে দি আলফা অ্যান্ড দি ওমেগা তাঁর জ্ঞান-গরিমা মহামূল্যবান রক্তে লিখিত গসপেলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।*

'ততদিন অব্দি এই আর্শীবাদপুষ্ট বইখানা অন্ধকারের গভীরে একজন জ্ঞানী নারী, যিশুর বীর যোদ্ধা ও একজন সাহসী পুরুষ কর্তৃক লুকায়িত থাকিবে।

'পরবর্তীতে পুনরায় অন্য এক ত্রয়ী আসিয়া বইটিকে আলোর মুখ দেখাইবে। জ্ঞান পিপাসু নারী, যিশুর বীরযোদ্ধা, সাহসী পুরুষ ত্রয়ী যিশুর গসপেল খুলিয়া ইহার মহিমা দুনিয়ার সম্মুখে মেলিয়া ধরিবে।'

BanglaBook.org

‘আমরা তো সেটাই করেছি।’ বলল জর্ডান। ‘এখন দেবদূতকে খুঁজে বের করার জন্য আমাদেরকে সামনে কী করতে হবে?’

ইলিয়েজার বইটা বন্ধ করলেন। ‘তা হয়তো আর কখনও সম্ভব হবে না।’

‘কেন নয়?’ প্রশ্ন করল জর্ডান। ‘আমরা কি বইটা খুঁজে বের করিনি?’

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ইলিয়েজার। তাঁর এরকম প্রতিক্রিয়া দেখে করজার মন হতাশায় ছেয়ে যেতে শুরু কলল। ‘ত্রয়ীরা ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এরকম একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।’

ইলিয়েজার এটা কী বলছেন? নিজেকে প্রশ্ন করলেন রান। *ত্রয়ীর তিন সদস্য তো এখানেই উপস্থিত রয়েছে। বিচ্ছিন্ন হলো কোথায়?* করজা এক হাত জর্ডান আর অন্য হাতে ইরিনের কব্জিতে রাখলেন।

ইরিন চোখ বন্ধ করে ফেলল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর চেহারা।

‘কী হলো ইরিন?’ প্রশ্ন করল জর্ডান।

ইরিন নিজের কণ্ঠ পরিষ্কার করে বলল, ‘যদি আমি এই ত্রয়ীর অংশ না হয়ে থাকি? আমি যদি *জ্ঞান পিপাসু নারী* না হই?’

‘কী বলছ এসব? অবশ্যই তুমি সেই নারী। তুমি গসপেলের রহস্য সমাধান করেছ। তোমাকে ছাড়া আমরা হয়তো এটা খুঁজে পেতাম না। সীসা থেকে যখন এটা বইয়ের রূপান্তরিত হয়, তখনও তুমি সেখানে ছিলে।’ খুব স্বাভাবিক ভাবে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল জর্ডান।

কিন্তু করজার মনে ভয় জেগে উঠল।

‘ভবিষ্যৎবাণীর শব্দগুলো খেয়াল করে দেখো।’ বলল ইরিন। ‘ওখানে বলা হয়েছে, যিশুর গসপেলটা ত্রয়ী খুলে তার মহিমা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবে।’

‘তো?’

হাতাশায় মাথা নাড়ল ইরিন। ‘বইটা যখন প্রথম ব্যাসিলিকায় খোলা হয়, উজ্জ্বল সোনালী আলোর বিস্ফোরণ যখন হয় তখন আমি ব্যাসিলিকার চৌকাঠের ভেতরে ছিলাম না। তুমি আর ফাদার করজা ছিলে। আমি কিন্তু ছিলাম না। আমি গার্ডের সাথে বাইরে ছিলাম।’

‘তাতে কী আসে যায়?? চৌকাঠের ভেতরে তোমার এক পা থাকলেই হয়ে যেত?’ প্রতিবাদ করল জর্ডান।

‘ভবিষ্যৎবাণীতে বর্ণিত নারীটি যদি আমি না হয়ে থাকি তাহলে সেটা ছিল বাথোরি।’ বড় করে দম নিল ইরিন। ‘আর আমি ওকে মেরে ফেলেছি।’

BanglaBook.org

করজা ইরিনের দেয়া যুক্তির মাঝে ফাঁক খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বরাবরের তো এবারও ব্যর্থ হলেন তিনি। মাসাডা থেকে শুরু করে জার্মানি, রাশিয়া এবং এই রোম পর্যন্ত ইরিন যেসব স্থানে ছিল বাথোরিও ছিল সেখানে! সূত্র ধরে ধরে সে হাজির হয়েছিল সবগুলো জায়গায়। এমনকি সীসার ব্লক থেকে থেকে যখন গসপেলটা প্রথম বইয়ে রূপান্তিরত হয় তখনও সেটা বাথোরির হাতেই ছিল!

চোখ বন্ধ করে সত্যটা হজম করলেন রান করজা।

এলিজাবেটা বাথোরির ব্যাপারে কার্ডিনাল বার্নার্ড অতীতে করজাকে যা যা বলেছিলেন সেসব সঠিক ছিল? এজন্যই কি বিলিয়াল বাথোরির বংশধরকে টার্গেট করেছে? প্রতি প্রজন্ম থেকে একজনকে নিজেদের দাসী বানিয়েছে?

এসব যদি সত্য হয়, তাহলে বর্তমান ত্রয়ী কীভাবে প্রথম দেবদূতকে খুঁজে পাবে?

কার্ডিনাল বার্নার্ডের মতে, নেক্রোপলিসে যে বাথোরিকে হত্যা করা হয়েছে সে-ই ছিল বাথোরি বংশের সর্বশেষ সদস্য।

তবে ফাদার করজা জানেন, কথাটা শতভাগ সত্য নয়।

'পাগল হয়ে গেছে সবাই।' জর্ডান বলে উঠল। 'সব পরিশ্রম করল ইরিন। ওদিকে বাথোরিও মারা গেছে। আর বইটা যদি এতই স্মার্ট হয়ে থাকে, তাহলে এত কঠিন কাজ কেন দিচ্ছে?'

'ওর বেশ ভাল জ্ঞান আছে।' জর্ডানকে দেখিয়ে করজাকে বললেন ইলিয়েজার। 'হয়তো ঠিকই বলেছে। ভবিষ্যৎবাণী সবসময় শাখের করাতের মতো কাজ করে। কেউ যদি ভবিষ্যৎবাণীর অর্থ বের করতে যায় তাকে দুই দিক থেকেই বিপদে ফেলে থাকে।'

ইরিন কথাটা শুনে খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারল না।

মাথা নুইয়ে বাউ করলেন ইলিয়েজার। রানের দিকে তাকালেন তিনি।

রান করজা জানেন, সবকিছু এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

'আমি ফাদার করজার সাথে একাকী কিছু বলতে চাচ্ছি। তোমরা যদি আমাদেরকে সুযোগটা দাও...' বললেন ইলিয়েজার।

'অবশ্যই।' জর্ডানকে নিয়ে ইরিন দূরে সরে গেল।

ওরা দু'জন দৃষ্টিসীমার বাইরে যাওয়ার পর ইলিয়েজার ফিসফিস করে বলতে শুরু করলেন, 'আমি এই নারীর অবিশ্বাসী হৃদয় দেখেছি। সে হতেই পারে না। একে ত্যাগ করো।'

BanglaBook.org

রান জানেন, ইলিয়েজার ভুল কিছু বলেননি। 'জি, করব।'

রান করজার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ইলিয়েজার। '*জ্ঞান পিপাসু নারী* এর বংশধরে অন্য কেউ আছে?'

মাথা নিচু করলেন রান। তিনি জানেন, ইলিয়েজার কী বলতে চাইছেন। নিজের পাপ আর গোপনীয়তাগুলো স্বীকার করতেই হবে। নইলে ধ্বংস হবে পৃথিবী।

জল ভরা চোখ নিয়ে ইলিয়েজারের দিকে তাকালেন রান করজা। 'আপনি অনেক বেশি জিজ্ঞেস করেন।'

'কাজটা করতেই হবে, বৎস।' সহমর্মিতার সুরে বললেন ইলিয়েজার। 'আমরা আমাদের অতীতকে চিরতরে লুকিয়ে রাখতে পারি না।'

আলখাল্লার গভীর পকেট থেকে একটা জীর্ণ-শীর্ণ পুতুল বের করে ইলিয়েজারের হাতে দিলেন করজা। মাসাডার সামাধিক্ষেত্রে এটা পেয়েছিলেন তিনি।

পুতুলটা দেখে ইলিয়েজার যেন পাথর হয়ে গেলেন। পুতুলটাকে আস্তে করে নিজের বুকের কাছে নিলেন তিনি। যেন ওটা একটা জীবিত শিশু। গুঙিয়ে উঠলেন মহামান্য ইলিয়েজার।

'ও কি কষ্ট পেয়েছিল?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

মাসাডায় ছোট্ট শিশুর দেহ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঝুলে থাকার দৃশ্য করজার চোখে সামনে ভেসে উঠল।

'মৃত্যুর আগমুহূর্তে সে যিশুর সেবা করছিল। তার আত্মা শান্তিতে আছে।' করজা জবাব দিলেন।

উঠে দাঁড়ালেন রান। সরে গেলেন ইলিয়েজারের কাছ থেকে।

যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে তাকালেন তিনি। দেখলেন, ইলিয়েজার তাঁর মাথা পুতুলটির দিকে ঝুঁকিয়ে রেখেছেন। এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল পুতুলের বিবর্ণ মুখের ওপর।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৬

২৯ অক্টোবর

কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় সকাল ৬টা ১৫ মিনিট

সেইন্ট পিটার্সবার্গের ব্যাসিলিকার নিচে অবস্থিত স্যাঙ্কচুয়ারি, ইটালি

হাতে একটা হাতুড়ি নিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ঝড়ের বেগে দৌড়াচ্ছেন ফাদার করজা। এই কালো টানেলে তাঁর পা পড়েনি প্রায় কয়েকশ' বছর।

গভীর থেকে আরও গভীরে ছুটে যাচ্ছেন তিনি। জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস এখানে গোপন করে রেখেছেন। বার্নার্ডকে মিথ্যে বলে এসেছেন এতদিন। স্যাঙ্গুইনিস্টের ব্রত ভঙ্গ করেছেন। অনুশোচনাও করেছেন প্রচুর কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল না।

আর এখন তাঁর সেই পাপই বিপদ তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটা সাদামাটা দেয়ালের সামনে এসে থামলেন করজা। ৪০০ বছর আগে এখানেই তিনি নিজের কৃতকর্মকে গোপন করেছিলেন।

হাতুড়িটা তুলে নিলে দেয়ালে সজোরে আঘাত করলেন। পাথুরে দেয়ালের কিছু পাথর খসে পড়ল।

আরও বেশ কয়েকটা আঘাত করলেন তিনি। তবে যে জায়গা উন্মুক্ত হয়েছে সেটা করজার জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু তারপরও আর সময় না করে সেই অল্প জায়গা দিয়েই ঢুকে পড়লেন করজা। ঢুকতেই তার চামড়ার কোথায় কোথায় ছড়ে গেল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

একটা অন্ধকার রুমে পা রাখলেন তিনি।

পকেটে করে আনা মোমবাতিটা জ্বালালেন। মোমবাতির দূর্বল হলুদ আলো, কালো রঙের মার্বেলে তৈরি সুন্দরভাবে পলিশ করা একটা কফিন থেকে প্রতিফলিত হলো।

কফিনের ভারী ঢাকনাটা তুলে নিয়ে মেঝেতে রাখলেন ফাদার। ভেতরে থাকা সাংস্কারিক ওয়াইনের ঘ্রাণ তাঁর নাকে ভেসে এল।

দু'হাত ডুবিয়ে বেশ খানিকটা ওয়াইন তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন করজা। সামনে যে কাজ রয়েছে সেটার জন্য তাঁর অনেক শক্তির প্রয়োজন হবে। আর বরাবরের মতো এবার ওয়াইন পান করা মাত্র অতীত ভেসে উঠল করজার মানসপটে।

BanglaBook.org

এলিজাবেটা স্ট্রিগোয় তৈরি করে চলেছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে নিয়ে তাদের রক্ত পান করছে সে। রাজ্যের সবাই উদ্বিগ্ন। তখন রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এলিজার ওপর আক্রমণ করবেন।

কিন্তু সাধারণ সৈন্য দিয়ে এলিজাকে থামানো সম্ভব নয়। তাই তখন কার্ডিনাল বার্নার্ড সেই অভিযানে করজাকে রাজার সৈনিকদের সাথে যোগ দিতে বললেন।

এলিজার আস্তানার চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছেরাজার সৈনিকরা। কিন্তু কেউ ভেতরে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না।

করজা এগিয়ে গিয়েছিলেন সোজা এলিজার বেডরুমের দরজার দিকে। ভেতরে ঢুকে দেখেছিলেন এক কোনায় একটা শিশু কান্না করছে। একটা খাঁচায় ভরে উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আরেকটা মেয়েকে। খাঁচার নিচে নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এলিজা। খাঁচার ভেতরে অসংখ্য তারকাঁটা দেয়া। এলিজার দুই চাকর খাঁচাটাকে এপাশ থেকে ওপাশে দোলাচ্ছে যেন ভেতরে থাকা মেয়েটার গায়ে তারকাঁটা বিঁধে যায় ও নিচে থাকা এলিজার ওপর তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ে!

করজা অনেক কষ্টে চোখের পানি আটকালেন। তাঁর কারণেই আজ এই অবস্থা।

করজার পিছু পিছু রাজার সৈন্যবাহিনি ঢুকেছে ভেতরে। দুই চাকরকে ধরে নিয়ে গেল তারা। খাঁচার দুলুনি বন্ধ করল।

রাজার প্যালেটাইন সামনে এগিয়ে বললেন, 'তোমাকে রাজার নির্দেশে গ্রেফতার করা হলো।'

'এরকম অবাঞ্ছিতভাবে ঢোকার জন্য তোমাদেরকে চরম মূল্য দিতে হবে।' নিজের নগ্ন অবস্থা নিয়ে এলিজার ভেতরে কোনো বিকার দেখা গেল না। হেসে বলল, 'তোমরা এখানে মরার জন্য হাজির হয়েছ।'

সৈন্যবাহিনি আর এলিজার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন করজা। এলিজা ওদের সাবইকে খুন করতে পারলেও তাঁকে খুন করতে পারবে না। আলখাল্লার হাতা থেকে একটা ছুরি বের করলেন রান। 'প্লিজ, আমাকে এটা করতে বাধ্য কোরো না।'

এক পা পিছাল এলিজা। 'আমাকে আর কী করবে তুমি? কিছু করতে বাকি রেখেছ?'

রূপার তৈরির ছুরিটা এলিজা ভাল করে দেখল। 'আমার শেষ করার জন্য সামান্য একটা ছুরি নিয়ে এসেছো?'

আরও কাছে গেলেন রান। এলিজার শরীরের ওপরে থাকা উষ্ণ রক্তের গন্ধ তাঁর নাকে আসতেই আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে চাইল। কিন্তু সেটাকে দমিয়ে রাখলেন ফাদার।

'সাবধানে, ডালিং!' ফিসফিস করে বলল এলিজা। 'তোমার চেহারায় এই অভিব্যক্তি আমি এরআগেও দেখেছি।'

বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন করজা। একটা রেশমি দড়ি দিয়ে এলিজার দুই হাত একসাথে বেঁধে ফেললেন।

'এই দড়ির ভেতরে আশীর্বাদপুষ্ট রূপা দেয়া আছে। যদি ছেঁড়ার চেষ্টা কর, হাঁড় পর্যন্ত পুড়ে যাবে।' সতর্ক করলেন রান করজা।

'মহিলাকে ঢেকে দাও।' প্যালেটাইন নির্দেশ দিলেন।

BanglaBook.org

একটা কম্বল দিয়ে এলিজার নগ্ন শরীর ঢেকে দেয়া হলো।

এলিজার চোখে চোখ পড়ল ফাদারের। সেখানে তিনি দুঃখ, অনুশোচনা আর ভালবাসার উপস্থিতি দেখতে পেলেন।

অতীত রোমন্থন শেষে বর্তমানে ফিরলেন করজা। কফিনে থাকা ওয়াইনের গভীরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। সুখনিদ্রা থেকে পুনরায় পৃথিবীতে তুলে আনলেন একজন নারীকে।

চারশ' বছর আগে যেদিন করজা তাকে প্রথম দেখেছিলেন সেদিন সে যতটা সুন্দরী ছিল আজকেও তাকে ততটাই সুন্দরী মনে হচ্ছে করজার কাছে। করজাকে তাকে স্ট্রিগোয়তে রূপান্তরিত করার আগপর্যন্ত এক ভাল নারী ছিল সে।

ফিসফিস করে প্রার্থনা করলেন ফাদার করজা।

আস্তে আস্তে চোখ খুলল এলিজা। তাকাল করজার দিকে।

তার ঠোঁট নড়ল কিন্তু শব্দ হলো না।

তবুও ফাদার ঠিকই বুঝতে পারলেন এলিজা ঠোঁট নেড়ে কী বলেছে। অতীতের সব রাগ, গোসসাকে একপাশে সরিয়ে এলিজার ঠোঁট নিঃশব্দে দুটো শব্দ বলেছে।

মাই লাভ...

সকাল ৬টা ৩০ মিনিট

ইরিনকে নিয়ে ছাদে উঠেছে জর্ডান। আকাশটা ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে এখন।

ছাদের কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসল জর্ডান, ইরিনও বসল ওর পাশে।

'আচ্ছা, তুমি একটু আগে যেগুলো বললে সেগুলো ভুল, তাই না?' জর্ডান প্রশ্ন করল।

ইরিন হাসার চেষ্টা করল। 'যদি ভুল না হয়?'

'দেখো, ভবিষ্যৎবাণীতে তোমার কথা থাকুক বা না থাকুক আমি চাইব তুমি আমাদের টিমে থাকো। তুমি না থাকলে টিমটা খুব বোরিং লাগবে।'

'কতজন সেই *বিশেষ নারী* ভেবে আমাকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। অথচ দেখো, তারা রক্ষা করেছে আমাকে। ইরিন গ্রেঞ্জারকে। যে কিনা ভবিষ্যৎবাণীর সেই বিশেষ নারী নয়।'

ইরিনের কপালে চুমু খেল জর্ডান। 'তাতে কী? তুমি তো খারাপ নও। আর এটা একটা যুদ্ধ ছিল। যুদ্ধে ভুল-ত্রুটি হয়েই থাকে। তবে সেসবকে ছাপিয়ে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার একমাত্র উপায় হলো- লড়াই চালিয়ে যাওয়া।'

জর্ডানের বাহুতে নিজেকে সপে দিল ইরিন। 'কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী...'

'বাদ দাও! গসপেলের ব্যাপারে প্রত্যেকটা বিষয় তুমি আগে খুঁজে বের

BanglaBook.org

করেছ। দেখেছ, তুমি কতটা দক্ষ! এজন্যই ভবিষ্যৎবাণীটাকে এখন আবার অনেক জটিল মনে হচ্ছে এখন।' জর্ডান বলল।

হাসল ইরিন। ছোট বাচ্চাদের জন্য বানানো কাথার একটা টুকরো পকেট থেকে বের করল ইরিন। এই প্রথমবারের মতো টুকরোটা হাতে নিয়ে ওর কোনো রাগ হলো না। টানেলে বাবাকে ও ক্ষমা করে দিয়েছে।

'কী এটা?' জর্ডান জানতে চাইল।

'অনেক দিন আগে, আমি একজনকে কথা দিয়েছিলাম। যদি কখনও কোনো বিষয়ে আমার মন সায় না দেয়, আমি সেটায় জড়াব না।'

'তো এখন তোমার মন কী বলছে?'

'তুমি যা বলেছ, ঠিক বলেছ।'

হাসল জর্ডান। 'কথাটা শুনে খুশি হলাম।'

কাঁথার টুকরোটা দুই আঙুল দিয়ে ধরল ইরিন। তারপর বাতাসে ছেড়ে দিল। রোমের বাতাসের গায়ে ভর করে ভাসতে ভাসতে দূরে সরে গেল সেটা।

জর্ডানের বুকের সাথে পিঠ ঠেকাল ইরিন। 'আসলে বিষয়টা যুক্তি, আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকতার ওপরে। যা হোক, আমরা প্রথম দেবদূতকে খুঁজে বের করব।'

ইরিনকে আরও কাছে টেনে নিল জর্ডান। 'অবশ্যই খুঁজে বের করব আমরা। বইটা তো ঠিকই খুঁজে বের করেছি, কী বলো?'

'হুম, করেছি।' জর্ডানের শরীরের সাথে মাথা ঠেকাল ইরিন। ওর হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনছে। 'আর করেছি বলেই আমাদের আশা আছে।'

'আহা! আজকের দিনটা আমার জন্য খুব ভাল মনে হচ্ছে।' ফিসফিস করে বলল জর্ডান।

দিগন্ত রেখে থেকে সূর্য উঠেছে। সোনালী আলো ছড়াচ্ছে চারদিকে।

জর্ডানের দিকে মাথা উঁচু করল ইরিন। ওর গ্রীবা ধরে চুমো খেল সার্জেন্ট জর্ডান।

রান করজার চেয়ে জর্ডানের ঠোঁট বেশি নরম ও উষ্ণ। এটাই স্বাভাবিক। জর্ডানের শার্টের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল ইরিন। স্পর্শ করে ওর শরীরের উষ্ণতা অনুভব করতে লাগল। একটু শব্দ করে গুঙিয়ে উঠে আবেশে ইরিনকে আরও কাছে টেনে নিল জর্ডান।

নিজের ঠোঁট ছাড়িয়ে নিল ইরিন। ওরা দু'জনই খুব জোরে জোরে দম নিচ্ছে।

'কী ব্যাপার? এবারও খুব জলদি করে ফেলেছি?' প্রশ্ন করল জর্ডান।

'না।' ইরিন জর্ডানের কাছে ঠোঁট নিল। 'খুব দেরিতে করেছ।'

BanglaBook.org

অতঃপর

হেমন্তকাল

রোম, ইটালি

ক্যাব থেকে নামার পর ড্রাইভারের জানালা দিয়ে বিল ছুঁড়ে দিল ব্রাদার লিওপোল্ড। ড্রাইভারকে ভাড়ার সাথে বখশিশও দিয়েছে।

আশেপাশে তাকিয়ে খেয়াল করল লিওপোল্ড, ভ্যাটিকান সিটি থেকে কেউ তাকে অনুসরণ করে এসেছে কিনা।

না, কেউ নেই।

বহু রাস্তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ক্যাব নিয়ে এখানে নেমেছে সে। এখান থেকে ওর গন্তব্য আরও কয়েক ব্লক দূরে। নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে একটু দূরেই নেমে পড়েছে লিওপোল্ড।

অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করেছে ও, প্রচুর পরিশ্রম করেছে। তাই শেষ মুহূর্তে এসে কোনো ভুল করে তীরে এসে তরী ডোবানোর মতো বোকামি করতে নারাজ। বোকামি করলে ওর প্রভু ওকে ধ্বংস করে দেবেন!

সরু গলি ধরে হাঁটতে শুরু করল সে।

হাঁটতে হাঁটতে নিজের গন্তব্যে হাজির হয়ে গেল।

কাঁচ ও স্টিল দিয়ে তৈরি এক গগনচুম্বী ইমারতের নিচে এসে দাঁড়াল লিওপোল্ড। ওটার গায়ে আর্জেন্টাম কর্পোরেশন-এর লোগো আঁকা রয়েছে। রূপোলী নোঙ্গর ব্যবহার হয়েছে লোগোতে। তার ভিতরে রয়েছে ক্রস। তবে একটা বিশেষ ডিজাইন আছে তাতে। *ক্রুক্স ডিসিমিউলেটা*, এই প্রতীক প্রাচীন খ্রিস্টানরা যিশুর প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করে থাকে।

যদিও এই ভবনে থাকেন বেলিয়াল নেতা। যিনি মানুষ ও স্ট্রিগোয়দেরকে একত্রিত করে নিজের এক বিশেষ দল গড়ে তুলেছেন। তবে তিনি মানুষ নয়, কোনো জানোয়ারও নন। তিনি হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যে কিনা স্বয়ং যিশু কর্তৃক চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত হয়েছেন!

শুধুমাত্র একটা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য।

সিকিউরিটি চেকিং শেষ করে, ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে অনুমতি নিয়ে লিফটে চড়ল লিওপোল্ড।

BanglaBook.org

লিফটের দরজা বন্ধ হওয়ার পর নিজের গলায় থাকা ক্রসটা খুলে হাতে নিল সে। লম্বা অংশটা খুলে ভেতরে লুকোনো একটা চাবি বের করল। সেটা ঢুকিয়ে দিল লিফটের লকের ভেতর। একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠে ওকে সংকেত দিল, সব ঠিক আছে।

নিশ্চিত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল লিও। এরআগে কখনও ও এটা ব্যবহার করেনি।

কিছুক্ষণ ওপরে ওঠার খুলে গেল লিফটের দরজা।

সামনে আরও একটা রিসিপশন ডেস্ক রয়েছে। কালো রঙের স্মার্ট স্যুট পরে একজন নারী বসে আছে সেখানে। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল লিওপোল্ড। বের হলো লিফট থেকে।

'বলুন?' রিসিপশনিস্ট প্রশ্ন করল।

'ব্রাদার লিওপোল্ড।' কিছুটা নার্ভাসভঙ্গিতে জবাব দিল লিও। 'আমাকে ডাকা হয়েছে।'

পার্পেল রঙে রাঙানো লম্বা নখ দিয়ে একটা বাটনে চাপ দিল মেয়েটা। কথা বলল। ওপাশ থেকে এক শব্দে জবাব এল।

ইয়েস।

লিও বুঝে উঠতে পারল, ওর খুশি হওয়া উচিত নাকি ভয় পাওয়া উচিত।

রিসিপশনিস্ট ওকে পথ দেখিয়ে নিলে গেল একটা অ্যালুমিনিয়ামের সামনে। হাঁটার সময় মেয়েটার কটি এদিক ওদিক দুলছিল।

দরজাটা খুলে দিয়ে পিছিয়ে গেল মেয়েটা।

এখান থেকে লিওপোল্ডকে একা যেতে হবে।

একটা বিশাল রুমে প্রবেশ করল লিও। যেমান সূর্য রশ্মি এসে রুমে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত আলোকিত করে রেখেছে।

একটা আয়তাকার ফোয়ারা রয়েছে রুমের মাঝখানে। পানির শব্দটা অন্য সময় শুনলে হয়তো লিও'র ভালো লাগতো। কিন্তু এখন এই শব্দটা ওকে আরও নার্ভাস করে দিচ্ছে।

সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তিকে লক্ষ্য করল লিও। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। হয়তো বহু দূরে নিচ দিয়ে বয়ে চলা টাইবার নদী দেখছেন।

ছোট করে ছাঁটা চুল, দামী শার্ট, পেশীবহুল শরীরের অধিকারী তিনি। লিও'র দিকে পিঠ দিয়ে রয়েছেন, তারপরও ও বিষয়গুলো টের পেল।

BanglaBook.org

লিওপোল্ডের দিকে ফিরলেন তিনি। এগিয়ে এসে একটা হাত উঁচু করে একটা ছোট্ট পতঙ্গকে মুক্ত করে দিলেন। ডানা মেলে উড়ে সেটা সামনে থাকা চওড়া কাঁচের ডেস্কে গিয়ে বসল পতঙ্গটা। কিন্তু ভাল করেই খেয়াল করতেই বোঝা গেল ওটা আসলে ধাতুর সংমিশ্রণ, গিয়ার আর সূক্ষ্ণ চিকন তার দিয়ে তৈরি রোবট!

পতঙ্গটা তার চোখ দিয়ে লিওপোল্ডকে পর্যবেক্ষণ করছে।

ওটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল লিও।

হাঁটু গেড়ে সামনে থাকা ব্যক্তির সামনে বসল ও, ভয় পাচ্ছে। 'কাজ হয়ে গেছে, জনাব।' ক্রস ছুঁয়ে বলল লিও। কিন্তু আজ ক্রস থেকে কোনো শক্তি পেল না। 'আমরা সফল হয়েছি। ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে গিয়েছে।'

ব্যক্তি লিও'র আরও কাছে এগিয়ে এলেন।

ভয় পেলেও নড়ার দুঃসাহস দেখাল না লিও।

পাথরের মতো শক্ত আঙুল এসে লিও কাঁধ স্পর্শ করল। তবে তাকে স্নেহ, ভালবাসা ছিল, কোনো রূক্ষতা নয়। 'খুব ভাল করেছ, বৎস। বইটা খুলেছে। যুদ্ধের দামামা বাজবে এবার। হাজার হাজার বছরের অপেক্ষার পর আমার নিয়তি এবার পূর্ণ হয়েছে। আমি ন্যাজারিন (যিশু)কে এই দুনিয়া থেকে পাঠিয়েছি... এখন তাঁকে ফিরিয়ে এনে তাঁর প্রাপ্য সিংহাসনটা বুঝিয়ে দিতে চাই। তাতে যদি দুনিয়া ধ্বংসও হয়ে, পরোয়া করি না।'

লিওপোল্ডের মন আনন্দে নেচে উঠল।

ওর চিবুককে উঁচু করল একটা আঙুল। ব্যক্তির চেহারার দিকে তাকাল লিও। এই ব্যক্তির চেহারার দিকে একসময় স্বয়ং যিশু তাকিয়েছিলেন। যিশুও তাঁর দিকে এরকম স্নেহ ও ভালবাসাময় দৃষ্টি দিয়েছিলেন হয়তো।

কিন্তু তারপর অভিশপ্ত করেছেন চিরতরে।

তাঁর নামটাকেই বিশ্বাসঘাতকতার অপরনাম হিসেবে পরিণত করে দিয়েছেন।

খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে নামটা উচ্চারণ করার জন্য নিঃশব্দ ঠোঁট নাড়ল লিও।

জুডাস।

BanglaBook.org

*বি. দ্র. এই সিরিজের পরবর্তী বই **ইনোসেন্ট ব্লাড**-এর অনুবাদ রাত্রি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হবে।*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইটির প্রচ্ছদে লেখক হিসেবে মাত্র দু'জনের নাম থাকলে এই বইয়ের পেছনে অনেকের অবদান রয়েছে। প্রথমেই বলতে হয় আমার সমালোচনা টিমের কথা। টিমে ছিল: Sally Barnes, Chris Crowe, Lee Garrett, Jane O'Riva, Denny Grayson, Leonard Little, Scott Smith, Penny Hill, Judz Prey, Dave Murray, Will Murray, Caroline Williams, John Keese, Christian Riley, এবং Amy Rogers. তবে Carolyn McCray-এর কথা বিশেষ ভাবে বলতেই হয়। সে বিভিন্ন প্রশ্ন ছুঁড়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গল্পটাকে ঠিকঠাক ভাবে চলতে সাহায্য করেছে। এরপর David Sylvian ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডান হাত হয়ে বইটির প্রোডাকশনের শুরু থেকে প্রোডাকশন পরবর্তী সময় পর্যন্ত পাশে থাকার জন্য। গল্পটাকে উন্নত করার পেছনে অবদান রাখার জন্য Joe Konrath কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। আমি আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার লেখালেখি জীবনের 8 জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁরা হলেন: আমার এডিটর Lyssa Keusch, তাঁর সহকর্মী Amanda Bergeron; আমার এজেন্ট Russ Galen এবং Danny Baror. আর বরাবরের মতো এবারও বইয়ে থাকা যেকোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় আমার উপরেই বর্তাবে।

—জেমস রোলিন্স

এই বইটি প্রকাশ করার পেছনে যারা কঠোর পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমার দুর্দান্ত এজেন্ট Elizabeth Evans, Mary Alice Kier, Anna Cottle; এবং হারপারের Lyssa Keusch কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই উপন্যাসহ আমার লেখা অন্যান্য উপন্যাসগুলো কনা ইন্‌ক-এর চমৎকার রাইটিং গ্রুপের সহায়তায় অনেক উন্নত হয়েছে। রাইটিং গ্রুপটিতে রয়েছে: Kathryn

Wadsworth, Judith Heath, Karen Hollinger, এবং David Deardorff. যাত্রাটা সহজ ছিল না। আমার স্বামী, প্রাণশক্তিতে ভরপুর আয়রনম্যান ও মেধাবী ছেলের সাহায্য ছাড়া কখনই কাজটা শেষ করা সম্ভব হতো না। জেমসকেও ধন্যবাদ জানাই, বইটি লিখতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।

—রেবেকা ক্যানট্রেল

অনুবাদক হিসেবে শুধু আমার নাম প্রচ্ছদে গেলেও বইটি অনুবাদ করতে আরও দু'জন ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করেছেন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী সাদিয়া ইসলাম নিধি ও নবীন অনুবাদক আরিফ জ্বামান; তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কনকনে শীতের মাঝে রাতের পর রাত জেগে বইটি অনুবাদ করার সুবিধার্থে চা বানিয়ে, ফ্লাস্কে ভরে দিয়েছেন আমার মা শাহনাজ পারভীন, তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। সবশেষে, যার কথা না বললেই নয়, *রাত্রি প্রকাশনী*র সম্মানিত প্রকাশক আনোয়ার হোসেন খন্দকার; যিনি বইটির পাণ্ডুলিপির জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করেছেন। আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি, যথাসময়ে পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করতে না পারায়। তাঁর ধীর, স্থির ও ঠাণ্ডা স্বভাব দেখে আমি মুগ্ধ। একজন ম্যাচিউরড, পরিপক্ব প্রকাশক তিনি। তাঁর প্রকাশনীর হয়ে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি পাঠক আপনাকে। বইটি পড়ে শেষ করার জন্য। অনুবাদ নিয়ে কোনো পরামর্শ, অভিযোগ, প্রশংসা বা সমালোচনা থাকলে নির্দ্বিধায় আমার ফেসবুক পেজে ইনবক্স করতে পারেন। www.facebook.com/sayeemshams

—সাঈম শামস্

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG